ক্লিওপেট্রা

এইচ রাইডার হ্যাগার্ড

ভাষান্তর : সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থপ্রকাশ
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

আবিদাস শহরের মন্দিরের পিছনে লিরিয়ার পাহাড়ের যে বি [illegible] ণতার পবিত্র ওসিরিসের সম্ভাব্য সমাধি ক্ষেত্র আছে বলে মনে করা হয়, সেখানেই আবিষ্কৃত হয়েছে একটি কবর। এর মধ্যে পাওয়া গিয়েছে ইতিহাস বিধৃত কিছু প্যাপিরাসের গোটানো বাণ্ডিল। কবরটি বেশ প্রশস্ত আর বিশাল, গহ্বরও ছিলো এর মধ্যে। গহ্বরটি কোন পাহাড়ি গুহা কেটে তৈরি করা হয়। এখানে কারো আত্মীয়স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবদের মৃতদেহ রাখারই ব্যবস্থা করা হতো। এর অভ্যন্তরের দৈর্ঘ্য প্রায় উননব্বই ফিটের কম নয়। গহ্বরের মধ্যে ঢের বেশি মৃতদেহ রাখার মতো জায়গা থাকা সত্বেও মাত্র তিনটি কফিনই পাওয়া যায়। সন্দেহ নেই তাতে রাখা ছিলো প্রধান পুরোহিত আমেনত্রমহাতের আর তার স্ত্রীর দেহ—দেহদুটো ইতিহাস বিশ্রুত বীর হার্মাচিসের বাবা ও মা'র। আরবেরা দেহদুটো আবিষ্কার করার পরেই সে দুটো ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলে।

দেহ দুটো আরবেরা টুকরো টুকরো করে ফেলেছিলো। কণামাত্র ভক্তি শ্রদ্ধা না রেখে তারা পবিত্র আমেনেহাত আর তার স্ত্রীর দেহ, যার মধ্যে শোনা যায় হাথর্সের আত্মা ভর করেছিলো বলে লেখা আছে, সেগুলো তারা খণ্ড খণ্ড করে লুকনো সম্পদ খোঁজ করতে চেয়েছিলো। কয়েকটা মাত্র মুদ্রার বদলে ওগুলো তারা হয়তো বিক্রি করতো কোন বিদেশী ভ্রমণকারীর কাছে। কারণ মিশরের সাধারণ দরিদ্র মানুষ প্রাচীন কবর খুঁড়ে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে অভ্যস্ত।

কিন্ত লেখকের পরিচিত একজন চিকিৎসক বন্ধু নীল নদ পার হয়ে আবিদাসে এসেছিলেন। তার সঙ্গে ওই আরবদের দেখা হয়। তারাই তাঁকে ওই কবরের রহস্যের কথা জানায়। তারা এও বলে যে সেখানে আরও একটা কফিন আছে [illegible] সম্ভবতঃ কোন গরীব মানুষের। ওরা সেটা স্পর্শ করেনি। ওই কবরের [illegible] খুবই আগ্রহ জেগে ওঠে [illegible]। তাই ওদের কিছু ঘুষ দিয়ে জায়গাটা তাকে দেখিয়ে দিতে [illegible] না ঘটেছিলো [illegible]

(দুই)

"সে রাতে আমি মন্দিরের কাছে ঘুমিয়েছিলাম আর পরের দিন সকালেই আমরা যাত্রা সুরু করলাম। আমার সঙ্গী এক ট্যারা শয়তান। আমি ওর নাম রেখেছিলাম আলিবাবা—যার কাছে পাওয়া আঙটি আমি তোমাকে পাঠালাম। সূর্য ওঠার এক ঘণ্টার মধ্যেই যেখানে সমাধি রয়েছে সেই উপত্যকায় পৌঁছে গেলাম আমরা। এ এক বিচিত্র নির্জন উপত্যকা, সূর্য এখানে সারাদিন ধরে তার প্রখর কিরণ ঢেলে চলে—পাথরগুলো পুড়ে প্রায় বাদামী হয়ে ওঠে, স্পর্শ করা যায় না এমন উত্তপ্ত, আর পায়ের নিচে পড়ে থাকে প্রখর উত্তপ্ত বালি। ইতিমধ্যেই গরমে হেঁটে চলা অসম্ভব হয়ে ওঠায় আমরা গাধার পিঠে চলছিলাম। অবশেষে আমরা বিশাল এক প্রস্তর খণ্ডের কাছে এসে পৌঁছলাম। আলি ওখানে থেমে জানালো কবর এরই নিচে রয়েছে। আমাদের সঙ্গী একটি ছেলের জিম্মায় গাধাগুলোকে রেখে পাথরের দিকে এগোলাম। ঠিক পাথরের নিচে ছোট্ট একটা গর্ত—কোন মানুষ হামাগুড়ি দিয়েই কোনক্রমে ঢুকতে সক্ষম। এটা কোন এক সময় একটা শেয়ালই হয়তো খুঁড়েছিলো, আর তার ফলেই ওই কবরস্থান আবিষ্কার হয়। আলি হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে সুরু করতেই আমিও অনুসরণ করলাম —আর বাইরের উত্তাপের তুলনায় বেশ শীতল কোন জায়গায় পৌঁছলাম। বাইরের প্রখর আলোর বদলে চোখের সামনে ফুটে উঠলো গভীর এক অন্ধকার। মোমবাতি ধরানোর পর বাছাই কয়েকজন চোর এসে উপস্থিত হতেই আমি সমাধি পরীক্ষা সুরু করলাম। আমরা বড় এক ঘরের মতো গুহাতে ঢুকেছি। চারদিকের দেওয়ালে চোখে পড়লো টলেমী বৈশিষ্ট্যের বেশ কিছু ধর্মীয় ছবি—এদের মধ্যে একটি ছবি শ্বেতশুভ্র শ্মশ্রু সমম্বিত এক বৃদ্ধের। ডান দিকের কোনে মমির খাদ—কালো পাথরের বুকে কাটা চতুষ্কোণ একটা কূপ। আমরা ভারি একখণ্ড কাঠ এনেছিলাম—সেটাই কূপের মুখে আড়াআড়িভাবে বসিয়ে তাতে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। এরপর সেই আলি—চোর হওয়া সত্বেও যার মধ্যে সাহস ছিলো যথেষ্ট, সে কয়েকটা মোমবাতি পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে দড়িটা ধরে কূপের গায়ের মসৃণ দেয়ালে পা রেখে দ্রুতবেগেই নামতে সুরু করলো। এক মুহূর্ত পরেই সে গভীর অন্ধকারে হারিয়ে গেলো—শুধু দড়ির কম্পনই জানিয়ে দিচ্ছিলো আমাদের নিচে কিছু একটা ঘটে চলেছে। একটু পরেই দড়ির কম্পন বন্ধ হলে নিচের দিক থেকে অস্পষ্ট কিছু শব্দ আলির নিরাপদে পৌঁছানোর কথা জানিয়ে দিলো। এবার অনেক অনেক নিচে একটা আলোর শিখা চোখে পড়লো।

(তিন)

ঘুমন্ত আত্মার মতোই যেন এতদিন ধরে এই অন্ধকারের রাজত্বে বাস করে চলেছিলো।

এবার দড়িটা তুলে নিতেই আমার পালা এলো। কিন্তু যেহেতু আমার নিজের ঘাড় সম্বন্ধে আমার নিজেরই তেমন বিশ্বাস ছিলো না, তাই আলির পথ না গ্রহণ করে একটা দড়ির ফাঁস তৈরি করে সেটা কোমরে জড়িয়ে আমাকে ঝুলিয়ে নামিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো পবিত্র ওই গহ্বরে। এটা একটুও সুখকর ছিলো না, কারণ যারা আমাকে নামিয়ে দিচ্ছিলো তারা কোন ভুল করলেই আমি শতধা বিভক্ত হবো সন্দেহ নেই। বাদুড়গুলোও অনবরত আমার চোখে মুখে এসে পড়ছিলো। একটু পরেই আমি দুপায়ে ভর রেখে দাঁড়াতেই বুঝতে পারলাম মাটিতে পৌঁছে গেছি। পাশেই দাঁড়িয়েছিলো বাদুড়ে আচ্ছাদিত ঘর্মাক্ত কলেবর আলি। এরপর আরও একজন একইভাবে নেমে আসার পর বাকি সকলকে উপরে থাকতে বলে আমরা এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলাম। প্রথমেই জলন্ত মোমবাতি হাতে আলি। প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু দীর্ঘ এক পথ। একটু পরেই সেটা প্রশস্ত হয়ে সমাধি গহ্বরে এসে পৌঁছলো। আমার মনে হলো সবচেয়ে উত্তপ্ত আর নীরবতা ঘেরা কোন জায়গাতেই এসে পৌঁছেছি। জায়গাটা চতুষ্কোণ। মোমবাতির আলোয় চারপাশে তাকালাম। চারপাশে কফিনের ভাঙা টুকরো, যে দুটি মমিকে আরবেরা টুকরো টুকরো করে ফেলেছিলো তারই ভগ্নাবশেষ ছড়ানো। প্রথমটির অঙ্কন অতি সুন্দর, কিন্তু মিশরীয় লিপি সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান না থাকায় আমি এগুলোর পাঠোদ্ধার করতে ব্যর্থ হলাম। চারদিকে ছড়ানো পুঁথি আর সুগন্ধী আবরণেই ঢাকা ছিলো মমির অবশিষ্টাংশ। দেখে বুঝলাম ও দুটো কোন পুরুষ আর নারীর দেহাবশেষ (পরে জেনেছি এ দুটি নিঃসন্দেহে আমেনেমহাত আর তার স্ত্রীর)। পুরুষটির মাথা দেহ থেকে ভেঙে ফেলা হয়েছিলো মৃত্যুর পর। খুব যত্ন করে দেহটি কামিয়ে ফেলাও হয়েছিলো মৃত্যুর পর। আর সব মাংস কুঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও বুঝলাম লোকটি অতি সুদর্শনই ছিলো। এটা অতি বৃদ্ধ কোন একজনের—কিন্তু এই মুহূর্তে কি ভীতিব্যঞ্জক মুখ—আমি একটু কুসংস্কারাচ্ছন্নই হয়ে উঠলাম (যদিও সকলেই জানে মৃতদেহ আমি অসংখ্য দেখেছি), তাই তাড়াতাড়ি মাথাটা মাটিতে নামিয়ে দিলাম। দ্বিতীয় মূর্তিটির মুখে তখনও কিছু আবরণ জড়ানো ছিলো —সেগুলো আমি খুলিনি, তবে স্ত্রীলোকটি যে সে যুগের এক রমণীয়া নারীই ছিলেন কোন সন্দেহ নেই।

'অন্য মমিটা ওখানে', আলি ইঙ্গিতে এক বিরাটাকৃতি কফিন

দেখিয়ে দিলো। সেটা যেন অযত্নেই ওখানে কাত করে ফেলে রাখাছিলো।

এগিয়ে গিয়ে আমি কফিনটা পরীক্ষা করলাম। ভালোভাবে বানানো হলেও কফিনটা সাধারণ দেবদারু কাঠেই তৈরি—ওর গায়ে কোন লিপি বা দেবদেবীর ছাবও আঁকা ছিলো না।

'এটার মতো কফিন আগে দেখিনি', আলি বলে উঠলো, 'ওকে খুব তাড়াতাড়ি কবর দিয়েছিলো। সাজানো হয়নি।'

সাধারণ আকৃতির বাক্সটার দিকে তাকানোর পরেই আমার আগ্রহ ধীরে ধীরে জাগ্রহ হতে লাগলো। চারদিকে ছড়ানো মৃত ওই মানুষদের ধুলো দেখেই ভেবেছিলাম বাকি কফিনটা স্পর্শ করবো না—কিন্তু আমার অনুসন্ধিৎসা জেগে উঠতেই কাজ সুরু করে দিলাম। আলি একটা হাতুড়ি আর গজাল সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলো। ও তাই দিয়ে দক্ষ কবর খননকারীর মতো কাজ সুরু করলো। আলি আরও একটা জিনিস দেখালো। বেশির ভাগ মমির কফিনই টুকরো কাঠে আটকানো থাকে—কিন্তু এটায় আটকানো রয়েছে আটটা কাঠের টুকরো। এর উদ্দেশ্যও বুঝতে পারলাম কফিনকে মজবুত করে আঠকানো। শেষ পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টার পর কফিনের মজবুত ডালা খোলা হলো। তার মধ্যে বেশ পুরু করে ছড়িয়ে রাখা মশলার (এটা অসাধারণ) নিচে ছিলো দেহটা।

আলি অবাক হয়ে তাকালো—কারণ এ মমিটা অন্যান্য মমির মতো ছিলো না। মমিকে সাধারণতঃ চিৎ করে রাখার রীতি, মনে হয় যেন কাঠে খোদাই করা মূর্তি। কিন্তু এই মমিটি পাশ ফেরানো অবস্থাতেই রাখাছিলো। মমির হাঁটুতে সামান্য বাঁকা। এ ছাড়া টলেমীক যুগের চল হিসেবে মুখে যে সোনালী মুখোস বসানো হয় সেটা মমির মুখে চেপে বসেছিলো।

এই মমি দেখে মনে না করা একেবারেই অবাস্তব ছিলো যে আমাদের সামনের মমি কফিনে ঢোকাবার পর দারণভাবেই নড়াচড়া করতে চেয়েছিলো।

'এ খুবই মজার মমি। ও এখানে ঢোকার সময় মৃত ছিলো না', আলি বলে উঠলো।

'বাজে কথা!' আমি বলে উঠলাম, 'জ্যান্ত মমির কথা কে কোথায় শুনেছে?'

কফিন থেকে আমরা এবার দেহটা বের করলাম। একাজ করতে গিয়ে মমির ধুলোয় প্রায় দমবন্ধ হওয়ার অবস্থা হলো আমাদের। এবার আমাদের চোখে পড়লো মশলাতে অর্ধেক চাপা অবস্থায় পাকানো এক বাণ্ডিল প্যাপিরাস

—একখণ্ড মমির কাপড়ে অযত্নে জড়ানো। হয়তো ওটা কফিন বন্ধ করার সময়ই ছুঁড়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

আলি লোভাতুর চোখে প্যাপিরাসের দিকে তাকালো, কিন্তু আমি সেটা নিয়ে পকেটে ঢুকিয়ে রাখলাম। কারণ আগেই আমরা ঠিক করে নিয়েছিলাম যা কিছু পাওয়া যাবে তার সবই আমার হবে। এবার আমরা দেহের জড়ানো কাপড়ের টুকরো খুলতে স্থরু করলাম। মমির দেহে খুব শক্ত ব্যাণ্ডেজ বেশ পুরু করে আর অযত্নেই জড়ানো ছিলো। মাঝে মাঝে শুধু গিঁট বাঁধা অবস্থায়। সবকিছু দেখে বুঝে নিতে কষ্ট হয় না কাজটা অতি তাড়াহুড়ো আর কষ্ট করেই করা হয়েছিলো। মাথার ঠিক উপরে বিরাট একটা পিণ্ড ছিলো। এর উপরে জড়ানো ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলার পরেই মুখের উপর দেখা গেলো দ্বিতীয় এক প্যাপিরাসের বাণ্ডিল। হাতে করে ওটা তুলতে গেলাম, কিন্তু ওটা খুললো না। মনে হলো বাণ্ডিলটা সারা দেহে জড়ানো ওই ব্যাণ্ডেজেই আটকানো—পায়ের সঙ্গে থলের মতোই লাগানো। ব্যাণ্ডেজে মোম লাগানোও ছিলো—একটা মোমবাতি নিয়ে দেখতে গেলাম কেন ওটা খুলতে চাইছিলো না। বুঝতে পারলাম মশলাগুলো গলে থলের মতো জিনিসে আটকে গিয়েছিলো।

অনেক কষ্ট করে শেষ অবধি বাণ্ডিলটা খুলে অন্য পকেটে ঢোকালাম। এরপর আমাদের ওই ভয়ঙ্কর কাজ করে চললাম নিঃশব্দে। অতি কষ্টে আর যত্ন করে থলের মতো জিনিসটা খুললাম আর শেষ অবধি আমাদের সামনে একজন পুরুষের দেহ শায়িত দেখলাম। দেহের দুই হাঁটুর মাঝখানে তৃতীয় প্যাপিরাসের বাণ্ডিলটা পাওয়া গেলো। ওটা নিয়ে আলোতে দেহটার মুখ দেখতে চাইলাম। ওর মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেই যে কোন ডাক্তার বলতে পারে কিভাবে ওর মৃত্যু ঘটেছে।

দেহটা খুব বেশি শুকোতে পারেনি। দৃশ্যতঃ এরজন্য প্রয়োজনীয় সত্তরদিন কাজে লাগানো হয়নি আর তার ফলেই মুখের ভঙ্গী অনেক বেশি প্রকট হয়ে আছে। আর বেশি কথা না বলে আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই মৃত এই মানুষটির মুখে যে ভাব আমি দেখলাম জীবনে আর তা দেখার ইচ্ছে আমার নেই। আরবেরাও মুখটা দেখে ভয়ে পিছিয়ে গিয়ে প্রার্থনার ভঙ্গী করতে লাগলো।

এবার নজরে এলো আমাদের দেহের বাঁ দিকে দেহকে তাজা রাখার জন্য যে আকরের ব্যবস্থা করা হয় এক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। দেহের আকৃতি দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় দেহটি মধ্য বয়সী কোন মানুষের, যদিও চুলে পাক

ধরেছিলো, শরীরটা দেখেই বোঝা যায় খুব শক্তিমান কেউ—কাঁধ দুটোও অস্বাভাবিক চওড়া। দেহটা খুব ভাল করে পরীক্ষা করা সম্ভব হলো না, কারণ ওটা খুলে ফেলার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বাতাসের সংস্পর্শে দেহটা কুঁচকে যেতে সুরু করলো। মাত্র পাঁচ কি ছ মিনিটের মধ্যেই পড়ে রইলো শুধু কয়েক মুঠো চুল, মাথার খুলি আর বড়ো বড়ো কয়েকখণ্ড হাড় মাত্র। আমি আরও লক্ষ্য করলাম ডান বা বাঁ কোন একটা পায়ের হাড় ভাঙা আর খুব খারাপ ভাবেই বসানো ছিলো। ওটা অন্য পায়ের চেয়ে দু এক ইঞ্চি ছোটই হবে।

যাক, আর কিছু আবিষ্কার করার মতো ছিলো না। প্রথম উত্তেজনা কেটে যাওয়ার পরেই ওই মমির ধুলোর গন্ধ, সঙ্গে মশলার গন্ধ, ক্লান্তি আর গরমে আমার নিজেকেও মৃত বলে মনে হচ্ছিলো।

লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আর জাহাজও দুলছে। চিঠিটা পাঠানোর পর আমি সুদূর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলেছি। তবে আমি, তুমি ওই চিঠি পাওয়ার দশ দিনের মধ্যেই লণ্ডনে পৌঁছবো আশা করছি। ওখানে পৌঁছেই তোমাকে জানাবো ওই কবরখানা থেকে ওঠার আনন্দ কেমন হৃদয়গ্রাহী হয়েছিলো—শয়তানের সেরা সেই আলিবাবা আর তার বন্ধু চোরেরা আমাকে কেমন করে ভয় দেখিয়ে প্যাপিরাসের বাণ্ডিলগুলো হাতিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলো—কিভাবে আমি তাদের ঠোকিয়েছিলাম। এরপর আমরা ওগুলোর পাঠোদ্ধার করবো। আমার ধারণা ওতে শুধু হয়তো মৃত মানুষের কথাই লেখা আছে—তবে অন্য কিছুও থাকতে পারে। এটা বোধহয় বলতে হবে না মিশরে এইসব কাহিনী কাউকে বলিনি, কারণ তাহলে বুলাক যাদুঘরের সবাই আমাকে তাড়া করতো। বিদায়, 'মুর্দা শেষ', আলিবাবা যেরকম বলতো।"

ঠিক সময়েই আমার সেই বন্ধু, যার চিঠি থেকেই এতক্ষণ লিখলাম, লণ্ডনে পৌঁছলেন আর ঠিক পরের দিনই আমরা আমাদের এক পরিচিত বন্ধুর কাছে হাজির হলাম। তিনি শিক্ষিত, আর মিশরীয় লিপি আর লৌকিক লেখা সম্পর্কে তার প্রচুর জ্ঞান ছিলো। যে রকম উদ্বেগ নিয়ে দক্ষ হাতে বাণ্ডিলগুলো ভিজিয়ে খুলে নিয়ে তার সোনার ফ্রেমের চশমা দিয়ে রহস্যময় লেখাগুলোর দিকে তাকাতে দেখলাম, সেটা কল্পনাই করা চলে কেবল।

'হুম্', তিনি বলে উঠলেন ; এটা আর যাই হোক কোন 'মৃতের বই' নয়। ওঃ ভগবান, এটা কি ? ক্লি—ক্লিও—ক্লিও পেট্রা—। আরে, বন্ধুগণ, আমি যেমন জীবিত, এও সেই রকম কারও ইতিহাস, যে ক্লিওপেট্রার সময়ে বাস

করতো। হ্যাঁ সেই ক্লিওপেট্রা, কারণ তার নামের সঙ্গে অ্যান্টনীর নামও রয়েছে! যাক, এবার আমার সামনে ছ'মাসের কাজ পড়ে আছে, হ্যাঁ কম করেও ছ'মাস!' আনন্দে আত্মহারা হয়ে তিনি ঘরময় পায়চারী শুরু করে বলতে লাগলেন, 'এটা আমি অনুবাদ করবো—আর এটা ওসিরিসের নামে বলছি ইউরোপের প্রতিটি মিসারবেত্তাকেই ঈর্ষায় উন্মাদ করে দেবে। ওঃ কি অপূর্ব আবিষ্কার! কি মহামূল্যবান আবিষ্কার।'

আপনাদের, যাদের চোখ এই পৃষ্ঠাগুলোর উপরে পড়বে, তারা দেখবেন এটা অনূদিত হয়েছে, মুদ্রিতও হয়েছে আর সবটাই আপনাদের চোখের সামনে রাখা আছে—এক অনাবিষ্কৃত দেশ, যে দেশে আপনারা অনায়াসে ভ্রমণ করতে পারেন।

হার্মাচিস তার বিস্মৃত সমাধি গহ্বর থেকে আপনাদের বলে চলেছে। সময়ের প্রাচীর ধ্বসে পড়তে শুরু করেছে আর আচমকা অশনি সংকেতের মতো অতীতের দৃশ্য একের পর এক অন্ধকারের যুগ ছেড়ে আপনাদের চোখের সামনে জেগে উঠছে।

সে আপনাদের দু'দুটি মিশরকে দেখাতে চাইছে, যার দিকে দৃষ্টি মেলে রেখেছিলো মূক পিরামিড শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে—গ্রীকদের আর রোমান আর টলেমীর মিশর আর অন্যদিকে পুরোহিতের, বয়সের ভারে আনত এক মিশর, যে মিশরের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলো প্রাচীন ঐতিহ্যে, হারিয়ে যাওয়া কীর্তির আর ঐশ্বর্যের সম্ভারে।

হার্মাচিস আপনাদের শোনাবে কেমন করে রোমের রাজত্বের অনির্বাপিত আনুগত্য ধ্বংসের আগে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে, কি তীব্রভাবে সেই প্রাচীন সময়ের প্রতি উৎসর্গীকৃত বিশ্বাস পরিবর্তনের বিজয়ী ঝঞ্ঝার মোকাবিলা করতে লড়াই চালিয়েছিলো। সেটা যেন হয়ে উঠেছিলো বন্যা বিক্ষুব্ধ নীল নদেরই মতো, যা প্রাচীন মিশরের দেবতাদের শেষ অবধি জলমগ্ন করে দেয়।

এই কাহিনীর মধ্যেই আপনাদের পরিচয় ঘটবে ক্লিওপেট্রা, সেই "অগ্নিশিখার" সঙ্গে, যার কামনা জাগানো সৌন্দর্য বহু সাম্রাজ্যেরই ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছিলো। এখানেই আপনারা পাঠ করবেন কিভাবে চার্মিয়নের আত্মা তারই প্রতিহিংসা-লালিত তরোয়ালের আঘাতে নিহত হয়।

এখানেই সেই হার্মাচিস, সেই দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত মৃত্যু পথযাত্রী মিশরী, তার অনুসৃত পথে চলতে আগ্রহী আপনাদের অভিবাদন জানাতে চাইছে। তার

ব্যর্থ জীবনের কাহিনীর মধ্য দিয়ে সে যা বলতে উৎসুক তা হয়তো আপনার জীবন কাহিনী হতেও বাধা নেই। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন পাতাল-গৃহে, যেখানে সে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে তার সময় কাটিয়ে চলেছে, সেখান থেকেই সে তার পতনের ইতিহাস শোনাতে চাইছে—তার সেই ভাগ্যের ইতিহাস, যে ভাগ্য প্রাণপণ চেষ্টা সত্বেও তার ঈশ্বরকে, তার গৌরবকে আর দেশকে ভুলে গিয়েছিলো।

॥ ১ ॥

● হার্মাচিসের জন্ম ; হাথর্সের ভবিষ্যৎবাণী আর নিরপরাধ শিশুর রক্তপাত ●

আবুথিসে সুপ্ত ওসিরিসের নামে এই সত্য লিখছি।

আমি, হার্মাচিস, পবিত্র শেঠির প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের বংশানুক্রমিক পুরোহিত, কিছুকাল আগের এক মিশরের ফারাও। আমি, হার্মাচিস, ঈশ্বরের অধিকার প্রাপ্ত, যুগ্ম মুকুটের অধিকারী রানার বংশের রক্ত আমার শরীরে প্রবহমান, আমি ফারাওয়ের উত্তরাধিকারী। আমি, হার্মাচিস, যে আশায়ভরা প্রস্ফুটিত পুষ্পকে দূরে নিক্ষেপ করেছিলো, ঐতিহ্যময় পথ যে ত্যাগ করেছিলো, যে ঈশ্বরের বাণী বিস্মৃত হয়ে সাড়া দিয়েছিলো এক রমণীর আহ্বানে। আমি, হার্মাচিস, সেই পতিত একজন মানুষ, মরুভূমির কূপে যেভাবে জল সঞ্চিত হয় সেইভাবেই যার মধ্যে জমা হয়েছিলো যতো পাপ, যে সব রকম লজ্জার স্বাদ গ্রহণ করেছিলো, যে বিশ্বাসহন্তা, যে ভবিষ্যতের সমস্ত গৌরব জলাঞ্জলি দিয়েছিলো, যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ—আমি লিখছি সেই আবুথিসে নিদ্রামগ্ন মহানের নামে, লিখছি সম্পূর্ণ সত্য কাহিনী।

ওঃ মিশর!—খেমের প্রিয়তম ভূমি, যার কালো মৃত্তিকা আমার পার্থিব দেহ লালন করেছে—যে দেশের প্রতি আমি বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করেছি—ওঃ ওসিরিস! আইসিস!—হোরাস!—মিশরের সেই দেবতাগণ, যাদের প্রতি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি!—ওঃ মিশরীয় দেব মন্দির যার চূড়া গগনস্পর্শী, এখানেও আমি বিশ্বাসভঙ্গকারী!—ওঃ প্রাচীন ফারাওগণ, আপনাদেরও আমি বিশ্বাসভঙ্গ করেছি!—আমাকে শ্রবণ করুন; আমার চরম নরক যাত্রার দিনে আপনারই সাক্ষী থাকুন যে আমি সত্য ভাষণ করতে চাইচি।

তবুও আমি যখন লিখে চলেছি, প্রবহমান নীলনদ যেন রক্তের মতোই লাল হতে চাইছে। আমার চোখের সামনে দূরের পাহাড়ের বুকে সূর্যদেব তার কিরণ ঢেলে চলেছে। আবুথিসের মন্দিরে প্রার্থনা করে চলেছে মানুষ। আমার কানে ভেসে আসছে প্রার্থনাগীতির শব্দ।

আবুথিস, হারানো আবুথিস। আমার এ হৃদয় তোমার কাছেই ছুটে যেতে চাইছে! কারণ এমন দিন আসন্ন যখন মরুর বালুকা তোমার গোপনতা ঢেকে দেবে! তোমার দেবতাদের ধ্বংস আসন্ন, ওঃ আবুথিস! নতুন বিশ্বাস

তোমার সব পবিত্রতাকে শ্লেষ বিদ্ধ করবে আর শত কর্মে নিযুক্ত মানুষ তোমারই দুর্গের প্রস্তর প্রাকারে আনাগোনা করে চলবে। আমি অশ্রু বিসর্জন করছি —রক্তের অশ্রু: কারণ আমারই পাপ এনেছে এই অশুভ ছায়া আর আমি তাই তাদের চিরকালীন লজ্জা।

এবার সেই কাহিনী অবলোকন করুক।

এখানে এই আবুথিসেই আমি জন্মেছি। আমি, হার্মাচিস, আর আমার বাবা ওসিরিসের যোগ্য শেঠির প্রধান পুরোহিত। আর আমার জন্মের ওই একই দিনে মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রাও জন্ম নেয়। আমার যৌবন কেটেছিলো চারপাশের ক্ষেতে নিযুক্ত নিচুতলার মানুষদের কাজ দেখে আর বিশাল মন্দিরে ঘোরাফেরা করে। মায়ের কথা আমার মনে পড়ে না, তিনি মারা যান আমার স্তন্যপান করার কালেই। কিন্তু তিনি মারা যাওয়ার আগে, এটা ঘটেছিলো টলেমী অলেটের রাজত্বকালে, বৃদ্ধা আতুয়া আমায় জানিয়েছিলো যে আমার মা একটা সোনার তৈরি আমাদের মিশরীয় রাজবংশের সর্পচিহ্নিত প্রতীক তুলে আমার মাথায় পরিয়ে দিয়েছিলেন। যাঁরা তাকে এটা করতে দেখে তারা ধরে নেয় মার উপর ঐশ্বরিক কিছু ভর করেছিলো। তার সেই উন্মত্তের আচরণের মধ্য দিয়ে এটাই প্রমাণিত হতে চাইছিলো ম্যাসিডোনিয়ার প্রভুত্ব শেষ, আর মিশরের রাজদণ্ড এবার মিশরের প্রকৃত রাজবংশের হাতেই ফিরে যেতে চলেছে। কিন্তু আমি যার একমাত্র সন্তান, সেই বৃদ্ধ প্রধান পুরোহিত আমেনেমহাত ফিরে এসে যখন দেখলেন মৃত্যুপথ যাত্রী স্ত্রীলোকটি কি করেছে, তিনি স্বর্গের দিকে দুহাত তুলে প্রার্থনা শুরু করলেন। আর ঠিক তখনই আমার মরণাপন্ন মায়ের মধ্যে ভবিষ্যৎবাণীর আত্মা প্রবেশ করালেন হাথর্স। আর তার ফলেই মা শক্তি সঞ্চয় করে ঘুমন্ত আমার দোলনার সামনে তিনবার সষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলে চললেন:

"আমার জঠরের ফসল, তোমায় অভিবাদন জানাই! অভিবাদন জানাই ভবিষ্যতের ফারাওকে! অভিবাদন জানাই সেই ঈশ্বরকে যিনি এই দেশকে উদ্ধার করবেন, আইসিস হতে নেমে আসা নকৃত-নেবফের ঐশ্বরিক ফসলকে। নিজেকে পবিত্র রেখো, তুমিই মিশরকে শাসনের মধ্য দিয়ে উদ্ধার করবে। কিন্তু তুমি যদি পরীক্ষার মুহূর্তে ব্যর্থ হও তাহলে মিশরের সমস্ত দেবতার অভিশাপ বর্ষিত হবে তোমার উপর, আর বর্ষিত হবে তোমারই রাজকীয় পূর্বপুরুষদের অভিশাপ যাঁরা তোমার আগে হোরাসের সময় থেকে এই দেশ শাসন করে এসেছেন। তাহলে জীবনে তুমি দুর্দশাগ্রস্ত হবে আর মৃত্যুর

পরেও ওসিরিস তোমাকে গ্রহণ করবেন না, আমেনতির বিচারকেরা তোমার বিচার করবেন। শেঠ আর শেখেতরা তোমায় যন্ত্রণাবিদ্ধ করে চলবে যতোদিন না তোমার পাপ স্খলন হয় আর আবার মিশরের মন্দিরে মিশরীয় দেবতার পূজা স্বরু হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচারির বিদেশীর পদচিহ্ন মুছে ফেলা যায়—আর এসব কিছু-ই হতে পারে দুর্বলতার মধ্য দিয়ে তুমি ব্যর্থ হলে।"

আর এভাবে কথাগুলো বলার পরেই মার মধ্য থেকে ভবিষ্যৎবাণীর আত্মা বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমার দোলনার উপর পড়ে মারা গেলেন।

কিন্তু আমার বাবা প্রধান পুরোহিত, কাঁপতে স্বরু করলেন আর ভয়ও পেলেন। কারণ মার মুখ থেকে হাথর্সেরই আত্মা কথা বলেছে আর যা বলা হয়েছে তা টলেমীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সামিল। তিনি জানতেন ব্যাপারটি টলেমীর কর্ণগোচর হলেই ফারাও তার ঘাতকদের পাঠিয়ে দেবেন শিশুটিকে হত্যা করতে। তাই আমার বাবা দরজা বন্ধ করে ওখানে যারা উপস্থিত ছিলো তাদের সকলকেই তিন ঈশ্বরের আর মৃত আমার মায়ের আত্মার নামে শপথ করিয়ে নিলেন কোনক্রমেই তারা যেন একথা প্রকাশ না করে।

এদের মধ্যে ছিলো আমার মা'র ধাত্রী আতুয়া। সে তাঁকে স্নেহ করতো। কিন্তু কোন স্ত্রীলোককেই শপথ করানো অর্থহীন, কারণ তাদের জিভ আটকে থাকে না। তাই ব্যাপারটা বেশ কিছুদিন ঘটে যাওয়ার পর তার মন থেকে ভয় দূর হয়ে গেলেও এর তাৎপর্য তার মনে গাঁথা ছিলো। একদিন সে ওই ভবিষ্যৎবাণীর কথা জানালো ওর মেয়েকে। ওই মেয়েটির দুধ পান করেই আমি লালিত হয়েছিলাম মায়ের মৃত্যুর পর। আতুয়া কথা প্রসঙ্গে তার মেয়েকে বলে দিলো আমাকে দারুণ যত্ন করা দরকার, কারণ একদিন আমিই ফারাও হয়ে টলেমীদের মিশর থেকে তাড়াবো। মেয়েটির স্বামী ছিল এক ভাস্কর, সে গোরস্থানের জন্য মূর্তি তৈরি করতো। মেয়েটি ওর মনে কথাটা কিছুতেই চেপে রাখতে পারলো না—তাই মাঝ রাত্রিতে স্বামীর ঘুম ভাঙিয়ে ফিস ফিস করে কথাটা জানালো আর তার ফলেই সে তার নিজের আর সন্তানের সর্বনাশের বীজ রোপন করলো। কারণ ওর স্বামী তার বন্ধুকে কথাটা বলে ফেললো, বন্ধুটি টলেমীর একজন গুপ্তচর হওয়ায় কথাটা এবার ফারাওর কানে উঠলো।

এরকম ঘটনায় ফারাও দারুণ চিন্তিত হলনে, যদিও সুরায় মত্ত থাকার সময় তিনি মিশরীয়দের দেবতাদের ব্যঙ্গ করতেন, সঙ্গে সঙ্গে বলতেন একমাত্র রোমের শাসক সভার সামনেই তিনি মাথা নোয়ান, ওটাই তার একমাত্র দেবতা। তবুও মনে মনে তিনি দারুণ ভীতি ছিলেন। কথাটা তারই এক চিকিৎসকের

কাছে শুনেছি। কারণ তিনি রাত্রিতে যখন একাকী থাকতেন তখন আর্তনাদ করে দেবতাদের প্রার্থনা জানাতেন। তার ভয় ছিলো পাছে কেউ তাকে খুন করে তার আত্মাকে বিনষ্ট করে দেয়। কোন সময় তার সিংহাসন একটু কেঁপে উঠলেও তিনি আতঙ্কে মন্দিরে উপঢৌকন পাঠিয়ে দৈববাণী প্রার্থনা করতেন, বিশেষ করে ফিন্সা'র দৈববাণী। অতএব তার যখন কানে এলো আবুথিসের প্রাচীন মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের স্ত্রী মৃত্যুর আগে এক ভবিষ্যৎবাণী করে গেছে যে তার সন্তান ফারাও হবে, তিনি দারুণ ভয় পেলেন। তাই তিনি কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরকে ডেকে পাঠালেন—তারা গ্রীক হওয়ায় অপকার্যে ভয় পেতো না—তিনি তাদের আদেশ দিলেন নৌকোয় নীল নদ পার হয়ে আবুথিসে গিয়ে প্রধান পুরোহিতের সন্তানের মাথা কেটে দেখাতে।

কিন্তু সৌভাগ্যের কথা, যে নৌকোয় রক্ষীরা আসছিলো সেটা ভাঁটার ফলে নদীর চরায় আটকে গেলো। উত্তরের বাতাসে সেটা প্রায় ডুবে যাওয়ার উপক্রম হতে রক্ষীরা সাধারণ মানুষদের সাহায্যের জন্য অনুরোধ করতে থাকে। লোকজন ছুটে এলেও তাদের গ্রীক বলে চিনতে পেরে তারা সাহায্যে রাজী হলো না। রক্ষীরা তখন জানালো তারা আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রীক, ফারাওর কাজে এসেছে। ইতিমধ্যে রক্ষীর দলের এক সুরায় মত্ত খোজা বলে ফেললো তারা প্রধান পুরোহিত আমেনেমহাতের শিশুপুত্রকে হত্যা করতে এসেছে—যে নাকি মিশর থেকে গ্রীকদের বিতাড়িত করবে ভবিষ্যৎবাণী হয়েছে। লোকগুলি ব্যাপারটা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়ে রক্ষীদের উদ্ধার করলো। কিন্তু ওই লোকজনের মধ্যে একজন ছিলো যে আমার মায়ের দূরসম্পর্কের আত্মীয়। সে কথাটি শুনেই দ্রুত মন্দিরের দেয়াল বিহীন যে অংশে আমি শায়িত সেখানে হাজির হলো। কিন্তু বাবা দুর্ভাগ্যবশতঃ ওখানে ছিলেন না—আর ফারাওর রক্ষীরা গাধায় চড়ে এগিয়ে আসছিলো। লোকটি তাই বৃদ্ধা আতুয়াকে চিৎকার করে জানালো রক্ষীরা আমাকে হত্যা করার জন্য আসছে। কি করা উচিত না বুঝেই ওরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো। কারণ আমাকে লুকিয়ে রাখলে আমাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত ওরা ছাড়বে না। কিন্তু লোকটি দরজা দিয়ে তাকাতেই এক ছোট্ট শিশুকে খেলা করতে দেখলো।

'ওই ছেলেটা কার?' লোকটি প্রশ্ন করলো।

'ও আমার নাতি', আতুয়া জবাব দিলো,' ওর মায়ের জন্যই এই দুর্গতি।'

'শোনো', লোকটি বলে উঠলো, 'তোমার কর্তব্য নিশ্চয়ই জানো, এখনই সেটা করো,' বলেই সে শিশুটিকে ইঙ্গিত করলো। 'আমার আদেশ, আর সেটা আমি ঈশ্বরের নামেই করছি।'

আতুয়া দারুন কাঁপতে সুরু করলো, কারণ শিশুর দেহে ওরই রক্ত বইছে। এ সত্ত্বেও সে শিশুটিকে নিয়ে পরিষ্কার করে একটা রেশমী কাপড় পরিয়ে আমার দোলনায় শুইয়ে দিলো। এবার আমাকে নিয়ে গায়ে কাদা মাখিয়ে পোশাক ছাড়িয়ে ময়লার মধ্যে খেলতে দিলো, আমিও মহানন্দে তাই করে চললাম।

লোকটি তখন আড়ালে লুকিয়ে পড়তেই রক্ষীরা উপস্থিত হলো। তারা আতুয়ার কাছে জানতে চাইলো বাড়িটা প্রধান পুরোহিত আমেনেমহাতের কিনা? আতুয়া 'হ্যাঁ' বলেই তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে মধু আর দুধ প্রদান করলো, কারণ রক্ষীরা খুবই তৃষার্ত ছিলো।

ওদের পান শেষ হলে খোজাটি প্রশ্ন করলো দোলনায় শায়িত শিশুটি আমেনেমহাতের ছেলে কিনা। আতুয়া এবারও জবাবে বললো 'হ্যাঁ'। তারপর ও বলে চললো শিশুটি বড় হয়ে কিভাবে সকলকে শাসন করবে কারণ এই রকমই ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিলো।

কিন্তু এ কথায় গ্রীক রক্ষীরা হেসে উঠলো আর তাদের একজন শিশুটিকে তুলে তরোয়ালের এক কোপে তার মাথা কেটে ফেলতেই, সেই খোজা ফারাওর একটা সীলমোহর দেখিয়ে বললো ফারাওর আদেশেই একাজ করেছে ওরা। এবার আতুয়াকে বিদায় জানিয়ে ওরা বললো প্রধান পুরোহিতকে জানাতে যে তার ছেলে মাথা ছাড়াই রাজা হবে।

ওরা এবার চলে যাওয়ার ঠিক মুখে আমাকে খেলতে দেখে থমকে দাঁড়ালো। ওদের একজন বলেও উঠলো, 'আরে এখানে রাজপুত্র হার্মচিসের একজোড়া রয়েছে দেখছি।' দু এক মুহূর্ত থেমে আমাকেও খতম করবে কিনা ভাবতে চাইলো ওরা, তারপর কি মনে ভেবে সেই শিশুটির কাটা মাথা নিয়ে চলতে সুরু করলো, কারণ শিশু হত্যায় ওদের আর স্পৃহা ছিলো না।

কিছুক্ষণ পরে শিশুটির মা আর বাবা ফিরে কি ঘটেছে দেখেই দুজনে আতুয়া অর্থাৎ ওর মাকে প্রায় খুনই করে ফেলতো, আর আমাকে ফারাওর সৈন্যদের হাতেই তুলে দিতো। কিন্তু ততক্ষণে আমার বাবা ফিরে এসে সব ব্যাপারটা শুনেই ওই মেয়েটি আর তার স্বামীকে ধরে মন্দিরের কোনও গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করলেন। ওদের কেউ আর দেখেনি।

কিন্তু আমি আজ ভাবি ঈশ্বর সেদিন ওই রক্ষীদের হাতে নিরপরাধ শিশুটির মৃত্যু না ঘটিয়ে আমাকে মারলে ভালো হতো।

এরপর প্রচার করা হলো প্রধান পুরোহিত আমেনেমহাত ফারাওর হাতে নিহত হার্মাচিসের বদলে আমাকে দত্তক গ্রহণ করেছেন।

॥ ২ ॥

● হার্মোচিসের অবাধ্যতা ; সিংহ নিধন আর আতুয়ার কথা ●

এরপর ফারাও টলেমী আমাদের আর বিরক্তির কারণ হননি বা আর কেউ ফারাও হচ্ছে কিনা অনুসন্ধানের জন্য তার রক্ষীদেরও পাঠাননি। কারণ ইতিমধ্যে সেই খোজা নিহত শিশুর ছিন্ন শির নিয়ে ফারাওর সামনে উপস্থিত হয়েছিল। তিনি তখন তার আলেকজান্দ্রিয়ার শ্বেত পাথরের প্রাসাদে বসে সাইপ্রিয় সুরা পান করতে করতে তার প্রাসাদের রমনীদের সামনে বাঁশি বাজাচ্ছিলেন। তার আদেশে খোজাটি বাক্সের ঢাকা খুলতেই শিশুর ছিন্ন শির বেরিয়ে পড়লো। ফারাও হেসে উঠে তাতে পদাঘাত করে ব্যঙ্গ করে উঠলেন। একটি মেয়ের জিভে খুবই ধার ছিলো। সে তীব্রস্বরে বলে উঠেছিলো, "এই ছেলেটি সত্যিই ফারাও, সবচেয়ে বড়ো ফারাও, ওর নাম ওসিরিস আর ওর সিংহাসন হলো মৃত্যু।"

ফারাও এ কথায় খুব বিরক্ত হলেন। তার কাঁপুনিও সুরু হলো—কারণ অত্যন্ত বদ লোক হওয়ায় তিনি আমেনতিতে প্রবেশ করতে ভয় পেতেন। তাই তিনি ওই মেয়েটিকে হত্যার আদেশ দিলেন এই বলে, "যাও, এবার ওই ফারাওর সেবা করো গিয়ে।" বাকি স্ত্রীলোকদের সরিয়ে দিয়ে আবার সুরায় মত্ত হওয়ার আগে তার আর বাঁশি বাজানোর ক্ষমতা রইলো না। আলেকজান্দ্রিয়ার মানুষ এই ঘটনা নিয়ে একটা গান তৈরি করে পথে পথে গেয়ে বেড়ালো—

মৃতের রাজ্যে বাজে
টলেমীর বাঁশি,
শিহরে শিহরে জাগে
নরকের হাসি।

সময় কেটে চললো। বাবা আর আমার শিক্ষকরা আমাকে শিক্ষাদান করে আমাদের প্রাচীন দেবদেবীর কথা শেখাতে চাইলেন। আমি বেশ শক্তিমান হয়ে উঠতে লাগলাম। আমার মাথার চুল ঘন কালো, চোখ দুটোও নীলবর্ণ, দেহত্বকও শ্বেত শুভ্র। আবুথিসে আমার সমকক্ষ আর কেউই ছিলো

না। আমার মতো কেউই পাথর বা বর্শা ছুঁড়তে পারতো না। আমার দারুণ ইচ্ছা হতো সিংহ শিকার করতে, কিন্তু বাবা আমাকে তা করতে দিতেন না। বলতেন আমার জীবন অত্যন্ত মূল্যবান তাই এরকম হালকা ভাবে তা নেওয়া চলে না। আমি তাকে এটা বুঝিয়ে বলার জন্য অনুরোধ করলেই তিনি বলতেন ঈশ্বর উপযুক্ত সময়েই এটা ব্যাখ্যা করবেন। আমি দারুণ মনঃক্ষুণ্ণ হতাম কারণ আবুখিসের অন্য একটি ছেলে একবার একটা সিংহ মেরেছিল—সে আমার চেহারা দেখে হিংসাতে দগ্ধ হয়ে বলতো আমি আসলে কাপুরুষ। ইতিমধ্যে সতেরো বছরে পা দিয়ে আমি পূর্ণ বয়স্ক মানুষের মতোই হয়ে উঠেছিলাম। এর আগে শিয়াল আর হরিণ ছাড়া অন্য কিছুই শিকার করিনি আমি।

সেই ছেলেটি একদিন আমাকে একটা সিংহের গল্প শোনালো, সে নাকি মন্দিরের পিছনে খালের ওপাশে ঝোপের মধ্যে বাস করে। সে আমাকে ব্যঙ্গ করে প্রশ্ন করলো সিংহটা মারার জন্য আমি ওর সঙ্গে যেতে রাজি কিনা—নাকি, মন্দিরের বৃদ্ধাদের কাছে বসে থাকতে চাই? এ কথায় প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে আমি ছেলেটিকে প্রায় মেরেই ফেলতাম—কিন্তু তা না করে আর বাবার সাবধানবাণী ভুলে বললাম ও আমার সঙ্গে একা এলে আমি সিংহ মারতে পারি। আর তাতেই ও আমার সাহসের পরিচয় পাবে। প্রথমে ও আসতে চাইলো না, এবার আমিই ওকে বিদ্রূপ করতে লাগলাম। ও তখন ওর তীর ধনুক আর একটা ধারালো ছুরি নিয়ে এলো, আর আমি সঙ্গে নিলাম আমার ভারি কাঠের হাতলওলা বল্লম। দুজনে চুপচাপ সিংহের আস্তানায় হাজির হলাম। প্রায় পড়ন্ত বিকেল। খালের নরম মাটিতে সিংহের পদচিহ্ন দেখতে পেলাম আমরা। পদচিহ্ন নলখাগড়ার ঝোপে ঢুকেছিলো।

'এইবার, অহঙ্কারী', আমি বললাম, 'ওই ঝোপে কে ঢুকবে, তুমি না আমি?'

'না, না পাগলামি কোর না', ও বললো, 'তাহলে শয়তান তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মেরে ফেলবে। আমি আগে তীর ছুঁড়ছি, ও ঘুমিয়ে থাকলে জেগে উঠবে।' ও তীর ছুঁড়ে দিলো।

কি হলো জানি না, তীরটা নিশ্চয়ই ঘুমন্ত সিংহকে আঘাত করেছিলো। কারণ মুহূর্তের মধ্যেই বিদ্যুতের মতোই সিংহটা ঝোপ ছেড়ে লাফিয়ে বাইরে এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালো। বিরাট এক হলুদ শয়তান, ওর কেশরে তীরটা ঝুলছিলো—আর ওর প্রচণ্ড গর্জনে চারপাশ কেঁপে উঠছিলো।

'শিগ্‌গির তীর ছোড়ো', আমি বলে উঠলাম, 'শিগ্‌গির, ওর লাফানোর আগেই!'

কিন্তু আমার সঙ্গীর সব সাহস উবে গিয়েছিলো। ওর মুখ ঝুলে পড়েছিলো আর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিলো ও। ওর অবশ হাত থেকে তীর ধনুক পড়ে যেতেই ও ছুটে আমার পিছনে লুকোতে গেলো—এবার সিংহটা আমার সামনে। দারুণ ভয় পেলেও কিন্তু আমি পালানোর কথা ভাবিনি। সিংহটা ইতিমধ্যে প্রচণ্ড এক লাফ মারলো আমার দিকে। কিন্তু আমাকে স্পর্শ না করে সে লাফিয়ে পড়লো ওই অহঙ্কারীর ঘাড়ে। থাবার এক আঘাতেই বেচারির মাথা ডিমের খোলার মতো গুঁড়িয়ে যেতেই সে প্রাণহীন অবস্থায় পড়ে গেলো। সিংহটা ওর উপর থাবা রেখে গর্জন করে চললো। দারুণ ভয় পেলেও আমি বর্শাটা তুলে চিৎকার করে ওকে আক্রমণ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে সিংহটাও দুপায়ে ভর দিয়ে একটা মানুষ সমান হয়ে আমাকে আক্রমণ করতে এলো। কিন্তু আমি প্রাণপণ শক্তিতে বর্শাটা ওর গলায় বিদ্ধ করে দিলাম। বর্শা বিদ্ধ হতেই প্রচণ্ড যন্ত্রণায় সিংহের থাবাও আমাকে সামান্য ছুঁয়ে গেলো মাত্র। সে মাটিতে পড়ে দুই থাবায় বর্শাটা খুলতে চেয়ে উঠতে গিয়েও পড়ে গেলো। ভয়ঙ্কর সে দৃশ্য। আমি শুধু দাঁড়িয়ে কাঁপছি। কিছুক্ষণ দাপাদাপি করার পরেই সিংহটা মারা গেলো।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গী আর সিংহের মৃতদেহ দেখার মুহূর্তে সেই আতুয়া ছুটে এলো। আমি তখনও জানি না যে তার আপন রক্তের একজনকে আমার বদলে মরতে দিয়েছে যাতে আমি বেঁচে থাকতে পারি। সে কাছেই কিছু চারা গাছ সংগ্রহ করছিলো, সিংহের কথা ও জানতো না। কিন্তু সমস্ত ঘটনাই নিজের চোখে ও দেখেছিল। তারপর ও যখন এসে পৌঁছলো আমাকে হার্মচিস বলে চিনতে পেরেই সে মাথা নিচু করে আমাকে অভিবাদন করে বলতে লাগলো, 'তুমি রাজা, সকলের প্রিয়—তুমি সকলের মুক্তিদাতা ফারাও।

কিন্তু আমার মনে হলো ভয়ে ওর মাথা খারাপ হয়েছে, তাই বললাম, 'সিংহ মারা খুব বড়ো কাজ? এরকম কথার মানে কি? স্বর্গীয় আমেন-হেটেপও কি খালি হাতে একটা সিংহ মারেননি? তাহলে এরকম বোকার মতো কথা বলছো কেন, মূর্খ স্ত্রীলোক!'

সিংহটা মারার পর একজন যুবকের মনোবৃত্তি নিয়েই আমি কথাটা বিস্মৃত হতে চাইছিলাম। কিন্তু আতুয়া বলে চললো, 'হে রাজন্। তোমার মা ঠিকই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। ওই সিংহ অন্তভের প্রতীক! তুমি তাকে মেরেছ, ও হলো টলেমী। এবার তুমি বিদেশীদের দূর করে সকলকে উদ্ধার করবে আর খেমের দেশ আবার মুক্ত হবে…।' এই কথা বলেই সে আমাকে জলের ধারে টেনে নিয়ে গিয়ে বললো, 'জলের বুকে তোমার মুখ

দেখ, হে রাজন্। এই মাথাই কি মুকুট ধারণের যোগ্য নয়? এই দেহেই কি রাজকীয় পোশাক জড়িয়ে থাকবে না?'

আচমকা আতুয়ার কণ্ঠস্বর বদলে গেলো—সেখানে জেগে উঠলো কোন বৃদ্ধার কর্কশ কণ্ঠ—'বোকামি কোর না, ছেলে—সিংহের আঁচড়ে বিষ থাকে, এটা সাংঘাতিক হয়ে উঠতে পারে। ক্ষত ধুয়ে ওষুধ দিতেই হবে—', বলেই সে চারপাশে তাকিয়ে নিয়ে আবার বললো, 'তোমরা কি বলো, তাই না?'

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি আমাদের চারপাশে বেশ লোক জমেছিলো। এদের মধ্যে একজনের চুল ধূসর বর্ণের। পরে জেনেছিলাম লোকটা ফারাওর সেই গুপ্তচর, যে শিশু বয়সে আমাকে হত্যা করতে এসেছিলো। এবার আতুয়ার প্রসঙ্গ বদলানোর কারণ বুঝলাম।

গুপ্তচর এতক্ষণ আতুয়ার কথা শুনেছিলো। সে এবার বললো, 'তুমি ফারাওর কথা বলছিলে, তাই না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা আমার ওষুধ লাগানোর মন্ত্র, মূর্খ। আর আমাদের মহান বাঁশি বাজিয়ে ফারাও ছাড়া কার নাম করবো? ম্যাসিডনের রাজা আলেকজাণ্ডারের মতোই তো তাঁর মুকুট। কি মহান মানুষ আমাদের ফারাও।' কথা বলার ফাঁকে আতুয়া কিছু লতাপাতা আমার ক্ষতে লাগিয়ে দিতেই দারুণ আরাম বোধ করলাম। বৃদ্ধা আতুয়া আবার বলে চললো, 'আমি নিশ্চয় জানি তুমি ভাগ্যবান, কারণ মহান ফারাওর আমলে জন্মেছো। আমি এও জানি, আসল হার্মাচিসও সিংহকে মারতে পারতো না।'

'তুমি অনেক কথাই জানো দেখছি, আর বড় বেশি কথা বলো,' গুপ্তচরটি আতুয়ার কথায় প্রতারিত হয়ে বললো। 'হু, ছেলেটির সাহস আছে। ওহে, কেউ ওই মৃত ছেলেটির দেহ আবুথিসে নিয়ে যাও আর কজন সিংহটার চামড়া ছাড়াতে সাহায্য করো। চামড়াটা তোমাকেই দেবো, ছোকরা। তবে তোমার পাওয়া উচিত নয়। জেনে রেখো, মূর্খ, শক্তিমানের সমকক্ষ না হয়ে তাকে আক্রমণ করা উচিত নয়।'

আমি শুধু অবাক হয়ে ভাবতে ভাবতেই বাড়ি ফিরলাম।

॥ ৩ ॥

● আমেনেমহাতের তিরস্কার ; হার্মাচিসের প্রার্থনা ; আর পবিত্র দেবগণের চিহ্ন ●

আতুয়ার লাগানো লতাপাতার গুণে কদিনেই আমি সম্পূর্ণ সেরে উঠলাম। কিন্তু মনে জাগলো আমি বাবা বলি সেই প্রধান পুরোহিত আমেনেম হাতের আমি অবাধ্য হয়েছি। তখনও অবধি আমি জানতাম না তিনি প্রকৃতই আমার বাবা। আমার জানা ছিলো তার নিজের ছেলেকে মেরে ফেলার পর আমাকে তিনি পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন আর একদিন আমিও মন্দিরে কোন পদ গ্রহণ করবো। তাই আমি খুবই চিন্তিত ছিলাম। শেষ অবধি আমি ঠিক করলাম বাবার কাছে গিয়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করে তিনি যে শাস্তি দেবেন তা গ্রহণ করবো। কারণ তিনি ক্রুদ্ধ হলে ভয়ানক হয়ে উঠতেন। এই ভেবেই মন্দিরের যেখানে তিনি থাকেন সেখানে উপস্থিত হলাম রক্তমাখা বর্শাটা নিয়ে। বিরাট এক কক্ষ—চারপাশে পবিত্র দেবতাদের ছবি। শুধু গবাক্ষ দিয়েই সূর্যের আলো এসে পড়ে এই কক্ষে। রাতে জ্বলে ব্রোঞ্জের প্রদীপ।

অন্ধকার নেমে এসেছিলো। প্রদীপ জ্বলছে, তারই আলোয় বৃদ্ধকে পাথরের এক টেবিলের সামনে বসে থাকতে দেখলাম। তার সামনে ছড়ানো জীবন মৃত্যুর রহস্যেঘেরা নানা লেখা। হালকা আলোয় চোখে পড়লো তার শ্বেতশুভ্র দাড়ি বুকের উপর নেমে এসেছে—দেহেও শুভ্র পোশাক। রাজকীয় ভঙ্গীই ফুটে উঠেছিলো তার দেহে। তিনি নিদ্রিত। আমি কেঁপে উঠলাম—কারণ তার মধ্যে মানুষের অতিরিক্ত এক মহত্বই যেন প্রকট হতে চাইছিলো।

আমি শুধু দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি তার গভীর চোখ মেললেন। কিন্তু তিনি আমাকে তাকিয়ে না দেখে কথা বলে উঠলেন।

'আমার কথার অবাধ্য হয়েছিলে কেন, বৎস?' তিনি বলে উঠলেন। 'আমি বারণ করা সত্ত্বেও কেন সিংহ মারতে গিয়েছিলে?'

'আমি গিয়েছিলাম একথা কিভাবে জানলেন, বাবা?' ভয়ে বললাম।

'কি করে জানলাম? ইন্দ্রিয় ছাড়া জানার কি উপায় নেই? আঃ মূর্খ শিশু! আমার আত্মা কি তোমার সঙ্গেই ছিলো না, যখন সিংহ তোমার সঙ্গীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে? আমি কি তোমার চারপাশে মন্ত্রের গণ্ডী টেনে দিইনি যাতে তোমার বর্শা সিংহের গলায় বিদ্ধ হয়? কেন গিয়েছিলে, বৎস?'

'ওই অহংকারী আমাকে ব্যঙ্গ করেছিলো', আমি বললাম, 'তাই গিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, আমি জানি আর যৌবনের রক্তের উন্মাদনায় করেছো বলে তোমায় মার্জনা করলাম, হার্মাচিস। এখন শোনো, আমার কথা যেন তোমার হৃদয়ে ধ্রুব তারার মতোই জেগে থাকে। শোনো, ওই অহংকারীকে পাঠানো হয় তোমাকে লোভ দেখাতে, তোমার শক্তি পরীক্ষা করতে। কিন্তু তুমি তার উপযুক্ত হওনি। তুমি ব্যর্থ হয়েছো, অতএব সময় ফিরিয়ে নেওয়া হলো।'

'আপনার কথা বুঝতে পারছি না, বাবা', বললাম।

'আতুয়া তোমাকে কি বলেছিলো, বৎস?'

আমি সবকথা বললাম।

'তুমি সেটা বিশ্বাস করেছো, বৎস হার্মাচিস?'

'না', জবাব দিলাম। 'এ গল্প কেমন করে বিশ্বাস করি? ও উন্মাদ। সকলেই তাই বলে।'

এই প্রথম তিনি আমার দিকে তাকালেন।

'পুত্র! পুত্র আমার!' তিনি বলে উঠলেন। 'তুমি ভুল করছো। সে উন্মাদ নয়। ঐ নারী ঠিকই বলেছে। ওর অন্তরের মধ্যে যে আছে সেই বলেছে, সে মিথ্যা বলে না। আতুয়া পবিত্র। এখন জেনে রাখো, মিশরের দেবগণ কি কাজ করার জন্য তোমার ভাগ্য নির্দিষ্ট রেখেছেন। একাজে ব্যর্থ হলে তোমার সর্বনাশ হবে। শোনো, তুমি বাইরের কেউ নও —তুমি আমারই সন্তান, ওই স্ত্রীলোকটিই রক্ষা করেছে তোমাকে। কিন্তু হার্মাচিস, তুমি এর চেয়েও বেশি—কারণ শুধু তোমার আর আমার শরীরেই মিশরের রাজরক্ত বইছে। তুমি আর আমিই একমাত্র মানুষ যাঁরা ফারাও নেকত-নেবফের বংশধর, যাকে পারসিক ওকাস মিশর থেকে বিতাড়িত করেছিলো। পারসিকদের পর এলো ম্যাসিডেনিয়ানরা, তারা খেমের দেশ অপবিত্র করেছিলো। এখন শোন, দু সপ্তাহ আগে টলেমী অলেট, সেই বাঁশিওয়ালা, যে তোমাকে প্রায় হত্যা করেছিলো, সে মারা গেছে। আর সেই খোজা পোথিনাস, যে তোমাকে কাটতে এসেছিলো সে তার প্রভু মৃত অলেটের আদেশ না মেনে ছোট বালক টলেমীকে সিংহাসনে স্থাপন করেছে। অতএব তার বোন ক্লিওপেট্রা, সেই অস্বাভাবিক রূপবতী কন্যা সিরিয়ায় পালিয়ে গেছে। আর সেখানে, আমার ভুল না হলে সে সৈন্য সংগ্রহ করে তার ভাই টলেমীর সঙ্গে যুদ্ধ করবে। কারণ তার বাবার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী সে তার ভাইয়ের সঙ্গে একত্রে ওই সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী। লক্ষ্য কোরো, বৎস,

রোমক ঈগল তার নখর বিস্তার করে মিশরের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতেই তাকিয়ে আছে। আরও দেখো, মিশরের মানুষ বিদেশী শাসনে ব্যতিব্যস্ত, তারা পারসিকদের স্মৃতিকে ঘৃণা করে আর আলেকজান্দ্রিয়ার বাজারে তাদের 'ম্যাসিডোনিয়ার মানুষ' বললে তারা দুঃখিত হয়। সারা দেশ গ্রীক আর রোমকদের ছায়ায় উত্তেজিত।'

'আমাদের উপর কি অত্যাচার হয়নি? আমাদের শিশুদেরও কি হত্যা করা হয়নি? ওই গ্রীকেরা কি আমাদের মন্দিরকে অপবিত্র করেনি? মিশর কি স্বাধীনতার জন্য কাতর আবেদন জানাতে চায়নি—সে কি বৃথাই ক্রন্দন করে চলবে? না, না, পুত্র আমার, তুমিই এই মুক্তি আনার জন্য নিয়োজিত। আমি বৃদ্ধ তাই আমার অধিকার আমি তোমাকেই অর্পণ করেছি। ইতিমধ্যেই তোমার নাম চতুর্দিকে প্রচার হয়ে গোপনই উচ্চারিত হয়ে চলেছে—পুরোহিত আর বহু মানুষ তাদের আনুগত্য প্রকাশও করেছে। তবুও এখনও তুমি তার যোগ্য হতে পারোনি—আজই হয়েছে তার পরীক্ষা।'

'যে ঈশ্বরের সেবা করবে, হার্মাচিস, তাকে দেহের সব ত্রুটি দূর করতে হবে। ব্যঙ্গে সে বিচলিত হবে না, মানুষের কোন লালসাতেও না। তোমার উদ্দেশ্য মহৎ, এটা তোমাকে শিক্ষা করতেই হবে। তুমি শিক্ষা না নিলে আমার অভিশাপ তোমার উপর বর্ষিত হবে, বর্ষিত হবে মিশরের আর তার দেবতাদের অভিশাপ। অতএব তোমার মনকে পবিত্র করে তোল। তোমার জয় হবেই, হার্মাচিস—এখন থেকে তুমি গৌরবের পথেই অগ্রসর হবে। ব্যর্থ হলে তোমার উপর নেমে আসবে দুর্ভাগ্যের ছায়া।'

একটু থামলেন এবার আমেনেমহাত। তারপর আবার বলে চললেন:

'পরে এ বিষয়ে আরও জানবে। ইতিমধ্যে তোমার অনেক কিছুই শিক্ষণীয় আছে। আগামীকাল আমি তোমাকে কয়েকটা চিঠি দেবো। সেই চিঠি নিয়ে তুমি নীলনদ বরাবর শুভ্র দেয়াল ঘেরা মেমফিস ছাড়িয়ে আণু'তে পৌঁছবে। ওখানেই তোমাকে কিছুকাল কাটিয়ে আমাদের পিরামিডের রহস্য শিক্ষা করতে হবে—কারণ বংশানুক্রমিকভাবে তুমিও এগুলির প্রধান পুরোহিত।'

'এসো বৎস, আমার ভ্রূর উপর চুম্বন করো, কারণ তুমিই আমার আর সমগ্র মিশরেরই ভবিষ্যৎ। সত্যের পথে অবিচলিত থাকো। গৌরব তোমার করায়ত্ত হবেই। আর যদি ব্যর্থ হও, সমগ্র মিশরের অভিশাপ তোমাকে চিরকালের জন্য বন্ধনে জড়িয়ে রাখবে।'

আমি কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে গিয়ে বাবার ভ্রূর উপর চুম্বন করলাম।

'আমি ব্যর্থ হলে এসবই কি আমার উপরে আসবে, বাবা ?'

'না ! এ আমার ইচ্ছা নয়, শুধু যাদের ইচ্ছা আমি কেবল পালন করে চলেছি। এবার যাও বৎস, নিজের হৃদয়ে এই কথাগুলি অনুভব করার চেষ্টা করো। জেনে রেখো, আমি সর্বদাই তোমার সঙ্গে রক্ষা কবচের মত রয়েছি। কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। শুধু তুমি নিজেই নিজের শত্রু হতে পারো।'

পরিপূর্ণ হৃদয়ে আমি বিদায় নিলাম। নির্জন আধারে ঢাকা রাত, মন্দিরে কেউ নেই। আমি দ্রুত বাইরের থামের কাছে এলাম। সেখানে প্রায় দুশ ধাপ পার হয়ে ছাদে পৌঁছলাম। চাঁদ তখন আরবীয় পাহাড়ের কাছে পৌঁছেছে। নজরে পড়েছে খেমের এই ভূমির পিতার তুল্য শিহর যেখানে সাগরের দিকে প্রবহমান।

এখানে শুয়ে চিন্তার আশ্রয় নিতে চাইলাম। অপূর্ব এক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে আমার সামনে। সত্যিই সুন্দর। সময় যেন এখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে! এমন মনোরম দৃশ্য আগে কোনদিন চোখে পড়েনি আমার। আমি ভাবলাম, আমারই উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে টলেমী আর বিদেশীদের মিশরের বুক থেকে বিতাড়িত করার। আমারই শিরায় শিরায় বয়ে চলেছে প্রাচীন ফারাওদের রক্ত! আমার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠতেই আমি অপূর্ব এক স্বপ্নে আবিষ্ট হয়ে উঠলাম।

'হে দেবগণ', আমি প্রার্থনা করতে চাইলাম, 'হে মিশরের ভাগ্য বিধাতা পুরুষ, আমার কথা শ্রবণ করুন।'

'হে ওসিরিস! হে বায়ুর দেবতা, সময়ের কাণ্ডারী, পশ্চিমের দেব, আমাকে আশীর্বাদ করুন।'

'হে আইসিস, হে মাতৃকা, সময়ের দেবী, রহস্যময়ী, আমাকে আশীর্বাদ করুন। আমাকে সত্যিই যদি দেশের মুক্তি আনার জন্য মনোনীত করে থাকেন তাহলে আমাকে কোন প্রতীক দান করুন। আপনার দু বাহু বিস্তার করুন—আর উন্মোচন করুন আপনার সুন্দর মুখশ্রী, হে দেবী।'

আমি হাঁটুতে ভর রেখে বসতেই চাঁদের বুকে একখণ্ড মেঘের আস্তরণ দেখা গেলো আর নেমে এলো অন্ধকার আর নীরবতা। দূরে কুকুরগুলিও তাদের ডাক বন্ধ করে চুপ করে গেলো। চারদিকে মৃত্যুর মতোই নিরবতা। আচমকা অনুভব করলাম আমার মধ্যে যেন জেগে উঠেছে আমার আত্মা। হঠাৎ বাতাস বয়ে যেতেই আমার অন্তরে কাউকে বলতে শুনতে পেলাম :

'এই প্রতীক লক্ষ্য করো! ধৈর্য ধরো, হার্মাচিস!'

কণ্ঠস্বর শোনা যাওয়ার মুহূর্তে একটা শীতল হাত আমার হাত ধরলো। তারপরেই চাঁদের বুক থেকে মেঘ সরে গেলো, বাতাসও বন্ধ হয়ে গেলো, সাধারণ রাতের মতোই আবার হয়ে উঠলো সেই রাত।

আলো দেখা দিতেই আমার মুঠোর দিকে তাকালাম। সবেমাত্র ফুটে ওঠা একটা পবিত্র পদ্ম ফুলের কুঁড়ি। অপূর্ব এক সুগন্ধ আসছে ওর মধ্য থেকে।

পদ্মের ওই কুঁড়ির দিকে তাকিয়ে থাকার মুহূর্তেই সেটা কোথায় আচমকা মিলিয়ে গেলো আমাকে অবাক করে।

॥ ৪ ॥

● হার্মাচিসের যাত্রা ও আণু এল রা'র প্রধান পুরোহিত তার মাতুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ; আণু'তে তার জীবন আর সেপার কথা ●

পরদিন ভোরবেলায় একজন পুরোহিত আমার ঘুম ভাঙিয়ে বাবার কথা মতো আণু এল রা'তে যাত্রার কথা স্মরণ করিয়ে দিলো। আণু এল রা' হলো গ্রীকদের হেলিওপোলিস। সেখানেই মেমফিসের টা' থেকে আবুথিসে কয়েকজন পুরোহিতের সঙ্গে আমি যাত্রা করবো।

আমি তাই প্রস্তুত হয়ে বাবা ও মন্দিরের অন্যান্য প্রিয়জনকে আলিঙ্গন করে চিঠি নিয়ে শিহরের তীর বরাবর দক্ষিণের বাতাসে নৌকোয় যাত্রা করলাম। কর্ণধার নৌকোর ধারে দাঁড়িয়ে নঙর তোলার ফাঁকে নৌকো চলতে সুরু করতেই সেই বৃদ্ধা আতুয়া ছুটে এলো। সে চীৎকার করে আমাকে বিদায় জানিয়ে একপাটি চটি শুভযাত্রার উদ্দেশে ছুঁড়ে দিলো। বহু বছর সেই চটি আমি রেখে দিয়েছিলাম।

ছ'দিন ধরে আমরা ভেসে চললাম সেই চমৎকার নদী বেয়ে। আমার পরিচিত জন আর এলাকা পার হয়ে যাওয়ার পরেই মন খারাপ হতে সুরু করলো। এবার সকলেই আমার অপরিচিত। অনেক রমনীয় দৃশ্য চোখে পড়লো আমার।

সাতদিনের মাথায় সকালে আমার পৌঁছলাম মেমফিসে, শুভ্র দেওয়ালের শহরে। এখানে তিন দিনের বিশ্রাম। এখানে স্রষ্টা টা'য়ের মন্দিরের পুরোহিতেরা আমাকে অভ্যর্থনা করে চমৎকার শহরটি দেখিয়ে দিলো। এরপর

গোপনে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো দেবতা এপিসের সামনে। যিনি ষাঁড়ের রূপ ধারণ করে সকলের মধ্যে থাকেন। দেবতার রঙ কালো, মাথায় শুভ্র এক চতুষ্কোণ চিহ্ন, ল্যাজে তুসারি লোম আর দুটি শিংয়ের মাঝখানে একখণ্ড সোনার ফলক। আমি দেবতার আলয়ে প্রবেশ করে দেবার্চনা সুরু করলাম— প্রধান পুরোহিত আর অন্তরা লক্ষ্য করে চললো।

চতুর্থ দিনে আমু থেকে কয়েকজন পুরোহিত সেপায় আমার মাতুল, আণুর প্রধান পুরোহিতের কাছে এগিয়ে নিতে এলেন। বিদায় নিয়ে আমরা মেম্ফিস ছেড়ে নদী পার হয়ে গাধায় চড়ে যাত্রা করলাম। গ্রামের মধ্য দিয়ে চললাম আমরা। চারদিকে শুধু দারিদ্র্যের চিহ্ন—কর আদায়ের অত্যাচারেরই সাক্ষ্য। এগিয়ে চলতে গিয়ে এই প্রথম দেখলাম বিরাট সেই পিরামিড, হোরেমুখ বা স্ফিংসের কিছু তফাতে। এই স্ফিংসকে গ্রীকেরা নামকরণ করেছে হার্মাচিস। চোখে পড়লো দেবী আইসিসের মন্দির, মেমনোনিয়ার রাণী আর ওসিরিসের মন্দির। এছাড়াও দেখলাম স্বর্গীয় মেনকাউ রা'র উপসনা মন্দির। আমি, হার্মাচিস, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রধান পুরোহিত এর সবই দেখলাম আর এদের বিশালত্বে মুগ্ধ হলাম। শুভ্র মার্বেল পাথর আর লাল গ্রানাইট পাথরের বুকে ঠিকরে যেতে চাইছে সূর্যালোক। এর মধ্যে লুকনো সম্পদ আমার চোখে অবশ্য পড়েনি। এটা না জানলেই বোধহয় ভালো হতো।

এবার আমরা আণুর দৃষ্টির মধ্যে এসে পড়লাম, যদিও এ শহর তেমন নয়, তবে এটি উঁচু জমির উপরই অবস্থিত, এর সামনেই খালের জলে প্লাবিত হ্রদ। শহরের পিছনেই দেবতা রা'য়ের মন্দিরের ঘেরা জমি।

আমরা থামের কাছে এসে নেমে পড়তেই বারান্দার নিচে দেখা হলো ছোটোখাটো আকৃতির একজনের সঙ্গে। বেশ সম্ভ্রম মাখানো, মুণ্ডিত মস্তক, গম্ভীর উজ্জ্বল চোখ বিশিষ্ট একজন মানুষ।

'দাঁড়াও!' মানুষটি চিৎকার করে উঠলেন গম্ভীর ভরাট স্বরে। 'দাঁড়াও! আমি সেপা, যে ঈশ্বরের মুখ উন্মুক্ত করে।'

'আর আমি,' আমি বলে উঠলাম, 'আমি হার্মাচিস, আমেনেহাতের সন্তান, যিনি পবিত্র আবুথিস শহরের প্রধান পুরোহিত ও শাসনকর্তা, আর আপনার জন্য লিখিত পত্র আমার কাছে আছে, ও সেপা!'

'প্রবেশ করো!' তিনি বললেন। 'প্রবেশ করো!' এক মুহূর্ত তিনি আমাকে জরিপ করে নিলেন। 'প্রবেশ করো বৎস!' তিনি আমাকে ধরে ভিতরের এক কক্ষে নিয়ে এলেন, তারপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে আমার আনীত চিঠিতে চোখ বুলিয়েই আমাকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন।

'স্বাগতম', তিনি বলে উঠলেন, স্বাগতম, আমার সহোদরার সন্তান আর প্রেমের আশা! বৃথাই আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিনে যে তোমার মুখ দেখার জন্য বেঁচে থাকি আর তোমাকে যেন সেই জ্ঞানদান করে যেতে পারি, যে জ্ঞান যাঁদের আয়ত্তে তাদের মধ্যে একমাত্র আমিই মিশরে জীবিত আছি। কয়েকজনই মাত্র আছে যাঁদের আইনসঙ্গত ভাবে আমি শিক্ষা দিতে পারি। কিন্তু তোমার নিয়তির আকর্ষণ দুর্বার, আর তাই তোমার কর্ণই ঈশ্বরের শিক্ষা শ্রবণ করবে।'

তিনি আবার আমাকে আলিঙ্গণ করলেন তারপর আদেশ দিলেন স্নানাহার করার জন্য, আগামীকাল এ বিষয়ে কথা বলবেন।

তিনি তাই করলেন, আর এমন দীর্ঘ সময় ধরে এ কাজ সম্পন্ন করলেন যে সে কথা জানাতে চাই না, কারণ তা হলে সারা মিশরে আর কোন প্যাপিরাস অবশিষ্ট থাকবে না। অতএব আমি পরবর্তী কয়েক বছরের ঘটনাবলীর কথাই এখানে জানাবো।

আমার দৈনন্দিন কাজ ছিলো সকালে শয্যাত্যাগ করে মন্দিরে পূজা করার পর পড়ায় মন দেওয়া। আমি ধর্মের প্রয়োগ, তার অর্থ, দেবগণের আগমন, অন্যজগতের সুরু ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞাত হলাম। আমি তারকার চলাচলের রহস্যও জানালাম, জানালাম পৃথিবী কিভাবে এর মধ্যে ঘোরে। আমাকে প্রাচীন যাদুবিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হলো, জানানো হলো স্বপ্নের ব্যাখ্যা কেমন করে করতে হয় আর কিভাবে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছনো যায়। আমাকে প্রতীকের রহস্যও জানানো হলো। ভালো ও মন্দের চিরায়ত আইনগুলিও আমি জানলাম—আমি পিরামিডের রহস্য জানতে পারলাম—সেটা বোধ হয় না জানলেই ভালো হতো। এছাড়াও আমি অতীতের বিবরণ পাঠ করলাম, পাঠ করলাম প্রাচীন রাজাদের বিবরণ, পৃথিবীর বুকে হোরাসের রাজত্বের পর যারা রাজত্ব করেছেন। এছাড়াও আমি শিক্ষা করলাম রাজ্যশাসনের নানা কৌশল আর গ্রীস ও রোমের ইতিহাস। শিক্ষা করলাম গ্রীক ও রোমক ভাষা, যার সামান্য কিছু আমি আগেই জানতাম। এসবই আমি করলাম পাঁচ বছর ধরে—নিজেকে পবিত্র রেখে, মানুষ বা দেবতা কারও সামনেই কোন খারাপ কাজ আমি করিনি। বরং এসব শিক্ষার জন্য দারুণ পরিশ্রম করে চললাম—আর অপেক্ষা করতে চাইলাম আমার ভাগ্যের পরিণতির জন্য। বছরে দুবার আমার বাবা আমেনেমহাতের কাছ থেকে আশীর্বাদ আর চিঠি আসতো আর দুবার আমি জবাব দিয়ে জানতে চাইতাম কঠিন এই পরিশ্রম শেষ করার সময় এসেছে কিনা। এইভাবে আমার শিক্ষানবিশ

চলেছিলো, যতোদিন না আমি ক্লান্ত হয়ে একজন পুরুষের মতোই জীবন কাটাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। মাঝে মাঝেই আমি ভাবতাম যে জিনিস হবে বলে ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছে সেসব আমার পূর্বসূরীদের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা কিনা। অবশ্য আমি প্রকৃতই রাজবংশের সন্তান তা জানতাম, কারণ আমার মাতুল পুরোহিত সেপা আমাকে একখণ্ড বংশ পরিচয় দেখিয়েছেন। সেটা রহস্যময় প্রতীকেই লেখা ছিলো। কিন্তু মিশরের ভাগ্যে যখন বিলাসে রপ্ত ম্যাসিডোনিয়ার বিদেশী শাসকের দাসত্বের রূপরেখা শীলমোহর করে এঁকে দিয়েছে তখন এই রাজকীয় বংশমর্যাদা কতোটুকু আশা নিয়ে আসতে সক্ষম?

তখনই আমার মনে পড়ে গেলো আবুথিসের মন্দিরের সেই প্রার্থনা আর তার উত্তরের কথা, অবাক হয়ে আমি ভাবলাম সেটাও কি তাহলে স্বপ্ন?

এক রাত্রিতে ক্লান্ত হয়ে ভাবতে ভাবতে মন্দিরের বাগানে পায়চারি করে চলার মুখে দেখা হলো আমার মাতুল সেপার সঙ্গে। তিনি হাঁটতে হাঁটতে চিন্তা করছিলেন।

'দাঁড়াও।' তিনি গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, 'তোমার মুখ এমন বিষাদময় কেন, হার্মাচিস? যে সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি তাতে অভিভূত হয়েছো?'

'না, মাতুল,' আমি বললাম, 'আমি অভিভূত ঠিকই, তবে অন্য কারণে। আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত, কারণ এই ঘেরা পরিবেশে আমি ক্লান্ত আর জ্ঞানের পাহাড় আমাকে অবসাদগ্রস্ত করে তুলেছে। যে শক্তি ব্যবহার করা যাবে না তা জমিয়ে রেখে লাভ নেই।'

'আঃ, তুমি অধৈর্য হয়ে উঠেছো, হার্মাচিস,' তিনি জবাব দিলেন। 'মূর্খ যৌবনের এটাই একমাত্র রূপ। এবার তুমি লড়াইয়ের স্বাদ গ্রহণ করবে, সাগর তীরে ঢেউ পড়তে দেখবে আর উপভোগ করবে যুদ্ধের উন্মাদনা। তাহলে তুমি চলে যেতে ইচ্ছুক, হার্মাচিস? পক্ষিশাবক যৌবন প্রাপ্ত হয়ে নীড় ত্যাগে যেমন উৎসুক হয়, যেভাবে চাতক মন্দিরের প্রাচীর ত্যাগ করে উড়ে যায়? বেশ, তোমার যেমন ইচ্ছা, এই মুহূর্তেই যেতে পারো। আমি যতোটুকু জানি তোমাকে সেটুকু দান করেছি, আমার ধারণা শিষ্য তার গুরুকে পরাজিতই করেছে', একটু থেমে তিনি তার চোখ মুছে নিলেন, কারণ আমার বিদায়ের কথায় তিনি সত্যিই দুঃখ পেয়েছিলেন।

'কিন্তু কোথায় যাবো, মাতুল;' খুশির সঙ্গেই বললাম, 'আবুথিসে ফিরে গিয়ে দেবতাদের রহস্য প্রচার করবো?'

'হাঁ, আবুথিসেই যাবে, তারপর আবুথিস থেকে আলেকজান্দ্রিয়ায়, তারপর

আলেকজান্দ্রিয়া থেকে তোমার পিতৃপুরুষের সিংহাসনে, হার্মাচিস! শোন, ব্যাপারটি এই রকম: তোমার অবশ্যই জানা আছে রাণি ক্লিওপেট্রা কিভাবে সিরিয়ায় পলায়ন করেছিলো যখন সেই শয়তান খোজা পথিনাস তার পিতা অলেটের ইচ্ছাকে নস্যাৎ করে তার ভ্রাতা টলেমীকে মিশরের রাজা বলে ঘোষণা করেছিলো। তুমি এও জানো রাণির মতো সে কিভাবে ফিরে আসে বিশাল এক বাহিনী সহ আর কিভাবে সে পেলুসিয়ামে অপেক্ষা করেছিলো, কিভাবেই বা সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পুরুষ সেই বীর সীজার ফারাসালিয়ার রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে এক দুর্বল বাহিনী নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় আসেন পম্পেইকে তাড়া করে। কিন্তু তিনি দেখেন, পম্পেই ইতিমধ্যেই সেনাপতি অ্যাকিলাসের হাতে আর মিশরের রোমক দূত লুসিয়ান সেপটিমিয়ামের হাতে জঘন্যভাবে নিহত। তুমি এও জানো, আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসীরা কিভাবে ওর আগমনে বিরক্ত বোধ করে তাদের কর্মচারিকে হত্যা করতো। তারপর যেমন শুনেছো, সীজার সেই তরুণ রাজা টলেমী আর তার বোন আর্মিনোকে বান্দী করে ক্লিওপেট্রা আর অ্যাকিলাসের সেনাপতিত্বে টলেমীর সেনাবাহিনীকে, যারা পেলুসিয়ামে মুখোমুখি হয়েছিলো, তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেন। এর জবাবে অ্যাকিলাস সীজারের বিরুদ্ধে অভিযান করে আলেকজান্দ্রিয়ার ব্রুকিয়ামে তাকে ঘেরাও করে, তাই অবস্থা এমন হয় মিশরে কে রাজত্ব করবে বোঝা যায়নি। কিন্তু তখন ক্লিওপেট্রা পাশার ঘুঁটি নিজের হাতে নিলো—সে সেই ঘুঁটি অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গেই ছুঁড়েছিলো। কারণ পেলুসিয়ামে সেনাবাহিনী ত্যাগ করে সে আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দরে এসেছিলো—তাও একাকী একমাত্র সিসিলিয় অ্যাপোলোডোরাসের সঙ্গে। অ্যাপোলোডোরাস তাকে দামী এক কার্পেটে জড়িয়ে সীজারের কাছে উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দিলো। রাজপ্রাসাদে সেই কার্পেট যখন উন্মোচিত হলো, তখন কি দৃশ্য! ওর মধ্যে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী এক রমণী—না, শুধু তাই নয়, সবচেয়ে সুন্দরী, বুদ্ধিমতী আর শিক্ষিতা। আর সে বীর সীজারকে প্রলোভিত করলো—তার অতো বয়সও তাকে ক্লিওপেট্রার সৌন্দর্যের হাত থেকে রক্ষা করতে পারলো না, আর ওই বোকামির জন্য তিনি প্রায় প্রাণ হারাতে বসেছিলেন, আর হারাতে চলেছিলেন শত যুদ্ধের সেই গৌরব।'

'মূর্খ!' আমি বলে উঠলাম—'মূর্খ! আপনি তাকে মহৎ বলছেন, কিন্তু একজন স্ত্রীলোকের প্রলোভন যে জয় করতে পারে না তাকে সত্যিই বীর বলা যায়? সে সীজার যার কথার উপর পৃথিবী নির্ভরশীল! সীজার যার হুকুমে চল্লিশটি বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে আর মানুষের ভাগ্য পরিবর্তিত করে দেয়!

সীজার সেই শান্ত, দূরদৃষ্টির বীর !—সেই সীজার পাকা ফলের মতোই এক ভ্রষ্টা বালিকার কোলে ঝরে পড়লো। কি সাধারণ এই রোমক বীর সীজার !'

কিন্তু সেপা আমার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন। 'তাড়াহুড়ো কোর না, হার্মাচিস, আর অতো গর্ব নিয়ে কথা বলতে চেও না। কারণ রমণীই পৃথিবীর বুকে দুর্বলতা সত্বেও সবচেয়ে শক্তিশালী ক্ষমতা। সেই মানবিক সবকিছুর মধ্যমণি—তার বহু রূপ, সে দ্রুত আর ধৈর্যশীলা আর তার লালসা মানবের মতো কল্পনীয় নয়—সে জানে কিভাবে তাকে ব্যবহার করতে হয়। একজন সেনাধক্ষের মতোই তার চক্ষু—তার হৃদয় কি বিশাল। যৌবনের তাগিদে তোমার হৃদয় জ্বলতে চাইছে ? তবে, সে তা নির্বাপিত করতে পারে—তার চুম্বনের শক্তি নিঃশেষ হয় না। তুমি উচ্চাভিলাষী ? সে তোমার অন্তর বিকশিত করবে, আর তোমাকে দেখিয়ে দেবে জয়ের পথ। তুমি কি ক্লান্ত, অবসন্ন ? তার অন্তরে লুকানো আছে সান্ত্বনা। তুমি কি পতিত ? সে তোমাকে উন্নীত করতে সক্ষম, সক্ষম বিজয় গৌরবে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে। হ্যাঁ, হার্মাচিস, সে এইসব কাজ করতে সক্ষম, কারণ প্রকৃতি তার সহায়। আর এসব কাজের ফাঁকে গোপনে সে এমন কিছু করতে সমর্থ যা তোমার নেই। আর এইভাবেই স্ত্রীলোকই পৃথিবী শাসন করে চলে। তার জন্যই ঘটে যুদ্ধ ; তার জন্যেই মানুষ ভালো বা মন্দ করে চলে। সে বসে থাকে ওই স্ফিংনের মতো আর মুখে বিস্তৃত হয় হাসি—কোন পুরুষই সে হাসি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, পারে না তার হৃদয়-রহস্য জানতে। তামাশা কোরো না! হার্মাচিস ; কারণ সে প্রকৃতই বড়ো, যে রমণীর শক্তি জয় করতে সক্ষম—কারণ তার শক্তি পুরুষের চারপাশে অদৃশ্য বায়ুর মতোই ঘিরে থাকে, পুরুষ তা উপলব্ধিতে ব্যর্থ।'

আমি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলাম। 'আপনি বেশ প্রত্যয় নিয়ে বলছেন, মাতুল সেপা,' বললাম, 'মনে হচ্ছে ওর হাতে পড়লে আপনি অক্ষত অবস্থায় নিস্তার লাভ করতেন না। যাক, আমার নিজের কথায় বলছি আমি রমণীকে বা তার প্রলোভনকে ভয় করি না। আমি এ সম্পর্কে চিন্তা করি না, আর জানতেও চাই না—আমি এখনও বিশ্বাস করি ওই সীজার এক মূর্খ! সীজারের জায়গায় আমি থাকলে ওই কার্পেটকে আমি কর্দমে নিক্ষেপ করতাম।'

'না, থামো, থামো!' জোরে চিৎকার করতে চাইলেন সেপা ; এ ধরণের কথা বলা পাপ। ঈশ্বর তোমার এই অহঙ্কারের স্পর্ধা ক্ষমা করুন আর অশুভ নাশ করুন। হে মানব! তুমি জানো না! তোমার জ্ঞান, শিক্ষা আর শক্তির কোন তুলনা যার সঙ্গে হয় না! যে জগতে তোমাকে বিচরণ করতে

হবে সেটা যে স্বর্গীয় আইসিস নয় তোমাকে জানতে হবে। প্রার্থনা করো যাতে তোমার হৃদয় দ্রবীভূত না হয়, যাতে তুমি গর্বিত আর সুখী হতে পারো আর মিশরও মুক্তি লাভ করে। হ্যাঁ, এবার আমার কাহিনী বলতে দাও—দেখছো হার্মাচিস, এমন কাহিনীতেও রমণী তার স্থান করে নিয়েছে। সেই তরুণ টলেমী, ক্লিওপেট্রার ভাই, সীজারের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে বিশ্বাসঘাতকের মত তারই উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এবার সীজার আর মিথরিডেটস টলেমীর সেনাবাহিনী চূর্ণ করলেন, আর সে নদী অতিক্রম করে পলায়ন করতে চাইলো। কিন্তু কিছু পলাতক ওর নৌকা ডুবিয়ে দিতেই সে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এই হলো হতভাগ্য টলেমীর পরিণতি।

'এরপর যুদ্ধের অবসান হলে, সীজারের ঔরসে জাত পুত্র সীজারিয়নকে সঙ্গে নিয়ে সীজার ক্লিওপেট্রার সঙ্গে তরুণ আর এক টলেমীকে মিশরে শাসন করার ব্যবস্থা করে রোম যাত্রা করলেন। নামমাত্র তিনি ক্লিওপেট্রার স্বামী রইলেন—তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রাজকুমারী আর্সিনোকে জয়ের চিহ্ন হিসেবে। কিন্তু মহান সীজার আর নেই। যে রক্তের স্রোতে আর রাজকীয়তায় তিনি বেঁচেছিলেন সেইভাবেই তার মৃত্যু ঘটেছে। আর ইতিমধ্যে আমার ধারণা বিশ্বাসযোগ্য হলে, ক্লিওপেট্রা তার ভাই টলেমীকে আর স্বামীকে বিষের সাহায্যে অবশ্যই হত্যা করেছে আর পুত্র সীজারিয়নকে নিয়ে সিংহাসন দখল করেছে। একাজে তার সহায় রোমক দূত সেক্সটাস পম্পেউস—সেই এখন ওর প্রেমিক। তবে, হার্মাচিস, সারা দেশ ওর বিরুদ্ধে ক্ষোভে টগবগ করছে। প্রতিটি শহরের মানুষ কবে ত্রাণকর্তা আসবে সে কথাই বলতে চায়—আর সেই লোক তুমিই, হার্মাচিস! সময় প্রায় উপস্থিত। আবুথিসে ফিরে যাও আর দেবতার সর্বশেষ রহস্য জ্ঞাত হও—আর তাদের সঙ্গে মিলিত হও, যাঁরা এই ঝড়ের সুরুতে সাহায্য করবে। তারপর কাজ সুরু করো, হার্মাচিস—কাজ করো, হার্মাচিস, আর খেমের রাজত্ব ফিরিয়ে এনে দেশকে রোমক আর গ্রীকদের হাত থেকে উদ্ধার করে পূর্বপুরুষের সিংহাসনে আরোহণ করো আর রাজা হও। আর এই কারণেই তোমার জন্ম হে রাজকুমার!'

॥ ৩ ॥

● হার্মাচিসের আবুথিসে প্রত্যাবর্তন ; রহস্যের উৎসব ; আইসিসের সঙ্গীত ; আর আমেনেমহাতের সতর্কবাণী ●

পরদিন আমি মাতুল সেপাকে আলিঙ্গন করে অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে আণু থেকে আবুথিসে রওয়ানা হলাম। অল্প কথায় পাঁচ বছর একমাস কাটিয়ে নিরাপদেই ফিরে এলাম। এখন আর আমি বালক নই। পূর্ণ বয়স্ক একজন মানুষ। প্রাচীন মিশরের সব জ্ঞান আমার করায়ত্ত। আবার আমি দেখলাম প্রাচীন সেই দেশ আর আমার পরিচিত জনদের। এবার ক্ষেতের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় মন্দিরের কাছে আসতেই পুরোহিতেরা আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে এলো। তাদের সঙ্গে সেই বৃদ্ধা আতুয়াও ছিলো। পাঁচ বছরে তার কপালে বাড়তি কয়েকটা রেখা পড়েছিলো।

'আহা! আহা!,' সে বলে উঠলো, 'ওইতো সেই সোনা ছেলে এসে গেছে। আহা কতো বড়ো হয়েছে সে। কিন্তু এতো ফ্যাকাশে কেন? আণুতে তারা কি খেতে দেয়নি? এসো এসো—ঘরে এসো।' আমি নামতেই সে আমাকে আলিঙ্গন করলো।

কিন্তু আমি তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললাম, 'বাবা, আমার বাবা কোথায়? তাঁকে কেন দেখছি না?'

'না, না, ভয় পেয়ো না', আতুয়া বললো, 'তিনি সুস্থই আছেন। তিনি তোমাকে তার কামরাতেই চাইছেন। সেখানেই যাও। কি আনন্দের দিন। ওঃ সুখী আবুথিস!'

অতএব আমি প্রায় ছুটেই বাবার সেই কামরায় প্রবেশ করলাম। সেখানে এক টেবিলের সামনে আমার বাবা আমেনেমহাত বসেছিলেন। খুবই বৃদ্ধ তিনি। আমি হাঁটু মুড়ে তার সামনে বসে তার হাত চুম্বন করতেই তিনি আশীর্বাদ করলেন।

'মুখ তোল, বৎস', তিনি বললেন, 'তোমার মুখ দেখতে দাও যাতে তোমার মন পাঠ করতে পারি।'

আমি মুখ তুলতেই তিনি দীর্ঘক্ষণ আমাকে নিরীক্ষণ করলেন।

'তোমার মন পাঠ করে নিয়েছি', তিনি শেষ পর্যন্ত বলে উঠলেন, 'তুমি

পবিত্র আর জ্ঞান সম্পন্ন। তুমি প্রতারণা করোনি। খুব একাকী আমার সময় কাটলেও তোমাকে পাঠিয়ে ভালো করেছিলাম। এবার তোমার কাহিনী বর্ণনা করো। তোমার চিঠিতে সব কথা ছিলো না। তুমি জানোনা বৎস, পিতার হৃদয় কতো বুভুক্ষু।'

আমি সব বললাম গভীর রাত পর্যন্ত। শেষে তিনি আমাকে আদেশ দিলেন সেই দেবতাদের শেষ রহস্য জ্ঞাত হতে।

অতএব আগামী তিন মাসে আমি পূত ওই নিয়মের জন্য নিজেকে তৈরি করলাম। কোন মাংস ভক্ষণ করলাম না। আমি সর্বদাই উপাসনা গৃহে থেকে ত্যাগের রহস্য আর পূত মাতার যন্ত্রণার কথা শিক্ষা করলাম। আমি বেদীর সামনে প্রার্থনাও জানালাম—দেবতার কাছে আমার আত্মাকে তুলে ধরতে চাইলাম। স্বপ্নের মধ্যেও যেন আমি অদৃশ্য সেই শক্তিধরের সঙ্গে যোগাযোগ করে চলেছিলাম—পৃথিবী আর পৃথিবীর সব বাসনা আমার মধ্য থেকে বিদায় নিলো। এ বিশ্বের গৌরবের ইচ্ছা রইলো না আমার। আমার উপরে বিস্তৃত স্বর্গের বিশাল ব্যাপ্তী—সেখানে নক্ষত্র ছুটে চলেছে আর মানবের ভাগ্য নির্ধারণ করে চলেছে তারাই। পূত পবিত্ররা সেখানে জলন্ত সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে ভাগ্যের রথচক্র আবর্তিত হতে লক্ষ্য করছেন।

আমার শিক্ষাকাল দ্রুতই শেষ হয়ে গেলো, এসে গেলো সেই পবিত্র দিন যখন প্রকৃতই আমি বিশ্বজননীর সঙ্গে গ্রথিত হয়ে গেলাম। রাত্রি প্রভাতের জন্য এমন কামনা কখনও করেনি; প্রেমিক এভাবে তার প্রেমিকার সঙ্গ কামনা করেনি—যেমনভাবে আমি, আমি আপনার অপূর্ব মুখ দর্শন অভিলাষী, হে আইসিস। এখনও আমি বিশ্বাসহীন থাকায় আপনি আমার চেয়ে দূরেই অবস্থান করছেন। হে স্বর্গীয় মাতা! আমার আত্মা আপনাকেই প্রার্থনা করে চলেছে।

সাতদিন ধরে বিরাট সেই উৎসব পালিত হলো। প্রভু ওসিরিস আর মাতা আইসিসের যন্ত্রণা স্মরণ করে পবিত্র শিশু হোরাস, প্রতিশোধ পরায়ণের আগমন স্মৃতিও পালিত হলো। প্রাচীন রীতিতে এটি পালিত হলো। রাত্রিতে পথে প্রতিমূর্তির শোভাযাত্রাও করা হলো।

আর এখন সপ্তম দিনে সূর্য অস্ত গেলে বিরাট শোভাযাত্রাটি আইসিসের সঙ্গীতের মাধ্যমে শুনিয়ে কিভাবে অশুভ জয় হয়েছিলো জানালো। আমরা নীরবে মন্দির থেকে শহরের রাস্তা বেয়ে চললাম। আমার পিতা আমেনেমহাত রাজকীয় পোশাকে দারুবৃক্ষের দণ্ড হাতে সর্বপ্রথমে ছিলেন।

তারপর রেশমী পোশাকে আমি, সেই নবদীক্ষিত যুবক আর আমার পরেই শুভ্র পোশাকে পুরোহিতেরা ঈশ্বরের পতাকাসহ।

আমরা নিঃশব্দে শহরের রাস্তা দিয়ে চললাম। আমার বাবা আমেনেমহাত, প্রধান পুরোহিত, স্তম্ভের কাছে আসতেই একজন স্ত্রীলোক পবিত্র সেই সঙ্গীত স্তোত্র গাইতে সুরু করে দিলো :

আমাদের এ সঙ্গীত, হে মৃত ওসিরিস,
তোমার আনত শিরেরই বিলাপধ্বনি—
এ বিশ্ব তাই তমসাময়,
উঠেছে তা ধূসর হয়ে—

একটু বিরামের পর আবার সেই সঙ্গীত মুর্ছনা শোনা গেলো :

আমরা চলেছি দূরে, শুনি তারই পদধ্বনি
পবিত্র এ মন্দিরে মন্দিরে,
আহ্বান করি সেই মৃতের চরণে
'এসো, এসো, তুমি ওসিরিস
মৃতের নগর ত্যাজি ভক্তের মাঝে।'

সকলে দেবতার চরণে প্রণাম জানানোর মুহূর্তে সুমিষ্ট সঙ্গীত সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করতে চাইছিলো। একটু পরেই সেই সঙ্গীত স্তব্ধ হয়ে যেতে প্রধান পুরোহিত দেবমূর্তি তুলে জনতার সামনে আন্দোলিত করলেন। তারপর ভরাট কণ্ঠস্বরে বলে উঠলেন :

'ওসিরিস আমাদের আশা! ওসিরিস! ওসিরিস!'

জনতাও প্রতিধ্বনি তুলে একসঙ্গে প্রণতি জানালো দেবতাকে। এরপরেই উৎসব সমাপ্ত হলো।

কিন্তু আমার কাছে উৎসব সবে সুরু হয়েছিলো, কারণ আজ রাতেই হবে তার সুরু। স্নান সমাপ্ত করে মন্দিরের ভিতরে এসে বেদীর সামনে আমার পূজা নিবেদন করলাম। তারপর শূন্যে হাত তুলে বহুক্ষণ চিন্তায় ডুবে গেলাম স্তব করতে করতে। আমার পরীক্ষার মুহূর্তে শক্তি সঞ্চয় করতে।

মন্দিরের নৈঃশব্দের মাঝখানে সময় কেটে চললো। একটু পরেই প্রধান পুরোহিত আমার বাবা আমেনেমহাত শুভ্র পোশাকে আইসিসের পুরোহিতের হাত ধরে প্রবেশ করলেন। কারণ বিবাহিত হওয়ায় তিনি পূত মাতার মন্দিরে প্রবেশ করেন না।

আমি উঠে বিনিতভাবে তাদের সামনে দাঁড়ালাম।

'তুমি প্রস্তুত?' পুরোহিত প্রশ্ন করলেন আমার মুখের উপর লণ্ঠনের আলো ফেলে। 'হে চিহ্নিত পুরুষ, তুমি কি পবিত্র মায়ের মুখ দর্শনে প্রস্তুত?'

'আমি প্রস্তুত', জবাব দিলাম।

'আবার চিন্তা করো', শান্ত কণ্ঠে পুরোহিত বললেন, 'এটা কোন ক্ষুদ্র কাজ নয়। তুমি যদি তোমার শেষ ইচ্ছা পালন করতে চাও, ও রাজকীয় হার্মাচিস তাহলে আজ রাত্রিতেই ক্ষণিকের জন্য মৃত্যুবরণ করবে আর তোমার আত্মা আধ্যাত্মিক বস্তু পর্যবেক্ষণ করবে। আর তুমি মারা গেলে অশুভ আত্মা তোমার হৃদয়ে স্থান নিলে তোমার সর্বনাশ হবে, হার্মাচিস, কারণ তোমার আর শ্বাস বইবে না, তোমার দেহের কি অবস্থা হবে আমি বলতে চাই না। তুমি কি পাপ ও অশুভ চিন্তা জয় করেছো? তুমি কি দেবীর বুকে আশ্রয় নেবার মতো যোগ্যতা অর্জন করেছো? তুমি কি পারবে তিনি যে আদেশ করবেন ঐহিক সমস্ত স্ত্রীলোকের চিন্তা ত্যাগ করে তার জন্যই জীবন উৎসর্গ করতে?'

'আমি প্রস্তুত', বললাম, 'আমায় পথ দেখান।'

'ভালো কথা', পুরোহিত জবাব দিলেন। মহান আমেনেমহাত, এবার আমরা একাকী যাবো।'

'বিদায়, বৎস', বাবা বললেন। 'দৃঢ়ত্ব অর্জন করে ঐহিক বস্তুর উপর যে ভাবে বিজয় লাভ করবে সেইভাবেই আধ্যাত্মিক বস্তুও জয় করো। যে পৃথিবী শাসন করবে তাকে পৃথিবীর উর্ধে উঠতেই হবে। তাকে ঈশ্বরের কাছে পৌছতে হবে, আর তাহলেই সে দেবতাদের রহস্য শিক্ষা করতে পারবে। তবে সাবধান! তোমার মন সুদৃঢ় করো, হার্মাচিস! তারপর রাত্রির মুহূর্তে ঐশী চত্বরে প্রবেশ করো। মনে রেখো, যাকে প্রচুর উপঢৌকন দান করা হয়েছে, তার কাছে উপঢৌকন চাওয়া হবে। আর এখন তোমার মন প্রস্তুত হয়ে থাকলে অগ্রসর হও, কারণ এখনও আমার তোমাকে অনুসরণের মুহূর্ত আসেনি। বিদায়!'

কথাগুলি শুনে আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো, আমি টলে উঠলাম। কিন্তু আমার মন দেবতার কাছে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলো, আমি জানতাম আমার মনে কোন পাপ নেই, সঠিক কাজই আমি করতে পারি। তাই গম্ভীর কণ্ঠে বললাম, 'পথ দেখান, হে পবিত্র পুরোহিত, আমি আপনাকে অনুসরণ করছি।'

আমরা অগ্রসর হলাম।

॥ ৬ ॥

● হার্মচিসের ব্রত ; তার দূরদৃষ্টি মৃত্যুপুরীতে তার প্রবেশ ; আইসিসের ঘোষণা ; দূত ●

নীরবতার মধ্য দিয়ে আমরা আইসিসের মন্দিরে প্রবেশ করলাম। মন্দির অন্ধকার শূন্য—একমাত্র দেয়ালের বুকে পড়া লণ্ঠনের মিটমিটে আলোই চোখে পড়ছে। শত মূর্তি চোখে পড়লো, পবিত্র মা শিশুকে স্তন্যদান করছেন।

পুরোহিত দরজা বন্ধ করে হুড়কে এঁটে দিলেন। 'আবার বলছি', তিনি বলে উঠলেন, 'তুমি প্রস্তুত হয়েছো, হার্মাচিস ?'

'আবার বলছি', আমি উত্তর দিলাম, 'আমি প্রস্তুত।'

তিনি আর কথা বললেন না, শুধু প্রার্থনার জন্য হাত তুলে পবিত্র গৃহে প্রবেশ করে আলো নিভিয়ে দিলেন।

'সামনে লক্ষ্য করো, হার্মচিস !' অদ্ভুত মনে হলো তার কণ্ঠস্বর।

তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। তবে দেয়ালের কুলুঙ্গিতে যেখানে পবিত্র দেবীর প্রতীক ছিলো সেখান থেকে বিচিত্র এক শব্দ ভেসে এলো। বিহ্বল হয়ে শব্দটা শুনতেই আমি দেখতে পেলাম ! ওই প্রতীককে যেন আগুনের মধ্য থেকে অন্ধকারে ফুটে উঠতে দেখলাম। একটু ঘুরতেই আমি পরিষ্কার মাতা আইসিসকে পাথরে খোদিত দেখলাম। তিনিই সকল জন্মের প্রতীক, অন্যদিকে খোদিত দেখলাম তার ভগ্নী নেপথিসকে, যিনি সমস্ত জন্মের বিরুদ্ধে মৃত্যুর প্রতীক।

তারপর আচমকা কক্ষের প্রান্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, আর সেই শুভ্র আলোয় ছবির পর ছবি দেখতে পেলাম। আমি দেখলাম নীলনদ মরুভূমির মধ্য দিয়ে সাগরের দিকে বয়ে চলেছে। তার তীরে কোন লোক নেই, কোন দেব মন্দিরও নেই। শুধু বন্য পাখিরা উড়ে বেড়াচ্ছে আর তার জলে দানবাকৃতি জন্তুরা ডুব দিয়ে চলেছে। সূর্য লিবিয়ার পাহাড়ের আড়ালে অস্ত যেতেই জল রক্তিম হয়ে উঠলো। চোখে কোন প্রাণীর চিহ্ন পড়লো না। বুঝলাম মানুষের জন্মের আগের পৃথিবীই দেখছি আমি, ভয়ে আমি কেঁপে উঠলাম।

এবার অন্য ছবি এলো। আবার শিহরের তীর দেখতে পেলাম—সে জায়গা

এবার বন্য জন্তুতে পরিপূর্ণ। বানরাকৃতি মানুষ দেখতে পেলাম। তারা পরস্পরকে আক্রমণ করে হত্যা করছিলো। বন্য পাখিরা কুটিরের আগুন দেখে ভয়ে লাফিয়ে উঠলো। প্রাণীগুলো নির্মম হয়ে শুধু হত্যার আনন্দে মশগুল হয়ে উঠেছিলো। কেউ বলে না দিলেও বুঝলাম হাজার হাজার বছর আগেকার মানুষকেই আমি দেখছি।

এবার অন্য ছবি। আবার শিহরের তীর—এবার সেখানে ফুলের মতো সুন্দর শহর জেগে উঠেছে। স্ত্রী, পুরুষ নির্বিশেষে সকলে আসা যাওয়া করছে। কোথাও কোন শত্রুতা বা অস্ত্রের চিহ্ন নেই। চারদিকে প্রাচুর্য আর শান্তি। ঠিক তখনই অপূর্ব এক মূর্তি এক মন্দির থেকে বেরিয়ে এলো সঙ্গীত মূর্ছনার মধ্য দিয়ে। তিনি একটা হস্তী দন্তের সিংহাসনে আরোহন করলেন। সকলে এবার প্রার্থনা স্বরু করতেই বুঝলাম আমি দেবতাদের রাজত্বের সময়ই দেখছি, এটা মেনেসের ঢের আগের ঘটনা।

এবার স্বপ্নে এক পরিবর্তন ঘটে গেলো। সেই সুন্দর শহরেই দেখা গেলো লোভী আর হিংস্র অশুভতা জড়ানো মানুষ। তারা শুভ কিছু সহ্য করতে পারতো না। সন্ধ্যা নেমে এলো—সেই অপূর্ব মূর্তি সকলকে প্রার্থনায় আহ্বান জানালো। কিন্তু কেউ মাথা নোয়ালো না।

'আমরা আপনার উপর বিরক্ত', তারা চিৎকার করে উঠলো, 'শয়তানকেই রাজা করো। ওকে হত্যা করো। হত্যা করো! শয়তান রাজা হোক।'

সেই মূর্তি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'তোমরা কি বলছো জানো না। তবে তোমাদের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। আমার মৃত্যুর পরই তোমাদের শুভ বুদ্ধির সূচনা হোক।'

তার কথা শেষ হওয়ার আগে এক ভয়ানক দর্শন মানুষ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে নিমেষে হত্যা করে ফেললো, তারপর নিজে সিংহাসনে বসে শাসন স্বরু করলো। সেই মুহূর্তে মুখ ঢাকা অবস্থায় এক মূর্তি স্বর্গ থেকে নেমে এসে হত মানুষটির দেহাবশেষ সংগ্রহ করে বিলাপ স্বরু করলো। আর তখনই ওই মূর্তির পাশ থেকে সশস্ত্র এক যোদ্ধা ওই শয়তানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারা এবার যুদ্ধ করতে করতে আকাশের দিকে উঠে গেলো।

আবার অন্য ছবির পর ছবি। আমি দেখলাম মানুষের পর মানুষ নানা পোশাকে নানা ভাষায় কথা বলেছে। সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না, জন্ম, মৃত্যু হাত ধরাধরি করে চলেছে। অনেক উঁচুতে স্বর্গে তখনও শুভ আর অশুভর সেই লড়াই চলেছে। জয়ের মালা একবার একপক্ষে, পরক্ষণেই অন্যপক্ষে। কিন্তু কেউই জয়ী হলো না।

বুঝতে পারলাম যা দেখলাম তা হলো শুভ আর অশুভ শক্তির সেই লড়াই। বুঝলাম মানুষকে মন্দ করেই তোলা হয়েছে আর স্বর্গের দেবতা মাঝে মাঝেই তাকে সাহায্য করতে আসেন। তবে মানুষ মন্দই চায়, আর তখনই শুভ বস্তুর তেজই তাকে সাহায্য করতে চায়, তারই নাম ওসিরিস। তার পবিত্র দেবী, যিনিই প্রকৃতি, তাদের মধ্য থেকে জন্ম নেয় এক সত্তা, তিনি বিশ্বে আমাদের রক্ষক, যেমন ওসিরিস আমেনত্তিতে।

এই হলো ওসিরিসের রহস্য।

আচমকাই আমার কাছে সব স্বচ্ছ হয়ে গেলো। ওসিরিসের দেহের সব মমি বস্ত্র খুলে যেতেই আমি ধর্মের মর্মকথা হৃদয়ঙ্গম করলাম, যা হলো আত্মোৎসর্গ।

ছবি মিলিয়ে যেতেই আমার সঙ্গী সেই পুরোহিত কথা বললেন।

'তোমার সামনে যে চিত্র দৃশ্যমান হয়েছিলো তা বুঝেছো, হার্মাচিস?'

'বুঝেছি', আমি বললাম, 'এই ব্রত কি শেষ হয়েছে?'

'না, সবে স্বরু হয়েছে। এরপর যা হবে তুমি একাকীই তা সহ্য করবে। দেখো, আমি দিনের আলোকে প্রত্যাবর্তন করছি। তোমাকে আমি ছেড়ে যাচ্ছি। এবার তুমি যা দেখবে খুব কম লোকই তা দেখে জীবিত থাকে। এর আগে আমার জীবনে মাত্র তিনজন এদৃশ্য দেখেছিলো, তাদের মাত্র একজনই জীবিত ছিলো। আমি একাজ করিনি, এ আমার পক্ষে অতি কঠিন।'

'আপনি বিদায় নিন,' আমি বললাম, 'জ্ঞানার্জনের আমি লালায়িত। এ ঝুঁকি আমি নেবো।'

তিনি আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে দরজা বন্ধ করে বিদায় নিলেন। তার পদ শব্দ মিলিয়ে গেলো ধীরে ধীরে।

বুঝলাম আমি একা, সম্পূর্ণ একাই এই পবিত্র মন্দিরে, আমার সঙ্গে যারা আছেন তারা কেউ পৃথিবীর নন। নীরবতা নেমে এলো, গভীর নীরবতা। সেই নীরবতা যেন আমার অন্তরে প্রবেশ করে এক অদ্ভুত কণ্ঠে কথা কইতে চাইলো। আমি কথা বলতেই তার প্রতিধ্বনি দেয়ালে ঠিকরে আমাকেই আঘাত করলো। আমি কি দেখতে চলেছি? আমার এই যৌবনে কি আমি মরতে চলেছি? এই সাবধান বাণী বড়ো ভয়ঙ্কর। প্রচণ্ড ভয় আমাকে গ্রাস করলো। মনে হলো আমি উড়তে চাইছি! উড়তে? কিন্তু মন্দিরে তোরণ বন্ধ, কোথায় উড়বো? আমি ঈশ্বরের সঙ্গে একাকী আমারই আহ্বান করা শক্তির সঙ্গে। না, আমার হৃদয় অমলিন পবিত্র। আমি মরলেও সেই ভীতির মুখোমুখি হতে চাই।

'আইসিস, পবিত্র মাতা,' প্রার্থনা করতে লাগলাম। 'আইসিস স্বর্গের পত্নী, আমাকে করুণা করুণ, আমার সঙ্গে থাকুন। আমি জ্ঞান হারাতে চলেছি।'

আর তখনই আমি বুঝলাম যা ভেবেছিলাম সব তাই নয়। আমার চার পাশে বাতাস আন্দোলিত হতে লাগলো। ঈগলের ডানা ঝাপটানোর মতো বাতাস বইতে লাগলো। অদ্ভুত দৃষ্টিতে কারা যেন আমায় দেখছে, ফিসফিস শব্দে আমার বুক কেঁপে উঠছে। অন্ধকারে আলোর সারি জেগে উঠেছে। মনে হলো উজ্জ্বল কিছুর উপর আমি ভেসে চলেছি।

হঠাৎই আলো কমে এলো। দেখা দিলো অন্ধকার—আমি যেন জলন্ত আগুনের মতোই সেই অন্ধকারের রাতে প্রতীয়মান হতো চাইলাম। অন্ধকারের মধ্যে দূরে কোথাও জেগে উঠলো সঙ্গীত। সে সঙ্গীত মূর্ছনা ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে, ঘিরে ধরতে চাইছে আমাকে। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠেই যেন প্রচণ্ড সেই সঙ্গীত গীত হয়ে চলেছে—যেন মানুষের কণ্ঠ নয়। আস্তে আস্তে সে সঙ্গীত মিলিয়ে গিয়ে আবার নেমে এলো নীরবতা।

আমার শক্তি এবার শেষ হয়ে আসছে। মৃত্যু যেন আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে আমাকে অবশ করে তুললো, কিন্তু আমার বুদ্ধিবৃত্তি তখনও সজাগ। আমি তখনও চিন্তা করতে পারছিলাম। আমি বুঝতে পারছি আমি মৃত্যুর দিকেই চলেছি। আমি দ্রুত মৃত্যুবরণ করতেই চলেছি, কি ভয়ানক! আমি প্রার্থনা করতে গিয়েও পারলাম না—প্রার্থনার সময়ও নেই। আচমকাই সেই ভয় এবার কেটে চললো—অদ্ভুত ঘুম জড়িয়ে ধরছে আমাকে। আমি মরে যাচ্ছি—মরে যাচ্ছি—তারপর কিছুই মনে রইলো না।

আমি মৃত!

পরিবর্তন—আবার আমার জীবন ফিরে এলো, কিন্তু নতুন এই জীবন আর যে জীবন ছেড়ে এসেছি তারমধ্যে এক ব্যাপ্তী। আবার অন্ধকারের মধ্যে সেই মন্দিরে দাঁড়ালাম, কিন্তু আমার দৃষ্টি বাঁধলো না। দিনের আলোর মতোই সব পরিষ্কার। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম তবুও যেন যে দাঁড়িয়েছিলো সে আমি নই, বরং আমার আত্মাই। কারণ আমার পায়ের কাছে লম্বা হয়ে শায়িত আমারই পার্থিব দেহ; শক্ত, কঠিন। সেই মুখের দিকে তাকাতেই একটা শীতল স্রোত সারা ঘরে বয়ে গেলো।

তাকানোর মুহূর্তে বিমূঢ় হয়ে যেন সেই অগ্নিময় ডানায় আমি চোখের নিমেষেই ছিটকে গেলাম—দূরে, বহু দূরে! তারপর কেউ যেন আমাকে ছুঁড়ে দিলো—আমি পড়ে যেতে স্বরু করলাম—নিচে, বহু লক্ষ মাইল নিচে। আমার

চোখের সামনে ভেসে উঠলো প্রাসাদ, মন্দির, জনপদ। এমন দৃশ্য কেউ স্বপ্নেও দেখেনি। সবকিছুই যেন অগ্নিময় বিচিত্র রূপ নিয়ে জেগে উঠেছে। আগুনের মাঝে এলো অন্ধকার, তারপর আবার সেই অগ্নিময় রূপ। এবার জেগে উঠলো কোন স্ফটিকেরই রূপ। এ যেন মৃত্যুপুরী। কারো কণ্ঠস্বর জেগে উঠতেই অদ্ভুত আকৃতির বিচিত্র মূর্তি আমাকে টেনে ধরে নিচে নামিয়ে দিতেই অন্য এক পৃথিবীতেই যেন নেমে দাঁড়ালাম।

'কে এসেছে?' ভরাট এক কণ্ঠস্বর বলে উঠলো।

'হার্মাচিস', সেই পরিবর্তনশীল আকৃতি বলে উঠলো। 'হার্মাচিস, যাকে এখানে ডেকে আনা হয়েছে সেই মাতৃমূর্তির মুখ অবলোকন করতে, যা ছিলো, আছে এবং থাকবে। হার্মাচিস, পৃথিবীর সন্তান!'

'দেউড়ি উন্মুক্ত করে দরজা খুলে দাও!' সেই ভয়ঙ্কর কণ্ঠ বলে উঠলো। 'ওর ওষ্ঠ বন্ধ করো। যাতে সে স্বর্গের নৈঃশব্দ ভঙ্গ করতে না পারে, ওর দৃষ্টি স্তব্ধ করো যাতে ওর যা দর্শন করা উচিত নয় ও যেন তা অবলোকন না করতে পারে। আর হার্মাচিসকে অপরিবর্তনের পথেই নিয়ে যাও। কিন্তু স্থান ত্যাগের আগে তুমি দেখে নিতে পারো পৃথিবীর কতখানি সংযোগ তুমি হারিয়েছো।'

আমি তাকালাম। গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতের আকাশের বুকে আমার চোখে পড়লো ছোট্ট উজ্জ্বল এক তারকা।

'যে পৃথিবী তুমি ত্যাগ করে এসেছো, তাকে অবলোকন করো,' সেই কণ্ঠস্বর বলে উঠলো, 'অবলোকন করো আর কম্পিত হও।'

এরপরেই আমার ওষ্ঠ আর চোখ কেউ স্পর্শ করতেই আমি মূক হয়ে অন্ধত্ব প্রাপ্ত হলাম। আমাকে কেউ দ্রুত সেই মৃত্যুপুরীতেই সরিয়ে নিলো। আবার দুপায়ে ভর রেখে দাঁড়াতেই সেই কণ্ঠস্বর শোনা গেলো।

'ওর চোখের অন্ধকার দূর করো, ওকে মুখর করো, যাতে হার্মাচিস দর্শন, আর শ্রবণ করতে পারে এই মন্দিরের পবিত্রতাকে।'

আবার আমার বাকশক্তি আর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো।

আশ্চর্য দৃশ্য! ঘন কৃষ্ণ বর্ণ পাথরের এক কক্ষে আমি উপস্থিত। শূন্যতা ভেদ করে ভেসে আসছে সঙ্গীত মূর্ছানা, অগ্নিময় মূর্তিরাও দণ্ডায়মান। এরই মাঝখানে এক বেদী—চতুষ্কোণের আকারে। সেই শূন্য বেদীর সামনে আমি দাঁড়ালাম।

আবার কণ্ঠস্বর শোনা গেলো: 'হে স্বয়ম্ভু, যিনিই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত। যার নাম অসংখ্য সত্বেও যে নামহীনা। সময়ের দূত, ঈশ্বরের

বার্তাবহ, বিশ্বের রক্ষক, পৃথিবীবাসীরও রক্ষক—বিশ্বজননী, জীবন্ত সৌন্দর্য আর স্থায়দণ্ডের প্রতীক—হে মাতা, শ্রবণ করুন!

'মিশরের সন্তান হার্মাচিস, যে আপনার ইচ্ছায় পৃথিবী হতে আনিত, আপনার বেদী মূলে সে দণ্ডায়মান—তার শ্রবণ যন্ত্র উন্মুখ, দৃষ্টিশক্তি কার্যরত। শ্রবণ করুন ও আপনি অবতরণ করুন! হে বিচিত্র রূপিনী, অগ্নি গোলকে অবতরণ করুন—।'

কণ্ঠস্বর এবার থেমে যেতেই নীরবতা নেমে এলো। তারপর সেই নীরবতার মধ্য দিয়ে সমুদ্রের গর্জনের মতো শব্দ জেগে উঠলো। তারপর সেই শব্দ থেমে যেতেই ধীরে ধীরে আমি মুখ তুলতেই দেখতে পেলাম বেদীর উপর মেঘের মতো এক আকৃতি—তার চারপাশে ঘিরে রয়েছে এক অগ্নিময় সাপ।

ভয়াট এক কণ্ঠস্বর জেগে উঠলো। পরক্ষণেই তা অদৃশ্য হয়ে গেলো। সেই মেঘ ভেদ করে এবার জাগ্রত হলো এক সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর স্বর্গীয় সুষমায়।

'আমার পরামর্শদাতাগণ, বিদায় নিন, আমার যে সন্তানকে আহ্বান করে এনেছি তার কাছে আমাকে একাকী থাকতে দিন।'

সঙ্গে সঙ্গেই সেই অগ্নিময় মূর্তিগুলি অদৃশ্য হয়ে গেলো।

'হার্মাচিস', কণ্ঠস্বর বলে চললো, 'ভয় পেও না। আমিই সে, যাকে তুমি মিশরের আইসিস বলে জ্ঞাত আছ। এছাড়া অন্য কিছু জানার শক্তি তোমার নেই। কারণ আমিই সকল বস্তুর প্রাণ। জীবনই আমার শক্তি, প্রকৃতিই আমার ক্ষমতা। শিশুর হাসি আর রমণীর প্রেমের শক্তিও আমিই, আমি মাতার চুম্বন, আমিই অদৃশ্য সেই শক্তি দেবতার সন্তান ও পরিচারিকা, আমিই আইন ও ভাগ্য। এই বিশ্বে বায়ুর প্রবাহে আর সমুদ্র গর্জনে আমারই কণ্ঠস্বর তুমি শ্রবণ করে থাকো। নক্ষত্র খচিত আকাশই আমার আনন, পুষ্পের সৌন্দর্যই আমার হাসি, হার্মাচিস। কারণ আমিই প্রকৃতি। আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের মধ্যেও আছি। আমি তোমাতে এবং তুমিও আমাতে আছো, হার্মাচিস। তাই ভীত হয়ো না। মানুষের প্রাণ ও প্রাকৃতির সর্বত্রই আমি আছি—সবই তাই এক।'

আমি মাথা নিচু করলাম—আমার বাক্যস্ফূর্তি হলো না, আমি ভয় পেয়েছিলাম।

'তুমি বিশ্বস্তভাবে আমার সেবা করেছো, পুত্র আমার', সেই সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর বলে চললো, 'বহু কষ্ট করেই তুমি এই আমেনতিতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে

এসেছো। এ বিষয়ে তোমার সাহস প্রসংশনীয়। আর বৎস, আমিও তোমাকে অবলোকন করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিলাম। কারণ দেবতা তাদেরই ভালোবাসেন যারা তাদের ভক্তি করে ও ভালোবাসে। এই কারণেই তোমাকে এখানে আনয়নের আদেশ দিয়েছিলাম, হার্মাচিস। আর তাই তোমাকে নির্দেশ দান করছি আমার মুখোমুখি হয়ে কথা বলো, যেভাবে সে রাত্রিতে আবুথিসের মন্দিরে বলেছিলে। আমিই তোমার হাতে সেই পদ্মফুল প্রদান করি, আর সেই প্রতীকও এঁকে দিই। কারণ তোমার মধ্যেই সেই রাজকীয় চিহ্ন আছে যারা যুগ যুগ আমার সেবা করে এসেছিলো। তুমি যদি তোমার কাজে ব্যর্থ না হও, তাহলেই তুমি সিংহাসনে আরোহণ করে আমার প্রাচীন পূজার পদ্ধতি আবার প্রচলন করতে সক্ষম হবে। কিন্তু তুমি ব্যর্থ হলে চিরকালের জন্যই মিশরে আইসিসের নাম শুধু স্মৃতিতেই পর্যবসিত হবে।'

কণ্ঠস্বর একটু থামতেই সাহস সঞ্চয় করে আমি কথা বললাম।

'হে পূত মাতঃ', আমি বললাম, 'আমাকে বলুন আমি কি ব্যর্থ হবো?'

'আমাকে প্রশ্ন কোরো না,' কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। 'যে জবাব দেওয়া যুক্তি সম্মত নয় সে জবাব পাওয়ার আশা কোরো না। হয়তো তোমার ভাগ্যের কথা জানানো আমার অভিপ্রেত নয়। চিরকালই অজানা কিছুকে না জানাই শ্রেয়। এটা জেনো, হার্মাচিস, ভবিষ্যৎকে আমি রূপদান করি না—ভবিষ্যৎ তোমারই, আমার নয়, কারণ এ হলো নিয়ম আর এটি অদৃশ্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তুমি ইচ্ছা মতোই কাজ করতে পারো, আর তোমার কাজের ফলশ্রুতিতেই তোমার ব্যর্থতা বা জয় আসবে, এটি নির্ভর করবে তোমার হৃদয়ের পবিত্রতার উপর। এই ভার তোমারই, হার্মাচিস—কাজের পরিণতিতেই আসবে গৌরব বা লজ্জা। তোমার ভাগ্যে যা লিখিত তাই হবে। এখন শোনো, হার্মাচিস। আমি সর্বদাই তোমার সঙ্গে থাকবো, পুত্র আমার। কারণ আমার স্নেহ একবার বর্ষিত হলে তা ফিরিয়ে নিতে পারি না—শুধু পাপের ফলে সেটুকু হারিয়েছো বলেই তোমার প্রতীয়মান হতে পারে। স্মরণ রেখো, তুমি জয়ী হলে সে সাফল্য হবে গৌরবময়, আর ব্যর্থ হলে তার শাস্তি হবে সাংঘাতিক। তবে কাতর হয়ো না, সঠিক পথ থেকে যতোটাই পতন ঘটুক তার প্রায়শ্চিত্ত আছে—যদি অনুতাপে দগ্ধ হও তবেই। আবার এই পথেই শীর্ষে আরোহণ করতে পারবে। তবে এই পথ গ্রহণ যেন তোমার ভাগ্য না হয়, হার্মাচিস।

'এবার, যেহেতু তুমি আমাকে ভালোবেসেছো, পুত্র আমার, আর তুমি স্বর্গীয় রহস্যের বেশ কিছু অংশ হৃদয়ে গ্রহণ করতে সক্ষমও হয়েছো, আর যেহেতু

আমিও তোমাকে ভালোবাসি তাই আশাকরি এমন একদিন হয়তো সমাগত যেদিন আমার আশীর্বাদের আলোকে তুমি তোমার কর্তব্যে উদ্ভাসিত হবে। আর এই কারণেই, ও হার্মাচিস, তোমাকে সকল কিছুই দান করা হবে, কারণ তুমি আমার একাত্ম হতে পেরেছো, আর এই কারণেই তোমার মৃত্যু হবে না।

'দেখো!'

সেই সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর এবার স্তব্ধ হয়ে গেলো—বেদীর উপর থেকে সেই মেঘও অপসারিত হয়ে অন্য রূপ নিলো। ক্রমে তা সাদা হয়ে গিয়ে এক রমণীরই রূপ নিলো। তারপর স্বর্ণাভ সর্প ওই মূর্তিকে ঘিরে ধরতে চাইলো।

আচমকা এক কণ্ঠস্বর তীব্রস্বরে কিছু প্রকাশ করতে চাইলো আর চারপাশের বাষ্প ক্রমশঃ মিলিয়ে যেতে সুরু করলো—এবার আমার চর্ম-চক্ষুতে আমি অবলোকন করলাম এমন কিছু যা আমার আত্মাকে দ্রবীভূত করে তুলতে চাইছে। সেকথা প্রকাশ আইন সম্মত নয়। যদিও আমাকে সব কথা প্রকাশের আদেশ দেওয়া হয়েছে, আমাকে সতর্ক করা হয়েছে যেন কোন চিহ্ন কোথাও না থাকে। আমি যা প্রত্যক্ষ করেছি এতোদিন পরেও চিন্তা করে আমি কম্পিত হচ্ছি—কি অপূর্ব দৃশ্য! এ মানুষের কল্পনার বাইরে। এই অপরূপ স্বর্গীয় সুষমা প্রত্যক্ষ করার অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতায় অবশ বিহ্বল হয়ে পড়তেই আমি হতচেতন হয়ে সেই মহান রূপের সামনে এলিয়ে পড়লাম।

আমি পড়ে যাওয়ার মুহূর্তে সেই বিশাল কক্ষের সব যেন উন্মুক্ত হয়ে আমার চতুর্দিক অগ্নিবলয়ে বেষ্টিত হয়ে গেলো। আচমকা দারুণ বাতাসও বইতে সুরু হলো সঙ্গে বিচিত্র এক শব্দ—যেন সারা পৃথিবী সময়ের হাত ধরে দুরন্ত বেগে ছুটে চলেছে—আমার কিছু মনে রইলো না!

॥ ৭ ॥

● হার্মাচিসের জাগরণ; ফারাও হিসাবে তার অভিষেক; আর ফারাওয়ের প্রতি নিবেদন ●

আবার আমি জেগে উঠলাম—দেখতে পেলাম পবিত্র সেই আবুথিসের আইসিসের মন্দিরের পাথরের মেঝেয় আমি শায়িত। আমার পাশেই

দাঁড়িয়েছিলেন সেই রহস্যময় পুরোহিত লণ্ঠন হাতে। তিনি ঝুঁকে পড়ে গভীর দৃষ্টিতে আমার মুখ লক্ষ্য করছিলেন।

'এখন সকাল—নতুন জীবনের প্রভাত, আর তুমি তা দেখার জন্য জীবিত রয়েছো, হার্মাচিস!' তিনি বলে উঠলেন। 'আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, ওঠো রাজকীয় হার্মাচিস,—না, যা ঘটেছে তা আমাকে বলার প্রয়োজন নেই। ওঠো, পবিত্র মাতার সন্তান। এসো, তুমি অন্ধকারের ওপারের রহস্য জ্ঞাত হয়েছো—তুমি নতুন জন্মলাভ করেছো।'

উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে ওঁর সঙ্গে এগিয়ে চললাম মন্দিরের অন্ধকারময় অলিন্দ পার হয়ে—মনে অজস্র চিন্তা। শেষ অবধি বাইরের সকালের আলোয় এসে দাঁড়ালাম। তারপর আমার নিজের ঘরে উপস্থিত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। কোন স্বপ্ন আমাকে বিরক্ত করলো না। কিন্তু আমার বাবা বা অন্য কেউই সেই দেবীর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কোন বিবরণ জানতে চাইলেন না।

এসবের পরে আমি নিজেকে নিয়োজিত করলাম মাতা আইসিসের পূজার কাজে আর যে বিচিত্র রহস্য জেনেছি সে সম্পর্কে আরও অধ্যায়ন করতে। তাছাড়া আমাকে আদেশ দেওয়া হলো রাজনৈতিক ব্যাপার সমাধান করতে, কারণ বহু বড়ো মানুষ গোপনে মিশরের বহু প্রান্ত থেকে আমার কাছে আসতে সুরু করলো। তারা আমাকে রাণী ক্লিওপেট্রার প্রতি তাদের দারুণ ঘৃণার কথা আর অন্যান্য বিষয় জানাতো। অবশেষে সময় এগিয়ে এলো—সেই আশ্চর্য দিনটির পর তিনমাস দশদিন কেটে গেছে যেদিন আমি দেবী আইসিসের মুখোমুখি হয়ে দেহত্যাগ করেছিলাম। আমি জেনেছিলাম আমাকে ফারাও হতে হবে। অতএব সেই মাহেন্দ্রযান উপস্থিত হতেই মিশরের সব এলাকা থেকে মহান ব্যক্তিরা নানা ছদ্মবেশে আবুথিসে মিলিত হতে এলেন। মোট সাঁইত্রিশ জন এসেছিলেন। কেউ এলেন পুরোহিতের বেশে. কেউ বা তীর্থযাত্রী সেজে। কেউ ভ্রমণার্থী আবার কেউ বা ভিখারি সেজে। এদের মধ্যে আমার মাতুল সেপাও ছিলেন—তিনি নিয়েছিলেন ভ্রমণকারী চিকিৎসকের বেশ। কিন্তু আমি তার ভরাট কণ্ঠস্বর শুনেই তাকে চিনে ফেললাম। তিনি তখন আধো অন্ধকারে খালের ধারে বসেছিলেন।

'তুমি চুলোয় যাও!' তাকে ডাকতেই তিনি বলে উঠলেন। 'এক মুহূর্তের জন্যেও কি কেউ নিজেকে গোপন রাখতে পারবে না? তোমার কি জানা আছে এই ছদ্মবেশ নিতে আমাকে কত খরচ আর কষ্ট করতে হয়েছে?'

ওই রকম ভরাট গলাতেই তিনি এবার তার কাহিনী শোনালেন। কেমন করে নদীর কাছে থাকা গুপ্তচরদের এড়াতে তিনি সারা পথ হেঁটে এসেছেন।

তিনি এও জানালেন ফেরার সময় জলপথে অন্য বেশ নিয়ে ফিরে যাবেন। কারণ চিকিৎসাবিদ্যার কিছুই তার জানা নেই। এবার উচ্চৈস্বরে হেসে তিনি আমায় আলিঙ্গন করলেন।

এরপর সকলেই জমায়েত হলেন।

রাত নেমে এসেছে, মন্দিরের দরজাও বন্ধ হয়ে গেছে। ওই সাঁইত্রিশ জন ছাড়া ভিতরে আর কেউ নেই। আমার বাবা প্রধান পুরোহিত আমেনেমহাত মন্দিরে আমাকে যিনি নিয়ে যান সেই বৃদ্ধ পুরোহিত, বৃদ্ধা স্ত্রী আতুয়া, সে প্রাচীন রীতি অনুযায়ী আয়োজন করবে, এ ছাড়াও ছিলেন আরও পাঁচ পুরোহিত যারা শপথ নিয়েছেন সত্যভঙ্গ করবেন না। বিরাট মন্দিরের দ্বিতীয় কক্ষে সকলে জমায়েত হলেন, আমি একাকী শুভ্র পোশাকে বসে রইলাম অলিন্দে। সেখানেই এর আগের শেঠির তেষট্টিজন প্রাচীন রাজার নাম লিখিত ছিলো। সেখানে অন্ধকারে বসে রইলাম আমি যতক্ষণ না আমার বাবা একটা লণ্ঠন হাতে এসে আমাকে হাত ধরে সেই কক্ষে নিয়ে গেলেন। পথের দুপাশে প্রাচীন রাজা আর পুরোহিতদের পাথরের সিংহাসনে খোদাই করা মূর্তি—তারা যেন আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। একটু তফাতেই রাখা ছিলো এক সিংহাসন, যার কাছে পুরোহিতেরা পবিত্র পতাকা হাতে অপেক্ষা রত। পবিত্র ওই জায়গায় উপস্থিত হতেই সকলে উঠে দাঁড়ালেন আর আমার সামনে মাথা নোয়ালেন। বাবা নিচু কণ্ঠে আমাকে ওই সিংহাসনের সামনে দাঁড়াতে আদেশ দিলেন।

তারপর তিনি বললেন, 'মহান ব্যক্তিগণ, পুরোহিতগণ ও খেমের প্রাচীন যুবরাজগণ,—যারা আমার আবেদন শুনে জমায়েত হয়েছেন, তারা শ্রবণ করুন। আমি যতখানি সম্ভব পবিত্রতার সঙ্গে যুবরাজ হার্মাচিসকে আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি। সে-ই এই হতভাগ্য অসুখী দেশের প্রকৃত রাজকীয় বংশের উত্তরাধিকারী, ফারাওয়ের সিংহাসনের যোগ্য প্রতিভূ। সে দেবী আইসিসের পবিত্র রহস্যের প্রকৃত পুরোধা—সে-ই ওসিরিসের আদেশ অনুযায়ী পিরামিডের বংশানুক্রমিক পুরোহিত। আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন যার এ বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহ আছে?'

তিনি একটু থামতেই আমার মাতুল সেপা তার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমরা সব তালিকা পরীক্ষা করেছি, কোন ত্রুটি নেই ও আমেনেমহাত। ও প্রকৃতই রাজবংশীয়, ওর বংশমর্যাদা সত্য।'

'আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন'. বাবা আবার বলে চললেন, 'যে অস্বীকার করতে পারেন হার্মাচিস দেবতাদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে দেবী

আইসিসের মন্দিরে আদিষ্ট হয় ও ওসিরিসের নামে মেমফিসের পিরামিডের পুরোহিত হিসাবে বৃত হয় ?'

সেই বৃদ্ধ পুরোহিত এবার উঠে দাঁড়ালেন, 'এরকম কিছু নেই, ও আমেনেমহাত। এসবই সত্য আমার জ্ঞান বুদ্ধি অনুযায়ী বলছি।'

বাবা আবার বললেন, 'এমন কেউ কি আছেন, যিনি ভাবেন রাজকীয় হার্মাচিস মিথ্যাচারে পূর্ণ এবং অপবিত্র, আর সে মহান পূর্ব সুরীদের এই পবিত্র ভূমির রাজমুকুট গ্রহণে অনুপযুক্ত ?'

এবার মেমফিসের জনৈক বৃদ্ধ পুরোহিত উঠে দাঁড়ালেন, 'এ সবই আমরা অনুসন্ধান করে দেখেছি, ও আমেনেমহাত। এসব সত্য নয়, সে পবিত্র।'

'বেশ', বাবা বললেন, 'তাহলে হার্মাচিসের মধ্যে কিছুরই অভাব নেই, সে নেকত্‌নেবফের উত্তরপুরুষ। এবার তাহলে বৃদ্ধা আতুয়া জনমণ্ডলীর সামনে বলে দাও আমার স্বর্গতা স্ত্রী মৃত্যুর পূর্বে এই রাজকুমার সম্পর্কে, হাথর্সের আত্মায় বৃত হয়ে কি ভবিষ্যতবাণী করে গেছেন।'

এবার থামগুলির আড়াল থেকে আতুয়া সামনে এগিয়ে এলো আর সাগ্রহে যা ঘটেছিলো সকলকে জানালো।

'আপনারা শুনেছেন,' বাবা বললেন, 'আপনারা কি বিশ্বাস করেন যিনি আমার স্ত্রী ছিলেন, তিনি দৈববাণী করেছিলেন ?'

'আমরা বিশ্বাস করি,' সকলে জবাব দিলো।

এবার আমার মাতুল সেপা উঠে কথা বললেন।

'রাজকীয় হার্মাচিস, তুমি সব শুনছো। তোমার পিতা আমেনেমহাতে তোমার তরফে তার অধিকার ত্যাগ করছেন। এই অনুষ্ঠানের জন্য যেরকম উৎসব আনন্দ করা উচিত, তা আমরা করতে পারবো না, কারণ সবই গোপন করতে হবে। কারণ এ আমাদের কাছে আমাদের জীবনের চেয়েও মূল্যবান। তবুও যতোটুকু প্রয়োজন তা আমরা করবো। এ ব্যাপারটি কি অবস্থায় দোদুল্যমান সেটুকু উপলব্ধি করে যদি তোমার মন সায় দেয় তবেই তোমার ওই সিংহাসনে আরোহণ করো।'

'দীর্ঘকাল খেম গ্রীকদের অত্যাচার আর রোমানদের বর্শার ছায়ায় কম্পিত হয়েছে—দীর্ঘকাল ধরেই প্রাচীন দেবার্চনাকেও শুদ্ধ করে রাখা হয়েছে আর জনতার উপর হয়েছে অত্যাচার। তবু আমরা বিশ্বাস করি, মুক্তির সময় আজ আসন্ন, প্রাচীন দেবগণের যে আদেশে তুমি আজ আবদ্ধ সেই তোমাকে, হে যুবরাজ, আমরা আমাদের মুক্তির তরবারী হয়ে উঠতে আবেদন জানাচ্ছি। মন দিয়ে শ্রবণ করো। বিশ হাজার উদ্বুদ্ধ আর শপথ প্রাপ্ত মানুষ তোমার

কথায় কাজ করতে প্রস্তুত, তোমার সংকেতেই তারা মুহূর্তের মধ্যে গ্রীকদের উপর উন্মুক্ত তরবারী হাতে ঝাঁপিয়ে পড়তেও প্রস্তুত—সেই গ্রীকদের রক্তেই ধৌত হয়ে তোমার সিংহাসন খেমের বুকে আরও দৃঢ়তর হয়ে উঠবে। আর সেই সংকেতই হয়ে উঠবে সাহসী বারাঙ্গনা ক্লিওপেট্রার মৃত্যু। তার মৃত্যু তোমাকেই নিশ্চিত করতে হবে, হার্মাচিস।

'তুমি এ আহ্বান অস্বীকার করতে পারবে না, হে আমাদের আশার স্থল! তোমার হৃদয়ে কি দেশপ্রেমের পূত অগ্নি প্রজ্বলিত হয়নি? এই কাজ করার জন্য হয়তো তোমাকে আর আমাদের জীবন ত্যাগ করতে হতে পারে। কিন্তু তাতে কি, হার্মাচিস? জীবনের মূল্য কতোখানি? তিক্ততা আর দুঃখ কি পৃথিবীতে সামান্য বস্তু? এ জীবনে আমরা শ্বাস গ্রহণ করি বলে কি তার উৎপত্তিস্থল দেখার জন্য আমরা ভীত? আমাদের পৃথিবীতে আশা আর স্মৃতিভার ছাড়া আর কি আছে? এ পৃথিবীতে আমরা শুধুমাত্র ছায়া ছাড়া আর কি? ও হার্মাচিস, সেই মানুষই আশীর্বাদধন্য যে খ্যাতির মালা গলায় পরতে সক্ষম। এমন মানবকেই মৃত্যু তার জয়মাল্য দান করে থাকে। সেই মানুষের কাছেই মৃত্যু এমন সুন্দর মোহময় হয়ে উঠতে পারে যে তার স্বদেশকে শৃঙ্খল মোচন করে আবার স্বর্গের সুষমায় মণ্ডিত করে শত্রুকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে সক্ষম।

'খেম তোমাকে আহ্বান করছে, হার্মাচিস। এগিয়ে এসো হে মুক্তিদাতা! হোরাসের মতো তুমি ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বদেশের শৃঙ্খল মুক্ত করে তার শত্রুদের ধ্বংস করে ফারাও হয়ে তার সিংহাসনে বসে শাসন করো—।'

'যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে!' সারা কক্ষে সমর্থনের গুঞ্জন শোনা যেতেই আমি চিৎকার করে উঠলাম। 'যথেষ্ট হলো, আমাকে এভাবে শপথে আবদ্ধ করার কোন প্রয়োজন আছে? আমার শত জীবন থাকলেও কি তা আমি হাসিমুখে মিশরের জন্য দান করতাম না?'

'চমৎকার উত্তর!' সেপা বললেন। 'এবার ওই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে যাও যাতে সে পবিত্র ওই প্রতীক স্পর্শ করার আগে সে তোমার হস্ত প্রক্ষালন করে তোমার ভ্রূতে লেপন করে দিতে পারে।'

আমি তাই সেই বৃদ্ধা অতুয়ার সঙ্গে এক কক্ষে প্রবেশ করলাম। সেখানে প্রার্থনা করতে করতে সে আমার হাতে পবিত্র জল ঢেলে একখণ্ড মসৃণ কাপড় ভিজিয়ে আমার ভ্রূতে লেপন করে দিলেন।

'ও সুখী মিশর!' সে বললো, 'ও সুখী রাজকুমার, যে মিশরে শাসন করতে এসেছে! ও রাজকীয় যুবা!—আমি আজ কত সুখী, আমিই আমার

রক্তমাংসের উত্তরাধিকারীকে তোমারই জন্য উৎসর্গ করেছি। ও রাজকন্যা আর সুন্দর হার্মাচিস, তোমার জন্ম হয়েছে গৌরব, সুখ আর প্রেমের জন্যই!'

'থামো, থামো', আমি ওর কথায় বলে উঠলাম, 'আমি সুখী হওয়ার আগে একথা উচ্চারণ কোরো না, ভালোবাসার কথাও বলতে চেও না, কারণ ভালবাসা থেকেই আসে দুঃখ আর আমার পথ আরও উচ্চতর।'

'তুমি যথার্থ বলেছো—ভালোবাসার সঙ্গে আনন্দও আসে। ভালোবাসার কথা হালকাভাবে গ্রহণ করতে চেও না, হে রাজন, কারণ এর জন্যই তুমি এখানে এসেছো। শোনো—"ডানা মেলা রাজহংস কুমীরকে উপহাস করে", আলেকজান্দ্রিয়ায় এই প্রবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু রাজহংস যখন জলের বুকে ঘুমিয়ে থাকে তখন কুমীরই হাসতে চায়"। কিন্তু ভেবো না স্ত্রীলোক সুন্দর কুমীরেরই মতো। কখনও তা নয়। সারা দুনিয়াতেই সকলে রমণীকে ভালোবাসে। কিন্তু আর কথা নয়, তোমাকে এখনই ফারাও হিসেবে অভিষিক্ত হতে হবে! এ ভবিষ্যৎবাণী আমি কি করিনি? তুমি নির্মল, শ্বেত সিংহাসনের প্রভু। এগিয়ে যাও!'

বৃদ্ধা আতুয়ার মূর্খামিভরা বাক্যগুলো কানে বেজে চলার মধ্যেই আমি সেই কক্ষ ত্যাগ করলাম। মূর্খামি থাকলেও অবশ্য তাতে বুদ্ধির অভাব ছিলো না।

আমি এসে পৌঁছতেই মহান ব্যক্তিবর্গ আবার উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে সম্মান দেখালেন। এরপর আমার বাবা তাড়াতাড়ি কাছে এসে আমার হাতে তুলে দিলেন ঐশ্বরীক মা, সত্যের দেবীর এক স্বর্ণময় মূর্তি, আর ঈশ্বর আমেনরা'র অন্য এক মূর্তি, তারপর শান্তকণ্ঠে কথা বলে চললেন।

'তুমি মা'র জীবন্ত প্রতীক আর আমেনরা'র প্রতীকের সামনে শপথ গ্রহণ করছো?'

'আমি শপথ করছি', বললাম।

'তুমি খেমের পবিত্রভূমি, সিহরের স্রোতধারা, ঈশ্বরের মন্দির আর পিরামিডের থামে শপথ করছো?'

'শপথ করছি।'

'একথা মনে রাখছো তুমি ব্যর্থ হলে কি ভয়ঙ্কর পরিণতি তোমার জন্য অপেক্ষা করছে, তুমি শপথ করছো সব অবস্থাতেই তুমি প্রাচীন নিয়ম অনুসারে মিশর শাসন করবে এবং দেবার্চনা বজায় রাখবে, ন্যায় ধর্ম বজায় রেখে অত্যাচারে বিরত থাকবে। রোমক আর গ্রীকদের সঙ্গে কোন সমঝোতা করবে না, দেশের অভ্যন্তর থেকে সব বিদেশী চিহ্ন মুছে ফেলে তোমার জীবন খেমের ভূমির জন্য উৎসর্গ করবে।'

'আমি অঙ্গীকার করছি।'

'উত্তম। তোমার সিংহাসনে আরোহণ করো যাতে তোমার প্রজাবর্গের সামনে আমি তোমাকে ফারাও বলে অভিহিত করতে পারি।'

আমি এবার সেই সিংহাসনে আরোহণ করলাম। সিংহাসনের ধাপ স্ফিংসের মত, আর উপরের আচ্ছাদন জোড়া ডানার আকৃতির। আমেনেম-হাত এগিয়ে এসে আমার ভ্রূর উপর কিছু লেপন করে মাথায় দ্বৈত মুকুট পরিয়ে দিলো। তারপর আমার কাঁধে জড়িয়ে দিলেন রাজকীয় উত্তরীয় আর হাতে দিলেন রাজদণ্ড আর শাস্তির দণ্ড।

'রাজকীয় হার্মাচিস,' তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'এই বাইরের প্রতীকের সাহায্যে, আমি, আবুথিসের রা-মেন-মা'র মন্দিরের প্রধান পুরোহিত তোমাকে এই বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের ফারাও হিসেবে অভিষিক্ত করছি। রাজত্ব করো ও সমৃদ্ধিশালী হও, ও খেমের আশা!'

'রাজত্ব করো ও সমৃদ্ধিশালী হও, ফারাও!' সমস্ত মান্য অতিথিরাই আমার সামনে মাথা নত করে প্রতিধ্বনি তুললেন।

এরপর একে একে প্রত্যেকেই শপথ নিয়ে আনুগত্য স্বীকার করলেন। বাবা শপথ গ্রহণ করে আমার হাত ধরে শান্ত ভঙ্গীতে রা-মেন-মা'র মন্দিরের সাতটি প্রকোষ্ঠে নিয়ে গেলেন। প্রত্যেক জায়গাতেই আমি ধূপধুনা জ্বালিয়ে পুরোহিতের মত প্রার্থনা করলাম। হোরাসের, আইমিনের, ওসিরিসের, আমেনরা'র, হোরেমুথ, টা সকল দেবদেবীর মূর্তির সামনেই আমি প্রার্থনা জানালাম। অবশেষে পৌঁছলাম রাজার কক্ষে।

এখানে সকলে আমার কাছে রাজকীয় ফারাও হিসেবে রেখেই বিদায় নিলেন।

[এখানেই সেই প্রথম ও সবচেয়ে ছোট প্যাপিরাসের বাণ্ডিল শেষ হয়েছিলো।]

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

হার্মাচিসের পতন

॥ ১ ॥

● হার্মাচিসকে আমেনেম হাতের বিদায় সম্ভাষণ ; হার্মাচিসের আলেকজান্দ্রিয়া আগমন ; সেপার পরামর্শ ; আইসিসের পোশাকে ক্লিওপেট্রার গমন ; হার্মাচিসের হাতে গ্ল্যাডিয়েটরের পতন ●

প্রস্তুতির সেই দীর্ঘ সময় এবার শেষ হলো। আমাকে এগিয়ে আনা আর অভিষিক্ত করার কাজও শেষ, যাতে সাধারণ মানুষ আমাকে শুধুমাত্র আইসিসের এক পুরোহিত হিসেবেই জানে—এ সত্ত্বেও মিশরে হাজার হাজার মানুষই ছিলো যারা ফারাও হিসেবে আমাকে কুর্নিশ করে। সময় এবার উপস্থিত—আর আমার হৃদয়ও এর মুখোমুখি হতে উন্মুখ হয়েছিলো। কারণ আমি নিজে চাইছিলাম মিশরকে মুক্ত করতে, বিদেশীকে এর বুক থেকে দূর করতে, দেবমন্দির পরিষ্কার করতে আর পবিত্র সিংহাসনে বসে সংগ্রামে নামতে। এর পরিণতি নিয়ে আমার সন্দেহ ছিলো না। আমি আয়নার দিকে তাকালাম। নিজের মুখে আমি জয়ের চিহ্ন দেখলাম। আমার সামনে বিস্তৃত রয়েছে বিজয়ীর পথ, সে পথ রৌদ্রস্নাত শহরেরই মতো। মাতা আইসিসের সঙ্গে আমি যুক্ত হতে চাইলাম। কক্ষে বসে আমার মনের মধ্যে চিন্তার ঝড় উঠলো। আমি মনশ্চক্ষে বিজয়ী ফারাওর ছবি দেখতে পেলাম।

এরপরেও আরও কিছুদিন আবুথিসে রইলাম আমি। আমার চুল আবার দীর্ঘ হয়ে গেলো আর আমি প্রাত্যহিক ব্যায়াম করেও চললাম। আমি মিশরীয়দের যাদুবিদ্যাতে দক্ষতা অর্জন, সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রের অবস্থান সম্পর্কেও গভীর জ্ঞান অর্জন করলাম।

এবার, যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলো তা ছিলো এই রকম। আমার মাতুল সেপা, কিছুদিন আগে আণু'র মন্দির ত্যাগ করেছিলেন। জানানো হয় তার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছে। এরপর তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার এক বাড়িতে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য আসেন—সমুদ্রের হাওয়া উপভোগ করার জন্য। এ ছাড়াও

যাদুঘরের বিশাল শিল্পশোভা আর ক্লিওপেট্রার জাঁকজমকপূর্ণ রাজসভার গৌরব দেখতেও। পরিকল্পনা ছিলো ওখানেই আমি তার সঙ্গে মিলিত হবো—কারণ আলেকজান্দ্রিয়াতেই পরিকল্পনাটি লালন করা হচ্ছিলো। এবার যখন আহ্বান এসে পেঁছিল, আমি যাত্রা করার পূর্ব মুহূর্তে বাবার আশীর্বাদ গ্রহণ করার জন্যে তার কক্ষে প্রবেশ করলাম। সেখানে বৃদ্ধ মানুষটি উপবিষ্ট ছিলেন। সেদিনের কথা আমার মনে পড়লো, যেদিন তার আদেশ অগ্রাহ্য করে সিংহ মারার জন্য গিয়েছিলাম। আমি ঘরে ঢুকতেই তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। হয়তো আমার সামনে নতজানুও হতেন, কিন্তু আমি তার হাত ধরে ফেললাম।

'এটা উচিত নয়, বাবা,' আমি বললাম।

'এটাই নিয়ম,' তিনি বললেন, 'এটাই উচিত যে আমি আমার রাজার সামনে নতজানু হবো, কিন্তু তুমি যা চাইছো তাই হোক। তুমি এবার তাহলে যাচ্ছ, হার্মাচিস। হে পুত্র, আমার আশীষ সর্বদাই তোমার উপর বর্ষিত হবে! আর যাদের আমি সেবক তারা আমায় এই আশীর্বাদ করুন যেন আমার বৃদ্ধ চক্ষু তোমাকে সিংহাসনে দেখে যেতে পারে! আমি দীর্ঘ সময় চেষ্টা করলাম, হার্মাচিস, যাতে তোমার ভবিষ্যত দেখতে সক্ষম হই, কিন্তু আমার জ্ঞানের সাহায্যে তা দেখতে পাইনি। এ আমার সামনে অদৃশ্য, মাঝে মাঝে আমার হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যায়। তবে শুনে রাখো, তোমার সামনে বিপদ আছে আর তা আসছে স্ত্রীলোকের কাছ থেকে। আমি দীর্ঘকাল ধরেই এটা জানি, আর সেই জন্যই তোমাকে দেবী আইসিসের আশীর্বাদ গ্রহণ করার ব্যবস্থা করেছিলাম, যাতে তোমার মন হতে রমণীর চিন্তা তিনি দূর করেন। হে পুত্র, আমি জানি রাজার উপযুক্ত তুমি গৌরবর্ণ আর সুন্দর, আর এইজন্যই মানুষের পতন হয়। অতএব আলেকজান্দ্রিয়ার ডাইনিদের সম্পর্কে সতর্ক থেকো, পাছে কোন কীটের মতো তারা তোমার অন্তরে প্রবেশ করে সব রহস্য জ্ঞাত হয়।

'ভয় পেয়ো না, বাবা', আমি ভ্রূ কুঁচকে বললাম, 'আমার চিন্তা রক্তিম ওষ্ঠ আর হাস্যমুখর মুখের চেয়ে অন্য কিছুতেই আছে।'

'ভালো কথা', বাবা জবাব দিলেন, 'তবে তাই হোক। এবার তাহলে বিদায়। আমাদের আবার যখন সাক্ষাৎ হবে তখন সেই সুখের মুহূর্তে যেন এই দেশের সমস্ত পুরোহিতকে নিয়ে আমি আবুথিসে গিয়ে ফারাওকে অভ্যর্থনা জানাতে পারি।'

আমি তাকে আলিঙ্গন করে বিদায় নিলাম। হায়! আবার কবে আমাদের দেখা হবে তা আমি একটুও ভাবলাম না।

আবার সেইভাবে আমি নীলনদ অতিক্রম করলাম। যারা আমার সম্পর্কে একটু উৎসাহী হয়ে উঠেছিলো তাদের জানানো হলো আমি আবুথিসের প্রধান পুরোহিতের পালিত পুত্র, কিন্তু পুরোহিতের জীবিকা আমার অপছন্দ হওয়ায় আমি ভাগ্য ফেরাতে আলেকজান্দ্রিয়ায় চলেছি। কারণ তখনও সকলে জানে আমি সেই আতুয়ারই জাতি।

দশম রাতে বাতাসের ভরে আমরা বিশাল সেই শহর আলেকজান্দ্রিয়ায় উপস্থিত হলাম, হাজার আলোর সেই শহর। সবার উপরে ঝিকমিক করছে অসংখ্য আলোক নিশানা, বিশ্বের সৌন্দর্য। বাতি ঘরের মধ্য থেকে ছড়িয়ে পড়া আলো বন্দরে আগত জলযানগুলোকে সূর্যের মত পথ প্রদর্শন করে চলেছে। আমার দৃষ্টি পড়লো বিরাট আর অসংখ্য গৃহের উপর—আমি অবাক হয়েই তাকিয়ে থাকার মুহূর্তে কানে ভেসে আসছিলো বহু কণ্ঠের আওয়াজ। এখানে নানা দেশেরই মানুষ জমায়েত হয়েছে বলেই এই বিচিত্র শব্দ জাগছে। আমি দাঁড়িয়ে থাকার অবসরে এক যুবক এগিয়ে এসে আমার কাঁধ স্পর্শ করে প্রশ্ন করলো আমি আবুথিস থেকে আসছি কিনা আর আমার নাম হার্মাচিস কিনা। আমি 'হ্যাঁ' বলতেই যুবকটি আমার কানের কাছে ঝুঁকে গোপন সঙ্কেত বাণীটি জানিয়ে দিয়ে দুজন ক্রীতদাসকে জাহাজ থেকে আমার মালপত্র নামিয়ে আনার আদেশ দিলো। ওরা কুলি আর অন্যান্যদের ভিড় কাটিয়ে তাই করলো। আমি এবার জেটি অতিক্রম করে এগিয়ে চললাম। দুপাশে পানীয়ের সারিবদ্ধ দোকান—সেখানে নানা মানুষ সুরাপানে মত্ত হয়ে নর্তকীদের নৃত্যে মশগুল। নর্তকীদের কারও দেহে ন্যূনতম পোশাক, কেউ বা সম্পূর্ণ নগ্ন।

আমরা এইভাবেই আলোকিত বাড়িগুলো অতিক্রম করে এগিয়ে চললাম, শেষ পর্যন্ত আমরা পৌছলাম বিশাল ওই বন্দরের শেষ প্রান্তে। তারপর ডানদিকে ঘুরে গ্রানাইট পাথরে আচ্ছাদিত গৃহ সারির পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চললাম। এ রকম আগে আমি কখনও দেখিনি। আবার ডান দিকে ঘুরতেই শহরের কিছু শান্ত এলাকায় এলাম। একটু পরেই আমার পথপ্রদর্শক শ্বেতপাথরে তৈরি এক গৃহের সামনে এসে থামলো। আমরা ভিতরে ঢুকলাম, আর ছোট এক উঠোন পার হয়ে এক আলোকিত কক্ষে প্রবেশ করলাম। সেখানেই আমার মাতুল সেপাকে দেখতে পেলাম আমার নিরাপদে উপস্থিতিতে উল্লসিত অবস্থায়।

স্নান ও আহার করে নেওয়ার পর তিনি আমাকে জানালেন সবই ভালো

মত চলেছে। তখনও পর্যন্ত রাজসভায় কোন সন্দেহের উদ্রেক হয়নি। তাছাড়াও, তিনি বললেন, রাণীর কানে উঠেছিলো যে আমুর পুরোহিত এই মুহূর্তে আলেকজান্দ্রিয়ায় আছেন। তিনি তাকে ডেকে পাঠিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করেছেন—কোন মতলবের কথা জেনে নয়, এ ব্যাপারে তিনি আদৌ ভাবেন নি, বরং আমুর পাশে থাকা পিরামিডে লুকিয়ে রাখা কোন গুপ্তধনের বিষয়ে গুজব শুনেই তিনি তা করেছেন। কারণ অত্যন্ত অমিতব্যয়ী হওয়ায় তার সবসময়েই প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই জন্যই সে পিরামিড খুঁড়বে ভাবছে। কিন্তু পুরোহিত ওর কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন—তিনি বললেন পিরামিড হলো ঐশ্বরীক খুফু'র সমাধিস্থান—এর গোপনীয়তার কথা তিনি জানেন না। এবার ক্লিওপেট্রা রেগে উঠেছিলেন। .তিনি বলে উঠলেন যেহেতু তিনিই মিশর শাসন করেন, অতএব পিরামিডের প্রতিটি পাথর খসিয়ে তিনি তার রহস্যভেদ করবেন। পুরোহিত আবার হেসে আলোকজান্দ্রিয়ার এক প্রবাদের কথা শোনালেন : 'রাজার চেয়ে পাহাড় অনেক দীর্ঘস্থায়ী।'

আমার মাতুল সেপা আমাকে জানালেন পরদিন সকালেই আমি এই ক্লিওপেট্রাকে দেখতে পাবো। কারণ ওইদিনই তার জন্মদিন (যেমন আমারও), পবিত্র আইসিসের পোশাকে ক্লিওপেট্রা রাজকীয় বিলাসে তার লোচিয়াসের প্রাসাদ থেকে সেরাপিজম যাবেন, মন্দিরে রাখা নকল দেবতার কাছে বলি উৎসর্গ করতে। মাতুল সেপা এবার আমায় জানালেন এরপর কিভাবে আমি রাণীর আবাস স্থলে প্রবেশ করবো তারই ব্যবস্থা করতে হবে।

খুব ক্লান্ত থাকায় এবার আমি শয্যার আশ্রয় নিলাম। কিন্তু নতুন এক আশ্চর্যজনক জায়গায় ঘুম গাঢ় হলো না। রাস্তার শব্দ আর আগামীকালের চিন্তাও এজন্য দায়ী। অন্ধকার থাকতেই আমি উঠে পড়লাম, তারপর সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠলাম। আস্তে আস্তে ফুটে উঠলো প্রথম সূর্যের কিরণ—শ্বেতপাথরের শুভ্র আলোকরেখা যেন এবার মুছে গেলো—যেন সৌর কিরণই তাকে বধ করেছে। এবার সূর্যালোক পড়লো লোচিয়াসের প্রাসাদে যেখানে নিদ্রামগ্ন ক্লিওপেট্রা। সাগরের বুকে পদ্মের মতই সেখানে সৌরকিরণ ঝকমক করে উঠলো। এবার সেই সূর্যের কিরণ ছড়িয়ে পড়লো যেখানে আলেকজাণ্ডার নিদ্রামগ্ন, তারপর তা ছড়িয়ে পড়লো প্রাসাদে প্রাসাদে তার মন্দিরের উপর। এবার সেই কিরণ যেন ছড়িয়ে যেতে চাইলো সেই নকল দেবতার মন্দিরের চত্বরে যেখানে হাতির দাঁতে তৈরি নকল দেবতা সেরাপিসের মূর্তি শোভা পেয়ে চলেছে আর সবশেষে তা হারিয়ে যাচ্ছে বিষাদময় নেক্রোপোলিসের বিশালতায়।

ভোরের রক্তিমাভা মিলিয়ে যেতেই আলোকিত হয়ে জেগে উঠলো আলেক-জান্দ্রিয়ার প্রতিটি রাজপথ আর হর্ম্যমালা। উত্তরের বাতাসে মিলিয়ে গেলো বন্দরের উপরের ধোঁয়া, আর তাই আমার চোখে পড়লো সাগরের নীল জলরাশি আর তারই বুকে দুলে ওঠা হাজার হাজার জাহাজ। চোখে পড়লো বিশালকায় হেপ্টাস্টেডিয়াম আর শতশত পথ। অসংখ্য গৃহ আর প্রাচুর্য। আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে উঠলাম। এটাই তাহলে আমার ঐতিহ্যবাহী রাজত্বের দেশজ শহর! এটা দেখা কত আনন্দের। আমার দৃষ্টি আর হৃদয় পরিতৃপ্ত হতেই আমি পবিত্র আইসিসকে প্রার্থনা জানিয়ে ছাদ থেকে নেমে এলাম।

নিচের ঘরেই অপেক্ষায় ছিলেন আমার মাতুল সেপা। আমি তাকে জানালাম আমি আলেকজান্দ্রিয়ার উপর প্রভাত সূর্যের উদয় দেখছিলাম।

'বটে!' তিনি বললেন, 'আর আলেকজান্দ্রিয়া সম্পর্কে তোমার ধারণা কি?'

'আমার মনে হয় এ যেন কোন দেবতার শহর,' জবাব দিলাম।

'হুঁ,' তীব্র স্বরে মাতুল জবাব দিলেন, 'নরকের দেবতার শহর—দুর্নীতির আখড়া, নকল হৃদয় থেকে ওঠা নকল জীবনেরই শহর। আমি ভাবি এর সমস্ত সম্পদ জলের মধ্যে থাকলেই ভালো হতো! আমার ইচ্ছা সামুদ্রিক চিল এর উপর উড়ে চলুক। প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা এই শহরের প্রতিটি গৃহকে চূর্ণ করে দিক, সবকিছু ভাসিয়ে নিক সাগরের বুকে। ও রাজকীয় হার্মাচিস, আলেক-জান্দ্রিয়ার ঐশ্বর্য আর সৌন্দর্যকে তোমার হৃদয় বিষাক্ত করতে দিও না, কারণ এর ভয়ঙ্কর বাতাসে বিশ্বাস নষ্ট হতে চায় আর ধর্ম তার ঐশ্বরীক ডানা মেলতে পারে না। শাসন করার সময় তোমার যখন উপস্থিত হবে হার্মাচিস তখন এই অভিশপ্ত শহরকে ত্যাগ করে তোমার পূর্বপুরুষদের মতো মেমফিসের শুভ্র দেয়াল ঘেরা শহরকেই তোমার রাজধানী বানিও। আমি তোমাকে বলছি, মিশরের কাছে আলেকজান্দ্রিয়া শুধু চমৎকার ধ্বংসেরই দরজা, আর বিশ্বের সমস্ত জাতিই এর বুকে পদচারণা করে একে লুণ্ঠন করে চলার ফাঁকে বিশ্বাস নষ্ট হয়ে মিশরের দেবতাদেরও দূরীভূত করা হবে।'

আমি কোন জবাব দিলাম না, কারণ কথাগুলি সত্য। তবুও আমার কাছে শহরটি সুন্দরই লেগেছে। আহারের পর আমার মাতুল বললেন এবার ক্লিওপেট্রার পদযাত্রা দেখার সময় হয়েছে—সে এবার সেরাপিসের মন্দিরে বিজয় গৌরবে অগ্রসর হবে। যদিও মধ্যাহ্নের দু ঘণ্টা আগে সে যাবে না তাহলেও আলেকজান্দ্রিয়ার সমস্ত মানুষ জাঁকজমক আর এ ধরণের উৎসব এতোই ভালোবাসে যে সময়ে উপস্থিত না হলে ইতিমধ্যেই জমায়েত হওয়া জনস্রোত ভেদ করে রাণিকে দেখা অসম্ভব। তাই আমরা নির্দিষ্ট এক জায়গায় দাঁড়ানোর

জন্য রওয়ানা হলাম। শহরের মাঝখান দিয়ে তৈরি রাজপথের পাশেই মঞ্চ তৈরি হয়েছে। আমার মাতুল ইতিমধ্যেই অর্থ খরচ করে ওখানে দুটি ভালো আসন সংগ্রহ করে রেখেছিলেন।

আমরা জনস্রোতের মধ্য দিয়ে অতি কষ্টেই পথ করে চললাম—ক্রমে আমরা মঞ্চের কাছে এসে দাঁড়ালাম। নানা ধরনের লাল কাপড়ে চাঁদোয়া টাঙানো হয়েছিলো। এখানে এক আসনে বেশ কিছুক্ষণ আমরা অপেক্ষা করে চললাম। আমাদের চোখে পড়লো জনস্রোত, কানে ভেসে আসছিলো নানা ভাষার কণ্ঠস্বর আর কথাবার্তা। শেষ পর্যন্ত সৈন্যরা এসে পথ সাফ করতে সুরু করলো—তাদের দেহে রোমকদের পোশাক, বুকে ধাতব বর্ম। এরপর ঘোষকেরা সকলকে চুপ করতে জানালো (এ কথায় জনতা আরও জোরে চিৎকার আর গান সুরু করলো), সবাই চিৎকার করে বলতে চাইলো রাণী ক্লিওপেট্রা আসছেন। এরপরে এলো প্রায় এক হাজার সিসিলিয় দাঙ্গাবাজ, এক হাজার থেসীয়, এক হাজার ম্যাসিডোনীয়, আর এক হাজার গল—প্রত্যেকেই তাদের দেশীয় প্রথায় সজ্জিত। এরপর অতিক্রম করে গেলো পাঁচশত মানুষ, যাদের বলা হয় প্রতিরক্ষী ঘোড়সওয়ার। কারণ অশ্বারোহী আর অশ্ব উভয়েই বর্ম সজ্জিত। এরপরে এলো যুবক-যুবতীরা, তাদের শরীরে চমৎকার পোশাক আর মাথায় স্বর্ণাভ মুকুট। এরপরে দেখা গেলো বহু সুন্দরীকে, তারা পথে পুষ্প ছিটিয়ে চলেছিলো। আচমকাই উন্মত্ত চিৎকার জেগে উঠলো 'ক্লিওপেট্রা! ক্লিওপেট্রা!' আমি প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখতে চাইলাম তাকে, যে আইসিসের পোশাক পরার ধৃষ্টতা রাখে।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ভিড় এমন ভীষণ ভাবে উপচে পড়লো যে আমি পরিষ্কার দেখতে ব্যর্থ হলাম। তাই দেখার চেষ্টায় আমি লাফিয়ে বেড়া অতিক্রম করে ওপারে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমার শক্তি থাকায় সকলকে ধাক্কা দিয়ে সামনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমি এ কাজ করার সময় সুবিয়ান ক্রীতদাসেরা মোটা লাঠিসহ সকলকে আঘাত করতে সুরু করলো। এর মধ্যে একজনকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করলাম। লোকটি দৈত্যের মতো—সে খুবই শক্তিমান আর দুর্বিনীত ছিলো। নীচ কাউকে ক্ষমতায় বসালে যা হয়, সে সকলকেই আঘাত করে চলেছিলো। আমার কাছেই এক বৃদ্ধা, সম্ভবতঃ মিশরীয় এক শিশুক্রোড়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। দৈত্যাকার ক্রীতদাসটি ওই স্ত্রীলোকটিকে দুর্বল দেখেই লাঠি দিয়ে মাথায় আঘাত করলো। স্ত্রীলোকটি মাটিতে পড়ে যেতেই জনতার মধ্যে গুঞ্জন উঠলো।

স্ত্রীলোকটির কপালে রক্ত দেখেই আমার রক্ত টগবগ করে উঠলো। আমার

কোন জ্ঞান রইলো না। আমি একটা গাছ থেকে একখণ্ড ডাল ভেঙে নিতেই লক্ষ্য করলাম কালো শয়তানটা স্ত্রীলোকটিকে পড়ে যেতে দেখে হেসে চলেছে। আমি ওই মুহূর্তেই ওকে গাছের ডাল দিয়ে আঘাত করলাম। এমন কৌশলে আঘাত করলাম যে লোকটার কাঁধ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো।

পরক্ষণেই ব্যথা আর রাগে—কারণ যারা আঘাত করতে ভালবাসে তারা আঘাতে ক্ষিপ্ত হয়ে যায়—লোকটা ঘুরে আমার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। লোকেরা সবাই, একমাত্র স্ত্রীলোকটি ছাড়া জায়গা ছেড়ে দিলো আমাদের দুজনকে। লোকটি ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে আসতেই আমি ওর দু চোখের মাঝখানে প্রচণ্ড ঘুসি মারলাম অন্য কিছুই না থাকায়। লোকটি প্রায় ষাঁড়ের মতোই সে আঘাতে টলে পড়লো। জনতা এবার লড়াই দেখে হৈ চৈ করে উঠলো। ওরা সাধারণতঃ গ্ল্যাডিয়েটরকে জয়ী হতে দেখে। এবার একটা শপথ করে লোকটা ধেয়ে এসে তার অস্ত্র দিয়ে আমাকে আঘাত করলো। আমি সতর্ক হয়ে দ্রুত সরে না গেলে হয়তো আমার মৃত্যুই হতো। কিন্তু আমি সরে যেতেই লোকটার অস্ত্র মাটিতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেলে সবাই হৈ চৈ করে উঠলো আবার। দৈত্য এবার ক্রোধে অন্ধ হয়ে আমার দিকে তেড়ে আসতেই প্রচণ্ড চিৎকার করে আমি ওর কণ্ঠ লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়লাম—কারণ আমি গায়ের জোরে ওই দৈত্যকে কাবু করতে সক্ষম হবো না জানতাম। লোকটার কণ্ঠ চেপে ধরতেই দুজনে মাটিতে গড়িয়ে পড়লাম—কিন্তু আমি হাত ছাড়লাম না। লোকটা ওর হাত দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করে চললো আমাকে, কিন্তু আমি আঙুলের চাপ বাড়িয়ে চললাম। লোকটা মাটিতে গড়িয়ে আমাকে ছাড়াতে চাইলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাতাসের অভাবে সে প্রায় জ্ঞান হারালো। আমি সঙ্গে সঙ্গেই ওর বুকে চেপে বসলাম। প্রচণ্ড ক্রোধে আমি হয়তো ওকে খুনই করে ফেলতাম যদি না আমার মাতুল আর অন্য সকলে আমাকে ছাড়িয়ে না নিতেন।

ইতিমধ্যে আমার অজান্তেই যে রথে রাণী আসছিলো সেটা ওখানেই এসে পৌঁছলো। রথের সামনে ছিলো হাতী আর সিংহ। রথ গোলমালের জন্যই ওখানে থেমে পড়েছিলো। আমি মুখ তুলে তাকালাম। ওই দৈত্যর মুখ আর নাক নিঃসৃত রক্তে আমার পোশাক ভেসে যাচ্ছিলো, আমিও হাঁফিয়ে চলেছিলাম। এই প্রথম আমি ক্লিওপেট্রাকে মুখোমুখি দেখলাম। তার রথ সোনার তৈরি, শ্বেতবর্ণ অশ্ববাহিত। গ্রীক পোশাকে সজ্জিত দুটি মেয়ের সঙ্গে সে তাতে উপবিষ্ট—মেয়ে দুটি তাকে বাতাস করে চলেছিলো। ওর মাথায় আইসিসের উষ্ণীষ—দুটি স্বর্ণ মণ্ডিত চাঁদের চিহ্নের সঙ্গে রয়েছে

ওসিরিসের সিংহাসনের প্রতীক। সেই আচ্ছাদনের নীচে রয়েছে শকুন চিহ্নিত স্বর্ণ উষ্ণীষ আর নীলাভ রঙ ডানা। এরপর তার পা পর্যন্ত নেমেছে তার চুলের ঢল। ক্লিওপেট্রার গোলাকার কণ্ঠে চোখে পড়ছে চওড়া সোনার গলবন্ধ প্রবাল আর মূল্যবান পাথরে সজ্জিত। তার দু-বাহু আর কব্জিতে স্ফটিকের বলয়। ওর বক্ষ উন্মুক্ত, তবে তার নিচেই সাপের খোলসের মতো এক পোশাক, তাতে ঝলমল করছে রত্ন। ওই পোশাকের আড়ালে রয়েছে সোনালী বস্ত্র, সেটা তার ছোট্ট পায়ের মুক্তো জড়ানো পাদুকার কাছে ছড়িয়ে পড়েছে।

এ সব কিছুই আমি এক নজরে দেখে নিলাম। তারপর ওর মুখের দিকে তাকালাম, যে মুখ সীজারকে চরিত্রভ্রষ্ট করেছে, ধ্বংস করেছে মিশরকে। আমি সেই ক্রটিহীন গ্রীক আকৃতির দিকে তাকালাম। দেখতে পেলাম সেই বর্তুলাকার চিবুক, পরিপূর্ণ ঠোঁট, নাসারন্ধ্র আর ঝিনুকের মতো দুটি কান। নজরে পড়লো কপাল—নিচু, চওড়া আর চমৎকার, থোকায় থোকায় নেমে আসা গাঢ় সূর্যালোকিত কেশদাম আর কৃষ্ণবর্ণ পক্ষ্ম। আমার সামনেই উপবিষ্ট সেই রাজকীয় মূর্তি। সাইপ্রাসের বেগুনী আলোর মত জ্বলতে চাইছে সেই চোখের তারা—চোখ দুটি যেন ঘুমন্ত। অথচ সেই নিদ্রা ভারাক্রান্ত চোখই মুহূর্তের প্রয়োজনেই যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। কি গভীর অনুভূতি মাখানো দুটি চোখ! এই অপূর্ব রহস্যই আমি লক্ষ্য করলাম যা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। তবুও আমি জানতাম এসবের মধ্যেই শুধু ক্লিওপেট্রার সব ক্ষমতা লুকিয়ে নেই। সে শক্তির আধার হলো রক্ত মাংসের ওই দেহের আড়ালে লুকানো তার প্রচণ্ড চারিত্রিক ক্ষমতা। কারণ ক্লিওপেট্রা হলো অগ্নিময় কোন বস্তু, যার মতো কোন স্ত্রীলোক হয়নি কোনদিন। চিন্তান্বিত থাকলেও তার অন্তরের শিখা বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু সে যখন জাগ্রত হয় তার চোখ থেকে ঠিকরে পড়ে দ্যুতি, আর তার ওষ্ঠের মাঝখানে খেলে তার কামনা-ঝরানো হৃদয়ের সঙ্গীত মূর্ছনা। আঃ! তখন কে বলতে পারে ক্লিওপেট্রার মনোভাব কি রকম? কারণ তার মধ্যে জড়ো হয়েছে রমণীর সৌন্দর্যের সবকিছু উজাড় করে আর পুরুষের স্বর্গ থেকে আহরিত সবকিছু শ্রেষ্ঠত্ব। তার মধ্যেই লুকিয়ে আছে সমস্ত পাপ—তারই পরিণামে ধ্বংস হয়েছে সাম্রাজ্য, শুধু তার খেলার আনন্দে। মানুষের রক্তে স্নান করেছে পৃথিবী। ক্লিওপেট্রার হৃদয়ে এর সবই জমায়েত হয়েছে—কোন মানুষই তাকে কাছে টানতে পারে না, আবার তাকে দেখার পর কোন পুরুষই তাকে বিস্মৃতও হতে পারে না। তার হৃদয় ঝঙ্কার, বিদ্যুতেরই মতো সুন্দর, মহামারীর মতোই

নির্মম আবার হৃদয় সম্পন্ন। সেই বিশ্বকে অভিশম্পাত দিই যার বুকে এরকম কেউ জন্ম নেয়।

এক লহমা ক্লিওপেট্রার চোখে আমি চোখ রাখলাম যে মুহূর্তে সে গোলমালের কারণ জানার জন্য নিচু হলো। প্রথমে সেই চোখ দুটো বিষণ্ণ বলে মনে হলেও মুহূর্তেই সে দুটো যেন জেগে উঠে জ্বলে উঠলো, ক্ষণে ক্ষণে তার দীপ্তি বদলে যেতে চাইলো সমুদ্রের জলের রঙের মতো। প্রথমেই তার মধ্যে জাগলো ক্রোধ, তারপর অবহেলা। তারপরেই তার নজর পড়লো দৈত্য সদৃশ ক্রীতদাসের উপর—তার বিস্ময় যেন বাধা মানলো না। ক্লিওপেট্রার মনোভাব বুঝতে পারার জন্য প্রয়োজন তার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করা। পাশ ফিরে সে তার রক্ষীদের কিছু জানালো। তারা এগিয়ে এসে আমাকে তার সামনে নিয়ে গেলো—জনতা নির্বাক হয়ে আমার নিহত হওয়ার অপেক্ষাতেই রইলো।

আমি তার সামনে দাঁড়ালাম বুকে দু-হাত জড়ো করে। তার সৌন্দর্যে আমি যতোই মুগ্ধ হই না কেন মনে প্রাণে তাকে ঘৃণা করে চলেছিলাম, কারণ সে আইসিসের পবিত্র পোশাক পরার স্পর্ধা রাখে—সে আমারই প্রাপ্য সিংহাসন দখলকারিণী, এইভাবে সুগন্ধ আর রথযাত্রার মাধ্যমে সে মিশরীয় সম্পদ নষ্ট করে চলেছে। আমার আপাদ মস্তক জরিপ করে নিয়ে সে চাপা ভরাট কণ্ঠস্বরে খেমী ভাষায় কথা বলে উঠলো:

'তুমি কে মিশরী—তোমাকে দেখে মিশরীয় বলেই বুঝেছি—আমার সহর অতিক্রম করার সময় কোন দুঃসাহসে তুমি আমার ক্রীতদাসকে আঘাত করেছো?'

'আমি হার্মাচিস,' সাহসীর মতোই আমি জবাব দিলাম। 'জ্যোতিষী হার্মাচিস, আবুথিসের প্রধান পুরোহিত আর শাসকের দত্তক পুত্র, ভাগ্যান্বেষণে এখানে এসেছি। আমি আপনার ক্রীতদাসকে আঘাত করেছি, হে রাণী, কারণ বিনা দোষে সে ওই স্ত্রীলোকটিকে আঘাত করেছে। যারা দেখেছে তাদের প্রশ্ন করুন, হে রাজকীয় মিশরীয়।'

'হার্মাচিস', সে বললো, 'নামটির মধ্যে বেশ জোরালো কিছু আছে—আর তোমার বেশ গর্বিত ভঙ্গীও রয়েছে।' তারপরেই সে কাছের একজন সৈনিককে ঘটনার কথা জানাতে আদেশ করলো, সৈনিকটি সবই দেখেছিলো। সে সত্যি কথাই জানালো, কারণ ক্রীতদাসটিকে আঘাত করায় সে আমার প্রতি সদয় ছিলো। এবার ক্লিওপেট্রা তার পাশে সুন্দরী মেয়েটিকে কিছু প্রশ্ন করতে সেও কিছু বললো। ক্লিওপেট্রা ক্রীতদাসটিকে তার কাছে আসার আদেশ দিতেই সৈন্যরা তাকে আর সেই স্ত্রীলোকটিকে টেনে আনলো।

'কুকুর!' ক্লিওপেট্রা সেই নিচু কণ্ঠেই বললো, 'কাপুরুষ! এতো শক্তিমান হয়েও এই তরুণের হাতে পরাজিত হয়েছিস তুই। দেখ, এবার তোকে ভব্যতার শিক্ষা দিচ্ছি। এবার থেকে যখন স্ত্রীলোককে আঘাত করবি তখন বাঁ হাতেই করবি। ওহে রক্ষীরা, এই কালো দাসের ডান হাত কেটে ফেলো।'

আদেশ দেওয়ার পরেই ক্লিওপেট্রা আবার সিংহাসনে গা এলিয়ে দিলো আর তার দুচোখে মেঘ ঘনিয়ে এলো। রক্ষীরা দৈত্যটাকে ধরে তার কাতর আর্তনাদ আর আবেদন অগ্রাহ্য করেই তার ডান হাত তরবারীর এক আঘাতে ছিন্ন করে ফেললো। মিছিল আবার চলতে সুরু করলো। সেই সুন্দরী মেয়েটি শুধু একবার পিছন ফিরে আমাকে দেখে হাসতে চাইলো—ও যেন খুবই খুশি। আমি শুধু অবাক হয়ে এর কারণ ভাবছিলাম।

জনতা এবার চিৎকার করে ঠাট্টা করে বললো আমি শিগ্‌গিরই রাজপ্রাসাদে জ্যোতিষ চর্চা করতে পারবো। তবে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি আর আমার মাতুল বাড়ির দিকে চললাম। সারা পথই মাতুল আমার কাণ্ডজ্ঞানহীনতার জন্য বকতে চাইলেন। কিন্তু বাড়ি ফিরতেই তিনি আমায় আলিঙ্গণ করলেন এতো সহজেই দৈত্যটাকে আমি হারিয়ে দিয়েছি বলে।

॥ ২ ॥

● চারমিয়নের আগমন আর সেপার উপদেশ ●

ওই রাতেই বাড়িতে আহারের সময় দরজায় কারও শব্দ শোনা গেলো। দরজা খুলতে আগাগোড়া পোশাকে ঢাকা এক রমণীকে ঢুকতে দেখা গেলো। তার মুখও ঢাকা।

আমার মাতুল উঠে দাঁড়ালেন। আর রমণীও এক গোপন সঙ্কেত উচ্চারণ করলো।

'আমি এসেছি, বাবা,' পরিষ্কার মিষ্টি কণ্ঠে সে বললে, 'যদিও প্রাসাদ থেকে এভাবে আসা সহজ হয়নি। আমি রাণীকে বলেছি যে রোদ্দুর আর রাস্তার ওই লড়াইতে আমি অসুস্থ, তাই তিনি যেতে দিলেন।'

'ভালো', মাতুল বললেন। 'মুখ খোলো, এখানে তুমি নিরাপদ।'

একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে সেই বাইরের খোলস খুলে ফেলতেই আমার চোখের সামনে ফুটে উঠলো অপরূপা একটি মেয়ে, তাকেই ক্লিওপেট্রার পাশে বাতাস করতে দেখেছিলাম। সত্যিই সুন্দরী সে, তার শরীরে গ্রীক সুলভ

পোশাক চেপে বসেছিলো। তার মাথার ঘন থোকা থোকা চুল ঘাড় অবধি নেমে এসেছে। পায়ে স্বর্ণখচিত পাদুকা। তার গাল দুটি টোল খেতে লাগলো মুখে হাসি ছড়াতেই।

তার পোশাকে নজর পড়তেই মাতুলের চোখ কুঁচকে গেলো।

'এই পোশাকে এসেছো কেন, চারমিয়ন?' তিনি কড়া গলায় বললেন। 'তোমার মা দিদিমারা যে পোশাক পরতেন সেগুলি তোমার যোগ্য নয়? স্ত্রীলোকের অহমিকার স্থান বা কাল এটা নয়। তুমি জয় করতে আসোনি, এসেছো আদেশ পালন করতে।'

'না, বাবা, রাগ করবেন না,' চার্মিয়ন নম্র কণ্ঠে বললো। 'আপনি হয়তো জানেন না যার আমি সেবা করি তিনি মিশরীয় পোশাক পছন্দ করেন না। সেটা পরার অর্থ সন্দেহের উদ্রেক করা। তাছাড়া আমি তাড়াহুড়ো করে এসেছি।'

'বেশ, বেশ,' মাতুল তীব্র কণ্ঠে বললেন। 'সন্দেহ নেই তুমি সত্য বলছো, চার্মিয়ন। সর্বদা যে শপথ গ্রহণ করেছো সেকথা স্মরণ রাখবে। হালকা মন নিয়ে থেকো না। তোমায় আদেশ করছি তোমার রূপের কথা বিস্মৃত হও। জেনে রেখো, চার্মিয়ন, মুহূর্তের জন্যও আদর্শভ্রষ্ট হলে দেবতার অভিশাপ তোমার উপর বর্ষিত হবে!' ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে বললেন মাতুল। 'এই কাজের জন্যই তোমার জন্ম। এই আদেশ দিয়েই তোমাকে ওই নষ্টা স্ত্রীলোকের সেবার কাজে লাগানো হয়েছে। কখনও এ কথা ভুলবে না। স্মরণ রেখো যাতে ওই সভার বিলাসিতা তোমাকে বিপথে না চালাতে পারে, চার্মিয়ন।'

একটু থেমে বজ্রকণ্ঠে তিনি আবার বললেন, 'চার্মিয়ন, আমি বলতে চাই মাঝে মাঝে তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না। দু-রাত্রি আগে স্বপ্নে দেখলাম তুমি মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে আছো। তোমাকে হেসে স্বর্গের দিকে আঙুল তুলতে দেখলাম—সেখান থেকে রক্তের ধারা নেমে আসছিলো। এ স্বপ্নের অর্থ কি? তোমার বিরুদ্ধে এখনও কিছু নেই, বৎস। তবে শোন। যে মুহূর্তে দেখবো তুমি তাই, সেই মুহূর্তে যে শরীর তুমি এমন যত্নে রেখেছো তা আমি চিল আর শৃগালের ভক্ষ্য করে দেবো। তোমার আত্মাকে দেবতাদের অভিশাপে অর্পণ করবো। চিরকাল তুমি অভিশাপ বয়ে বেড়াবে আমেনতির!'

থামলেন মাতুল। তার তীব্রকণ্ঠ শান্ত হতেই বুঝলাম অন্তরে কি কঠিন আর দৃঢ় তিনি। অন্যদিকে তার কন্যা ওই তীব্র আক্রমণে ভয় পেয়ে দু-হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করলো।

'এভাবে বলবেন না, বাবা', কান্না ঝরা কণ্ঠে সে বললো, 'আমি কি

করেছি? আপনার স্বপ্নের অর্থ আমি জানি না, কারণ আমি স্বপ্ন দ্রষ্টা নই। আপনার খুশি মতো সব কিছু আমি কি করিনি? আমি গুপ্তচরের মতো আপনাকে সব জানাই নি? রাণীর হৃদয়ও কি জয় করিনি? তিনি বোনের মত ভালবেসে আমায় সব দিয়েছেন। তাহলে কেন এ ভয় দেখাচ্ছেন?'

'যথেষ্ট হয়েছে', মাতুল জবাব দিলেন। 'যা বলেছি, বলেছি। সতর্ক হও আর ওই পোশাকে আমাদের সামনে থেকো না। আর তোমার ভাই আর ভবিষ্যৎ রাজাকে এবার দেখ।'

কান্না থামিয়ে চোখ মুছে আমার সামনে নত হলো, 'আমরা তো আগেই পরিচিত হয়েছি।'

'হ্যাঁ বোন', লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বললাম কারণ এর আগে কোন সুন্দর মেয়ের সঙ্গে কথা বলিনি। 'ক্রীতদাসের সঙ্গে যখন লড়াই করছিলাম তুমি ক্লিওপেট্রার পাশে ছিলে?'

'হ্যাঁ', হাসি ফুটলো চার্মিয়নের মুখে। 'দারুন লড়াই হয়েছিলো—তুমি ওকে দারুণভাবে হারিয়েছো। কারণ আমিই ক্লিওপেট্রাকে ওই ক্রীতদাসের হাত কেটে ফেলার কথা বলি।'

'যথেষ্ট হয়েছে', মাতুল বললেন, 'সময় কেটে যাচ্ছে। তোমার উদ্দেশ্য জানাও চার্মিয়ন, তারপর যাও।'

চার্মিয়নের হাবভাব এবার বদলে গেলো। সে এবার কথা বলে চললো।

'ফারাও আমার কাহিনী শুনুন। আমি ফারাওয়ের মাতুল কন্যা, আমার শিরাতেও মিশরের রাজরক্ত বইছে। আমি প্রাচীন মিশর পন্থী আর গ্রীকদের ঘৃণা করি—তোমাকে সিংহাসনে বসতে দেখাই আমার বাসনা। তাই সব ত্যাগ করে ক্লিওপেট্রার পরিচারিকা হয়েছি যাতে তোমার সিংহাসনে বসার ব্যবস্থা করতে পারি। সে সময় উপস্থিত, ফারাও।'

একটু থামলো চার্মিয়ন, তারপর আবার বলে চললো, 'এই হলো আমাদের পরিকল্পনা, হে রাজভ্রাতা। তোমাকে প্রাসাদে প্রবেশ করতে হবে, সব রহস্য জানতে হবে, যতোটা সম্ভব খোজা আর সেনাপতিদের ঘুস দিয়ে হাত করতে হবে, তাদের কয়েকজনকে আমি ইতিমধ্যেই হাত করেছি। এসব করা হলে তুমি ক্লিওপেট্রাকে অবশ্যই হত্যা করবে। আমার সাহায্যে আর আমার সহকারীরাও ওই গোলমালের মধ্যে সমস্ত দরজা উন্মুক্ত করে দিলেই বাইরে অপেক্ষারত আমাদের লোকজন ভিতরে প্রবেশ করবে। আমাদের বিশ্বস্ত সৈন্যরাও তরবারীর জোরে প্রাসাদ দখল করে নেবে। একাজ সমাধা হলেই দুদিনের মধ্যে তুমি এই পরিবর্তনশীল আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে নেবে। এরপর

মিশরের যে সব শহরে তোমার অনুগতরা আছে তারা সশস্ত্র হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ক্লিওপেট্রার মৃত্যুর দশদিনের মধ্যেই তুমি ফারাও হয়ে উঠবে। এই ব্যবস্থাই করা হয়েছে ভাই। যদিও পিতা আমার সম্পর্কে এরকম ভাবছেন, কিন্তু আমি আমার কাজ করে চলেছি।'

'তোমার কথা শুনলাম, বোন', আমি এক তরুণীর দুঃসাহসে মুগ্ধ হলাম। তবে চার্মিয়ন সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। তাই বললাম, 'কিভাবে এখন ক্লিওপেট্রার প্রাসাদে প্রবেশ করবো ?'

'ভয় নেই ভাই, ব্যাপারটা সহজ। এইভাবে হবে: ক্লিওপেট্রা পুরুষ ভালবাসেন—মাপ করো—তোমার মুখ আর চেহারা সুন্দর, তাই তিনি আজ তোমাকে ভালোভাবেই লক্ষ্য করেছেন, তিনি দুবার আমাকে প্রশ্ন করেছেন ওই জ্যোতিষীকে কোথায় পাওয়া যাবে। কারণ তিনি জানেন যে জ্যোতিষী ওইরকম বিশাল ক্রীতদাসকে অবলীলায় আঘাত করতে পারে, সে নিশ্চয়ই আকাশের তারা সম্পর্কে দারুণ অভিজ্ঞ। আমি তাকে জানিয়েছি তার সম্পর্কে খোঁজ নেবো। অতএব শোনো, রাজকীয় হার্মাচিস, মধ্যাহ্নে ক্লিওপেট্রা তার ভিতরের কক্ষে নিদ্রা যান। কক্ষটি বাগানের সামনে বন্দরমুখী। কাল ওই সময়ে আমি তোমার সঙ্গে প্রাসাদের দেউড়ির সামনে দেখা করবো। সেখানে তুমি বেশ সাহসের সঙ্গে লেডি চার্মিয়নের সঙ্গে দেখা করতে চাইবে। আমি ক্লিওপেট্রার সঙ্গে তোমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে রাখবো, যাতে তিনি জাগ্রত হয়ে তোমার সঙ্গে একা দেখা করেন, বাকিটুকু তোমার, হার্মাচিস। কারণ তিনি যাদু বিদ্যার রহস্য ভালোবাসেন, আমি তাকে সারারাত আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে রহস্য বোঝার চেষ্টা করতে দেখেছি। তবে কিছুদিন হয় তিনি চিকিৎসক ডায়াসকোরাইডসকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, কারণ নক্ষত্রের অবস্থান দেখে সে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলো যে কেসিয়াস মার্ক অ্যান্টনীকে পরাজিত করবে। এটা শুনে ক্লিওপেট্রা সেনাপতি অ্যালেনিয়াসকে আদেশ দেন সিরিয়ায় অ্যান্টনীর সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য যে বাহিনী তিনি পাঠিয়েছেন তা যেন কেসিয়াসকে সাহায্যের জন্য পাঠানো হয়। কারণ নক্ষত্রে লেখা আছে অ্যান্টনীর পরাজয়। কার্যতঃ অ্যান্টনী প্রথমে কেসিয়াস তারপর ব্রুটাসকে পরাজিত করলেন। তাই ডায়োসকোরাইডস পালিয়ে গিয়ে এখন গাছের শিকড় সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছেন, আর নক্ষত্রের নাম সহ্য করতে পারেন না। তার জায়গা খালিই আছে, তুমিই সেটা পূরণ করবে আর আমরা গোপনে কাজ করবো। আমরা দু জনে ফলের মধ্যের পোকার মত কাজ করে চলবো যতোক্ষণ না সময় হয়, তারপর সময়

হলেই খোলস ছিঁড়ে ডানা মেলে আমরা বেরিয়ে এসে মিশরকে দখল করবো।'

আশ্চর্য মেয়েটির দিকে আমি অবাক হয়ে তাকালাম—ওর দুচোখে এমন আলো জলে উঠলো কোন রমণীর চোখে যা দেখিনি।

'আহ্', মাতুল সব শুনে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ এইতো সেই চার্মিয়নের মতো কথা যাকে আমি গড়ে তুলেছি। তোমার মনে দেশপ্রেমের বিশ্বাসের অগ্নি প্রজ্জলিত থাকুক। তুমি যা বলেছো হার্মাচিস সেইভাবেই যাবে। এবার তোমার পোশাকে আবৃত হয়ে বিদায় নাও, দেরি হয়ে গেছে।'

মাথা নুইয়ে তার পোশাক আবৃত করে আমার একটি হাত তুলে আলতো চুম্বন করে বিদায় নিলো।

'আশ্চর্য মেয়ে!' সেপা বললেন, 'সত্যিই আশ্চর্য আর অনিশ্চিত!'

'আমার ধারণা, মাতুল', আমি বললাম, 'আপনি ওর সঙ্গে কিছুটা বিসদৃশ ব্যবহার করেছেন।'

'হ্যাঁ', তিনি জবাব দিলেন, 'তবে বিনা কারণে নয়। দেখো, হার্মাচিস, এই চার্মিয়ন সম্বন্ধে সতর্ক থেকো। সে অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী, আর আমার ভয় সে বদলে যেতে পারে। সে প্রকৃতই একজন রমণী, তাই ছটফটে ঘোড়ার মতোই সে খুশি মতো পথ নিতে পারে। ওর বুদ্ধি আর তেজ আছে আর সে আমাদের পথ পছন্দ করে—তবে প্রার্থনা করি উপযুক্ত সময়ে সে যেন কামনা তাড়িত না হয়। কারণ সে যা ভাববে যে কোন মূল্যেই তা করবে। এইজন্যই তাকে ভয় দেখালাম—কে জানে সে আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে কিনা? তোমাকে জানাতে চাই এই মেয়েটির হাতেই আমাদের জীবন নির্ভর করছে, সে ভুল করলে পরিণতি কি হবে? তবুও এছাড়া পথ নেই। প্রার্থনা করি সব মঙ্গল হবে। মাঝে মাঝে মনে হয় আমার এই ভাইঝির মুখ বড়ো বেশি সুন্দর আর যৌবনের রক্ত টগবগ করে ওর শিরায় বইছে।

'আহ্, কোন স্ত্রীলোকের ওপর যে শক্তি গড়ে ওঠে তাকে ধিক্কার জানাই, কারণ, মেয়েরা তখনই বিশ্বস্ত যেখানে তারা ভালোবাসে, আর যখন তারা ভালোবাসে সেই বিশ্বাসহীনতাই হয়ে ওঠে তাদের বিশ্বাস। তারা পুরুষের মত নয়, তারা যতো উঁচুতে ওঠে ততোই নীচে পতিত হয়। হার্মাচিস, তাই চার্মিয়ন সম্পর্কে সতর্ক থেকো। সে তোমাকে সাগরে ভাসিয়ে নিতে পারে, সে তোমাকে শেষ করতেও পারে আর তাহলে তোমার সঙ্গে মিশরের আশাও শেষ হবে!'

॥ ৩ ॥

● হার্মাচিসের প্রাসাদে আগমন ; পত্তলামকে দেউড়ি অতিক্রম করালো কিভাবে ; নিদ্রিত ক্লিওপেট্রা ; হার্মাচিসের যাদু ●

পরদিন আমি বেশ দীর্ঘ পোশাকে সজ্জিত হলাম—অনেকটা কোন যাদুকর বা জ্যোতিষীর মতোই। মাথায় একটা পাগড়িও পরলাম তারকা খচিত। আমার সঙ্গে রইলো কিছু প্যাপিরাসের বাণ্ডিল আর একখণ্ড যাদুদণ্ড। এসবে আমাকে বেশ জাঁকালো মনে হতে চাইছিলো। আগুতে শেখা কৌশল আমার মনে ছিলো, শুধু যা ছিল না তাহলো এসবে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা। আমি কিছুটা লজ্জিত হয়েই যাত্রা করলাম, পথ প্রদর্শক হলেন মাতুল সেপা। চলার পথে স্ফিংসের অ্যাভিনিউ পার হয়ে আমরা বিশাল মর্মর আর ব্রোঞ্জ নির্মিত সদরে উপস্থিত হলাম—এরই কাছে রক্ষী গৃহ। এখানে মাতুল নানা প্রার্থনা করে আমার মঙ্গল কামনার পর বিদায় নিলেন। কিন্তু আমি সহজভাবেই দেউড়ির দিকে এগোতেই আমাকে অত্যন্ত খারাপভাবে আটক করলো গল রক্ষীরা, তারা আমার নাম আর এখানে উপস্থিতির কারণ জানতে চাইলো। আমি জানলাম আমার নাম হার্মাচিস, এক জ্যোতিষী। বললাম আমার কাজ লেডি চার্মিয়ন, রাণীর সহচরীর সঙ্গেই। লোকটা আমাকে প্রায় প্রবেশ দিচ্ছিলো, ঠিক সেই মুহূর্তে রক্ষীদলনেতা একজন রোমক পত্তলাম এসে বাধা দিলো। লোকটির দেহ বিশাল, মুখভাব স্ত্রীলোক সদৃশ। লোকটি আমাকে চিনে ফেললো।

'আরে', সে বলে উঠলো লাতিন ভাষায়, 'এই লোকটাই তো গতকাল কাল সেই ক্রীতদাসের সঙ্গে লড়াই করেছিলো। লোকটা এখনও তার হাতের জন্ত আর্তনাদ করে চলেছে। লোকটার সঙ্গে কায়াসের লড়াইয়ের কথা ছিলো—ওর ওপরেই আমি বাজি ধরেছিলাম। শয়তান আর লড়াই করবে না, আমার টাকা জলে গেছে, সবই এই জ্যোতিষীর জন্ত। কি বলছো?'
'—লেডি চার্মিয়নের সঙ্গে কাজ আছে?'

'না,' আমি রাজি নই। চার্মিয়নকে আমরা শ্রদ্ধা করি—তাই বলে তোমার মতো একজনকে ঢুকতে দিয়ে বিপদে পড়তে চাই না। সাক্ষাৎ করতে হলে তাকে এখানে আনতে হবে—তোমার যাওয়া হবে না

'মহাশয়', আমি নম্রতা আর সম্ভ্রমের সঙ্গেই বললাম, 'আমার প্রার্থনা লেডি চার্মিয়নকে একটু সংবাদ পাঠান, কারণ আমার বিলম্বের সময় নেই।'

'ঈশ্বরের শপথ', মূর্খ জবাব দিলো, 'কে এমন এসেছেন যার দেরি সইবে না? ছদ্মবেশে সীজার? সরে পড়ো! বর্শা ফলকের খোঁচা পিঠে কেমন লাগে যদি জানতে না চাও।'

'না,' আর একজন বলে উঠলো, 'লোকটি জ্যোতিষী—ওকে ভবিষ্যত বলতে দেওয়া যাক।'

'হ্যাঁ,' যারা জড়ো হয়েছিলো তারাও বলে উঠলো। 'লোকটা ওর কায়দা দেখাক। ও যদি যাদুকর হয় তাহলে পত্তলান থাকুক না থাকুক ও দেউড়ি পার হতে পারবে।'

'ঠিক আছে, ভদ্রমহোদয়েরা,' বললাম। কারণ প্রবেশ করার অন্য পথ ছিলো না। 'আপনি হে মহৎপ্রাণ'—পত্তলানের সঙ্গীকে সম্বোধন করলাম, 'আমি আপনার চোখের দিকে তাকাচ্ছি, হয়তো সেখানে কি লেখা আছে পাঠ করতে পারবো?'

'ঠিক,' যুবকটি উত্তর দিলো। 'তবে আমার ইচ্ছা ছিলো লেডি চার্মিয়ন যদি যাদুকরী হতেন—তাহলে তার মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকতাম।'

লোকটির হাত ধরে গভীর দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকালাম। 'হুঁ,' বললাম, 'রাত্রিতে যুদ্ধক্ষেত্রের ছবি দেখছি, চারদিকে মৃতদেহ ছড়ানো—তার মধ্যে আপনারও দেহ, হায়না তাই ছিঁড়ে খাচ্ছে। হে মহাশয়, এক বছরের মধ্যে আপনি তরবারীর আঘাতে মারা যাবেন।'

'বাক্কাসের শপথ!' যুবক জবাব দিলো প্রায় ফ্যাকাশে হয়ে, 'তুমি অমঙ্গলের যাদুকর!' যুবকটি প্রায় ভেঙে পড়লো। এর কিছুদিন পরে তার ভাগ্যে এটাই ঘটেছিলো। তাকে সাইপ্রাসে যুদ্ধে পাঠালে সে সেখানেই মারা যায়।

'এবার মহান সেনাপতি!' পত্তলানকে লক্ষ্য করে বললাম। 'এবার আপনাকে দেখাবো, আপনার সাহায্য ছাড়াই কিভাবে দেউড়ি অতিক্রম করবো—আর আপনাকে আমার পিছনে টেনে নেবো। অনুগ্রহ করে আমার এই দণ্ডের অগ্রভাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন।'

সহযোগীদের চাপে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে তাই করলো। একটু পরেই দেখা গেলো সে শূন্য দৃষ্টিতে পেঁচার মতোই তাকাতে চাইছে। এবার আচমকা দণ্ডটা সরিয়ে চোখে চোখে রেখে আমার ইচ্ছা শক্তিতে ওকে বশীভূত করে ফেললাম। ওর মুখ ঝুলে পড়তেই সে আমারই পিছনে আসতে লাগলো।

আস্তে আস্তে আমি দেউড়ি পার হলাম। আচমকা সে মুখ থুবড়ে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গেই ভ্রূ মুছতে মুছতে বোকার মতো উঠে দাঁড়ালো।

'এবার সন্তুষ্ট হয়েছেন মহান সেনাপতি মহাশয় ?' আমি বললাম। 'দেখুন আমরা দেউড়ি পার হয়েছি। আর কেউ আমার শক্তির পরীক্ষা চান ?'

'বজ্রের দেবতা তারাণিসের আর অলিম্পাসের দেবতাদের শপথ, না!' ব্রেনাস নামে এক গল জানালো। 'আমাকে বলতেই হচ্ছে তোমাকে ভালো লাগছে না। যে লোক আমাদের পত্তলাসকে এভাবে টেনে নিতে পারে তার সঙ্গে খেলা চলে না—পত্তলাসকে এভাবে কব্জা করা…!'

এই সময় কথাবার্তায় ছেদ পড়লো, কারণ স্বয়ং চার্মিয়ন সেই শ্বেতপাথরের পথ বেয়ে এগিয়ে এলো, সঙ্গে একজন সশস্ত্র ক্রীতদাস। সে অলস ভঙ্গীতে পিছনে হাত রেখে এলো। কোন কিছুই যেন সে লক্ষ্য করছিলো না—অথচ সবই দেখছিলো। তাকে দেখেই রক্ষীরা সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে পথ ছেড়ে দিলো। পরে জেনেছিলাম প্রাসাদে ক্লিওপেট্রার পরেই তারই হাতে সমস্ত ক্ষমতা।

'কিসের গোলমাল, ব্রেনাস ?' প্রশ্ন করলো চার্মিয়ন। আমাকে সে প্রায় লক্ষ্যই করলো না। 'তোমাদের কি জানা নেই রাণী এই সময় নিদ্রা যান, তাঁর ঘুম ভেঙে গেলে তোমাকেই জবাবদিহি করতে হবে ?'

'হ্যাঁ, মহাশয়া,' সেঞ্চুরিয়ন লোকটি নম্রভাবেই বললো। 'ব্যাপারটি এই—ওই লোকটি,' সে আমাকে ইঙ্গিত করলো—'জঘন্য এক জাদুকর। লোকটা একটু আগে আমাদের পত্তলাসকে শুধু চোখে চোখ রেখে দেউড়ি অতিক্রম করেছে। লোকটি বলছে যে আপনার সঙ্গে তার দরকার আছে—আপনার জন্য তাই দুঃখ হচ্ছে।'

চার্মিয়ন ঘুরে আলস্য ভরে আমাকে দেখে বললো, 'হ্যাঁ, মনে পড়ছে। হুঁ, রাণী ওঁর যাদু দেখবেন।' তারপরেই সে পত্তলাসের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'যেখান থেকে এসেছো তোমার সেখানেই যাওয়া উচিত। আমাকে অনুসরণ করুণ, যাদুকর মহাশয়। আর শোন, ব্রেনাস ; তোমার রক্ষীদের সামলে রাখো। আর মহামান্য পত্তলাস, একটু ভব্যতা শিক্ষা করবেন, এরপর কেউ আমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলে আমাকে সংবাদ পাঠাতে ভুল না হয়।' রাণীর ভঙ্গীতে এবার সে চলতে সুরু করতেই দূরে থেকে আমিও তাকে অনুসরণ করলাম।

বাগানের মধ্যের শ্বেতপাথরের পথ চেয়ে আমরা চললাম। পথের দু পাশে শোভা পাচ্ছে মর্মর মূর্তি—বেশির ভাগই বর্বরদের দেবদেবীর মূর্তি, যেগুলো

দিয়ে এই গ্রীকরা তাদের প্রাসাদ সজ্জিত করতে লজ্জা বোধ করে না। শেষ পর্যন্ত আমরা এক চমৎকার স্তম্ভের কাছে এসে পড়লাম। সবই অপূর্ব গ্রীক শিল্পের নিদর্শন। এখানে আরও রক্ষীর দেখা মিললো। তারা লেডি চার্মিয়নকে পথ ছেড়ে দিলো। এবার স্তম্ভশ্রেণী পার হয়ে আমরা এক মর্মরের প্রকোষ্ঠের কাছে এলাম। সেখানে চোখে পড়লো বিচ্ছুরিত এক ঝরণা—তারপর নিচু এক দরজা দিয়ে এলাম দ্বিতীয় কক্ষে, নাম অ্যালাবাস্টার কক্ষ। ভারি সুন্দর সেটি। এর ছাদ কালো পাথরে তৈরি—সারা দেয়াল তৈল স্ফটিকে তৈরি আর গ্রীক উপকথার ছবি আঁকা। মেঝেয় চোখে পড়লো গ্রীক প্রেমের দেবতার জন্য সাইকের কামনার নিদর্শন। চারদিকে ছড়ানো হস্তীদন্ত আর সোনার কেদারা। চার্মিয়ন এখানে সেই সশস্ত্র ক্রীতদাসকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলার পর আমরা একাকী কক্ষে প্রবেশ করলাম। ঘরে কেউ নেই, শুধু দুজন খোজা উন্মুক্ত তরবারী হাতে একটু দূরের ফক পর্দার পাশে দণ্ডায়মান ছিলো।

'আমি অত্যন্ত চিন্তিত, প্রভু,' চার্মিয়ন বললো অতি নিচু স্বরে, যে দেউড়ির কাছে এই ঝামেলায় পড়তে হয়েছে। ওই রমণীরা দুরকম ভাবেই লক্ষ্য রাখে। ওই রোমান রমণীরা অতি দুর্বিনীত। ওদের জানা আছে মিশর ওদের কাছে খেলার বস্তু। তবে এটাও ঠিক, ওরা খুবই কুসংস্কারগ্রস্ত আর আপনাকে ভয় করবে। এবার আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন, আমি ক্লিওপেট্রার কক্ষে যাচ্ছি। একটু আগে আমি গান গেয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়েছি—তিনি জেগে উঠলে আপনাকে ডাকবো। তিনি আপনার অপেক্ষা করছেন।' এই বলেই সে বিদায় নিলো।

একটু পরেই ফিরে এসে সে বললো চাপা গলায়, 'বিশ্বের সর্বোত্তম সুন্দরীকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখতে চান? চাইলে আমাকে অনুসরণ করুন। না, ভয় পাবেন না, তিনি জেগে উঠে হাসতেই চাইবেন, কারণ নিদ্রিত থাকুন বা না থাকুন আপনাকে তিনি আশার আদেশ দিয়ে রেখেছেন। তার নামাঙ্কিত আঙটি আমার কাছে আছে, দেখুন।'

আমরা সেই চমৎকার কক্ষ অতিক্রম করে খোজারা যেখানে উন্মুক্ত তরবারী নিয়ে পাহারারত সেখানে এসে পড়তেই তারা বাধা দিলো। চার্মিয়ন ভ্রূ কুঁচকে বুকের মধ্য থেকে অঙ্গুরিটি বের করে ওদের দেখাতেই তারা তরবারী নামিয়ে পথ ছেড়ে দিলো। আমরা স্বর্ণখচিত ভারি পর্দা পার হয়ে ক্লিওপেট্রার বিশ্রাম কক্ষে উপস্থিত হলাম। কল্পনার অতীত সৌন্দর্য চারদিকে—বহুবর্ণ মর্মর, স্বর্ণ আর হস্তীদন্ত, রত্ন আর ফুল—মানুষের বিলাসিতার সবই এখানে উপস্থিত।

এখানকার ফুলের চিত্র লক্ষ্য করে পাখিও হয়তো ভুল করে ঠোকরাতে চাইবে —এখানে ওখানে ছড়ানো শ্বেতমর্মরে তৈরি রমণীর সৌন্দর্য। ছড়ানো কুসুম কোমল রেশমবস্ত্র, স্বর্ণখচিত। মেঝের বুকে নজরে আসছে কোনদিন দেখিনি এমন অপরূপ গালিচা। বাতাসেও ভেসে চলেছে মধুর সুবাস। উন্মুক্ত জানালা দিয়ে কানে আসছে দূরের সমুদ্রের কলধ্বনি। কক্ষের একপাশে একটা সোফায় হাল্কা জালের আড়ালে ক্লিওপেট্রা শায়িত। এমন এক সৌন্দর্য যা স্বপ্নেও কল্পনা করা যায় না। তার গাঢ় ঘন চুল চারপাশে উড়ে চলেছে। একটা শ্বেত শুভ্র হাত রয়েছে তার মাথার নিচে, অন্য হাত মাটিতে ঠেকানো। পরিপূর্ণ হাসি প্রস্ফুটিত—তারই মাঝখানে চোখে পড়ছে শুভ্র দন্ত শ্রেণী। তার গোলাপী দেহত্বক স্বচ্ছ রেশমী বস্ত্রে জড়ানো—শরীরের প্রতিটি রেখাই তার মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম—যদিও আমার চিন্তা সেদিকে ছিলো না, তবুও তার সৌন্দর্য আমাকে বিরাট আঘাত করলো। এক মুহূর্ত আমি স্তব্ধ হয়ে দুঃখের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ভাবতে চাইলাম এই সুন্দরীকে আমাকে হত্যা করতেই হবে।

আচমকা ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলাম চার্মিয়ন আমাকে লক্ষ্য করে চলেছে গভীর দৃষ্টিতে। আমার মনোভাব জেনেই সে ফিসফিস করে উঠলো।

'খুবই দুঃখের কথা, তাই না? হার্মাচিস তো পুরুষ, তাই দানবীয় শক্তি ছাড়া তার কার্য কিভাবে সমাধা হবে?'

ভ্রূ কুঁচকে কিছু বলতে যেতেই চার্মিয়ন আমার হাতে স্পর্শ করে রাণীর দিকে ইঙ্গিত করলো। ক্লিওপেট্রার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসছে মনে হলো, মুখে তার আচমকা ফুটলো ভয়ের চিহ্ন। হাত মুঠো করে কিছু তাড়াতে চাইলো সে, তারপরেই অস্ফুট আর্তনাদ করে সে উঠে বসে চোখ মেললো। রাত্রির অন্ধকার মাখা যেন দুই চোখে।

'সীজারিয়ন?' সে বলে উঠলো, 'কোথায় আমার ছেলে সীজারিয়ন?— এটা কি তার স্বপ্ন? আমি স্বপ্ন দেখলাম জুলিয়াস—মৃত জুলিয়াস আমার কাছে এসেছে, মুখে তার রক্তাক্ত মুখোস—সে আমার শিশুকে নিয়ে গেলো হাত বাড়িয়ে। তারপর আমি মারা গেলাম—রক্তের মধ্যে যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়েই মারা গেলাম আমি, কে যেন তাই বিদ্রূপ করতে চাইলো আমাকে! আঃ— এই লোকটি কে?'

'শান্ত হোন মহারাণী,' চার্মিয়ন বলে উঠলো। 'ইনি যাদুকর হার্মাচিস, যাকে আপনি আনাতে আদেশ দান করেছিলেন।'

'আহ! যাদুকর—যে ওই দৈত্যকে হারিয়েছে সেই হার্মাচিস? স্বাগতম।

বলো যাদুকর, তোমার যাদু কি এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারবে? বিচিত্র এই স্বপ্ন—এ যে অন্ধকারেই মনকে আবৃত করতে চায়। তাহলে কেন দ্বিপ্রহরে উদিত চন্দ্রের মতোই সে ভীতির জন্ম দেয়? অতীতের বেদনাময় স্মৃতি সে কেনই বা বয়ে আনে? একি তবে ভবিষ্যতের বার্তাবহ? আমি বলছি সে সীমারই ছিলো—সে আমার পাশে দণ্ডায়মান হয়ে আমাকে সতর্ক করতে চাইছিলো, সে কথাগুলি আমি বিস্মৃত হয়েছি। এই ধাঁধাঁর জবাব দাও মিশরীয় স্ফিংস, পরিবর্তে তোমাকে সৌভাগ্যের তারকা খচিত পথই আমি প্রদর্শন করবো। তুমিই এই পূর্বাভাস আনয়ন করেছো, তুমিই তার সমাধান করো।'

'উপযুক্ত ক্ষণেই আমি এসেছি, হে মহীয়সী রাণী,' আমি জবাব দিলাম, 'কারণ আমার নিদ্রার রহস্য সম্পর্কে কিছু ক্ষমতা আছে, আপনি ঠিকই বলেছেন স্বপ্ন হলো এক সোপান যার সাহায্যে ওসিরিসে উপস্থিত কেউ বাস্তবের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে জীবনের সত্য প্রতিভাত করতে চায়। হ্যাঁ, নিদ্রা হলো সেই সোপান যার সাহায্যে রক্ষাকর্তা দেবদূতেরা নানা আকার নিয়ে নেমে আসেন। আর তাই, হে রাণী, স্বপ্নের ওই উন্মত্ততায় জীবনের জ্ঞানই লক্ষ্য করা যায়। আপনি সীজারকে রক্তাক্ত পোশাকে ঠিকই দেখেছেন, আর তিনি সীজারিয়নকে এখানে এনেছিলেন। এবার আপনার স্বপ্নের তত্ত্ব স্মরণ করুন। সীজার আমেনতি হতেই এসেছিলেন। সীজারিয়নকে তিনি আলিঙ্গন করার অর্থ তাঁর সব মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও ভালোবাসা তার মধ্যেই প্রকাশিত। এখান থেকে তাকে নিয়ে যাওয়ার অর্থ তাকে মিশর থেকে সরিয়ে ক্যাপিটাল রোমের সম্রাট হিসেবে অভিষিক্ত করা। এর শেষ আর আমার জানা নেই—।'

আমি স্বপ্নের এই ব্যাখ্যাই করলাম, যদিও এর খারাপ অর্থও ছিলো। কিন্তু রাজার কাছে কদর্য করা উচিত নয়।

ইতিমধ্যে ক্লিওপেট্রা উঠে বসেছিলো। তার দুচোখ আমার মুখের দিকে।

'সত্যি বললে', সে বলে উঠলো, 'তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর। তুমি আমার মনের কথা পাঠ করেছো আর অমঙ্গলের খোলস থেকে সুসংবাদ আনয়ন করেছো।'

'হ্যাঁ, মহারানি', চার্মিয়ন মুখ নত করে বললো, যদিও আমার মনে হলো ওর কণ্ঠস্বরে তিক্ততা জড়ানো। 'কোন কদর্থ যেন আপনার কর্ণে প্রবেশ না করে।'

মাথার পিছনে হাত রেখে অর্ধোনিমীলিত চোখে তাকালো ক্লিওপেট্রা।

'এসো, তোমার যাদু প্রদর্শন করো, মিশরীয়', সে বললো। 'বাইরে এখনও

উত্তাপ রয়েছে। আমি এইসব হিব্রু দূত আর তাদের হিবড় আর জেরুসালেমের কথা শুনতে শুনতে ক্লান্ত। ওই হিবড়কে আমি ঘৃণা করি, লোকটা সেটা বুঝতে পারবে—কোন দূতের সঙ্গেই আজ দেখা করবো না। যদিও আমার হিব্রু ওদের ওপর চালাতে চাইছিলাম। কোন যাদু প্রদর্শন করছো না কেন? তোমার ভবিষ্যৎ বাণীর মতো যাদু প্রদর্শন করতে পারলে তোমাকে রাজসভায় বেতনসহ রাখতেও পারি।'

'না', আমি জবাব দিলাম। 'সব কৌশলই প্রাচীন, তবে কিছু কৌশল আছে যা সাবধানে ব্যবহার করলে আপনার কাছে নতুন মনে হবে, হে রাণী! সেগুলি দেখলে আপনি ভয় পাবেন?'

'আমি কিছুতেই ভয় পাইনা, তোমার সবচেয়ে খারাপটাই দেখাতে পারো। এসো, চার্মিয়ন আমার পাশে বোসো, অন্য মেয়েরা কোথায়?—ইরাস আর মেরিবা?—ওরাও যাদু ভালোবাসে।'

'তা করবেন না', আমি বললাম, 'বেশি লোকের সামনে খারাপ হতে পারে। এবারে দেখুন!' বলেই আমার যাদু দণ্ডটা এগিয়ে ধরে কিছু বলে চললাম। একটু পরেই কাঁপতে চাইলো যাদুদণ্ড। ক্রমে বেঁকে গিয়ে একটু একটু করে সর্পে পরিণত হলো যাদুদণ্ড—আর হিসহিস শব্দ করে চললো।

চেঁচিয়ে উঠলো ক্লিওপেট্রা, 'একে যাদু বলতে চাও? রাস্তার যাদুকররাও এটা দেখাতে সক্ষম। বহুবার এসব দেখেছি।

'ধৈর্য ধরুন, মহারানী', জবাব দিলাম। 'এখনও সব দেখেন নি।' আমি কথা বলতে বলতেই যাদুদণ্ডটা টুকরো টুকরো হয়ে গেলো, আর প্রতিটি টুকরোই সর্পে পরিণত হয়ে পরস্পর জড়াজড়ি করে হিস্ হিস্ শব্দ করে চললো। অল্পক্ষণের মধ্যেই সারা ঘরটাই অসংখ্য সাপে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। আমি ইঙ্গিত করতেই একে একে সাপগুলো আমার সারা দেহে জড়িয়ে যেতে সুরু করলো।

'ওঃ, কি ভয়ানক!' চার্মিয়ন পোষাকে মুখ লুকিয়ে বলে উঠলো।

'না, যথেষ্ট হয়েছে, যাদুকর, যথেষ্ট!' রাণী বলে উঠলো, 'তোমার যাদু আমাদের স্তম্ভিত করেছে।'

আমি আমার সাপ জড়ানো হাতে ঝাঁকুনি দিতেই সব অদৃশ্য হয়ে গেলো। দুজন স্ত্রীলোকই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়াবিষ্ট হলো।

'আমার এই সামান্য যাদু দর্শন করে মহারাণী খুশি?' নম্রস্বরে প্রশ্ন করলাম।

'হ্যা, মিশরীয়। এরকম আগে দেখিনি! আজ থেকে তুমি রাজসভার

জ্যোতিষী, তোমাকে রাণীর সম্মুখে আসার অধিকার দেওয়া হলো। এরকম আরও যাদু তোমার জানা আছে?'

'হ্যাঁ, মহারাণী। এই কক্ষ একটু অন্ধকার করতে বলুন তাহলে আরও কিছু দেখাবো।'

'এবার ভয় পাচ্ছি', ক্লিওপেট্রা বললো, 'তাহলেও হার্মাচিস যা বলছে তাই করো চার্মিয়ন।'

অতএব পর্দাগুলো টানা হতেই ঘর গোধূলির মতো অন্ধকার হয়ে গেলো। আমি এগিয়ে ক্লিওপেট্রার পাশে দাঁড়িয়ে বললাম, 'ওইদিকে দেখুন!' যেখানে আগে দাঁড়িয়েছিলাম সেদিকটাই দেখালাম।, আপনার মনে যা আছে তাই দেখতে পাবেন।'

নৈঃশব্দ নেমে এলো এবার। দুজনেই সভয়ে তাকাতে চাইলো সেই দিকে। ওরা তাকিয়ে থাকার ফাঁকেই ওদের সামনে যেন একখণ্ড মেঘ জমতে চাইলো। আস্তে আস্তে সে মেঘ একটা মূর্তির রূপ পরিগ্রহ করলো—সেইরূপ কিছুটা মানুষেরই মতো হয়ে উঠলো। মূর্তিটি কখনও পরিষ্কার কখনও অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়েও যেতে চাইছিলো।

এবার আমি উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলাম:

'ছায়া, আমি আদেশ করছি, আবির্ভূত হও!'

আমি কথা শেষ করতেই সেই মূর্তি পরিপূর্ণ হয়েই আচমকাই আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। সে মূর্তি মহান সীজারের, মুখে সেই আবরণ আর শরীর শত আঘাতে রক্তাক্ত। এক মুহূর্তেই মূর্তিটি রইলো আর আমি আমার যাদুদণ্ড নাড়তেই সে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

এবার দুই রমণীর দিকে ফিরলাম আমি আর ক্লিওপেট্রার সুন্দর মুখ দারুণ ভয়ার্ত দেখতে পেলাম। তার ওষ্ঠ দুটি ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে, চক্ষু বিস্ফারিত, সারা দেহও কম্পমান।

'অদ্ভুত মানুষ!' ক্লিওপেট্রার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো। 'অদ্ভুত! মৃতব্যক্তিকে এভাবে আমাদের সামনে আনতে সক্ষম। কে তুমি? তোমার এ রহস্যই বা কি?'

'আমি মহারাণীর জ্যোতির্বিদ, যাদুকর আর আপনার দাস—মহারাণী যা ইচ্ছা করেন', হাসতে হাসতে আমি বললাম। 'এই মূর্তিই কি রাণীর মনে আঁকা ছিলো?'

কোন জবাব দিলো না সে, বরং উঠে অন্ত এক দরজা দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

এবার চার্মিয়নও উঠে দাঁড়ালো। সেও নিদারুণ ভয় পেয়েছিলো।

'এসব কিভাবে করলে, রাজকীয় হার্মাচিস ?' ও বললো, 'আমাকে একটু বলো, সত্যিই তোমাকে ভয় পাচ্ছি।'

'ভয় পেয়ো না', জবাব দিলাম। 'সব জিনিসই শুধু ছায়ামাত্র। তাই কি করে বুঝতে পারবে এর আসল রূপ কি। মনে রেখো, চার্মিয়ন, এ খেলা এখানেই শেষ।'

'সবই ভালোভাবে চলেছে', ও বললো। 'কাল সকালের মধ্যেই এই কাহিনী চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, আর তুমিই আলেকজান্দ্রিয়ায় সবচেয়ে ভয়ের মানুষ হয়ে উঠবে। আমাকে এবার অনুসরণ করো, অনুরোধ করছি।'

॥ ৪ ॥

● চার্মিয়নের কাজ ও 'প্রেমের রাজা' হিসেবে হার্মার্চিসের অভিষেক ●

পরদিন আমি রাণীর জ্যোতিষী আর প্রধান যাদুকর হিসেবে লিখিত নিয়োগপত্র পেয়ে গেলাম। এ কাজের মাহিনা আর অন্যান্য সুবিধা নেহাত কম নয়। রাজপ্রাসাদে আমাকে নির্দিষ্ট কক্ষও দেওয়া হলো, যদিও রাত্রিতে আমি উঁচু গম্বুজে অবস্থান করে নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় করে চলতাম। কারণ এই সময় ক্লিওপেট্রা রাজনৈতিক ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত ছিলো। আর রোমানদের মতবিরোধ কিভাবে মিটতে পারে বুঝতে না পেরে শুধু সবচেয়ে শক্তিমানের পক্ষ অবলম্বনের জন্যই সে আমার পরামর্শ আর নক্ষত্রের সতর্কবাণী জানতে চাইতো। এ সম্বন্ধে তাকে আমার যাতে সুবিধা হয় সেইভাবেই জানাতাম। কারণ অ্যান্টনী, সেই রোমক শাসক এই মুহূর্তে এশিয়া মাইনরে আর গুজব যে, তাকে জানানো হয়েছে ক্লিওপেট্রা শাসকত্রয়ের বিরোধী। এর কারণ তার সেনাধ্যক্ষ সেরাপিয়ন ক্যাসিয়াসকে সাহায্য করেছিলো। কিন্তু ক্লিওপেট্রা আমার কাছে তীব্র প্রতিবাদ করেই জানিয়েছে যে সেরাপিয়ন তার মতের বিরুদ্ধে কাজ করছে। তবুও চার্মিয়ন জানিয়েছে যে অ্যালেনিয়াসের ব্যাপারের মতই ডায়োমকোরাইডসের ভবিষ্যৎবাণী শুনেই সে গোপনে সেরাপিয়নকে এই কাজ করতে বলে। তবুও এটা সেরাপিয়নকে রক্ষা করতে পারেনি—কারণ ক্লিওপেট্রা যে নিরপরাধ অ্যান্টনীকে তা জানানোর জন্যই সেনাধ্যক্ষকে সে হত্যা করে। এইভাবেই সেরাপিয়ন শেষ হয়।

ইতিমধ্যে সবকিছুই আমাদের ভালোভাবে চলছিলো, কারণ ক্লিওপেট্রা আর অন্যান্যদের মন বিদেশের ঘটনাতেই এতো ব্যস্ত যে ঘরে বিদ্রোহের চিন্তা তাদের মাথায় খেলেনি। কিন্তু দিনের পর দিন আমাদের দল মিশর আর আলেকজান্দ্রিয়ায় ক্ষমতা সঞ্চয় করে চললো। দিনের পর দিন সন্দিহানদের জয় করে শপথ করানোও হলো—ফলে আমাদের পরিকল্পনাও দৃঢ় হয়ে উঠলো। প্রতিদিনই আমি মাতুল সেপার কাছে গিয়ে তার পরামর্শ গ্রহণ করে চললাম—আর সেখানেই মহান আর শ্রেষ্ঠ পুরোহিতদের সঙ্গে পরিচিত হলাম। তারা সবাই খেমের পক্ষেই।

ক্লিওপেট্রার সঙ্গেও আমার বারবার সাক্ষাৎ ঘটলো আর আমি তার হৃদয়ের ঐশ্বর্য ও গৌরব দেখে স্তম্ভিত হলাম—এ যেন স্বর্ণখচিত কোন আলোক। সে আমাকে ভয়ও পেতো আর তাই আমার বন্ধুত্ব কামনা করে এমন কথা বলতো যা শোনা আমার এক্তিয়ারের বাইরে। চার্মিয়নকেও সর্বদা দেখতাম আমি, সে আমার কাছে থাকতো, তাই তার যাওয়া আসা টের পেতাম না। সে নিঃশব্দে আমার পাশে দাঁড়িয়ে ঘন কালো চোখের দৃষ্টিতে দেখতো। কোন কাজই তার কাছে কঠিন ছিলো না, আমাদের পরিকল্পনার জন্য সে দিবারাত্রি পরিশ্রম করে চলেছিলো।

কিন্তু আমি যখন তাকে তার আনুগত্যের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম যথাসময়ে তার কথাটা মনে রাখবো, সে ক্রুদ্ধ হয়ে তার পা মাটিতে ঠুকে বললো যে যা কিছু শিখেছি তাতে এটা শিখিনি ভালোবাসার কর্তব্যের মূল্যায়ণ হয় না, সে নিজেই তার পুরস্কার। আমি এ ব্যাপারে অনভিজ্ঞ আর মূর্খ হওয়ায় বিশেষতঃ রমণীর ব্যাপারে, ধরে নিয়েছিলাম সে খেমের জন্যই এ কাজ করে চলেছে। কিন্তু আমি যখন তাকে তার কর্তব্যবোধের জন্য প্রশংসা করলাম সে ক্রুদ্ধ কান্নায় ভেঙে পড়ে ঘর ছেড়ে বিদায় নিলো, আমি কেবল অবাক হয়েই রইলাম। আমি তার হৃদয়ের কথা জানতাম না। তখন আমি জানতাম না এই রমণী তার প্রেম আমাকে নিবেদন করে বসেছে আর কামনার আগুন তার হৃদয়কে শূলে বিদ্ধ করে চলেছিলো। আমি জানতাম না—কিভাবেই বা জানবো? তাকে তার কাজের হাতিয়ার ছাড়া অন্য কিছু ভাবেনি। ওর সৌন্দর্য আমাকে নাড়া দেয়নি—সে যখন নিচু হয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে তার চুলের সুগন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছে তখনও নয়। তাকে আমি এক মর্মর মূর্তি ছাড়া কিছু ভাবিনি। এ ব্যাপারে আমার কর্তব্য কি যে আইসিসের কাছে মিশরের জন্যই শুধু অঙ্গীকার বদ্ধ? হে দেবতাগণ, সাক্ষী থাকুন এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

কোন রমণীর প্রেম কি বিচিত্র বস্তু—সুরুতে যা অতি সামান্য, শেষে তা হয়ে ওঠে কি বিরাট! দেখুন, প্রথমে তা যেন কোন পর্বতের ছোট্ট এক ঝর্ণা। শেষকালে তাই হয়ে ওঠে বেগবতী স্রোতস্বিনী—তার হাসিতে ক্ষেতের পর ক্ষেত উদ্ভাসিত করে। অথবা এ যেন এক বন্যার স্রোতধারা, আশার এলাকা প্লাবিত করে সকল আকাঙ্ক্ষাকে ধ্বংসের প্রলয়ে চূর্ণ করে মানুষের বিশ্বাস অবলুপ্ত করে ফেলে সে। কারণ ঈশ্বর যখন বিশ্বসৃষ্টি করেন তখন স্ত্রীলোকের প্রেমের বীজ তিনি তার পরিকল্পনার অন্তর্ভূ'ত করেছিলেন—আর তা তার অসাম্যের বৃদ্ধিতে সাম্য আনয়ন করবে। আর তাই রমণী, প্রকৃতির সেই বিস্ময়, তার মধ্যে ভালো ও মন্দ আলাদা হতে পারে না। আর এই জন্যই রমণী ভালোবাসায় পুরুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে তার জীবন পুষ্প শোভিতও করে আবার চরম কামনায় সে জীবন বিষময় করেও তোলে। এদিকে বা ওদিকে ফিরুন, সে সর্বদাই আপনার জন্য রয়েছে। সে মহাসমুদ্রের মতোই অসীম, স্বর্গের মতোই পরিবর্তনশীল, তাই তার নাম অদৃষ্টনীয়। পুরুষ, তুমি রমণীর কাছ থেকে পালাতে চেয়ো না, চেয়ো না তার প্রেমের কাছ থেকে সরে যেতে। কারণ যেখানেই পলায়ন করো, সে-ই তোমার ভাগ্য, যেখানেই যা কিছু স্থাপন করো, সেটা তারই জন্য!

আর এমন করেই এটা ঘটে গেলো যে, আমি হার্মাচিস যে এসব ব্যাপার থেকে দূরেই থেকেছি সেই পতনের মুখোমুখি হলো। কারণ, এই চার্মিয়ন আমাকে ভালোবাসে, কেন জানি না। নিজের ইচ্ছাতেই সে আমাকে ভালোবেসেছে, সে ভালোবাসার কাহিনী বলা হবে। তবে আমি এটা না জেনে তাকে কার্যসিদ্ধির উপকরণ মতোই মনে করেছি আর হাতে হাতে রেখে সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনে এগিয়েছি।

এইভাবেই সময় কেটে চললো যতোক্ষণ না সবকিছু প্রস্তুত হলো।

এটা ছিলো আঘাত করার রাত্রির আগের রাত্রি, প্রাসাদে উৎসব পালিত হচ্ছে। ওই দিনই আমি সেপার সঙ্গে দেখা করেছিলাম, তার সঙ্গে ছিলো পাঁচশ মানুষের পাঁচজন নেতা, তারাই পরদিন রাত্রিতে প্রাসাদে প্রবেশ করবে যখন আমি রাণী ক্লিওপেট্রাকে বধ করবো আর রোমান আর গলদের তরবারীর মুখে আটকে রাখবো। ওই দিনই আমি ক্যাপ্টেন পত্তলাসকে বশ করেছিলাম, সে সেই দেউড়ির ঘটনার পর থেকেই আমার ইচ্ছার দাস। কিছুটা ভীতি আর পুরস্কারের লোভ তাকে বশে এনে ফেলেছিলো—কারণ পাহারার কাজ তারই আর পুব দিকের ছোট্ট দরজা তাকে আগামীকাল রাত্রিতে খুলতে হবে।

সবই প্রস্তুত—পঁচিশ বছর ধরে যে স্বাধীনতার কুঁড়ি ফুটতে চাইছিলো তা আজ প্রস্ফুটিত হতে চলেছে। আবু থেকে আথু পর্যন্ত সব শহরেই সশস্ত্র দলেরা জমায়েত হয়েছে আর গুপ্তচরেরা দেয়ালের ছিদ্র দিয়ে লক্ষ্য রেখে চলেছে যারা সংবাদ আনবে ক্লিওপেট্রা আর নেই আর হার্মাচিস, সেই রাজকীয় মিশরীয় সিংহাসন দখল করেছে।

সবই প্রস্তুত। ফল সংগ্রহকারীর মতো আমার কাছে সবই পক্ক ফলের মতোই প্রস্তুত। তবুও যখন সেই রাজকীয় উৎসবে বসেছিলাম আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো আর দুঃখের একটা শীতল স্রোত আমার মনকে গ্রাস করলো। সৌন্দর্যের রাণী ক্লিওপেট্রার পাশে সেই মহান উৎসবের সময় আমি বসেছিলাম। অতিথিদের আমি দেখে নিচ্ছিলাম, তারা বস্ত্র আর পুষ্পমাল্যে শোভিত। যারা মরতে চলেছে তাদের আমি চিহ্নিত করছিলাম। আমার সামনেই ছিলো রূপময়ী ক্লিওপেট্রা—মধ্য রাত্রির ঝড় বা সাগরের ঢেউয়ে মানুষ যেমন চমকিত হয় সেই ভাবেই চমকিত করে। সুরার পাত্রটি সে তার ওষ্ঠে স্পর্শ করে গোলাপের নরম ছোঁয়া তার ভ্রূতে ঠেকাতেই আমি আমার পোশাকের নিচে তারই বুকে বিদ্ধ করার জন্য লুকানো ছোরাটি অনুভব করলাম। বারবার তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি ওকে ঘৃণা করতে চাইছিলাম, চাইছিলাম তার মৃত্যুতে আনন্দ উৎসব করবো—তবুও আমি ব্যর্থ হলাম। সেখানেও তার পিছনে—বড়ো বড়ো চোখ মেলে আমাকে লক্ষ্য করে চলেছিলো রমণীয় চার্মিয়ন।

তার নিরীহ চোখ দেখে কার সাধ্য বলে সে-ই ওই পরিকল্পনার জনক! কে কল্পনা করতে পারবে ওর বালিকাসুলভ হৃদয়ে এমন মৃত্যু কামনা জমা আছে? তাকিয়ে থাকতে থাকতেই আমি অসুস্থ বোধ করছি কারণ আমাকে এই সিংহাসন রক্তে সিক্ত করতে হবে আর পাপের সাহায্যেই দূর করতে হবে দেশের পাপ! ঠিক ওই মুহূর্তে আমার মনে হলো আমি যেন কোন স্বামীরূপী পুরুষ শুধু বীজের স্বর্ণ ফসল আহরণ করি। কিন্তু হায়! যে বীজ আমি বপণ করেছি তা মৃত্যুর বীজ, আর সেই ফসলই আমাকে তুলতে হবে।

'কি হলো, হার্মাচিস, তোমার ব্যথা কিসের?' ধীর সেই হাসিতে প্রশ্ন করলো ক্লিওপেট্রা। 'নক্ষত্রগুলি কি জড়িয়ে গেছে, আমার জ্যোতিষী? নাকি কোন নতুন যাদুর কথা ভাবছো? এ উৎসবে তোমার ব্যবহার এরকম কেন? তুমি ভেবেছো আমি অনুসন্ধান করে দেখিনি আমাদের মতো নিম্নস্তরের রমণীগণ তোমার দৃষ্টিপাতের যোগ্য নয়, আমার মনে হয় স্বয়ং প্রেমের দেবতার এ সম্পর্কে খোঁজ করা উচিত, হার্মাচিস!'

ক্লিওপেট্রা আমার দিকে ঝুঁকে দীর্ঘ সময় এমন দৃষ্টিতে আমাকে অভিষিক্ত করে চললো যে আমার বুকের মধ্যে রক্তের কলকল ধ্বনি শুনতে পেলাম।

'অহঙ্কার কোরো না, অহঙ্কারী মিশরীয়', সে এমন নিচুকণ্ঠে বললো যা শুধু আমি আর চার্মিয়নই শ্রবণ করলাম। 'হয়তো তুমি আমাকে তোমার যাদুর প্রতিদ্বন্দ্বী হতেই লোভ দেখাচ্ছো। কোন রমণী এটা সহ্য করতে পারে যা তুমি আমাদের করতে চাইছো? এটা আমাদের নারী জাতির প্রতি চরমতম অপমান,' বলেই সে সঙ্গীত ব্যঞ্জনাসহ হেসে উঠলো। কিন্তু চোখ তুলতেই আমি চার্মিয়নের মুখে ক্রোধ ফুটে উঠতে দেখলাম।

'মাপ করবেন, হে রাণী', ঠাণ্ডা স্বরেই আমি বুদ্ধির সঙ্গেই বললাম, 'স্বর্গের রাণীর সামনে নক্ষত্রও বিবর্ণ হয়!' আমি চাঁদের কথাই বলতে চাইলাম যা পবিত্র মাতারই প্রতীক, ক্লিওপেট্রা যার প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আগ্রহী।

'চমৎকার উক্তি,' ক্লিওপেট্রা জবাব দিলো হাত মুঠো করে। 'জ্যোতিষীর দেখছি যথেষ্ট বুদ্ধি আছে সে প্রসংশাও করতে দক্ষ!' না, এমন বিস্ময়কে অলক্ষ্যে থাকতে দেওয়া যায় না, দেবতা তাতে অসন্তুষ্ট হতে পারেন। চার্মিয়ন, এই গোলাপের শিব-পেঁচ আমার চুল থেকে খুলে নিয়ে জ্ঞানী হার্মাচিসের ভ্রূর উপর স্থাপন করো। ওকে ওর ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক প্রেমের রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করলাম।'

চার্মিয়ন ক্লিওপেট্রার ভ্রূর উপর থেকে শির-পেঁচ খুলে নিয়ে সেই সুগন্ধযুক্ত বস্তুটি এমনভাবে আমার ভ্রূর উপর হাসিমুখে স্থাপন করলো যাতে আমি বেশ যন্ত্রণাই অনুভব করলাম। ও এটা করলো কারণ ও বেশ অসুখীই ছিলো—তখনই ও ফিসফিস করে বলল, 'একটা অশুভ লক্ষণ, রাজকীয় হার্মাচিস।' চার্মিয়ন ক্রুদ্ধ হলে সে বালিকাসুলভ আচরণই করতে চাইতো।

এইভাবে শির-পেঁচটি বসিয়ে দিয়ে সে আমাকে অভিবাদন করে নম্র শ্লেষ মেশানো কণ্ঠে বললো গ্রীক ভাষায় 'হার্মাচিস, প্রেমের রাজা। এবার ক্লিওপেট্রাও বলে উঠলো 'প্রেমের রাজা'। যারা উপস্থিত ছিলো তারাও ব্যাপারটির মধ্যে বেশ আমোদের কিছু খুঁজে পেলো। কারণ আলেকজান্দ্রিয়ায় তারা, যাঁরা সহজভাবে বাস করে আর স্ত্রীলোককে এড়িয়ে চলে তাদের পছন্দ করে না।

কিন্তু আমি ওখানেই বসে রইলাম, মুখে হাসি কিন্তু হৃদয়ে কালো রোষ নিয়ে। কারণ আমি কি তা আমি জানতাম—শুধু এটাই আমার হৃদয়ে জ্বালা ধরাতে চাইছিলো যে আমি হয়ে উঠেছি এই হালকা মনের অভিজাত আর ক্লিওপেট্রার সভার সকলের তামাশার পাত্র। তবুও আমি ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম

চার্মিয়নের উপর, কারণ সে-ই সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠে হাসতে চাইছিলো—আমি তখন জানতাম না হাসি আর তিক্ততা আহত হৃদয়ের প্রকাশকে আবৃত করে রাখে। ও বলেছিলো 'একটা অশুভ লক্ষণ'—সত্যিই বুঝি ওটা তাই। কারণ, আমার ভাগ্যই হলো উচ্চ আর নিম্ন অঞ্চলের যুগ্ম উষ্ণীষ কামনার গোলাপের পরিবর্তে বিনিময় করে নেওয়া, যে গোলাপ বিকশিত হওয়ার আগেই বিবর্ণ হয়ে যায়। সে বিনিময় আরও ফারাও'র মর্মর শয্যার পরিবর্তে এক অবিশ্বাসিণী স্ত্রীলোকের হৃদয়।

'প্রেমের রাজা!' তামাশার মধ্য দিয়েই তারা আমাকে অভিষিক্ত করেছে। ওঃ আসলে লজ্জার রাজা! আর আমি, আমার ভ্রূর উপর সুগন্ধ গোলাপ নিয়ে—আমি সেই বংশ মর্যাদায় মিশরের ফারাও হয়ে, আবুথিস ও অন্যান্য সবকিছুর আগামী কালের অভিষেকের কথা মনে রেখেও নিশ্চিত আছি!

তবুও হাসিমুখে আমি তাদের তামাশার জবাব দিলাম। উঠে ক্লিওপেট্রার সামনে নত হয়ে আমি বিদায় চাইলাম। 'শুক্র', আমি বললাম শুক্র গ্রহ সম্পর্কে, 'এই মুহূর্তে অগ্রসরমান। অতএব, নতুন প্রেমের রাজা হিসেবে এই মুহূর্তে তার রাণীকে আমার অভিনন্দন জানানোর জন্য আমি বিদায় নিচ্ছি।' কারণ এই বর্বরেরা ভেনাসকে প্রেমের রাণীই বলে থাকে।

অতএব ওদের হাসির মধ্য দিয়েই আমি আমার গম্বুজের আশ্রয়ে চলে এলাম। তারপর সেই লজ্জাস্কর শির-পেঁচ নানা যন্ত্রপাতির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে নক্ষত্রের গতি লক্ষ্য করার ভান করতে চাইলাম। ওখানেই আমি অপেক্ষা করে চললাম, আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো ভবিষ্যতের চিন্তায় যতক্ষণ না চার্মিয়ন এসে শেষ তালিকা আর আমার মাতুল সেপার বাণী আমাকে জানালো। তার সঙ্গে ওর ওই সন্ধ্যাতেই সাক্ষাৎ ঘটেছিলো।

শেষ পর্যন্ত খুব ধীরে দরজা উন্মুক্ত হয়ে গেলো, রত্নাভরনে আর শুভ্র পোশাকে চার্মিয়ন নিঃশব্দে প্রবেশ করলো।

॥ ৫ ॥

● হার্মাচিসের কক্ষে ক্লিওপেট্রার আগমন ; চার্মিয়নের রুমাল নিক্ষেপ ; নক্ষত্র ; দাস হার্মাচিসকে ক্লিওপেট্রার বন্ধুত্বের নিদর্শন প্রদান ●

'শেষ পর্যন্ত তুমি এসেছো, চার্মিয়ন', আমি বললাম, 'অনেক দেরী হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, প্রভু। তবে কোন ভাবেই আমি ক্লিওপেট্রার কাছ থেকে ছাড়া পায়নি। তার ব্যবহার আজ রাতে অদ্ভুত ক্ষিপ্ত। এর উদ্দেশ্য আমার অজানা। গ্রীষ্মের সাগরের মতো তার খেয়ালী মন বারবার আবর্তিত হয়ে চলেছে কেন তা জানি না।

'বেশ, বেশ, ক্লিওপেট্রার সম্বন্ধে যথেষ্ট হয়েছে। মাতুলের সঙ্গে সাক্ষাত ঘটেছে?'

'হ্যাঁ, রাজকীয় হার্মাচিস।'

'আর শেষ তালিকা এনেছো?'

'হ্যাঁ; এই যে', বুকের মধ্য থেকে ওটা বের করলো চার্মিয়ন। 'এই তালিকা তাদেরই যাদের ক্লিওপেট্রার পর খতম করতে হবে। এদের মধ্যে দেখবে বৃদ্ধ গল ব্রেনাসের নামও আছে। ওর জন্য আমার দুঃখ হয়, কারণ আমরা বন্ধু। তবে হতেই হবে—তালিকাও বেশ বড়ো।'

'তাই', তালিকাটি দেখে বললাম, 'সত্যিই বড়ো তালিকা। এরপর?'

'এই তালিকা হলো যাদের ক্ষমা করা হবে, বন্ধু বা অজানা বলেই। আর এ হলো সেইসব শহরের তালিকা ক্লিওপেট্রার মৃত্যুর পর সংবাদ পেয়ে যেগুলি বিদ্রোহ করবে।'

'ভালো। এবার—' একটু থামতে চাইলাম—'এবার ক্লিওপেট্রার মৃত্যুর পদ্ধতি। এ সম্পর্কে কি ভেবেছো? এটা কি আমায় নিজের হাতেই করতে হবে?'

'হ্যাঁ, প্রভু', ও জবাব দিলো, আবার ওর কণ্ঠে সেই তিক্ততার স্পর্শ টের পেলাম। ও বলে চললো, 'সন্দেহ নেই ফারাও আনন্দিত হবেন যে তারই হাতে এই নকল রাণীর থেকে মুক্ত হবে মহান মিশর।'

'এভাবে কথা বলতে চেয়ো না,' আমি বললাম। 'তুমি ভালোই জানো আমি আনন্দিত হবো না, কারণ কর্তব্য আর [illegible]ী প্রয়োজনেই আমাকে এ প্রয়োজনে কাজ করতে হচ্ছে। ওকে কি [illegible] করা যায় না? বা খোজাদের কাউকে ওকে হত্যার কাজে নিয়োগ করা যায় না? আমার মনে এই রক্তাক্ত কাজের জন্য বিতৃষ্ণা জাগতে চাইছে! বাস্তবিক, আমি আশ্চর্য হচ্ছি, ওর অপরাধ যতই হোক, যে তোমাকে এরকম ভালোবাসে তার এই বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে দিয়ে মৃত্যুকে তুমি এমন হালকা ভাবে নিতে পারছো!'

'ফারাও নিশ্চিত ভাবেই নরম হয়ে পড়ছেন, তিনি সম্ভবতঃ বিস্মৃত হয়েছেন সেই দারুণ মুহূর্তের কথা, যখন তরবারীর আঘাতে ক্লিওপেট্রার জীবন নির্বাপিত

হয়ে পড়বে। শোন, হার্মাচিস। তোমাকেই এ কাজ করতে হবে, তোমাকে একাকী! আমিই এ কাজ করতাম, যদি আমার বাহুতে সে শক্তি থাকতো, তা নেই। আর এ কাজ বিষ প্রয়োগে হবে না, কারণ তিনি যা পান করেন তার প্রতিবিন্দু আর যা ভোজন করেন তার প্রত্যেক কণা তিনজন বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকে, তাদের বশীভূত করা যাবে না। আর খোজাদেরও বিশ্বাস করা যায় না। দুজন আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত, তবে তৃতীয় জনকে বশ করা যাবে না। তাকে পরে কেটে ফেলতেই হবে—অবশ্য যেখানে এতো লোকের মৃত্যু হবে সেখানে একজন খোজার মৃত্যুতে কি আসে যায়? এই হবে তাহলে। আগামীকাল মধ্য রাত্রির তিন ঘণ্টা আগে তুমিই যুদ্ধের সূচনা করবে। আর তারপর ব্যবস্থা মতো আমার সঙ্গে একাকী অঙ্গুরীয় সহ রাণীর বাইরের কক্ষে নেমে আসবে। কারণ, আলেকজান্দ্রিয়া থেকে আদেশ সহ জাহাজ পরদিন সকালেই লিজিয়নের দিকে রওয়ানা হবে—আর একাকী ক্লিওপেট্রারই সঙ্গে। ব্যাপারটি গোপন রাখাই তার আদেশ, তুমি তখন নক্ষত্রের ভাষা পাঠ করতে থাকবে। সে যখন প্যাপিরাসের উপর ঝুঁকে থাকবে, তখনই তোমাকে তার পিঠে ছুরিকা বিদ্ধ করতে হবে, যাতে সে মৃত্যুবরণ করে। লক্ষ্য রেখো তোমার ইচ্ছাশক্তি আর বাহু যেন ব্যর্থ না হয়! এ কাজ সমাধা হলেই তুমি অঙ্গুরীয় সহ যেখানে খোজা উপবিষ্ট সেখানে যাবে—কারণ অন্যরা ওখানেই অপেক্ষায় থাকবে। কোন কারণে তাকে নিয়ে ঝামেলা উপস্থিত হলে (অবশ্য সেরকম কিছু হবে না কারণ সে ব্যক্তিগত কক্ষে প্রবেশের সাহস করবে না আর মৃত্যুর শব্দ অতোদূরে পৌঁছবে না) তুমি তাকে দ্বিখণ্ডিত করবে। তারপর আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাত করবো—আমরা পলুসাসের কাছে আসবো, তাকে কিভাবে বশ করতে হবে আমি জানি। সে তার সঙ্গীদের সাহায্যে দরজা উন্মুক্ত করে দেবে যখন সেপা আর পাঁচশজন বাছাই অপেক্ষারত মানুষ নিদ্রিত রক্ষীদের উপর [illegible] ঝাঁপিয়ে পড়বে। সবই খুব সহজ, শুধু শেষটুকু তোমার উপরই [illegible], [illegible] রমণীসুলভ ভীতি তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করতে দিও না। ওই ছুরিকা বিদ্ধ করার মধ্যে কি আছে? এ কিছুই নয়, অথচ এরই উপর নির্ভর করছে মিশর আর বিশ্বের ভাগ্য।'

'চুপ!' আমি বললাম। 'ওটা কি?—একটা শব্দ শুনলাম।'

চার্মিয়ন দরজার দিকে ছুটে গেলো, তারপর দীর্ঘ অন্ধকারাবৃত বারান্দায় দৃষ্টি মেলে শুনতে চাইলো। একটু পরেই সে ঠোঁটে হাত রেখে ফিরে এলো।

'রাণী', সে দ্রুত বলল। 'রাণী একাকী সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন, আমি তাকে ইরাসকে বিদায় দিতে শুনেছি। তোমার সঙ্গে এতো রাতে আমাকে দেখতে

না পাওয়াই শ্রেয়। সেটা ভালো হবে না, উনি সন্দেহ করতে পারেন। তিনি এখানে কি চাইছেন? কোথায় লুকোতে পারি?'

চারদিকে তাকালাম। ঘরের শেষ প্রান্তে ভারী পর্দা ঘেরা জিনিসপত্র রাখার একটা স্থান ছিলো।

'তাড়াতাড়ি ওখানে যাও!' আমি বললাম। চার্মিয়ন সেখানে ঢুকে পর্দায় নিজেকে আবৃত করলো। আমি সেই মারাত্মক মৃত্যু তালিকাটি বুকে ঢুকিয়ে নিয়ে ঝুঁকে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গেই আমি রমণীর পোশাকের আলোড়নের শব্দ আর দরজায় আঘাতের আওয়াজ শুনতে পেলাম।

'যেই হোন, প্রবেশ করুন', আমি বলে উঠলাম।

দরজা খুলে রাণীর পোশাকে প্রবেশ করলো ক্লিওপেট্রা, তার ঘন কৃষ্ণবর্ণ কেশ আলুলায়িত আর ভ্রূর উপর শোভা পাচ্ছিলো পবিত্র সর্পের রাজকীয় প্রতীক।

'সত্য, হার্মাচিস,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি একটা আসনে উপবেশন করলেন, 'স্বর্গের পথে আরোহণ বড়োই কঠিন। আহ্! আমি ক্লান্ত, সিঁড়ি অসংখ্য! আমি আমার জ্যোতিষীর সঙ্গে তার কক্ষে দেখা করতে ইচ্ছুক হয়েছিলাম।'

'আমি অত্যন্ত সম্মানিত, ও রাণী!' নত হয়ে বললাম।

'সত্যিই তাই? তবুও তোমার গাঢ় মুখাবয়বে ক্রোধের চিহ্ন—এই শুষ্ক কাজের পক্ষে তুমি বড়োই তরুণ আর রূপবাণ, হার্মাচিস। আঃ! আমার ধারণা তুমি আমার গোলাপের মালা তোমার মরিচা ধরা যন্ত্রপাতির মধ্যেই নিক্ষেপ করেছো! রাজারা ওই মালা তাদের শ্রেষ্ঠ উপকরণের মধ্যে লালন করতেন, হার্মাচিস! আর তুমি সেটা মূল্যহীনের মতো নিক্ষেপ করেছো? তুমি কি ধরণের পুরুষ! কিন্তু...একি? কোন স্ত্রীলোকের রুমাল, আইসিসের শপথ! কিন্তু আমার হার্মাচিস, এটা এখানে কিভাবে এসেছে? আমাদের রুমাল কি তোমার উঁচুদরের শিল্পকলায় প্রয়োজনে লাগে? ওঃ ছিঃ! ছিঃ! তোমাকে কি তাহলে ধরে ফেললাম? তুমি কি আসলে এক শৃগালমাত্র?'

'না, রাজকীয় ক্লিওপেট্রা, না!' ঘুরে বলতে চাইলাম, কারণ চার্মিয়নের গলা থেকে পড়ে যাওয়া রুমাল এক বিচিত্র রূপ নিয়েই জেগে ছিলো। 'আমি বাস্তবিকই জানি না এ জিনিসটা এখানে কিভাবে এলো। খুব সম্ভব এ কক্ষ যারা দেখে থাকে সেই স্ত্রীলোকদের কেউ এটি ফেলে গেছে।'

'আঃ, তাই হবে!' শুষ্ক কণ্ঠে বললো ক্লিওপেট্রা অথচ মুখে হাসি। 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, ক্রীতদাসী যে স্ত্রীলোক এই কক্ষ দেখা শোনা করে এ তারই হবে, এমন মূল্যবান রেশমী বস্ত্র, এর মূল্যের স্বর্ণের দ্বিগুণ দাম এমন

রঙীন! আহ্, আমি নিজে এটি ব্যবহার করাতে লজ্জিত হবো না। আসলে এটি আমার পরিচিতই মনে হচ্ছে।' নিজের গলায় ওটা জড়িয়ে নিলো ক্লিওপেট্রা। 'তবে সন্দেহ নেই, তোমার প্রেয়সীর রুমাল আমার বক্ষে শোভা পাওয়া উচিত নয়। এটা গ্রহণ করো, হার্মাচিস। গ্রহণ করো, আর তোমার বুকের আড়ালে লুকিয়ে রাখো—তোমার হৃদয়ের কাছাকাছি!'

আমি অভিশপ্ত জিনিসটা গ্রহণ করলাম বিড়বিড় করে কিছু বলতে বলতেই, সে কথা লেখা উচিত নয়। তারপর যেখান থেকে নক্ষত্র লক্ষ্য করি সেখানে পেঁাছে ওটা পাকিয়ে শূন্যে নিক্ষেপ করলাম।

এটি লক্ষ্য করে সুন্দরী রাণী আবার হেসে উঠলো।

'নাঃ, আবার চিন্তা করো,' সে বলে উঠলো, 'সেই রমণী তার প্রেমের নিদর্শনকে এ ভাবে নিক্ষিপ্ত হতে দেখে কি বলবে? কে জানে, হার্মাচিস, আমার গোলাপের সেই মালারও এই দশা হবে কিনা? দেখছো না, গোলাপগুলো শুকিয়ে আসছে, ওগুলো ছুঁড়ে ফেলে দাও,' নিচু হয়ে মালাটি তুলে সে আমার হাতে প্রদান করলো।

সেই মুহূর্তে এতোই ক্রুদ্ধ হলাম যে হয়তো মালাটি রুমালের মতই ছুঁড়ে ফেলে দিতাম। তবে সামলেই নিলাম।

'না,' আরও নম্র কণ্ঠে বললাম। 'এটা রাণীর উপহার, আমি একে রেখে দেবো।' কথাটি বলার সময় পর্দা নড়তে দেখলাম। সে রাত থেকে ওই সামান্য কথা দুটির জন্য অনুতপ্ত হতে চেয়েছি।

'এই সামান্যতম দয়ার জন্য মহান প্রেমের রাজাকে অজস্র ধন্যবাদ,' অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করে বললো ক্লিওপেট্রা। 'কিন্তু থাক, বুদ্ধির লড়াই যথেষ্ট হয়েছে, তোমার বারান্দায় চলো—এই মুহূর্তে নক্ষত্রের রহস্যের কথা বলো। কারণ আমি চিরকালই নক্ষত্রকে ভালো বেসেছি। কি সুন্দর, উজ্জ্বল, শীতলতা মাখা এই নক্ষত্ররাশি—আমাদের কাছ থেকে কতো দূরে। ওখানে রাত্রির অন্ধকারে আমি বাস করতে চাই—চাই সেখান থেকে সব বিস্মৃত হয়ে মহাশূন্যে দৃষ্টি মেলে ধরতে। কে জানে, হার্মাচিস, ওই নক্ষত্ররাই হয়তো আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করে রাখে? যারা নক্ষত্র হয়ে ওঠে তাদের গ্রীক উপকথায় কি বলে? ওগুলি হয়তো মানবের আত্মা। হয়তো বা কোন দেবতার ঝুলিয়ে রাখা আলোক! তোমার জ্ঞানের এক কণা আমায় দান করে এ রহস্য আমাকে বুঝিয়ে দাও, হার্মাচিস—আমার বুদ্ধি আছে, অভাব শুধু উপযুক্ত শিক্ষকের।'

এবার নিরাপদ আশ্রয় লাভ করে, ক্লিওপেট্রার এ ধরণের স্পৃহা আছে

জেনেই যতোটুকু বলা উচিত ততটুকুই বলতে চাইলাম। তাকে বুঝিয়ে দিলাম এ ব্রহ্মাণ্ড কি ধরণের গলিত শূন্যে ভাসমান কোন পদার্থ—আর কিভাবে তার বাইরে রয়েছে স্বর্গের মহাসমুদ্র নাউট, যেখানে ভাসমান রয়েছে জাহাজের মতো গ্রহাণুপুঞ্জ। তাকে বুঝিয়ে দিলাম কিভাবে প্রভাতে শুক্রগ্রহ হয়ে ওঠে ভোনাউ আর সেটিই সন্ধ্যায় রূপ পরিগ্রহ করে সন্ধ্যাতারার। আমার কথাবলার ফাঁকে লক্ষ্য করলাম সে কোলের উপর হাত জড়ো করে আমার মুখ অবলোকন করে চলেছে।

'আঃ!' শেষ অবধি বলে উঠলো সে, 'তাহলে শুক্রগ্রহকে সকাল আর সন্ধ্যায় দেখা যায়। আসলে, তাকে সর্বত্রই দেখা যায়, যদিও সে রাত্রিকেই বেশি ভালোবাসে। তবে এইসব লাতিন নাম বোধ হয় তুমি পছন্দ করছো না। এসো, আমরা প্রাচীন খেমের ভাষাতেই কথা বলবো, মনে রেখো আমিই প্রথম গ্রীক যে এই ভাষায় কথা বলি,' ক্লিওপেট্রা আমার ভাষায় বলে চললো, একটু বিদেশী টান থাকলেও সুমিষ্ট স্বর আমার ভালোই লাগছিলো। 'নক্ষত্রের কথা যথেষ্ট হয়েছে—ওরা হয়তো আমাদের জন্য পাপের ঘণ্টা পূর্ণ করে চলেছে। কিন্তু হার্মাচিস, এ কাজের পক্ষে তুমি অতি তরুণ—আমার মনে হচ্ছে তোমার জন্য অন্য কাজ ব্যবস্থা করবো। যৌবন একবারই আসে—এ রকম বাজে কাজে তাকে বিনষ্ট করবে কেন? যখন ক্ষমতা থাকবে না আমাদের তখনই এসব ভাববো। তোমার বয়স কতো, হার্মাচিস?'

'আমার বয়স ছাব্বিশ বছর, ও রাণী,' আমি জবাব দিলাম, 'কারণ আমি জন্মে ছিলাম শেমু'র মাসে, গ্রীষ্মকালে মাসের তিন তারিখে।'

'আঃ, তাহলে দিনের হিসেবে আমাদের বয়স যে এক,' চেঁচিয়ে উঠলো ক্লিওপেট্রা, 'কারণ আমারও বয়স ছাব্বিশ, আর আমি সোমুর প্রথম মাসের তিন তারিখে জন্মেছি। তাহলে বলতে পারি—যারা আমাদের এনেছেন তাদের লজ্জার কারণ নেই। কারণ আমি যদি মিশরের সবচেয়ে সুন্দরী রমণী হই তাহলে মনে হয়, হার্মাচিস, মিশরে তোমার চেয়ে শক্তিমান আর রূপবান বা শিক্ষিত মানুষ কেউ নেই। একই দিনে আমাদের জন্ম, তাই বোধ হয় আমাদের ভাগ্যও একই সূত্রে গ্রথিত—আমি রাণী, আর তুমি, হার্মাচিস, আমার সিংহাসনের এক প্রাচীন স্তম্ভ। আমরা পরস্পরের জন্য কাজ করে চলবো।'

'হয়তো বা পরস্পরের দুঃখের জন্য,' মুখ তুলে বললাম কারণ ওর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে আমার মুখে রঙের ছোপ লাগতে চাইছিলো যা আমি ওকে দেখাতে চাই নি।

'না, দুঃখের কথা বোলো না। এখানে আমার পাশে উপবেশন করো, হার্মাচিস। আর আমরা রাণী আর তার প্রজা হিসেবে কথা বলতে চাই না, বরং বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর মতো। আজ রাতের অনুষ্ঠানে আমি তোমার ওপর তামাশা করেছি বলে ক্রুদ্ধ হয়েছিলো—তাই না? সেটা তামাশাই ছিলো। তুমি যদি জানতে রাজত্ব চালাবার দায়িত্ব কি ক্লান্তিকর আর ভারি হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে, তাই তামাশার মধ্য দিয়েই আমি আমার ক্লান্তি দূর করি। ওহ্, এইসব রাজপুত্র আর মহৎ ব্যক্তিরা আর তীক্ষ্ণ স্কন্ধ রোমানরা আমাকে ক্লান্ত করে তোলে। আমার সামনে তারা ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করলেও আমার পিছনে তারা ব্যঙ্গ করতে চায় আর বলতে চায় তারা ওই গ্রীশাসক কুলের বা সাম্রাজ্যের দাস—ভাগ্যের চক্র পরিবর্তিত হলে তারাও ওঠা নামা করে! ওদের মধ্যে একজন মানুষও নেই। ওরা সবাই মূর্খ, আর পুতুল—একজন পুরুষও নেই। তাদের কাপুরুষের মতো ছুরি সীজারকে হত্যা করেছে, যাকে সমগ্র বিশ্বের অস্ত্রও বশীভূত করতে পারতো না। তাই ওদের একজনের বিরুদ্ধে একজনকে লাগিয়ে মিশরকে তাদের মুঠো থেকে রক্ষা করে চলেছি। আর এর পুরস্কার কি? পুরস্কার এই—যে সকলেই আমার নিন্দা করে চলে —আর আমি তা জানি। আমার প্রজারা আমাকে ঘৃণা করে! হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি, যদিও আমি একজন স্ত্রীলোক, সুযোগ পেলেই ওরা আমাকে হত্যা করবে।'

দু হাতে চোখ ঢেকে ক্লিওপেট্রা একটু থামলো। তার কথাগুলো আমাকে বিদ্ধ করে চলতেই আমি তার পাশে বসে পড়লাম।

'ওরা আমার ক্ষতি চিন্তা করে, আমি জানি। ওরা আমাকে উচ্ছৃঙ্খল বলে। একবার ছাড়া বিপথে যাই নি যখন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবকে আমি ভালোবেসেছিলাম। আমার ভালোবাসার আগুন তখনই জ্বলে উঠেছিলো। এই ইতর আলেকজান্দ্রিয়রা বলে আমি আমার ভাই টলেমীকে বিষ প্রয়োগ করেছি—যাকে রোমান সিনেট আমার উপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দিতে চেয়েছে, চেয়েছে বোনের উপর তাকে স্বামী হিসেবে চাপিয়ে দিতে। কিন্তু এ মিথ্যা—সে অসুস্থ হয়ে জ্বরে মারা যায়। ওরা আরও বলে আমি আমার বোন আর্সিনোকে হত্যা করতাম—প্রকৃত সে আমাকেই হত্যা করতো—সেটাও মিথ্যা! সে ভালো না বাসলেও আমি তাকে ভালোবাসি। ওরা বিনা কারণে আমাকে ঘৃণা করে, হার্মাচিস।'

'ও হার্মাচিস, বিচার করার আগে মনে করে দেখ ঈর্ষা কি! মনের নগ্ন দুর্বলতা পাপের দৃষ্টিপাত করে আত্মাকে বিনষ্ট করে তোলে। এটি কি তেমন

দেখ, হার্মাচিস, খালেরা যখন তোমার ভাগ্যের জন্ম আর বুদ্ধিমত্তার জন্ম ঈর্ষার আর মিথ্যার আবরণে সব আবৃত করে মহত্বকে ধুলায় ভুলুণ্ঠিত করতে চায়।

'তাই মহত্তের সম্পর্কে প্রথমেই খারাপ ধারণা করে নিও না, হার্মাচিস, যার প্রতি কাজের ত্রুটি আহরণের জন্ম কোটি কোটি চক্ষু দৃষ্টি মেলে রয়েছে—যার কণামাত্র ভ্রমের জন্ম হাজার ঢাক বেজে উঠতে চায় যতক্ষণ না তাদেরই পাপে ধরণী কম্পিত হয়। ঠিক ভাবে বিচার করো, হার্মাচিস। মনে রেখ, কোন রাণী কখনও স্বাধীন নন। সে প্রকৃতই ইতিহাসের লৌহ পৃষ্ঠায় লিখিত সেইসব রাজনীতিরই হাতের পুতুল। ও হার্মাচিস, তুমি আমার বন্ধু হও—বন্ধু আর পরামর্শদাতা!—এমন বন্ধু যাকে বিশ্বাস করতে পারবো। কারণ এই জনাকীর্ণ রাজসভায় সত্যিই আমি একান্ত নিঃসঙ্গ। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি, তোমার শান্ত চোখে বিশ্বাসের অস্তিত্ব টের পাচ্ছি আমি, তোমাকে উঁচুতে তুলতে চাই, হার্মাচিস। আমি আর একাকী থাকতে পারছি না, এমন কাউকে আমি চাই যার সঙ্গে মনের সব কথাই উজাড় করা সম্ভব। আমার ত্রুটি আছে, আমি জানি—তবে আমি বিশ্বাসের অযোগ্য নই। মন্দ বীজের অভ্যন্তরেও ভালো শস্য থাকে। বলো, হার্মাচিস, তুমি আমার বন্ধু হবে—আমি, যাঁর সভাসদ, ক্রীতদাস, প্রেমিক সবই আছে শুধু একজনও বন্ধু নেই?' বলেই সে আমাকে স্পর্শ করে তার অতলান্ত নীল চোখ মেলে তাকালো।

আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম আগামী কালের রাত্রির কথা চিন্তা করে—লজ্জা আর দুঃখ আমাকে ঘিরে ধরতে চাইলো। আমি, ওর বন্ধু!—আমি, যার বুকের আড়ালে লুকানো আছে ওরই জন্ম তীক্ষ্ণ ছুরিকা! আমি মাথা নিচু করতেই একটা চাপা কান্না বা আর্তস্বর আমার বুক চিরে বেরিয়ে এলো।

কিন্তু ক্লিওপেট্রা আমার এ অবস্থাকে আমার হৃদয়ের অনুভূতি মনে করেই মৃদু হেসে বললো, 'দেরি হয়ে যাচ্ছে, আগামী কাল রাত্রিতে তোমার শুভবার্তা আনয়নের সময় আবার কথা বলবো আমরা, প্রিয়বন্ধু হার্মাচিস আর তখনই তুমি এর জবাব দেবে।' সে তার হাত চুম্বন করার জন্ম এগিয়ে ধরতেই কি করছি না বুঝেই আমি চুম্বন করলাম। সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হয়ে গেলো ক্লিওপেট্রা।

কিন্তু আমি ঘরের মাঝখানে নিদ্রিত মানুষের মতোই তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

॥ ৬ ॥

● চার্মিয়নের ঈর্ষা সম্বন্বিত কথা ; রক্তাক্ত কর্তব্যের প্রস্তুতি ; বৃদ্ধা স্ত্রী আতুয়ার আনিত সংবাদ ●

চিন্তা ভারাক্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। অজান্তে সেই গোলাপের মালা তুলে নিয়ে সেদিকেই তাকিয়ে ছিলাম বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়ে। হঠাৎ মুখ তুলতেই সামনে দেখলাম চার্মিয়নকে—যার কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। বুঝলাম সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ।

'ওঃ, তুমি চার্মিয়ন!' আমি বললাম, 'যন্ত্রণাবিদ্ধ কেন? এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কি? ক্লিওপেট্রা আমার সঙ্গে বারান্দায় গেলে তুমি চলে গেলে না কেন?'

'আমার রুমাল কোথায়?' ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে ও বললো। 'ওটা পড়ে গিয়েছিলো।'

'তোমার রুমাল?—আঃ, দেখোনি? ক্লিওপেট্রা ব্যঙ্গ করার সময় সেটি বারান্দা থেকে ফেলে দিয়েছি।'

'হ্যাঁ, আমি দেখেছি,' চার্মিয়ন জবাব দিলো, পরিষ্কার লক্ষ্য করেছি। তুমি আমার রুমাল ছুঁড়ে ফেলেছো, কিন্তু গোলাপের মালা ফেলতে পারোনি। ওটা রাণীর উপহার, তাই রাজকীয় হার্মাচিস, আইসিসের পুরোহিত, দেবতাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি, অভিষিক্ত ফারাও, খেমের দুঃখ দূরীকরণের জন্য প্রস্তুত ব্যক্তি, ঐ মালা সযত্নে রক্ষা করেছে। কিন্তু রাণীর শ্লেষবিদ্ধ আমার রুমাল সে ছুঁড়ে ফেলেছে!'

'কি বলতে চাইছো?' ওর তিক্ত কণ্ঠ শুনে অবাক হয়েই বললাম। 'তোমার কথা বুঝতে পারছি না।'

'কি বলতে চাই? কিছুই আমি বলতে চাই না। আমি কি বলতে চেয়েছি আমার পরমাত্মীয় আর প্রভু হার্মাচিস তা জানে,' তীব্র নিচু কণ্ঠে ও বলে চললো। 'আমি বলছি তুমি বিপদের সম্মুখীন। এই ক্লিওপেট্রা তার মারাত্মক প্রভাব তোমার উপরে ফেলেছে আর তুমি তাকে ভালোবাসতে চলেছো, হার্মাচিস—ভালোবাসতে চলেছো তাকেই, যাকে কাল তুমি হত্যা করবে। হ্যাঁ, দণ্ডায়মান হয়ে ওই মালার দিকে তাকিয়ে থাকা যেটাকে রুমালের পথে যেতে দিতে পারোনি—ওটা যে আজ রাতে ক্লিওপেট্রা পরেছিলো! হে হার্মাচিস, এ ব্যাপারকে ওই বারান্দায় কতোদূরে নিয়ে যেতে পেরেছিলে?

আমি সেটুকু শুনতে বা দেখতে পাইনি। জায়গাটি বড্ডোই মনোরম, তাই না? সময়টাও ভালো ছিলো, নিরালা রাত্রি! শুক্রগ্রহই আজ নক্ষত্রকে চালিত করছে, তাই না?'

এসব কিছুই চার্মিয়ন এমন নম্র অথচ তিক্ততা ভরা কণ্ঠে বলে চললো যে এর প্রতিটিই আমার মনে কেটে বসতে চাইছিলো। প্রচণ্ড ক্রোধে আমার বাকস্ফূর্তি হলো না।

সুযোগ বুঝেই ও বলে চললো। 'আজ রাতে যে ওষ্ঠ চুম্বন করবে চিরকালের জন্যেই তাই তোমার হবে! সত্যিই এ অপরূপ কিছুই।'

এবার আমি কথা খুঁজে পেলাম। 'শোন রমণী', আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'তোমার এতো দুঃসাহস আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলছো? আমি কে একথা মনে রেখে কথা বলার চেষ্টা করো।'

'তোমার উপযুক্ত কথাই বলতে চাইছি,' সে দ্রুত জবাব দিলো। 'তুমি কে তাতে আমার প্রয়োজন নেই। সেকথা তুমিই জানো—আর জানে ক্লিওপেট্রা।'

'একথার অর্থ?' আমি বললাম। 'আমার দোষ কোথায় রাণী যদি—।'

'রাণী! তাহলে ফারাওর কোন রাণীও আছেন!

'ক্লিওপেট্রা যদি রাত্রিতে এখানে এসে কথা বলতে চায়—।'

'নক্ষত্র সম্বন্ধে, হার্মাচিস—নিশ্চয়ই নক্ষত্র আর গোলাপ সম্বন্ধে, এছাড়া কিছু নয়।'

এরপর আমি কি বললাম আমার স্মরণ নেই, কারণ ওর শ্লেষাত্মক কথায় আমি প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলাম। আমার তীব্র কথায় সে প্রায় কুঁচকে গেলো যেভাবে মাতুল সেপার কথায় সে ভীত হয়েছিলো। তখনকার মতো সে কান্নায় ভেঙে পড়লো।

শেষ পর্যন্ত একটু শান্ত হলাম, আমি, যদিও আমার ক্রোধের উপশম হলো না। ভয় পেয়ে কাঁদলেও চার্মিয়ানের জবাব দানের ক্ষমতা নিঃশেষিত হলো না।

'আমাকে এভাবে বলা উচিত নয়, ফুঁপিয়ে বলে উঠলো, ও 'তুমি নিষ্ঠুর! তবু আমি ভুলে গেছি তুমি একজন পুরোহিত মাত্র, পুরুষ নও, অবশ্য একমাত্র ক্লিওপেট্রার কাছে ছাড়া!'

'কোন অধিকারে একথা বলতে চাও?' বললাম, 'তোমার এ কথার অর্থ?'

'কোন অধিকারে?' প্রভাতী পুষ্পের মতো ও ওর মুখ তুলে প্রশ্ন করলো। 'কোন অধিকারে? ও হার্মাচিস, তুমি কি অন্ধ? তুমি কি জানো না কোন অধিকারে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি? তাহলে আমাকে বলতে দাও।

এটা আলেকজান্দ্রিয়ার রীতি। আর রমণীর পবিত্র অধিকার—আর তোমার প্রতি আমার স্বর্গীয় ভালোবাসার অধিকারে যা দেখার মতো চোখ তোমার নেই—আর আমার অহঙ্কার আর লজ্জার অধিকারে। ওঃ আমার উপর ক্রুদ্ধ হয়ো না, হার্মাচিস, বা আমাকে বাচাল বলে অগ্রাহ্য করো না কারণ আসল সত্য প্রকাশ করে ফেলেছি, আমি তবুও এরকম নই। তুমি যেমন গড়বে আমি তেমনই—আমি মোমের মতোই যেমন খুশি আমায় গড়ে নাও। আমার অন্তরে গৌরব বয়ে চলেছে, শুধু তুমি হও আমার পথপ্রদর্শক। কিন্তু তোমাকে হারালে ভগ্ন জাহাজের মতোই দশা হবে আমার। তুমি আমাকে জানো না, হার্মাচিস আমার অন্তরে কি বিশাল আত্মা বাস করে চলেছে। আমাদের দুজনের শরীরে একই রক্ত বইছে, আমাকে ভালোবাসা দাও, আমরা এক হয়ে উঠবো। একই দেশকে আমরা ভালোবাসি, আমরা একই সূত্রে গাঁথা। আমাকে তোমার হৃদয় দান করো, হার্মাচিস—তোমাকে আমি সিংহাসনে তুলে দেবো। মানুষ যেখানে ওঠেনি সেই উচ্চতায় তোমাকে স্থাপন করবো শপথ করছি। আমাকে বাতিল করো, আমি তোমাকে পাতালে নিক্ষেপ করবো! আর এখন ওই জীবন্ত মিথ্যার প্রতীক ক্লিওপেট্রার প্রভাব কাটিয়ে ওঠো। আমি আমার মনের কথা প্রকাশ করেছি এবার তোমার জবাব দাও!' দু'হাত জড়ো করে ও আমার মুখের দিকে তাকালো কম্পিত হয়ে।

এক মুহূর্ত আমি প্রায় বাকরুদ্ধ হয়ে রইলাম, ওর বাক্যের তীব্রতা আর যাদুতে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। এই রমণীকে ভালোবাসলে নিঃসন্দেহে ওর তেজ আমার মধ্যে সঞ্জীবিত হতে পারতো, কিন্তু আমি ওকে ভালোবাসি না, আর কামনায় আমার রুচি নেই। আমার মন চিন্তায় ভারাক্রান্ত হতে চাইলো। আচমকাই হাসি এলো আমার—একে একে আমার মনে পড়লো কিভাবে চার্মিয়ন আমার মাথায় গোলাপের মালা স্থাপন করেছিলো। মনে পড়লো সেই রুমালের কথা, কিভাবে সেটা ফেলে দিয়েছিলাম, কি ভাবে সে ক্লিওপেট্রার কৌশল লক্ষ্য করেছে। ভাবলাম মাতুল সেপা ওকে এই মুহূর্তে দেখে কি ভাবতেন। ভাবতে ভাবতেই উচ্চকণ্ঠে আমি মূর্খের মতোই হেসে উঠলাম—আমার সর্বনাশের হাসি!

মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ালো ও—ওর মুখ দেখেই আমার হাসি বন্ধ হয়ে গেলো।

'এর মধ্যে তাহলে তুমি দারুণ হাসির খোরাক পেয়েছো, হার্মাচিস?' প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠেই ও বললো। 'আমার কথায় তাহলে মজা উপভোগ করছো?'

'না', আমি উত্তর দিলাম, 'না, চার্মিয়ন আমাকে হাসির জন্য মার্জনা

করো। এটা হতাশার হাসি, তোমাকে আমি কি বলবো? তুমি অনেক কথা বলেছো আমার সম্বন্ধে, আমি এর কি জবাব দেবো?'

ও কুঁকড়ে যেতেই আমি থামলাম।

'বলো', ও আবার বললো।

'তুমি আমাকে আদৌ জানো না! আমি কে বা আমার উদ্দেশ্য কি —আমি যে আইসিসের কাছে ঈশ্বর আদেশে শপথ বদ্ধ তুমি জানো না।'

'হ্যাঁ', নিচু অথচ তীব্রস্বরেই ও বললো মাটিতে দৃষ্টি রেখে—'হ্যাঁ, আমি জানি তোমার সে শপথ কার্যতঃ ভঙ্গ হতে চলেছে, হার্মাচিস—কারণ তুমি ক্লিওপেট্রাকে ভালোবাসো!'

'এ মিথ্যা!' আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'বুদ্ধিহীনা বালিকা, কে আমাকে কর্তব্যচ্যুত করে আমাকে চরম লজ্জা দিতে সক্ষম! বেশিদূর অগ্রসর হওয়ার আগেই তুমি সতর্ক হও। যদি কোন জবাব প্রত্যাশা করে থাকো, তা হলো এই: চার্মিয়ন, আমার কর্তব্য আর শপথের বাইরে তুমি আমার কাছে কিছুই নও!—তোমার নম্র দৃষ্টিতে আমার হৃৎস্পন্দন একটিবারও বৃদ্ধি পায় না। তুমি আর আমার বন্ধু নও, অথবা বলতে গেলে তোমাকে আর বিশ্বাস করতে পারি না। কিন্তু, আবার বলছি সাবধান হও! আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারো, কিন্তু আমার কর্তব্যের কাজে তোমার আঙুল তুললে সেই দিনই তোমার মৃত্যু। এবার তোমার খেলা কি শেষ হয়েছে?'

প্রচণ্ড ক্রোধে কথা শেষ করতেই ভীতা চার্মিয়ন পিছিয়ে গিয়ে দুহাতে চোখ ঢেকে দেওয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়ালো। আমি চুপ করতেই সে মর্মর মূর্তির মতো মুখ তুলে তাকালো—চোখ দুটি ওর অঙ্গারের মতোই জ্বলতে চাইছে।

'না, পুরোপুরি শেষ হয়নি', শান্তস্বরেই ও জবাব দিলো, 'তোমার ক্রীড়াভূমি এখনও বালুময়!' এ কথা ও বললো গ্ল্যাডিয়েটরসের লড়াইয়ের কথা মনে করেই। 'উত্তম', ও আবার বলে চললো, 'সামান্য ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হয়ো না। —আঃ তোমার ওই ছুরিকা বিদ্ধ করে আমার এ লজ্জা দূর করতে পারো না? তাহলে আর একটাই মাত্র কথা, রাজকীয় হার্মাচিস: আমার বোকামি বিস্মৃত না হতে পারলে অন্ততঃ আমার কাছ থেকে ভয়ের আশা করো না। আমি চিরকালের জন্যই তোমার আর আমাদের কর্তব্যের ক্রীতদাসী। বিদায়!'

দেওয়ালে ভর রেখে ও বিদায় নিলো। কিন্তু, আমি আমার কক্ষে প্রবেশ করে কেদারায় এলিয়ে পড়লাম। একটা ক্লান্তি আমাকে ঘিরে ধরলো।

হায়! আমরা ধীরে ধীরে আমাদের আশার প্রাসাদ গড়ে তুলি, কখনও অতিথির কথা ভাবি না। কারণ কে ভবিষ্যৎের কথা বলতে পারে?

শেষ পর্যন্ত আমি ঘুমিয়ে পড়ে কুৎসিত স্বপ্ন দেখে চললাম। ঘুম ভাঙতেই দেখলাম দিনের আলোকে সব প্রতিভাত—দেখতে পেলাম আমাদের পরিকল্পনা পূর্ণ হওয়ার প্রতীক—পাখিরা গান গেয়ে চলেছে। একটা ভার শুধু আমায় চেপে ধরতে চাইলো—মনে পড়ে গেলো আমার হাত রক্তে রঞ্জিত হবে আজই। আজ রাত্রিতে আমি ক্লিওপেট্রাকে হত্যা করবো। যে আমাকে বিশ্বাস করে তার রক্তে রঞ্জিত হবে আমার হাত। তাকে কেন আমি ঘৃণা করতে পারছি না? আগে এ কর্তব্যকে আমি ন্যায্য কর্তব্য বলেই মেনেছিলাম—আর—আর এখন কেন এই কর্তব্য থেকে মুক্তি চাইছি? কিন্তু, হায়, আমি জানি এ থেকে আমার রেহাই নেই। এ পাত্র থেকে আমাকে পান করতেই হবে, নচেৎ আমার শেষ। আমি অনুভব করছি মিশরের মানুষ আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে—আর মিশরের দেবতাদের চোখও আমার উপর! আমি আমার মাতা আইসিসের স্তুতি করলাম এ কাজ করতে আমাকে শক্তি দান করার জন্য—এভাবে কখনও আমি প্রার্থনা করিনি! কোন জবাব এলো না। তাহলে সন্তান ও মাতার মধ্যের যোগসূত্র কোনভাবে ছিন্ন হয়ে গেছে, যে জন্য মাতা তার সন্তান ও দাসকে উত্তর দিচ্ছেন না? আমি কি কোন পাপ করেছি? চার্মিয়ন যা বলেছে আমি ক্লিওপেট্রাকে ভালোবাসি, তাই? এ অসুস্থতা কি ভালোবাসা? না! এক সহস্রবার 'না'! এটা প্রকৃতির বিদ্রোহ। তাহলে কি দেবীও এ হত্যার উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছেন?

ভীত আর হতাশাগ্রস্ত হয়ে আমি উঠলাম। সেই মারাত্মক তালিকায় চোখ বোলাতে বোলাতে পরিকল্পনাটাও দেখে নিলাম—আমার চোখের সামনে জেগে উঠলো যে রাজকীয় ঘোষণা আমি করবো তারই প্রতিটি ছত্র। আগামীকাল সমগ্র দুনিয়া এতে চমকিত হবে।

'আলেকজান্দ্রিয়া ও মিশরের জনগণ', ঘোষণা এইভাবেই সুরু হবে; 'ক্লিওপেট্রা, সেই ম্যাসিডোনিয়াবাসী ঈশ্বরের আদেশে তার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি লাভ করেছে—।'

মিনিটের পর মিনিট কেটে চললো। বিকেলের তৃতীয় প্রহরে পূর্ব নির্দিষ্ট ব্যবস্থা মতোই আমি আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রথম যখন এসেছিলাম সেখানেই মাতুল সেপার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গমন করলাম। সেখানে আমি বিদ্রোহের সাতজন নেতৃবৃন্দকে গোপন সেই আস্তানায় দেখতে পেলাম। আমি ঘরে

প্রবেশ করলে দরজা বন্ধ হতেই তারা নতজানু হয়ে বলে উঠলো, 'স্বাগতম, ফারাও!' আমি তাদের ওঠার আদেশ দিয়ে বললাম আমি এখনও ফারাও নই, মুরগীর ছানা এখনও ডিমের মধ্যেই আছে।

'হ্যাঁ, যুবরাজ', মাতুল বললেন, 'তবে, তার ঠোঁট দেখা যাচ্ছে। বৃথাই মিশর দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেনি, তুমি আজ তোমার ছুরিকাঘাতে ব্যর্থ না হলে, কেনই বা ব্যর্থ হবে? জয়ের পথে আমাদের কোন বাধা আসবে না!'

'সবই দেবতাগণের পদপ্রান্তে', জবাব দিলাম।

'না', মাতুল বললেন, 'দেবতাগণ মানুষের হাতেই তা অর্পণ করেছেন —তোমার হাতে, হার্মাচিস।—আর সেখানেই তা নিরাপদ। এই দেখ তালিকা—ত্রিশ হাজার সশস্ত্র মানুষ প্রয়োজনের মুহূর্তে জেগে উঠবে। পাঁচ দিনের মধ্যেই মিশরের প্রতিটি জনপদ আমাদের হাতে আসবে, তাই ভয়ের কি আছে? রোম থেকে সাহায্য সামান্যই ও পেতে পারে, তাছাড়া আমরা ত্রিশক্তির সঙ্গেও বন্ধুত্ব করবো, প্রয়োজনে তাদের ক্রয় করবো। অর্থ মিশরে প্রচুর আছে, আর আরও খেমের প্রয়োজনে, হার্মাচিস, তুমি জানো কোথায় তা পেতে হবে—সবই রোমানদের নাগালের বাইরে। কে আমাদের ক্ষতি করতে পারে? কেউ নেই। কোন ষড়যন্ত্র করে আর্সিনোকে মিশরে এনে সিংহাসনে বসানোর চেষ্টা হলে, আলেকজান্দ্রিয়াকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে হবে। আগামীকাল তাকে যারা রাণীর মৃত্যুসংবাদ জানাবে তারাই তাকে গোপনে হত্যা করবে।

'বাকি শুধু বালক সীজারিয়ন', আমি বললাম। 'রোম হয়তো সীজারের সন্তানের জন্য সিংহাসন দাবী করতে পারে আর ক্লিওপেট্রার সন্তানই তার সম্পত্তির দাবীদার। এখানেই দুটি বিপদ।'

'ভয় পেও না', মাতুল জানালেন, 'আগামীকাল সীজারিয়ন আমেনতিতে আসছে। আমি ব্যবস্থা করেছি। টলেমীদের শেষ করতে হবে যাতে ওই বিষবৃক্ষে ফল না ধরে।'

'আর কোন পথ নেই?' দুঃখিত স্বরে বললাম। 'এই রক্তের কল্লোল আমাকে বিষাদগ্রস্ত করে তুলেছে। বালকটিকে আমি চিনি। ওর মধ্যে ক্লিওপেট্রার তেজ আর সৌন্দর্যের আর সীজারের বুদ্ধির প্রকাশ ঘটেছে। তাকে হত্যা করা লজ্জার কাজ।'

'না, এরকম মুরগীছানার মন তৈরি কোরো না, হার্মাচিস', মাতুল কড়াস্বরে বললেন। 'তবে তোমার মনস্তাপ কি জন্য? বালকটি এরকম হলে তার

মৃত্যুই শ্রেয়। তোমাকে সিংহাসন চ্যুত করার জন্য ভাবি শত্রুকে লালন করতে চাও?'

'তবে তাই হোক', দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম। 'অন্ততঃ এতোদিন তাকে পাপ স্পর্শ করেনি আর সে তা থেকে মুক্তই থাকবে। এবার পরিকল্পনার কথা।'

এরপর আমরা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা আর জটিলতা নিয়ে গভীর পরামর্শ সুরু করলাম। আমার মধ্যে পুরানো সেই উৎসাহ আবার জেগে উঠলো। যদি কোন কারণে আজ রাত্রিতে ক্লিওপেট্রাকে হত্যায় ব্যর্থ হই তাহলে সে কাজ আগামীকাল সকালের জন্যই রেখে দেয়ওা হবে, কারণ ক্লিওপেট্রার মৃত্যুই প্রধান অর্থবহ। এরপর আমরা উঠে দাঁড়িয়ে পবিত্র প্রতীক স্পর্শ করে আবার শপথ করলাম, সে কথা লেখা যাবে না। এবার আমার মাতুল আমাকে চুম্বন করতেই দেখলাম উৎসাহে তার চোখ জ্বলজ্বল করছে। তিনি আমাকে আশীর্বাদ করে বললেন তিনি তার শত জীবনই আমার জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তুত শুধু যদি মিশর তার গৌরব প্রাপ্ত হয় আর আমি হার্মাচিস পূর্বপুরুষের সিংহাসন লাভ করি। সত্যিই তিনি দেশপ্রেমিক—নিজের জন্য কিছুই তার আকাঙ্ক্ষা নেই। আমিও তাকে চুম্বন করার পর আমাদের ছাড়াছাড়ি হলো। এরপর আর তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

এরপর আমি বিরাট শহরে দ্রুত ঘুরে বেড়াতে লাগলাম—খোঁজ নিতে লাগলাম প্রধান প্রবেশ পথ আর সশস্ত্র মানুষরা কোথায় জমায়েত থাকবে। শেষ অবধি আমি যেখানে প্রথম নেমেছিলাম সেই জেটিতে উপস্থিত হলাম। চোখে পড়লো একটা জলযান সমুদ্র যাত্রা করছে। আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো ওদেরই সঙ্গে যাত্রা করে কোন নিভৃত এলাকায় আত্মগোপন করে পরিচিতের মতোই একদিন মৃত্যুবরণ করতে। হঠাৎ চোখে পড়লো অন্য এক জলযান থেকে অনেকে বন্দরে নেমে আসছে। ভাবলাম ওরা কি আবুথিস থেকে আসছে! আচমকাই এক পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

'লা! লা!' কেউ বলে উঠলো। 'আঃ কোন বৃদ্ধার পক্ষে কতোবড়ো শহর। চেনা মানুষ কোথায় খুঁজে পাবো!'

অবাক হয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই মুখোমুখি হলাম আমার ধাত্রী আতুয়ার সঙ্গে। সে সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে চিনতে পারলো, কারণ তাকে চমকে উঠতে দেখে লোকজনের সামনে সামলে নিতেও দেখলাম।

'নমস্কার, মহাশয়,' একটু থেমে আতুয়া বললো, সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র গোপন সেই প্রতীকও প্রদর্শন করলো। 'হুঁ, তোমাকে দেখে একজন জ্যোতিষী বলে

বোধ হচ্ছে, আমাকে বিশেষ করেই তোমাদের এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে, কারণ তোমরা শুধু মিথ্যা কৌশল গ্রহণ করো। তবে আলেকজান্দ্রিয়ায় হয়তো বিপরীতই ঘটে থাকে, এখানে জ্যোতিষীরাই হয়তো আসল কারণ অন্যেরা সব দাস মাত্র।' তারপর অন্যের কান এড়িয়ে সে বললো, 'রাজকীয় হার্মাচিস, আমি তোমার পিতার কাছ থেকে সংবাদ এনেছি।'

'তিনি ভালো আছেন তো?' প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ, তিনি ভালো আছেন, যদিও নানা চিন্তায় ভারাক্রান্ত।'

'তিনি কি সংবাদ পাঠিয়েছেন?'

'সেটা এই। তিনি তোমাকে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন আর বলেছেন এক ভীষণ বিপদ তোমার সামনে আসছে, যদিও কি, তিনি তা জানতে পারেননি।' তিনি বলেছেন: 'দৃঢ় হও ও উন্নতি লাভ করো।'

আমি মাথা নত করলাম কারণ একটা নতুন ভয়ের স্রোত আমার শরীরে বয়ে গেলো।

'সময় কখন?' আতুয়া বললো।

'আজই রাত্রিতে। তুমি কোথায় চলেছো?'

'মাননীয় সেপার বাড়িতে, আমুর পুরোহিত। আমাকে সেখানে পৌঁছে দিতে পারবে?'

'না, তোমার সঙ্গে আমাকে দেখা উচিত নয়। এই দাঁড়াও,' বলে একজন কুলিকে ডেকে কিছু অর্থ দিয়ে আমি আতুয়াকে বাড়িটায় পৌঁছে দিতে বললাম।

'বিদায়', ফিসফিস করলো আতুয়া। 'বিদায়, কাল দেখা হবে। দৃঢ় হও আর উন্নতি লাভ করো।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে জনভারাক্রান্ত পথ বেয়ে আমি এগিয়ে চলতেই সকলে আমায় পথ করে দিলো, কারণ, ক্লিওপেট্রার জ্যোতিষী হিসেবে আমার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো।

চলার পথে আমার পদশব্দ যেন বলে উঠতে চাইছিলো 'দৃঢ় হও, দৃঢ় হও, দৃঢ় হও,' শেষ পর্যন্ত মাটির প্রতিটি কণাও যেন সেই সতর্ক বাণী শোনাচ্ছিলো।

॥ ৭ ॥

● চার্মিয়নের গোপন সংবাদ ; হার্মাচিসের ক্লিওপেট্রার কাছে উপস্থিত ; হার্মাচিসের উৎখাত ●

রাত্রি নেমে এসেছে, আমি একাকী আমার কক্ষে বসেছিলাম সেই নির্দিষ্ট মুহূর্তের অপেক্ষায়। চার্মিয়ন এসে ক্লিওপেট্রার কাছে যাওয়ার আহ্বান জানাবে। একাকীই আমি উপবিষ্ট, আমার সামনে রাখা ছিলো সেই ছুরি—যার সাহায্যে আমি ক্লিওপেট্রাকে আঘাত করবো। তীক্ষ্ণ আর ধারালো সেই ছুরিকা—হাতলে স্ফিংসের প্রতীক। ভবিষ্যতের কথা ভেবে বসে রইলাম, কিন্তু ডাক আসছে না। আচমকা মুখ তুলতেই চার্মিয়নকে দেখতে পেলাম—সেই হাসিখুশি উজ্জ্বল চার্মিয়ন নয়, ফ্যাকশে, ক্লান্তই ছিলো সে।

'রাজকীয় হার্মাচিস,' ও বললো, 'ক্লিওপেট্রা তোমাকে আহ্বান করেছেন তাঁকে নক্ষত্রর কথা জানাতে।'

অতএব সেই মুহূর্ত সমাগত!

'উত্তম, চার্মিয়ন,' আমি বললাম, 'সবকিছু ঠিক মতো আছে?'

'হ্যাঁ, প্রভু ; সবই ঠিক আছে। প্রচণ্ড সুরায় মত্ত পত্তলাস দেউড়ি পাহারা দিচ্ছে, খোজাদের, মাত্র একজন ছাড়া সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, অন্যান্যরা নিদ্রিত আর সেপা ও তার বাহিনী লুকিয়ে আছেন। কোন কিছুই নজর এড়ায়নি—ক্লিওপেট্রার শেষ পরিণতির বিলম্ব নেই।'

'বেশ, ভালো কথা', আমি আবার বললাম, 'তাহলে যাওয়া যাক,' উঠে দাঁড়িয়ে ছুরিটা বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখলাম। হাত বাড়িয়ে এক পেয়ালা সুরা গলায় ঢেলে দিলাম কারণ সারাদিন প্রায় কিছুই খাইনি।

'একটি কথা', চার্মিয়ন দ্রুত বলে উঠলো, 'এখনও সময় আসেনি। গত রাত্রিতে—আঃ গত রাত্রিতে—' ওর বুক ওঠানামা করে চললো, 'এক অদ্ভুত ভয়ের স্বপ্ন দেখেছি—হয়তো তুমিও দেখে থাকবে। স্বপ্নই—হয়তো ভুলে গেছো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' আমি বললাম, এই সময় একথা বলে বাধা সৃষ্টি করছো কেন?'

'না, বাধা নয়, কিন্তু আজ রাত্রিতে, হার্মাচিস ভাগ্য দোদুল্যমান। হয়তো

সে তার মুঠিতে আমাকে চূর্ণ করবে, হয়তো আমাদের দুজনকেই, হার্মাচিস। তা যদি হয়, তোমার কাছ থেকে শুধু শুনতে চাই ওটা স্বপ্নই ছিলো—।'

'হ্যাঁ, স্বপ্ন,' হাল্কাভাবে বললাম, 'তুমি ও আমি আর এই পৃথিবী, আর এই ভীতিকর রাত আর এই তীক্ষ্ণ ছুরিকা—এসবই স্বপ্ন ছাড়া আর কি?'

'হুঁ, তাহলে তুমি আমার তামাশার শিকার হলে, রাজকীয় হার্মাচিস। যেমন বললে, আমরা স্বপ্ন দেখেছি। তবুও স্বপ্ন দেখে কি দৃশ্যপট বদল হয়? কারণ স্বপ্নের রূপ বড়ো চমৎকার—এর স্থায়িত্ব নেই, এ যেন বাষ্পের মতো। অতএব আগামীকাল জেগে ওঠার আগে আমাকে শুধু বলো, গত রাত্রির সেই দৃশ্য, যাতে আমি অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলাম, আর তুমি আমার লজ্জায় হেসেছিলে, সে-সবই কি কল্প কথা? মনে রেখো, যখন জাগ্রত অবস্থা আসবে তখন স্বপ্নের এ বিড়ম্বনা হয়তো বদল করা সম্ভব হবে না। কারণ, হার্মাচিস, স্বপ্নের ও নিজস্ব রূপ আছে।'

'না, চার্মিয়ন,' আমি বললাম, 'তোমাকে ব্যথা দিয়ে থাকলে আমি দুঃখিত, তবে যা বলেছিলাম তা হঠাৎই, এখানেই সেসব শেষ। তুমি আমার বোন ও বন্ধু। এর বেশি তোমার কাছে আমি আর কিছু নই।'

'বেশ—বেশ', সে জবাব দিলো, 'এটা ভুলে যাওয়াই ভালো। এবার এক স্বপ্ন থেকে অন্য স্বপ্নে—,' চার্মিয়ন অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলো। সেভাবে তাকে কখনও হাসতে দেখিনি, এমনই ভীতিকর সে হাসি।

আমার নিজস্ব মূর্খতার অন্ধকারে ডুবে থাকায় সে হাসির অর্থ আমি বুঝতে পারিনি। ওই হাসির মধ্য দিয়েই চার্মিয়নের যৌবনের সুখ শুকিয়ে গিয়েছিলো, তার ভালোবাসার আশাও নির্মূল হয়ে গেলো, জেগে উঠলো পবিত্র কর্তব্যের ডাক। ওই হাসির মধ্য দিয়েই সে শয়তানের কাছে নিজেকে দান করে মিশর, তার দেবতাদের ত্যাগ করলো। হ্যাঁ, ওই হাসির মুহূর্তেই ইতিহাস তার গতি বদলালো—কারণ ওর মুখে ওই হাসি আমি না দেখে থাকলে মিশর হয়তো আবার মুক্ত আর মহান হয়ে উঠতো।

আর তবুও এটি ছিলো শুধুমাত্র স্ত্রীলোকের হাসি।

'এরকম অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাতে চাইছো কেন?' প্রশ্ন করলাম।

'স্বপ্নে আমরা হেসে থাকি,' চার্মিয়ন জবাব দিলো। 'এখন সময় হয়েছে, আমাকে অনুসরণ করো। দৃঢ় হয়ে জয়ী হও, রাজকীয় হার্মাচিস!' নিচু হয়ে আমার হাত তুলে ও চুম্বন করলো। তারপর বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে শূন্য হলঘর দিয়ে এগিয়ে চললো।

যে কক্ষকে অ্যালাবাষ্টার হল বলা হয়, যার ছাদ কালো মর্মরে তৈরি,

আমরা সেখানে থামলাম। কারণ একটু দূরেই ক্লিওপেট্রার ব্যক্তিগত কক্ষ, যেখানে তাকে নিদ্রিত দেখেছিলাম।

'এখানে অপেক্ষা করো,' চার্মিয়ন বললো, 'আমি যতক্ষণ না ক্লিওপেট্রাকে তোমার আগমনবার্তা জানাই,' বলেই সে সরে গেলো।

আমি দুরুদুরু বক্ষে আগামী মুহূর্তের কথা চিন্তা করে অপেক্ষা করে চললাম। সবই যেন স্বপ্ন! একটু পরেই চার্মিয়ন ফিরে এলো।

'ক্লিওপেট্রা তোমার অপেক্ষায় রয়েছেন,' ও বললো, 'এগিয়ে যাও, কোন রক্ষী নেই।'

'যে কাজে চলেছি সে কাজ হয়ে গেলে কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে?' ভারি গলায় প্রশ্ন করলাম।

'এখানেই আমার দেখা পাবে, তারপর পত্তলাসের সঙ্গে। দৃঢ় হও, সফলতা লাভ করো। হার্মাচিস, তোমার শুভ হোক!'

আমি এগোলাম, কিন্তু পর্দার কাছে এসে হঠাৎই ঘুরে দাঁড়ালাম। তখনই অস্পষ্ট নির্জনতায় এক অদ্ভুত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলাম। দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে চার্মিয়ন, আলো ঠিকরে পড়ছে তার উপর—সে তার শ্বেত শুভ্র হাত দুটো যেন মুঠো করে ধরতে চাইছে আর তার বালিকা সুলভ মুখে অদ্ভুত এক যন্ত্রণার ছায়া। সে ছায়া চাপা কামনার—ভয়ঙ্কর সে দৃশ্য! ভাষায় বোঝানো অসম্ভব। কারণ সে বিশ্বাস করছিলো আমি, তার ভালোবাসার বস্তু, যেন মৃত্যুর মুখেই চলেছি, তাই সে বিদায় জানাতে চাইছে।

কিন্তু এসব ধারণা আমার ছিলো না, তাই একটু আশ্চর্য হয়ে এগিয়ে গিয়ে ক্লিওপেট্রার কক্ষে পর্দা সরিয়ে দাঁড়ালাম। আর সেখানেই দূরে রেশমী সোফায় শুভ্র পোশাকে শায়িত রয়েছে ক্লিওপেট্রা। তার হাতে রত্নখচিত উটপাখির পালকের হাত পাখা, মাঝে মাঝে সে সেটা নাড়াতে চাইছিলো—ঘর থেকে ভেসে আসছে সুগন্ধ, তার পাশেই রয়েছে হস্তীদন্তের পাত্রে ফল আর গোলাপী সুরা। আমি ধীর পায়ে সেই বিশ্বের অপরূপার দিকে এগিয়ে গেলাম। সত্যিই তাকে এমন সৌন্দর্যময়ী হিসেবে আছে কখনও দেখিনি—গোধূলির আলোয় তার রূপ উপচে পড়ছে। তার চোখে যেন নানা আলোর খেলা।

আর এই স্ত্রীলোকটিকেই আমি একটু পরে হত্যা করবো!

আস্তে আস্তে মাথা নুইয়ে আমি এগোলাম। কিন্তু সে যেন গ্রাহ্য করলো না।

শেষ পর্যন্ত আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই মুখ তুললো ক্লিওপেট্রা, পাখার আড়ালে যেন তার রূপ লুকিয়ে রাখতেই।

'কি! বন্ধু, শেষ পর্যন্ত এসেছো?' সে বললো। 'ভালো, বড়ো একা লাগছিলো। নাঃ, এ দুনিয়া বড়ো ক্লান্তির জায়গা! কতো মানুষই আছে যাদের আমরা দেখতে আগ্রহী। দাঁড়িয়ে থেকো না, বোসো।' পায়ের কাছে একটা আসন ইঙ্গিত করলো ও।

আমি সেখানেই বসলাম।

'আমি রাণীর ইচ্ছা পালন করেছি,' বললাম, 'বহু কষ্টে নক্ষত্রের ভাষাও আমি রপ্ত করেছি। রাণার ইচ্ছা হলে বিবৃত করতে পারি।' আমি উঠে দাঁড়াতে গেলাম।

'না, হার্মাচিস,' মৃদু হাসি ছড়ালো ক্লিওপেট্রার মুখে। 'যেখানে আছো, সেখানেই থাকো, আর লেখাটা আমাকে দাও। কিন্তু, আঃ, তোমার মুখ বড়োই শান্ত, তাকে দৃষ্টির আড়াল করতে চাই না।'

এ ভাবে বাধা পেয়ে প্যাপিরাসের বাণ্ডিলটি তার হাতে দেয়া ছাড়া পথ রইলো না, শুধু ভাবলাম কাগজটি পড়ার মুহূর্তেই ছোরার আঘাত করতে হবে তার হৃৎপিণ্ডে। সে আমার হাত স্পর্শ করে ওটা নিয়ে পাঠ করার ভঙ্গী করতে চাইলো। আমি বুঝলাম সে চোখের কোন দিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে চলেছে।

'তোমার হাত পোশাকের মধ্যে ঢোকাতে চাইছো কেন?' প্রশ্ন করলো ও, কারণ সেই মুহূর্তে আমি ছুরির হাতল স্পর্শ করেছিলাম। 'তোমার হৃৎপিণ্ড আলোড়িত হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, রাণী,' আমি বললাম। 'অত্যন্ত দ্রুত চলেছে।'

কোন জবাব দিলো না সে, শুধু পাঠ করার ভঙ্গী করলো আর আমাকে লক্ষ্য করে চললো।

দ্রুত ভাবতে চাইলাম। এই জঘন্য কাজ কিভাবে করবো? আমি যদি ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি ও দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠবে আর ছটফট করতে চাইবে। না, আমাকে সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

'তাহলে সবই শুভ, হার্মাচিস?' সব বুঝেই যেন সে প্রশ্ন করলো।

'হ্যাঁ, ও রাণী', জবাব দিলাম।

'ভালো কথা,' লেখাটি টেবিলে রেখে দিয়ে বললো ক্লিওপেট্রা। 'জাহাজগুলো যাত্রা করবে। খারাপ বা ভালো যাই হোক, সুযোগের অপেক্ষায় থেকে আমি ক্লান্ত।'

'এটা জরুরী ব্যাপার, ও রাণী,' আমি বললাম। 'আমার ভবিষ্যৎ বাণীর কারণই আপনাকে জানাতে চাই।'

'না, হার্মাচিস। নক্ষত্রের ব্যাপারে আমি ক্লান্ত। তুমি ভবিষ্যৎবাণী করেছো, তাই যথেষ্ট। তুমি যত্ন করেই এটা করেছো। এসো আনন্দ করি। কিন্তু কি করবো? আমি তোমাকে নৃত্য প্রদর্শন করতে পারি—এতো ভালো নৃত্য পারদর্শিনী কেউ নেই। তবে, তা রাণীর যোগ্য হবে না। না, মনে পড়েছে, আমি গান গাইবো।' একটু নিচু হয়ে বীণা তুলে নিয়ে তাতে অদ্ভুত এক মূর্ছনা তুললো সে। তারপরেই তার কণ্ঠ থেকে অপূর্ব এক মোহময় মধুর স্বর বেরিয়ে এলো। সে এইভাবে গাইতে সুরু করলো:

'রাত্রি নেমেছে সাগরের বুকে,
আকাশেরও বুকে তাই,
তোমার আমার হৃদয় ভরানো
সঙ্গীতে ভেসে যাই—
আমার এরূপ নয়নের মাঝে
গ্রহণ করেছো তুমি,
সাগরের ধ্বনি কেঁপে কেঁপে ওঠে
বাতাসও যে যায় চুমি—
হৃদয় মোদের হলো উচ্ছল
তোমাকেই শুধু জানি,
ভালোবাসা দিয়ে আজি রাত্রিতে
দয়িতেরে কাছে টানি।'

ক্লিওপেট্রার কণ্ঠের শেষ রেশটুকু সারা কক্ষেই যেন ছড়িয়ে পড়লো আর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো, কিন্তু আমার বুকে তা যেন বারবার আলোড়িত হয়ে চলেছিলো। আবুথিসের গায়িকাদের কণ্ঠে এর চেয়ে সুমিষ্ট সঙ্গীত শুনেছি, কিন্তু কখনও এধরনের চমৎকার হৃদয়প্লাবী সঙ্গীত শ্রবণ করিনি, ক্লিওপেট্রার কণ্ঠে যা শুনলাম। শুধু গান নয়, এমন সুগন্ধ ছড়ানো কক্ষ আর সঙ্গীতের কামনা মদির পদ আর যে রাজকীয় কণ্ঠে তা গীত হলো, এসবই এর জন্য দায়ী। সঙ্গীত শুনতে শুনতে সত্যিই মনে হলো আমরা দুজন রাত্রির অন্ধকারে গ্রীষ্মের উন্মত্ত এই সাগরে ভেসে চলেছিলাম। গান শেষ করে বীণা সরিয়ে রেখে ক্লিওপেট্রা যখন দুহাত বাড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো তার উজ্জ্বল চোখ মেলে, তখন সে আমাকে প্রায় ওর বুকে টেনে নিয়েছিলো। কিন্তু দৃঢ় হয়ে উঠলাম আমি, বাধা দিয়ে।

'তাহলে আমার এই সঙ্গীতের জন্য কোন ধন্যবাদ পাবো না, হার্মাচিস?' ক্লিওপেট্রা বলে উঠলো।

'হ্যা, রাণী', আমি জবাব দিলাম প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে, 'কিন্তু আপনার সঙ্গীত এ মানব সন্তানের শোনা উচিত নয়—এ আমাকে বিহ্বল করে তুলছে।'

'না, হার্মাচিস, ভয়ের কারণ নেই,' মিষ্টি হাসির সঙ্গে বললো ও, 'তোমার মন রমণীর সৌন্দর্য যেভাবে তুচ্ছ করে দেখেছি, তাতে আমরা নিরাপদেই থাকতে পারবো।'

কিছু বললাম না, শুধু একবার হাত দিয়ে ছুরির হাতল স্পর্শ করলাম। নিজের দুর্বলতাকেই আমি ভয় পাচ্ছি, আমার জ্ঞান থাকতে থাকতেই আমি কাজ শেষ করতে চাই।

'এগিয়ে এসো, হার্মাচিস,' নরম গলায় বললো ক্লিওপেট্রা। 'আমার পাশে বোসো, আমরা একসঙ্গে কথা বলবো। অনেক কথাই বলার আছে।'

এগিয়ে গিয়ে সামান্য দূরত্ব বজায় রেখেই বসলাম, হয়তো এতে ভালো সুযোগ পাবো আঘাত করার। ক্লিওপেট্রা তার নিদ্রাজড়ানো চোখে আমাকে লক্ষ্য করে চললো।

এইবার আমার সুযোগ, কারণ ওর কণ্ঠ আর বক্ষ উন্মুক্ত আর প্রচণ্ড চেষ্টায় আমার হাতে ছোরার হাতল ধরতে চাইলাম। কিন্তু চিন্তার চেয়েও যেন দ্রুত ক্লিওপেট্রা আমার হাত ধরে ফেললো।

'এভাবে উন্মত্তের মতো তাকাচ্ছো কেন, হার্মাচিস?' ও বলে উঠলো। 'তুমি কি অসুস্থ?'

'হ্যা, অসুস্থই!' রুদ্ধকণ্ঠে বললাম।

'তাহলে ওই সোফায় শুয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করো,' তখনও আমার হাত ধরে রেখে ও বলতে চাইলো। আমার হাতে আর শক্তি ছিলো না। 'নক্ষত্র নিয়ে অনেক পরিশ্রম করেছো। রাত্রির বুকে কি মিষ্টি বাতাস বয়ে চলেছে টের পাচ্ছো? শুনতে পাচ্ছো দূরের সমুদ্র থেকে কেমন গর্জন ভেসে আসছে—শুনতে পাচ্ছো না ঝরণার নূপুর ছন্দের আওয়াজ? শুনতে পাচ্ছো পাপিয়া তার সঙ্গীকে প্রেম নিবেদন করে চলেছে? বড়ো মনোরম এ রাত্রি, প্রকৃতির বুকে জেগে উঠেছে সাগরের মধুর ধ্বনি! শোনো, হার্মাচিস, তোমার সম্পর্কে আমি কিছু জেনেছি। তুমিও রাজবংশের—তোমার শিরায় সাধারণের রক্ত নেই। এমন মানুষ রাজবংশেই জন্ম নিতে পারে, তাই না? তুমি আমার বুকের পত্র চিহ্নের দিকে তাকাতে চাইছো কেন? এটি ওসিরিসের সম্মানে অঙ্কিত, যাকে তোমার সঙ্গে আমিও পূজা করি। দেখ!'

'আমাকে উঠতে দিন,' চাপাস্বরে বলে ওঠার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার সব শক্তি নিঃশেষ।

'না, না, এখন নয়। তুমি এখনই আমাকে ছেড়ে যাবে না নিশ্চয়ই?' হার্মাচিস, তুমি কোনদিন ভালোবাসোনি?'

'না, না, ও রাণী! ভালোবাসার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? আমাকে ছেড়ে দিন!—আমি···আমি জ্ঞান হারাতে চলেছি!'

'কোনদিন ভালোবাসোনি—আশ্চর্য। কোনদিন কোন রমণীর হৃৎস্পন্দন তোমার হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে মেলাতে চাওনি? কোনদিন তোমার দয়িতার অশ্রুসজল কামনার চোখ তোমার চোখে পড়েনি? কোনদিন অন্যের হৃদয় রহস্যে নিজেকে হারাতে চাওনি! জানতে চাওনি ভালোবাসায় কিভাবে একাকীত্ব দূর হয়। হায়, এ যে বেঁচে থাকা নয়, হার্মাচিস!'

কথা বলার ফাঁকে সে আমার কাছে এগিয়ে আসতে আসতে শেষ পর্যন্ত সুমিষ্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে এক হাতে আমার গলা জড়িয়ে তার অতল সেই দৃষ্টি আমার দিকে মেলে ধরলো। তার হাসিতে যেন কোন পুষ্প স্তবকের মধ্যে পুষ্পের রহস্য ফুটে উঠতে চাইলো। তার সেই রাজকীয় দেহ ক্লিওঃপেট্রা আরও—আরও কাছে সরিয়ে আনলো—তার সুগন্ধী নিঃশ্বাস আমার চুলে খেলা করতে চাইছিলো, এবার তার ওষ্ঠ স্পর্শ করলো আমার ওষ্ঠ।

হতভাগ্য আমি। ওই চুম্বনে, মৃত্যু-আলিঙ্গনের চেয়েও আবিল সেই চুম্বন, আমি বিস্মৃত হলাম আইসিস, আমার স্বর্গীয় আশাকে, আমার শপথ, সম্মান, দেশ, বন্ধু-বান্ধব সবকিছুই—শুধু ক্লিওপেট্রা আমাকে আলিঙ্গন করে আমাকে তার প্রেমিক ও প্রভু বলে চলেছে এটুকু ছাড়া।

'এবার আমার শুভ কামনা করো,' ক্লিওপেট্রা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, 'তোমার প্রেমের নিদর্শন হিসেবে আমায় একপাত্র সুরা ঢেলে শুভকামনা জানাও।'

একপাত্র সুরা তুলে আমি পান করে ফেললাম—অনেক পরেই বুঝলাম ওতে ওষুধ মিশ্রিত ছিলো।

আমি সোফার উপর এলিয়ে পড়লাম, যদিও আমার জ্ঞান পুরোপুরিই ছিলো, কিন্তু আমার কথা বলার বা ওঠার ক্ষমতা ছিলো না।

ক্লিওপেট্রা আমার উপর ঝুঁকে পড়ে আমার পোশাকের মধ্য থেকে ছোরাটা বের করে নিলো।

'আমি জয়ী হয়েছি!' দীর্ঘ কেশরাশি দুলিয়ে বলে উঠলো সে। 'আমি জয়ী হয়েছি, আর মিশরের জন্য এ ঝুঁকি নেয়া সার্থক। এই ছুরিকাতেই তুমি তাহলে আমাকে হত্যা করতে হে রাজকীয় প্রতিদ্বন্দ্বী, যার অনুগামীরা

এই মুহূর্তে দেউড়িতে উপস্থিত আছে ? এবার তোমার বক্ষে এ ছুরিকা বিদ্ধ করা থেকে কে আমায় নিবৃত্ত করবে ?'

আমি শুনে ক্ষীণভাবে আমার বক্ষ ইঙ্গিত করলাম, কারণ আমি মৃত্যু কামনা করছিলাম। সটান দাঁড়ালো ক্লিওপেট্রা, তার হাতে সেই তীক্ষ্ণ ছুরিকা ঝকমক করে উঠলো। সেই ছুরিকা এবার নেমে এসে আমার বক্ষ স্পর্শ করলো।

'না,' চিৎকার করে উঠে ছুরিকা নিক্ষেপ করলো ক্লিওপেট্রা, 'তোমাকে আমি অত্যন্ত পছন্দ করি। এরকম পুরুষকে হত্যা করা দুঃখের কাজ! আমি তোমাকে তোমার জীবনদান করলাম। জীবিত থাকো, পরাজিত ফারাও! জীবিত থাকো হতভাগ্য পতিত যুবরাজ, রমণীর বুদ্ধিতে পরাজিত হার্মাচিস, আমার বিজয় গৌরব ঘোষণার জন্যই জীবিত থাকো!'

এরপর আমার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গেলো, আর আমার কানে এলো চাতকের সঙ্গীত আর সাগরের গর্জন আর তারই সঙ্গে ক্লিওপেট্রার বিজয়ের হাসির শব্দ। আমার জ্ঞান হারিয়ে যাওয়ার মুখে সেই হাসি যেন নিদ্রার জগতে আমাকে অনুসরণ করে জীবন থেকে মৃত্যুর গহ্বরে অনুসরণ করে চললো।

॥ ৮ ॥

● হার্মাচিসের জাগরণ ;
মৃত্যু অবলোকন ;
ক্লিওপেট্রার আগমন ;
আর তার প্রিয় ভাষণ ●

আবার আমি জেগে উঠলাম ; নিজের ঘরেই নিজেকে দেখতে পেলাম। উঠে বসতেই মনে হলো তাহলে স্বপ্ন দেখলাম ? স্বপ্ন ছাড়া কি হতে পারে ? এ হতে পারে না যে জেগে উঠে নিজেকে বিশ্বাসহন্তা বলে জানবো। সে সুযোগ চিরকালের মতই হাতছাড়া হয়ে গেছে! আমি ব্যর্থ হয়েছি, আর গতরাতে বৃথাই আমার মাতুলের নেতৃত্বে সকলে অপেক্ষা করেছেন। হয়তো মিশরে আবু থেকে আথু পর্যন্ত সবাই এখনও অপেক্ষা করে চলেছে বৃথাই! আর যাই হোক এ সত্য নয়! ওঃ আমি ভয়ঙ্কর এক স্বপ্ন দেখেছি! এমন স্বপ্ন দ্বিতীয়বার দেখলে যে কেউ মৃত্যুবরণ করবে। এ হয়তো ক্লান্ত মনেরই প্রতিক্রিয়া। কিন্তু স্বপ্ন হলে আমি এখানে কেন ? আমার তো অ্যালাবাস্টার হলে থাকার কথা, সেখানে চার্মিয়নের জন্য অপেক্ষা করার কথা।

আমি কোথায়? ওঃ ঈশ্বর! ওই ভয়ঙ্কর জিনিসটা কি কিছুটা মানুষের মত? যে শয্যায় আমি শায়িত তারই পদপ্রান্তে রক্তাক্ত ওটা কি?

আর্তনাদ করে উঠে আমি চমকে দাঁড়িয়েই পদাঘাত করলাম। প্রচণ্ড আঘাতে বস্তুটি গড়িয়ে গেলো। ভয়ে উন্মত্ত হয়ে আমি শুভ্র আচ্ছাদনটা সরিয়ে দিলাম। চোখের সামনে দেখতে পেলাম নগ্ন একজন পুরুষের দেহ —আর সে দেহ রোমান ক্যাপ্টেন পন্তলাসের। সেখানে সে পড়ে আছে, বুকে আমূল বিদ্ধ—আমারই সেই স্ফিংস চিহ্নিত হাতলের ছোরা! বুকে ছোরা বিদ্ধ অবস্থায় রয়েছে একখণ্ড লিপি রোমান হরফে লেখা। আমি এগিয়ে গিয়ে পাঠ করলাম। ওতে লেখা:

'অভিনন্দন হার্মাচিস! আমিই সেই রোমান পন্তলাস যাকে তুমি বশীভূত করেছিলে। এবার অনুভব করো বিশ্বাসঘাতকেরা কি সৌভাগ্যবান!'

দারুণ অসুস্থ বোধ করে ওই রক্তাক্ত মৃতদেহের কাছ থেকে পিছিয়ে এলাম—পিছিয়ে আসতে আসতে দেয়ালে ধাক্কা খেতেই ভোরের পাখির কাকলি কানে এলো। তাহলে এ স্বপ্ন নয়, আমি রিক্ত! রিক্ত!

আমার বৃদ্ধ পিতার, আমেনেমহাতের কথা মনে পড়লো। হ্যাঁ, তারই ছবি আমার মনের পর্দায় ফুটে উঠলো—সকলে যখন তার সন্তানের ব্যর্থতার, লজ্জার কথা জানাবে—তার সেই মুখচ্ছবি! আমার দেশপ্রেমিক পুরোহিত মাতুল সেপার কথাও মনে পড়লো। তিনি সেই না আসা সংকেতের জন্যই সারারাত অপেক্ষা করেছেন। আচমকা অন্য কথা মনে পড়লো আমার! ওদের কি হবে? আমিই শুধু বিশ্বাসহন্তা নই। আমাকেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কেউ? কিন্তু কে? ওই শায়িত পন্তলাস? হয়তো। পন্তলাস হলে অন্য কারা এতে জড়িত ও জানতো। গোপন তালিকা আমার কাছেই আছে। কিছু ওঃ ওসিরিস! সেগুলো আর নেই! আর মিশরের দেশপ্রেমিকদের অবস্থা পন্তলাসের মতোই। এই চিন্তাতেই আমার মন শিউরে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গেই আমি জ্ঞান হারালাম।

আমার জ্ঞান ফিরে আসতেই দীর্ঘায়িত ছায়া দেখেই বুঝলাম অপরাহ্ন। আমি উঠে দাঁড়ালাম। পন্তলাসের মৃতদেহ তখনও ওখানে পড়েছিলো, সে যেন আমাকে পাহারা দিয়ে চলেছে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে। পাগলের মতই আমি দরজার কাছে ছুটে গেলাম। দরজা বন্ধ—আমার কানে এলো রক্ষীদের পদশব্দ। তাদের বর্শার শব্দ কানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গেলো, আর উজ্জ্বল, রাজকীয় পোশাকে প্রবেশ করলো বিজয়িনী ক্লিওপেট্রা। সে

একাকীই প্রবেশ করার মুহূর্তে দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। উন্মত্তের মতো আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। সে এবার আমার মুখোমুখি দাঁড়ালো।

'অভিনন্দন, হার্মাচিস', মিষ্টি হাসির সঙ্গে বললো ক্লিওপেট্রা। 'তাহলে আমার দূত তোমাকে খুঁজে পেয়েছে!' সে পত্তলাসের মৃতদেহ ইঙ্গিত করলো। 'ফুঃ! কি কদর্য লাগছে ওকে। ওহে রক্ষী!'

দরজা খুলে দুজন সশস্ত্র রক্ষী প্রবেশ করলো।

'এইসব নিয়ে যাও', ক্লিওপেট্রা আদেশ করলো, 'এটা কাকচিলের জন্য ছুঁড়ে দিও। দাঁড়াও, ওই বিশ্বাসঘাতকের বুক থেকে ছোরাটা টেনে নাও।' রক্ষীরা ঝুঁকে পত্তলাসের বুক থেকে শুকনো রক্ত মাখা ছোরাটা টেনে তুলে পাশের টেবিলে রাখলো। তারপর মৃতদেহ টেনে নিয়ে চলে গেলো। ক্রমে তাদের পদশব্দ মিলিয়ে গেলো।

'আমার মনে হয়, হার্মাচিস, তুমি অভিশাপগ্রস্ত! ক্লিওপেট্রা বললো। 'ভাগ্যের চক্র কিভাবে ঘোরে! শুধু ওই বিশ্বাসঘাতকের জন্য! হয়তো ওর বদলে আমিই ওইভাবে পতিত থাকতাম, ওই ছুরিকাতে জড়িয়ে থাকতো আমারই বক্ষরক্ত।'

তাহলে পত্তলাসই আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

'হ্যাঁ', ক্লিওপেট্রা বলে চললো, 'তুমি গত রাতে যখন এসেছিলে আমি জানতাম তুমি আমাকে হত্যা করতে এসেছিলে। বারবার তুমি যখন পোশাকের মধ্যে হাত রাখছিলে আমি জানতাম তুমি ছোরার হাতল স্পর্শ করছিলে, আর যে কাজে তোমার আদৌ বাসনা ছিলো না তারই জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে চাইছিলে। ওঃ! সে এক উদ্দাম, অদ্ভুত মুহূর্ত! আমি অবাক হয়েই ভাবছিলাম কে জয়ী হবে—আমরা পরস্পরের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বিরুদ্ধে পরস্পরের বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে চলেছিলাম, আর চাইছিলাম শক্তির বিপক্ষে শক্তিকে লাগাতে!

'হ্যাঁ, হার্মাচিস, রক্ষীরা তোমার কক্ষের বাইরেই আছে, কিন্তু চিন্তিত হয়ো না। আমি কি জানি না কারাগারের শৃঙ্খলের চেয়েও এক অন্য বন্ধনে তোমাকে বেঁধে রেখেছি আমি, হার্মাচিস। দেখ, এই তোমার ছুরিকা' ক্লিওপেট্রা ছুরিটি আমার হাতে তুলে দিলো। 'যদি পারো আমাকে হত্যা করো।' এগিয়ে এসে পোশাক ছিঁড়ে বক্ষ উন্মুক্ত করলো ক্লিওপেট্রা।

'তুমি আমাকে হত্যা করতে পারবে না', সে বলে চললো, 'কারণ আমি জানি তোমার মত মানুষ একাজ করে বেঁচে থাকতে পারে। না, দাঁড়াও তোমার বক্ষে এ ছুরি বিদ্ধ কোরো না। ও আইসিসের ব্যর্থ পুরোহিত!

তাহলে কি তুমি ক্রুদ্ধ ওই আমেনতির অধিপতিদের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত? তোমার স্বর্গীয় মাতা কি ভাবে তোমাকে, তার সন্তানকে গ্রহণ করবেন? তাহলে কোথায় থাকবে তোমার প্রায়শ্চিত্তের স্থান?—সত্যিই যদি প্রায়শ্চিত্ত করো!'

আর আমি সহ্য করতে পারলাম না, আমার হৃদয় ভেঙে গেছে। হায়! এও সত্য যে আমি মরণেও সাহসী নই! সোফায় আছড়ে পড়ে আমি ক্রন্দনে ভেঙে পড়লাম।

কিন্তু ক্লিওপেট্রা এগিয়ে এসে আমার পাশে উপবিষ্ট হয়ে দুহাতে আমার কণ্ঠ বেষ্টন করে আমাকে সান্ত্বনা জানাতে চাইলো।

'না, প্রিয় আমার, মুখ তোলো', ও বলে উঠলো, 'তোমার সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি, আমি তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইনি। আমরা এক কঠিন ক্রীড়ায় মত্ত হয়েছিলাম, আর তোমাকে যেমন সতর্ক করে দিয়েছিলাম, আমার রমনীসুলভ যাদুতেই আমি জয়ী হয়েছি। তবু আমি তোমার সঙ্গে খোলাখুলি ব্যবহার করবো। একজন রাণী আর রমণী হিসেবেই—তোমার প্রতি আমার অনুকম্পা রইলো, তোমাকে দুঃখে লিপ্ত দেখতে চাই না। এটা যোগ্যই যে তুমি তোমার এই সিংহাসন ফিরে পেতে চাইছিলে, যে সিংহাসন আমার পুর্ব-পুরুষেরা দখল করেছিলেন। একজন আইনসম্মত রাণী হিসেবে আমিও তাই করেছি। তাই আমার অনুকম্পা তোমার জন্য রইলো। সেখানেও একজন প্রেমিকার সহানুভূতি জানাই। সব শেষ হয়ে যায় নি। পরিকল্পনাটি মূর্খের মতোই ছিলো—কারণ মিশর একা নয়—যদিও তুমি মুকুট আর দেশ দখল করতে, তাহলেও তোমাকে রোমানদের মোকাবিলা করতে হতো। আমাকে সকলে জানে না, শুনে রাখো। এদেশে এমন আর কেউ নেই যার হৃদয় প্রাচীন খেমের রাজ্যের জন্য প্রকৃতই উদ্বেলিত—না, তোমার একার নয় হার্মাচিস। এ সত্বেও আমি দারুণভাবেই শৃঙ্খলিত হয়ে আছি, শুধু যুদ্ধ, বিদ্রোহ, ঈর্ষা, ষড়যন্ত্রই আমাকে নাগপাশে আবদ্ধ করে রেখেছে, যাতে সত্য পথে দেশবাসীর সেবা না করতে পারি। কিন্তু তুমি, হার্মাচিস, আমায় পথ দেখাবে। তুমিই হবে আমার পরামর্শদাতা, আমার ভালোবাসা। ক্লিওপেট্রার হৃদয় জয় করা কি সামান্য ব্যাপার, হার্মাচিস?

সেই হৃদয় তুমি স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিলে? হ্যাঁ, তুমিই আমাকে প্রজাদের সঙ্গে আমার মিলনে সহায়ক হবে, আমরা একত্রে রাজত্ব চালাবো, প্রাচীন রাজ্য ভেঙে এক নতুন রাজত্ব গড়ে তুলবো আমরা। এই নতুনকে গ্রহণ করবো আমরা—আর এইভাবেই তুমি ফারাওর সিংহাসনে আরোহন করবে।

'দেখ, হার্মাচিস, তোমার বিশ্বাসঘাতকতার কথা যথাসম্ভব চাপা রাখা হবে। একজন রোমান দাস তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তা কি তোমার অপরাধ? যার ফলে তোমাকে ঔষধ প্রয়োগ করে তোমার গোপন কাগজপত্র নিয়ে নেওয়া হলো? এটা কি তোমার দোষ হবে যে তোমার পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর, তুমি বিশ্বস্ত থেকেও মিশরের রাণীর ভালোবাসা প্রাপ্ত হয়ে আবার নীলনদের উভয় তীরে তোমার অধিকার বিস্তার করবে? আমি কি খুব খারাপ পরামর্শদান করছি হার্মাচিস?'

আমি মাথা তুললেই এক ফালি আশার আলোক আমার অন্ধকার বুকে জেগে উঠলো, কারণ মানুষ যখন পতিত হয় সে পালক আঁকড়ে ধরে। এবার প্রথম আমি কথা বললাম।

'আর আমার সঙ্গীরা—যারা আমাকে বিশ্বাস করেছে—তাদের কি হবে?'

'হ্যাঁ', ক্লিওপেট্রা জবাব দিলো, 'আমেনেমহাত তোমার পিতা, আবুথিসের সেই বৃদ্ধ পুরোহিত, আর সেপা, তোমার মাতুল সেই অগ্নিময় দেশপ্রেমিক—।'

আমি ভাবলাম ও চার্মিয়নের নাম করবে, কিন্তু ও তা করলো না।

'এ ছাড়াও আরও অনেকে—আমি তাদের সকলকেই জানি!'

'হ্যাঁ', বললাম, 'তাদের কি হবে?'

'শোন, হার্মাচিস,' ক্লিওপেট্রা জবাব দিলো আমার হাতে হাত রেখে, 'তোমার জন্যই তাদের আমি ক্ষমা প্রদর্শন করবো। যতোটুকু করা প্রয়োজন তার বেশি কিছুই করবো না। মিশরের সমস্ত দেবতার নামে শপথ করে বলছি তোমার পিতার কেশাগ্র স্পর্শ করবো না, আর বেশি দেরী না হয়ে থাকলে তোমার মাতুল সেপা ও অন্যান্যদেরও ক্ষমা করবো। আমার পূর্ব পুরুষ এপিফেনস যেমন করেছিলেন তেমন নয়। মিশরীয়রা তার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করলে তিনি এথিনীস, পাওসিরাস, বেমুফাস আর ইরোব্যাস্টাসকে রথের সঙ্গে বেঁধে টেনে এনেছিলেন, অ্যাকিলিস যেভাবে হেক্টরকে এনেছিলো সেভাবে নয়, কারণ ওরা জীবন্ত ছিলো। আমি সকলকেই ছেড়ে দেবো, একমাত্র হিব্রুদের ছাড়া—ইহুদীদের আমি ঘৃণা করি।'

'কোন হিব্রু এর মধ্যে নেই,' আমি বললাম।

'ভালো'. ক্লিওপেট্রা জবাব দিলো. 'কারণ হিব্রুকে আমি ছাড়বো না। তাহলে কি আমি, ওরা যেমন বলে সেরকম নিষ্ঠুর স্ত্রীলোক? তোমার তালিকায়, হার্মাচিস. অনেকেরই নাম ছিলো যাদের মরতে হতো, কিন্তু আমি একমাত্র ওই রোমান দাসের জীবন নিয়েছি—সেই দুমুখো বিশ্বাসঘাতকের—কারণ সে আমার ও তোমার দুজনের সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো।

তুমি কি বিহ্বল নও, হার্মাচিস, যেভাবে আমি ক্ষমা প্রদর্শন করছি—রমণীর মন এই রকমই, তুমি আমায় খুশি করেছো, হার্মাচিস? না, দেবতার নামেই বলছি!' একটু হাসলো ক্লিওপেট্রা, 'আমার মন বদল করবো। শুধু শুধু তোমাকে এতো দেবো না, এর মূল্যও অনেক বেশি হবে—এটা হবে একটি চুম্বন, হার্মাচিস!'

'না', ওই রূপবতী কুহকিনীর কাছ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম, 'এ অত্যন্ত বেশি, আমি আর চুম্বন করছি না।'

'ভেবে দেখ,' ভ্রূকুটি করে বললো ও, 'ভেবে, বেছে নাও। আমি একজন স্ত্রীলোক, হার্মাচিস। শুনে রাখো, আমাকে ফিরিয়ে দিলে সমস্ত ক্ষমার কথাই আমি প্রত্যাহার করবো। ভেবে নাও, তোমার বৃদ্ধ পুরোহিত পিতার দ্রুত মৃত্যু একদিকে, সঙ্গে অন্যান্যদেরও, আর অন্যদিকে আমার প্রেমের ভার।'

আমি তার দিকে তাকালাম। ক্রুদ্ধা ফণিনীর মতোই মনে হচ্ছে ক্লিওপেট্রাকে—ক্রোধে ওর বুক ওঠানামা করে চলেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওকে তাই চুম্বন করলাম—সঙ্গে সঙ্গে আমার কপালে চিরকালের মতোই লজ্জা ও দসত্বের শীলমোহর এঁকে দিলাম। গ্রীক আফ্রোদিতির মতোই হাসিতে উচ্ছল হয়ে ছুরি নিয়ে ক্লিওপেট্রা কক্ষ ত্যাগ করলো।

আমি জানতাম না কতোখানি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে আমার প্রতি, বা কেন এখনও আমাকে জীবিত রাখা হয়েছে বা কেন বাঘিনী-হৃদয় ক্লিওপেট্রা দয়ার্দ্র। আমি জানতাম না সে আমাকে হত্যা করতে ভীত—কারণ ষড়যন্ত্র কতোদূর ব্যাপ্ত ওর জানা ছিলো না, আমাকে হত্যা করলে হয়তো ওর সিংহাসন টলে উঠতে পারে। আমি এও জানতাম না শুধু নীতি আর সুযোগের জন্যই সে আমাকে ক্ষমা করে বন্ধনে জড়িয়ে রাখলো। তবু এটুকু ওর হয়ে বলতে চাই—একমাত্র পত্তলাস আর একজন ছাড়া আর কাউকেই সে শাস্তি দেয়নি, সে তার কথা রেখেছে। অন্য কারও মৃত্যু হয়নি ক্লিওপেট্রার সিংহাসনের বিরুদ্ধে এ ষড়যন্ত্রের জন্য। তবে তাদের অন্য দুর্দশা ঘটেছে।

বিদায় নিল ক্লিওপেট্রা। শুধু আমার দুচোখে জেগে রইলো চরম হতাশার ব্যঞ্জনা। কারণ ঈশ্বরের সঙ্গে আমার যোগসূত্র আজ ছিন্ন, আইসিস আর তার সন্তানের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন না। শুধু অন্ধকার! অন্ধকারের মধ্যে জ্বলন্ত শুধু ক্লিপপেট্রার চাপা প্রেম। তবু দুঃখের পাত্র পূর্ণ হয়নি—আমার বুকে কাঁপছে সামান্য আশা—হয়তো বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্যই আমি ব্যর্থ। হয়তো অন্যভাবে জয় আনতে পারে।

নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে গিয়ে মানুষ হয়তো এমন চিন্তাই করে। কারণ পাপের পথ ধরেই আগমন করে অনুতাপ ও ধ্বংস, আর এটা যাদের অনুসরণ করে তাদের ধিক ! ঠিক আমাকেও, যে সর্ব পাপের সেরা পাপী !

॥ ৯ ॥

● হার্মাচিসের কারাদণ্ড ; চার্মিয়নের অনুযোগ ; হার্মাচিসের মুক্তি আর কুইন্টাস ভেলিয়াসের আগমন ●

প্রায় এগারো দিন এইভাবেই আমি আমার কক্ষে বন্দী রইলাম। একমাত্র রক্ষী আর আমার খাদ্য আনয়নকারী ক্রীতদাস ছাড়া অন্য কারো সাক্ষাৎ মিললো না। অবশ্য ক্লিওপেট্রা স্বয়ং বারবার আসা যাওয়া করতো। যদিও তার মুখ থেকে অঢেল ভালোবাসার বাণী শুনতাম, পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সে কিছুই জানতো না। বিভিন্ন অভিব্যক্তিই ওর মধ্যে ফুটে উঠতো—কখনও হাস্যমুখর, কখনওবা জ্ঞানগর্ভ। কখনও সে ভালোবাসা উজাড় করতে চাইতো নতুন রূপে। বারবার সে শোনাতো কিভাবে সে নতুন মিশর গড়ে জনসাধারণের দুর্দশা দূর করবে আর রোমান ঈগলকে ভয় পাইয়ে তাড়িয়ে দেবে। এসব কথা আমার শ্রবণ করা ছাড়া পথ ছিলো না—সে ক্রমেই কাছে এসে আমাকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলেছিলো। আমিও ওর যাদুর বশবর্তী হয়ে পড়লাম—এর থেকে আমার মুক্তি নেই। ক্রমে ক্রমে আমি আমার মনের দরজা খুলে সব পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করে দিলাম। ক্লিওপেট্রা জানালো কিভাবে সে নতুন নতুন মন্দির গড়ে তুলবে মিশরের প্রাচীন দেবদেবীর জন্য। আমার মন থেকে সবই হারিয়ে গেলো—শুধু ক্লিওপেট্রার ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই রইলো না। আমার লজ্জাই শুধু আমাকে বেষ্টন করে ওর সঙ্গেই আমাকে প্রেমের বাঁধনে জড়িয়ে রাখলো। সবই যেন এক স্বপ্ন—আমার অতীত আর বর্তমান কোথায় হারিয়ে গেলো। কারণ ক্লিওপেট্রা আমাকে জয় করেছিলো—সে আমার সম্মান কেড়ে নিয়ে শুধু লজ্জার চুম্বনে জড়িয়ে রেখেছিলো। আমি হতভাগ্য, পতিত—শুধু ওরই ক্রীতদাস !

এখনও তাকে আমার কাছে আসতে দেখছি। স্বপ্নের আবরণ ছিঁড়ে ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তার ছায়া যখন তার ভীতি ছড়াতে চায় তখনই তার রাজকীয় রূপ দেখলাম। ওষ্ঠ স্ফুরিত অবস্থায় প্রেমের দুবাহু বিস্তার করে সে এগিয়ে আসতে চাইতো। এতোদিন পরেও তাকে সেই প্রথমরূপেই যেন দেখতে পাই।

এইভাবেই সে এলো একদিন। সে জানালো ও তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিলো কারণ সিরিয়ায় অ্যান্টনীর যুদ্ধের ব্যাপারে কিছু পরামর্শ ছিলো। রাজসভার পোষাকেই এসেছিলো ও—হাতে রাজদণ্ড আর ভ্রূর উপর স্বর্ণখচিত প্রতীক। আমার সামনে উপবিষ্ট হয়ে ও হেসে চললো—ও বললো রাজসভায় সকলকে ও জানিয়ে এসেছে রোম থেকে বিশেষ এক বার্তা এসেছে। খুব মজার ব্যাপার মনে করেই বহুক্ষণ হেসে চললো ক্লিওপেট্রা। তারপর আচমকাই ভ্রূ থেকে প্রতীক খুলে নিয়ে আমার ভ্রূ'তে লাগিয়ে দিয়ে আমার হাতে গুঁজে দিলো রাজদণ্ড। পরক্ষণেই আমার সামনে ও নতজানু হয়ে অভিবাদন করলো। তারপরে হেসে ও আমার ওষ্ঠ চুম্বন করে বললো আমিই ওর রাজা। আমার আবুথিসের অভিষেকের আর সেই গোলাপ মালার কথা মনে পড়তেই আমি ফ্যাকাশে হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। আজও তা আমাকে তাড়া করে ফেরে। দ্রুত সবই আমি সরিয়ে দিয়ে বলে উঠলাম ও কিভাবে আমাকে ওর পোষা পাখির মত তামাশা করতে চাইছে। আমার মুখভাবে এমন কিছু ছিলো যাতে ও চমকে গেলো।

'না, হার্মাচিস,' ক্লিওপেট্রা বললো, 'ক্রুদ্ধ হয়ো না! কিভাবে জানলে আমি তামাশা করছি? কি করে জানলে সত্যিই তুমি ফারাও হবে না?'

'কি বলতে চাও?' আমি বললাম। 'তুমি কি তাহলে বিয়ে করতে প্রস্তুত? এছাড়া কিভাবে আমি ফারাও হতে পারি?'

মুখ নিচু করলো ক্লিওপেট্রা। 'হয়তো তোমায় বিবাহ করতে পারি, প্রিয় আমার,' নম্রকণ্ঠে জানালো সে। 'শোন, এখানে এই বন্দীশালায় তুমি ফ্যাকাশে, কৃশ হয়ে চলেছো। আমি ক্রীতদাসদের কাছে শুনেছি তুমি ঠিক মতো আহার করো না। তোমাকে এখানে রেখেছি, তোমার মঙ্গলের জন্যই হার্মাচিস, তুমি আমার এতো আদরের। এইজন্যই তোমার বন্দীত্ব প্রয়োজন। কিন্তু তোমার সঙ্গে এখানে আর সাক্ষাৎ সম্ভব নয়! তাই আগামীকাল তোমাকে মুক্ত করে দেবো আর তোমার সুনাম রক্ষা করবো এবং রাজসভায় আবার তোমাকে আমার জ্যোতিষী হিসেবে দেখা যাবে। আমি এই কারণ দেখাবো যে তুমি তোমার কোন অপরাধ নেই প্রমাণ করেছো, তাছাড়া তোমার যুদ্ধের সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তবুও তোমাকে এ সম্বন্ধে ধন্যবাদ দেবো না কারণ নিজের সুবিধার জন্যই ওই ভবিষ্যৎবাণী তুমি করেছো। এখন বিদায়, আমাকে রাজদূতেদের কাছে ফিরতে হবে। রাগ কোরো না। হার্মাচিস, কে বলতে পারে তোমার আমার মধ্যে কি ঘটতে চলেছে?'

মাথা উঁচু করে ক্লিওপেট্রা বিদায় নিতেই আমি ভাবলাম ওর মনে

খোলাখুলি ভাবেই আমাকে বিবাহের কথা জেগেছে। এটুকু বুঝলাম আমাকে ভালো না বাসলেও অন্ততঃ আমি তার প্রিয়, আমার সম্বন্ধে সে ক্লান্ত হয়নি।

পরদিন ক্লিওপেট্রা এলো না, বরং এলো চার্মিয়ন—চার্মিয়ন, যাকে আমি সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির পর দেখিনি। সামনে এসে ফ্যাকাশে মুখে নত দৃষ্টিতে সে দাঁড়ালো। তার প্রথম কথাগুলো অত্যন্ত তিক্ততা মেশানো।

'ক্ষমা কোরো', নম্র কণ্ঠেই ও বললো, 'ক্লিওপেট্রার বদলে আমি আসার সাহস করলাম। তোমার আনন্দের দেরি হবে না, কারণ সে একটু পরেই আসছে।'

ওর কথায় আমি কুঁকড়ে যেতেই ও সেই সুযোগ গ্রহণ করলো।

'আমি এসেছি, হার্মাচিস—আর রাজকীয় আদৌ নয়!—আমি জানাতে এসেছি তুমি মুক্ত হয়ে নিজের কলঙ্কের প্রকাশ তোমাকে যারা বিশ্বাস করেছে তাদের চোখেই দেখে নিও—যেমন জলের বুকে প্রতিবিম্ব জাগে। আমি তোমাকে জানাতে এসেছি বিরাট ওই পরিকল্পনা—বিশ বছর ব্যাপী পরিকল্পনাটি—সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে গেছে। কাউকে হত্যা করা হয়নি অবশ্যই, শুধু সেপা অদৃশ্য। বাকি সব শেতাদের শিকলে আবদ্ধ রাখা হয়েছে বা দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। ঝড় ওঠার আগে তার গতি স্তব্ধ, সব আশাই নির্মূল! আর কোনদিনই সে লড়াই করবে না—এখন থেকে সে তার অত্যাচারী শাসকের কাছে নতজানুই হয়ে থাকবে।'

আমি আর্তনাদ করতে চাইলাম। 'হায়! আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে!' বলে উঠলাম। 'পত্তলাস আমাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে!'

'তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? না, তুমি নিজেই বিশ্বাসঘাতক! এটা কি রকম যে ক্লিওপেট্রার সঙ্গে একাকী থেকেও তাকে হত্যা করোনি? বলো, পতিত!'

'সে আমাকে ঔষধ প্রয়োগ করেছিলো,' আমি আবার বললাম।

'ও হার্মাচিস!' সেই নির্মম মেয়েটি বলে চললো, 'আমার পরিচিত সেই যুবরাজ থেকে তুমি কতোখানি নিচে পতিত হয়েছে!—তুমি মিথ্যা বলতেও বিচলিত নও! হ্যাঁ, তোমাকে ওষুধ দেওয়া হয়েছিলো—ভালোবাসার ওষুধ! হ্যাঁ, তুমি মিশরকে এক রমণীর চুম্বনের বদলে বিক্রী করেছো! ধিক্ তোমাকে! পতিত, ব্যর্থ! ক্ষমতা থাকে একথা অস্বীকার করো। যাও, ক্লিওপেট্রার পদতলে পতিত হয়ে তার পাদুকা চুম্বন করো—যতক্ষণ না সে তোমাকে তার পদধূলিতে সিঞ্চন করে। যাও, সঙ্কুচিত হও!'

তীব্র ওই ভাষার কষাঘাতে আর ঘৃণায় আমার জবাবের কিছু খুঁজে পেলাম না।

'এটা কি রকম', শেষ পর্যন্ত ভারি কণ্ঠে বললাম, 'তুমি এসে আমাকে ব্যঙ্গ করতে চাইছো, তুমি, যে একদিন আমাকে ভালোবাসতে বলেছো? স্ত্রীলোক হয়ে মরনশীল মানুষের প্রতি তোমার কোন মমতা নেই?'

'আমার নাম তালিকায় ছিলো না;' ওর গাঢ় চোখ নিচু করে ও বললো। 'আঃ একদিন তোমাকে ভালোবেসেছি, সত্যিই কি তা মনে রেখেছো?—যাতে তোমার পতন অনুভব করবো? তুমিও কি তাহলে কোন মূর্খ? সবেমাত্র ওই রঙ্গিনীর বাহু-বন্ধন ছেড়ে এসে তুমি আমার কাছে সান্ত্বনার জন্য এসেছো?—এতো লোক থাকতে আমার কাছে?'

'কি করে জানবো,' আমি বললাম, 'যে তোমার ঈর্ষার ক্রোধে তুমি আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করোনি? চার্মিয়ন, বহু আগেই সেপা তোমার সম্বন্ধে আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন! আর সত্য বলতে হলে আমার ধারণা—।'

'বিশ্বাসহন্তার মতোই কথা,' লাল হয়ে বললো চার্মিয়ন। 'আমরা একই পরিবারের কেউ, আশ্চর্য! না। আমি তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। এটা ওই শয়তান, পত্তলাস। শেষ পর্যন্ত ও ভয় পায়। এসব কথা আমি এখানে শুনবো না! হার্মাচিস! ক্লিওপেট্রা বলে পাঠিয়েছেন তুমি মুক্ত আর তোমার জন্য তিনি অ্যালাবাণ্টার কক্ষে অপেক্ষা করেছেন!' বলেই তীব্র দৃষ্টিপাত করে সে বিদায় নিলো।

অতএব আবার আমি রাজসভায় যাতায়াত সুরু করলাম—অবশ্যই মাঝে মাঝে। কারণ আমার ভয় ছিলো সকলেই বুঝি আমার দিকে তাকিয়ে আছে, আমার কাহিনী সবাই জেনে ফেলেছে। কিন্তু কিছুই দেখলাম না—কারণ ষড়যন্ত্রের কথা যারা জানতো তারা পলাতক আর চার্মিয়ন নিজের স্বার্থেই কিছু বলেনি। ক্লিওপেট্রাও জানিয়েছিলো আমি নিরপরাধ। তবুও আমার অপরাধ আমার বুকে চেপে বসলো—আমার মুখের সৌন্দর্যও বিলুপ্ত। সারাক্ষণ আমাকে নজরেও রাখা হয়েছিলো, কারণ প্রাসাদের বাগানের বাইরে যাওয়ার উপায় ছিলো না।

অবশেষে একদিন এলো যেদিন সেই মেকি রোমান নাইট কুইণ্টাস ডেলিয়াস এসে হাজির হলো। সে শাসকত্রয়ের একজন মার্কাস অ্যাণ্টোনিয়াসের কাছ থেকে ক্লিওপেট্রার জন্য চিঠি এনেছিলো। অ্যাণ্টোনিয়াস ফিলিপ্পিতে সবেমাত্র

জয়ী হয়ে এশিয়ার পদানত রাজন্যবর্গের কাছ থেকে স্বর্ণ আহরণে ব্যস্ত ছিলো—সে স্বর্ণ তার সেনাবাহিনীকে সন্তুষ্ট করার জন্য।

সেদিনের কথা মনে পড়ছে আমার। ক্লিওপেট্রা তার রাজকীয় সজ্জায় রাজকর্মচারী পরিবৃত হয়ে রাজসভায় তার স্বর্ণখচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট, আমিও সেখানে ছিলাম। ইতিমধ্যে অ্যান্টনীর দূতের আগমণ বার্তা ঘোষিত হলো। বিশাল দরজাগুলি উন্মুক্ত করা হতেই বাদ্যধ্বনি আর গ্যালিক রমণীদের অভিবাদনের মধ্য দিয়ে সেই রোমান সোনালী যুদ্ধের পোশাকে তার সহকারী পরিবৃত অবস্থায় প্রবেশ করলো। লোকটির মুখ মিষ্টত্বমাখা হলেও কিছুটা কৃত্রিম। সে একটু চমকিত হয়েই সিংহাসনে উপবিষ্ট ক্লিওপেট্রার দিকে তাকালো। পরিচয় শেষ হতেই ক্লিওপেট্রা লাতিন ভাষায় কথা বলে চললো।

'অভিনন্দন গ্রহণ করুন, মহান, ডেলিয়াস, বীর অ্যান্টনীর সহযোগীবৃন্দ, যার ছায়া পৃথিবী পার হয়ে মঙ্গলেও পেঁাছেছে—এই নগণ্য শান্ত আলেকজান্দ্রিয়ায় আপনারা স্বাগতম। আপনাদের আগমনের কারণ বর্ণনা করুন।'

তবুও কৌশলী ডেলিয়াস কোন জবাব না দিয়ে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

'আপনার অসুবিধা হচ্ছে, মহান ডেলিয়াস, তাই কথা বলছেন না?' ক্লিওপেট্রাও প্রশ্ন করলো। 'এশিয়ায় খুব বেশি ভ্রমণ করায় রোমান ভাষা বিস্মৃত হয়েছেন? যে কোন ভাষাতেই আমরা কথা বলতে পারি।'

শেষ পর্যন্ত বাক্যস্ফূর্তি হলো ডেলিয়াসের: 'ওঃ আমাকে মার্জনা করুন, অপরূপা রাণী। যদি বাক্যস্ফূর্তি হয়ে থাকে আপনার মহান সৌন্দর্যের জন্যই। মৃত্যু যেমন মানব জিহ্বা স্তব্ধ করে তেমনই আপনার সৌন্দর্য মধ্যাহ্নে সূর্যের তেজের মতো আমাকে বাক্যহীন করেছে—আমি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।'

'সত্য, মহান ডেলিয়াস,' ক্লিওপেট্রা জবাব দিলো, 'সাইলিসিয়ায় বেশ চাটুকারিতা শিক্ষা দেওয়া হয়।'

'আলেকজান্দ্রিয়ায় কি বলা হয়,' রোমান বীর জবাব দিলো। 'চাটুকারিতার নিঃশ্বাস মেঘের রাশিকেও স্থানচ্যুত করতে পারে না। তাই না? এবার কাজের কথা। রাজকীয় মিশরে, এই সেই মহান অ্যান্টনীর সীলমোহরাঙ্কিত পত্র। আপনি অনুমতি দিলে আমি সকলের সামনে পাঠ করতে পারি।'

'সীল উন্মুক্ত করে পাঠ করুন', ক্লিওপেট্রা জবাব দিলো।

মাথা নুইয়ে ডেলিয়াস সীল ভঙ্গ করে পাঠ সুরু করলো:

'শাসকত্রয়ের প্রতিনিধি মার্কাস অ্যান্টোনিয়াসের এই পত্র উত্তর ও দক্ষিণের মিশরের অধিশ্বরী ক্লিওপেট্রার প্রতি অভিনন্দনসহ লিখিত। এটা আমাদের

নজরে আনীত হয়েছে যে আপনি, ক্লিওপেট্রা, আপনার দেওয়া শর্ত ও কর্তব্য ভঙ্গ করে, আপনার কর্মচারী অ্যালোনিয়াস, ও সাইপ্রাসের শাসক সেরাপিয়নের সাহায্যে খুনী বিদ্রোহী কেসিয়াসকে মহান শাসকত্রয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র সাহায্য করেছেন। আমাদের গোচরে এসেছে শীঘ্রই আপনি বিশাল রণপোতসহ স্বয়ং তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। আমরা আদেশ করছি অবিলম্বে আপনি স্বয়ং সাইলিসিয়ায় যাত্রা করবেন মহান অ্যাণ্টনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এবং স্বয়ং এই অভিযোগ খণ্ডন করবেন। আমরা আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি এই আদেশ অগ্রাহ্য করলে তা হবে আপনার পক্ষে ধ্বংসের কারণ। বিদায়।'

ক্লিওপেট্রার চোখ ধক করে জ্বলে উঠলো এই অবমাননাকর আদেশ শুনে। দেখলাম সে সিংহাসনের হাতল মুঠো করে চেপে ধরেছে।

'আমরা চাটুকারিতা দেখলাম', সে বললো, 'আর এখন, পাছে বিব্রত হই তাই সঙ্গে পেলাম এর প্রতিষেধক। শুনুন ডেলিয়াস, ওই পত্রের সমস্ত অভিযোগই মিথ্যা, এর কোনই সাক্ষ্য নেই। কিন্তু এখনই বা আপনার কাছে আমাদের রাজনীতি বা নীতি ব্যাখ্যা করছি না। রাজধানী ছেড়ে আমি সাইলিসিয়াতেও যাত্রা করবো না, আর সেখানে গিয়ে মহান অ্যাণ্টনীর কাছে সাধারণ মানুষের মতো অপরাধীও স্বীকার করছি না। অ্যাণ্টনী যদি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছুক হ'ন তাহলে সমুদ্রও বিরাট আর তার অভ্যর্থনাও রাজকীয় হবে। তাকে আসতে বলুন। আপনার কাছে আর ত্রিশক্তির প্রতি এই আমার উত্তর, ও ডেলিয়াস!'

জবাবে ডেলিয়াস হেসে বললো, 'রাজকীয় মিশর, আপনি মহান অ্যাণ্টনীকে চেনেন না। তিনি কাগজে খুবই দৃঢ়চিত্ত অথচ তার চিন্তাধারা বর্শা ফলকের মতো মানুষের রক্ত রঞ্জিত। কিন্তু সম্মুখীন হলে দেখবেন পৃথিবীর মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা নম্র যোদ্ধা। অবহিত হোন, ও মিশর! এবং আসুন। এ ধরনের ক্রুদ্ধ বাক্যের সাহায্যে আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না, কারণ সত্যই অ্যাণ্টনীকে আলেকজান্দ্রিয়ায় টেনে আনলে সেটা নীলনদের জনগণ আর আপনার পক্ষে ক্ষতিকরই হয়ে উঠবে। কারণ তাহলে তিনি আসবেন যোদ্ধার সাজে। সঙ্গে আমিও আসবো, যারা শক্তিধর রোমের বিরোধিতা করতে পারে তাদেরই মুখোমুখি হতে। তাই অনুরোধ উপহার সহ সর্বোত্তম মানে আপনার সৌন্দর্য নিয়ে আপনি সাইলিসিয়ায় আমগন করুন আর মহান অ্যাণ্টনীর কাছ থেকে আপনার ভয় নেই।' ডেলিয়াস চুপ করে ক্লিওপেট্রার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেই আমার শরীরে রক্ত টগবগ করে উঠলো।

ক্লিওপেট্রাও বুঝে নিলো, কারণ তাকে চিবুকে হাত রেখে চিন্তিত হতে

দেখলাম। চতুর ডেলিয়াস তাকে লক্ষ্য করে চলেছিলো। চার্মিয়নও অপেক্ষাকৃত অবস্থায় সবকিছু অনুভব করতে সক্ষম হলো।

শেষ পর্যন্ত কথা বললো ক্লিওপেট্রা। 'এটি বৃহৎ ব্যাপার!' সে বসে বললো, 'অতএব মহান ডেলিয়াস, আমাদের মতামত জানানোর জন্য সময় প্রয়োজন। আপনি এখানে বিশ্রাম করুন। দশদিনের মধ্যে আপনার জবাব পাবেন।'

একটু চিন্তার পর ডেলিয়াস হেসে জবাব দিলো, 'বেশ ভালো কথা, ও মিশর! দশদিন পরেই একাদশ দিবসে আমরা উত্তর নিয়ে মহান অ্যান্টনীর সঙ্গে মিলিত হতে যাবো।'

ক্লিওপেট্রার সংকেতের পর আবার বাদ্যধ্বনি হতেই সে মাথা নুইয়ে বিদায় নিলো।

॥ ১০ ॥

● ক্লিওপেট্রার অস্থিরতা;
হার্মাচিসের প্রতি তাঁর শপথ;
মিশরের গহ্বরে প্রোথিত
সম্পদ সম্পর্কে ক্লিওপেট্রাকে
হার্মাচিসের বার্তা ●

ওই রাত্রিতেই ক্লিওপেট্রা আমাকে তার ব্যক্তিগত কক্ষে আহ্বান জানালো। আমি উপস্থিত হয়ে তাকে অত্যন্ত অস্থির দেখতে পেলাম যা আগে কখনও দেখিনি। সে একাকী শৃঙ্খলাবদ্ধ সিংহীর মতোই ঘরে পদচারণা করে চলেছিলো। তার কপালে ঘনায়মান হতে চাইছিলো সাগরের ঢেউয়ের মতো চিন্তারাশি।

'ও, তুমি এসেছো, হার্মাচিস,' আমার হাত ধরে বললো ক্লিওপেট্রা। 'আমাকে এবার উপদেশ দাও—এমনভাবে কোনদিনই আমার পরামর্শের প্রয়োজন হয়নি। ওঃ দেবতারা আমাকে কি অবস্থাতেই ফেলেছেন। শৈশবের দিন থেকেই শান্তি কাকে বলে বুঝিনি, মনে হচ্ছে কোনদিনই জানবো না। তোমার ছুরিকার আঘাত থেকে আমি রক্ষা পেয়েছি হার্মাচিস। কিন্তু পিছনে আমাকে আক্রমণ করেছে এই বিপদ। ওই ব্যাঘ্রসুলভ ভঙ্গী লক্ষ্য করেছো? আমি ওকে ফাঁদে ফেলতে চাই! কি নম্রভাবে ও বলেছে—মার্জারের মতো ভঙ্গী করলেও আড়ালে ব্যাঘ্রের নখর বিস্তার করতে চায় সে। চিঠির ভাষণ

তুমি শুনেছো ? কি কদর্য ওর অর্থ। আমি এই অ্যাণ্টনীকে চিনি। ছোট বেলায় বয়োসন্ধির সময় ওকে আমি দেখেছিলাম—আমার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, তাই ওকে আমি বুঝেছিলাম। অর্ধেক হারকিউলিস, অর্ধেক মূর্খ, যদিও ওর মধ্যে কিছুটা প্রতিভাও আছে। ওকে যে সন্তুষ্ট করে তার কাছে ও গ্রহণীয়। বন্ধুদের কাছে সে দয়ার্দ্র অথচ রমণীর কাছে ক্রীতদাস। এই হলো অ্যাণ্টনী। এ ধরনের কোন মানুষের সঙ্গে, যাকে ভাগ্য এমন সুযোগ দিয়েছে, কিভাবে আচরণ করতে হয় তা আমার জানা ?'

'অ্যাণ্টনী একজন মানুষ মাত্র', আমি বললাম, 'যার বহু শত্রু আছে, আর মানুষ হওয়ার ফলে তাকে সিংহাসনচ্যুত করা যায়।'

'হ্যাঁ, তাকে তা করা যায়, তবে সে ত্রিশক্তির একজন, হার্মাচিস। কেসিয়াস, সব মূর্খেরা যেখানে যায় সেখানে যাওয়ায় রোম একটি হাইড্রার মাথা কেটে ফেলেছে। কিন্তু একটি কাটো, সেখানে তার জায়গায় জেগে উঠবে আরও একটি। সেখানে রয়েছে লেপিডাস আর তার সঙ্গে তরুণ অক্টোভিয়ানাম —যার শীতল চোখ বিজয়ীর ভঙ্গীতে নিহত অপদার্থ লেপিডাস, অ্যাণ্টনী আর ক্লিওপেট্রাকে অবলোকন করতে পারে। আমি যদি সাইলিসিয়ায় না যাই, লক্ষ্য কোরো ! অ্যাণ্টনী এই পার্থিয়ানদের সঙ্গে চুক্তি করবে আর শেষ অবধি সর্ব শক্তিতে মিশরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তখন কি হবে ?'

'কি হবে ? কেন, তখন আমরা তাকে রোমে ফেরত পাঠিয়ে দেবো।'

'আঃ ! তুমি একথা বলছো, হার্মাচিস কিন্তু যদি বারোদিন আগে আমরা যে খেলায় মত্ত হয়েছিলাম তাতে তুমি জিতলে ফারাও হয়ে হয়তো এ কাজ করতে সক্ষম হতে, কারণ মিশরের সকলে তোমার সিংহাসনের চারপাশে উপস্থিত হতো। কিন্তু মিশর আমাকে বা আমার গ্রীক রক্তকে ভালোবাসে না, তাছাড়া তোমার ওই পরিকল্পনা আমি ধ্বংস করেছি। এইসব মানুষ আমার বিপদে ত্রাণের জন্য আসবে ? মিশর যদি আমার পক্ষে থাকতো, তাহলে সহজেই আমি রোমের মুখোমুখি হতে পারতাম। কিন্তু মিশর আমাকে ঘৃণা করে তাই তাদের কাছে রোম বা গ্রীকের শাসন দুইই সমতুল্য। তবুও আমি আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হতাম যদি উপযুক্ত স্বর্ণ আমার থাকতো কারণ অর্থের বিনিময়েই সৈন্যদের যুদ্ধে নিয়োজিত করা সম্ভব। কিন্তু তা আমার নেই—কোষাগার শূন্য, যদিও সামান্য সম্পদ রয়েছে তবু ঋণ আমায় ভাবিয়ে তুলেছে। এই যুদ্ধ আমাকে নিঃশেষ করেছে—কোন পথ পাচ্ছি না। হার্মাচিস, তুমি তো বংশ পরম্পরায় পিরামিডের পুরোহিত', সে এগিয়ে এসে

আমার চোখের দিকে তাকালো। 'হয়তো দীর্ঘকালের ওই জনশ্রুতি মিথ্যা নয়, তুমি কি বলতে পারবে কিভাবে সেই স্বর্ণ স্পর্শ করে তোমার এ দেশকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি, আর পারি অ্যান্টনীর হাত থেকে তোমার প্রেমকে রক্ষা করতে? বলো, তাই নয় কি?'

একটু চিন্তা করে বললাম, 'এ কাহিনী সত্য হলে, আর আমি সেই শক্তিমান প্রাচীন ফারাওদের সঞ্চিত থেমের প্রয়োজনে রক্ষিত বিপুল সম্পদ খুঁজে পেলে কিভাবে জানাবো তুমি তা ওই শুভ উদ্দেশ্যে ব্যয় করবে?'

'তাহলে কি এমন সম্পদ রয়েছে?' অদ্ভুত ভঙ্গীতে ক্লিওপেট্রা প্রশ্ন করলো, 'না, আমাকে ব্যর্থ কোরো না, হার্মাচিস, কারণ এমন মুহূর্তে ওই স্বর্ণ মরুভূমির বুকে জলের দৃশ্যই।'

'আমার বিশ্বাস', আমি বললাম, 'এ ধরণের সম্পদ আছে, যদিও আমি নিজে কখনও দেখিনি। তবে আমি এটা জানি যেখানে সে সম্পদ রাখা হয় সেখানে তাই যদি এখনও থাকে, তা থাকবে, কারণ কথিত আছে যাদের সে সম্পদ দেখানো হয় সেই ফারাওরা অতি প্রয়োজনেও তা স্পর্শ করেন নি। কারণ বদ উদ্দেশ্যে ওই সম্পদ স্পর্শ করলে তার উপর অভিশাপ নেমে আসবে।'

'অতএব', ক্লিওপেট্রা বললো, 'তারা কাপুরুষ বা তাদের প্রয়োজন তেমন ছিলো না। তাহলে আমাকে সে সম্পদ দেখাবে হার্মাচিস?'

'হয়তো', আমি জবাব দিলাম, 'সেটি ওখানে থাকলে তবেই, আর তা দেখাবো তুমি যে শপথ করেছো ওই সম্পদ রোমান অ্যান্টনীর হাত থেকে মিশরকে আর তার জনগনকে রক্ষা করবে তাই করলে।'

'আমি শপথ করছি!' কাতরভাবে বললো ও। 'ওঃ, থেমের প্রতিটি দেবতার নামে শপথ করছি, তুমি ওই সম্পদ আমাকে দেখালে আমি অ্যান্টনীকে অগ্রাহ্য করবো আর ডেলিয়াসকে মাইলিসিয়ায় আরও তীব্র ভাষা প্রয়োগ করেই ফেরত পাঠাবো। হ্যাঁ, এর চেয়েও বেশি করবো, হার্মাচিস; যতো শীঘ্র সম্ভব, তোমাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করবো সকলের সামনে আর তুমিই তোমার পরিকল্পনায় রোমান ঈগলকে বিতাড়িত করবে।'

ওর আন্তরিকতা দেখে আমি ক্লিওপেট্রাকে বিশ্বাস করলাম, আর তখনই যেন সুখী হয়ে ভাবলাম সব শেষ হয়ে যায়নি, আর ক্লিওপেট্রার সাহায্যে, যাকে আমি উন্মত্তের মতোই ভালোবাসি, আমি হয়তো আমার স্থান খুঁজে পেয়ে আবার ক্ষমতা ফিরে পাবো।

'শপথ করো, ক্লিওপেট্রা!' আমি বললাম।

'আমি শপথ করছি, প্রিয়! আর এইভাবেই তাতে শীলমোহর করছি',

সে নিচু হয়ে আমার কপালে চুম্বন করলো। আর আমিও তাকে চুম্বন করলাম। তারপর আমরা আলোচনা করতে লাগলাম বিয়ের পর কি করবো আর রোমানদের কিভাবে বিতাড়িত করবো।

আর এইভাবেই আমি আবার প্রতারিত হলাম। যদিও আমার বিশ্বাস যে চার্মিয়নের ঈর্ষাপূর্ণ ক্রোধ না থাকলে—যা একটু পরেই দেখা যাবে, যাতে সে অনবরত নতুন নতুন লজ্জাস্কর কাজে নিয়োজিত থাকবে—ক্লিওপেট্রা আমাকে বিবাহ করে রোমানদের সংস্পর্শ ত্যাগ করতো। আর বাস্তবিক তাই হলে সেটি তার এবং মিশরের পক্ষে মঙ্গলজনক হতে পারতো।

গভীর রাত্রি অবধি আমরা বসে রইলাম আর আমি ক্রমে ক্রমে ক্লিওপেট্রার কাছে লুকানো সেই বিশাল সম্পদের কাহিনী বিবৃত করে চললাম। তখনই ঠিক হলো পরদিন আমরা যাত্রা করবো আর আজ থেকে দ্বিতীয় রাত্রিতে অনুসন্ধান সুরু করবো। অতএব, গোপনে পরদিন একটি নৌকা তৈরি রাখা হলো আর ক্লিওপেট্রা ওড়না ঢাকা অবস্থায় একজন মিশরীয় রমণীর মতো হোরেমখুর মন্দিরে তীর্থ যাত্রার উদ্দেশ্যে তাতে উঠলো। আমিও উঠলাম একজন তীর্থযাত্রী সেজে। আমাদের সঙ্গে রইলো দশজন অতিবিশ্বস্ত দাস নাবিকের ছদ্মবেশে। কিন্তু চার্মিয়ন আমাদের সঙ্গে রইলো না। নীলনদের মোহনা থেকে বাতাসে ভর রেখে আমরা যাত্রা করলাম আর রাত্রিতে চাঁদের আলোয় মধ্যরাত্রিতে সাইসে উপস্থিত হলাম। প্রত্যুষে আবার নৌকা ভাসলো। সারাদিন দ্রুতবেগেই ভেসে চললাম আমরা, শেষ পর্যন্ত সূর্যাস্তের পর তৃতীয় প্রহরে আমরা ব্যাবিলনের আলোকমালা দর্শন করলাম। এখানেই নদীর অপর তীরে আমাদের নৌকা নিরাপদে শরবনে নোঙর করলাম।

এবার পায়ে হেঁটে গোপনে আমরা পিরামিডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। জায়গাটি দুই লীগ দূরে। ক্লিওপেট্রা, আমি আর একজন বিশ্বস্ত খোজাই যাত্রা করলাম, অন্যান্যদের নৌকাতেই রেখে গেলাম। ক্লিওপেট্রার জন্য মাঠের বুকে চরে বেড়ানো একটা গাধা ধরলাম—সে তার পিঠে উঠে বসলো। আমার পরিচিত পথ ধরে আমরা এগিয়ে চললাম গাধাকে ধরে নিয়ে, পিছনে সেই খোজা। প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের চোখে পড়লো বিশাল পিরামিড —চন্দ্রালোকিত দিগন্তে জেগে রয়েছে আর আমাদের নির্বাক করে দিতে চাইছে। সম্পূর্ণ নীরবে আমরা এগিয়ে চললাম সেই মৃতের পুরী অতিক্রম করে, কারণ আমাদের চতুর্দিকে ছড়ানো শান্ত সমাধিমঞ্চ, শেষ পর্যন্ত আমরা পেঁাছে গেলাম পাথুরে জমিতে। আমরা এবার দাঁড়ালাম খুফুখুটের বিশাল ছায়ায়, খুফুর জাঁকজমকপূর্ণ সিংহাসনের ছায়ায়।

'সত্য কথা', ফিসফিস করলো ক্লিওপেট্রা। মর্মর, উদ্ভাসিত ঢাল লক্ষ্য করে সে বলে উঠলো। সব যেন লক্ষ্য রহস্যময়তা নিয়ে জেগে উঠেছিলো। 'সত্যই সেকালে দেবতারা খেমে রাজত্ব করেছেন, মানুষেরা নয়। এই স্থানটি মৃত্যুর মতোই নিথর—মানুষের কাছ থেকে অনেক অনেক দূরে। এখানেই আমরা প্রবেশ করবো?'

'না', জবাব দিলাম, 'এখানে নয়। এগিয়ে চলো।'

হাজার সমাধির মধ্য দিয়ে আমি পথ দেখিয়ে চললাম যতক্ষণ না বিখ্যাত উরের ছায়ায় এসে তার আকাশ ছোঁয়া রক্তরাঙা বিশালত্বের দিকে তাকালাম।

'এখানেই প্রবেশ করতে হবে?' আবার ফিসফিস করলো ক্লিওপেট্রা।

'না। আরও এগোতে হবে।'

আরও সমাধি অতিক্রম করে চললাম আমরা। শেষ অবধি হাড়ে'র তৃতীয় পিরামিডের সামনে দাঁড়ালাম। ক্লিওপেট্রা এর মসৃণ সৌন্দর্য মুগ্ধ হয়ে গেলো। হাজার হাজার বছর ধরে এটি চাঁদের আলোয় স্নান করেছে। এটি সব পিরামিডের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

'এখানেই প্রবেশ করবো?' ও প্রশ্ন করলো।

আমি জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ, এখানেই।'

আমরা স্বর্গীয় মেনকাউ-রার, অসিরিস'র অর্চনার স্থান ঘুরে গেলাম যতক্ষণ না উত্তরদিকে পৌঁছলাম। এখানে মধ্যাংশে খোদাই রয়েছে ফারাও মেনকাউ-রা'র নাম, যিনি তার সমাধি হিসেবে তৈরি করেছিলেন এই পিরামিড আর সেখানেই জমা রেখেছিলেন খেমের প্রয়োজনে সমস্ত সম্পদ।

'সম্পদ যদি এখনও থাকে', আমি ক্লিওপেট্রাকে বললাম, 'যা আমার অতীত পূর্ব-পুরুষদের সময় থেকে ছিলো, যিনি আগে এই পিরামিডের পুরোহিত ছিলেন, তাহলে সে তোমার সামনে প্রোথিত আছে, ক্লিওপেট্রা—আর তা পরিশ্রম, বিপদ আর মনের ভীতি ছাড়া আয়ত্ত করা যাবে না। তুমি কি ভিতরে প্রবেশ করতে প্রস্তুত—কারণ তোমাকেই প্রবেশ করে বিচার করতে হবে, তাই না?'

'ওই খোজার সঙ্গে তুমি ঢুকে ওগুলো আনতে পারো না, হার্মাচিস?' সাহস উবে যাওয়ার ফলে ক্লিওপেট্রা বললো।

'না, ক্লিওপেট্রা', আমি বললাম। 'এমন কি তোমার জন্য বা মিশরের মঙ্গলের জন্যও তা করবো না, কারণ এ হলো সবার চেয়ে বড় পাপ। তবে একাজ করা আমার পক্ষে আইনসম্মত। কেননা বংশ পরম্পরায় এ রহস্য জেনে খেমের বর্তমান শাসকের কাছে আমি একাজের কারণ নির্দেশ করতে

পারি। প্রয়োজনের তাগিদে মাত্র তিনজন রাজা এখানে প্রবেশের সাহস দেখিয়েছেন। তারা ছিলেন রাণী হাত সেপসু, তার ঐশ্বরিক ভ্রাতা তাহ-তাইমস মেন-খেপার-রা, আর ঐশ্বরিক রামেসেস সাই—আমেন। কিন্তু ওই তিনজনের কেউই ওই ঐশ্বর্য স্পর্শের সাহস করেন নি, পাছে তাদের শিরে অভিশাপ নেমে আসে ভেবে তারা স্থান ত্যাগ করেন।'

একটু ভাবলো ক্লিওপেট্রা, যেন ভয় জয় করতে চাইলো সে।

'বেশ, নিজের চোখেই অন্ততঃ দেখবো', সে বললো।

'ভালো কথা', আমি বললাম। তারপর খোজা আর আমি পাথর সরাতে সুরু করলাম পিরামিডের পাশে এক জায়গায়। একটু উঠে পাতার মতো আকৃতির এক গোপন চিহ্ন খুঁজতে লাগলাম। একটু কষ্টের পরে তা খুঁজে পেলাম। ওটা খুঁজে পেয়েই বিশেষ কৌশলে মৃদু চাপ দিলাম। এতো বছর পরেও পাথর ঘুরে গেলো আর একজন মানুষ ঢোকার মত ফোকর সৃষ্টি হলো। ফোকর খোলার ঠিক মুখেই বিরাটাকৃতি শ্বেত বর্ণের এক বাদুড় যেন বহুদিন আগেকারই, এরকম বিশাল প্রায় বাজপাখির আকারের বাদুড় আমি কখনও দেখিনি, কিছুক্ষণ ক্লিওপেট্রার মাথার উপর পাক খেয়ে চাঁদের আলোয় কোথায় মিলিয়ে গেলো।

ক্লিওপেট্রা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো আর সেই খোজা ভয়ে প্রায় মাটিতে আছড়ে পড়লো, তার বিশ্বাস হলো বাদুড়টি পিরামিডের রক্ষক আত্মা। আমি ভয় পেলেও তা প্রকাশ করলাম না, কারণ আমার মনে হলো এটা অসিরিয় মেনকাউ-রা'র আত্মা—সে বাদুড়ের রূপ ধরে এই পবিত্র স্থান থেকে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে হারিয়ে গেলো।

একটু অপেক্ষা করে দূষিত বায়ু বেরিয়ে যেতে দিলাম। তারপর বাতিগুলো বের করে আমি প্রবেশ মুখ দেখে নিয়ে খোজাটিকে একপাশে টেনে এনে আবুথিসের দেবতার নামে শপথ করিয়ে নিলাম যে সে যা দেখবে কাউকে তা প্রকাশ করবে না।

সে অত্যন্ত ভয়ে শপথ করলো। বাস্তবিকই সে তা কোনদিন প্রকাশ করেনি।

এ কাজ হলে এক গোছা দড়িসহ আমি প্রবেশ করে দড়িটা আমার কোমরে জড়িয়ে নিলাম—তারপর ক্লিওপেট্রাকে আহ্বান করলাম। নিজের স্কার্ট ঠিক করে সে এগিয়ে এলো, তাকেও টেনে নিয়ে গ্রানাইট পাথরে তৈরি অবসরে দাঁড়ালাম। সে আমার পিছনে রইলো। তার পিছনে এলো সেই খোজা। তারপর আমার সঙ্গে আনীত ওই অঞ্চলের নকশা পরীক্ষা করে

নিলাম। এই নকশা আমি নকল করে এনেছি—এটি আমার পূর্বপুরুষদের, সেই পিরামিডের পুরোহিতদের প্রস্তুত, সেই ঐশ্বরীক মেনকাউ-রা'র। এরপর অন্ধকারময় নৈঃশব্দে ঘেরা সমাধি গহ্বর ধরে এগোলাম। সামান্য ওই বাতির আলোয় ঢাল বেয়ে আমরা নেমে চললাম—চারপাশের উষ্ণ বাতাস গায়ে লাগছিলো। ক্রমে পাথুরে পথ বেয়ে আমরা নেমে চললাম। এরপর ঢাল বন্ধ হতেই আমরা এক শুভ্র কক্ষে এসে পড়লাম—অতি নিচু হওয়ায় আমাকে মাথা নিচু করতে হলো। এখানে ক্লিওপেট্রা ক্লান্ত হয়ে মেঝেয় বসে পড়লো।

'ওঠো!' আমি বলে উঠলাম। 'এখানে থাকলে আমরা জ্ঞান হারাবো।'

তাই সে উঠতেই তার হাতে হাত রেখে আমি এগোলাম! কিছু পরেই বিশাল এক গ্রানাইট পাথরে তৈরি দরজার সম্মুখীন হলাম আমরা। আবার নকশা পরীক্ষা করে বিশেষ এক পাথরে পা রেখে অপেক্ষা করে চললাম। কিভাবে জানিনা বিরাট সেই পাথর সরে গিয়ে এক পথ সৃষ্টি হতেই আমরা অগ্রসর হলাম। আবার এক গ্রানাইটের দরজার সামনে উপস্থিত হলাম। এইভাবে তৃতীয় এক দরজার সামনে এসে সংকেতের সাহায্যে সেটি খুলতেই যেন এক যাদু স্পর্শে এসে দাঁড়ালাম বিশাল এক কক্ষে। কক্ষটি কালো মর্মরে তৈরি। এরই মধ্যদেশে বিরাট এক গ্রানাইট পাথরের শবাধার দৃষ্টিগোচর হলো। তাতে খোদিত ছিলো রাণী মেনকাউ-রা'র নাম ও পদবী। এ কক্ষের বায়ু পরিচ্ছন্ন।

'ঐশ্বর্য কি এখানে?' ক্লিওপেট্রা চাপাস্বরে বলে উঠলো।

'না', আমি বললাম, 'আমাকে অনুসরণ করো। বলেই ওই কক্ষের মেঝের বুকে একসারি সিঁড়ি অতিক্রম করে অল্প পথের শেষে এক কূপের কাছে এসে পৌঁছলাম। কূপটি প্রায় সাত হাত গভীর। দড়িটি আমার কোমরে জড়িয়ে হাতে বাতি নিতেই আমাকে নামিয়ে দেওয়া হলো। দড়ির অন্যপ্রান্ত এক পাথরে আটকানো হলো। শেষ অবধি আমি ঐশ্বরীক মেনকাউ-রা'র বিশ্রাম স্থলে নেমে দাঁড়ালাম। এবার ওই দড়ি তুলে ক্লিওপেট্রাকেও নামিয়ে দিতে তাকে দুহাতে নামিয়ে নিলাম। এবার ওই খোজাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ওখানে অপেক্ষা করার আদেশ দিলাম—তাকে একাকী রাখা হবে এই ভয়ই সে করছিলো। এখানে তার প্রবেশ আইনসিদ্ধ নয়।

॥ ১১ ॥

● ঐশ্বরীক মেনকাউ-রা'র সমাধি ; মেনকাউ-রা'র সমাধিগাত্রে লিখিত বয়ান ; সম্পদ আনয়ন ; পবিত্র স্থান থেকে ক্লিওপেট্রা ও হার্মাচিসের পলায়ন ●

আমরা এক ছোট খিলানওয়ালা কক্ষে দাঁড়িয়েছিলাম। কক্ষটি গ্রানাইট পাথরে তৈরি। সেখানে আমাদের চোখের সামনে কাঠের বাড়ির মতো স্ফিংসের স্বর্ণনির্মিত মুখাবয়বের সামনেই ছিলো মেনকউ-রার স্বর্গীয় শবাধার।

স্তব্ধ বিহ্বল হয়েই আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম, কারণ স্থানটির নৈঃশব্দ আর পবিত্রতা যেন আমাদের গ্রাস করে বসেছিলো। আমাদের মাথার উপর পিরমিডের পর পিরামিড উত্তুঙ্গ আকাশের বুকে উঠে গিয়ে যেন রাতের বাতাস চুম্বন করতে চাইছিলো আর আমরা তারই নিচের এক গহ্বরে উপস্থিত। আমাদের চারপাশে শুধু মৃত মানুষের স্তূপ—সেই নির্জনতা ভেদ করে কোন বাতাসের মর্মর ধ্বনিও শোনা যাচ্ছে না। আমি ওই শবাধারের দিকে তাকালাম। শবাধারের ডালা তুলে রাখা ছিলো আর জমেছিলো অনন্ত ধুলি।

'দেখেছো,' প্রাচীন কালের কিছু প্রতীকের সঙ্গে দেয়ালের লিখন ইঙ্গিত করলাম।

'পড়ো, হার্মাচিস,' ক্লিওপেট্রা সেই চাপা কণ্ঠেই বললো। 'আমি পড়তে পারবো না।'

আমি পড়লাম: 'আমি, রামেসেস মাই—আমেন আমার প্রয়োজনের সময়ে এই সমাধি দর্শন করেছি। যতোই প্রয়োজন হোক আর সাহস থাকুক আমি মেনকাউ-রা'র অভিশাপের সম্মুখীন হতে পারবো না। যিনি আমার পরে আসবেন তিনিই বিচার করবেন। যদি তার হৃদয় পবিত্র হয় আর খেমের সত্যিই বিপদ আসে তাহলে আমি যা রেখে যাচ্ছি তা তিনি গ্রহণ করবেন।

'তাহলে সেই সম্পদ কোথায়?' ক্লিওপেট্রা ফিসফিস করলো, 'এই স্ফিংসের মুখ কি সোনার?'

'এগিয়ে এসে দেখ,' বললাম।

সে এগিয়ে এসে আমার হাত ধরলো।

ঢাকনা উন্মুক্ত অবস্থায় ফারাও রভীন কফিন শবাধারের তলায় রাখা ছিলো। আমরা স্ফিংসে উঠলাম তারপর ফুঁ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে দিলাম। ওখানে লেখা ছিলো :

'ফারাও মেনকাউ-রা, স্বর্গের সন্তান।'

'ফারাও মেনকাউ-রা, সূর্যের রাজকীয় সন্তান।'

'ফারাও মেনকাউ-রা, নাউটের বুকে শায়িত।'

'নাউট, আপনার মাতা শত্রুদের ধ্বংস করবেন।'

'ও ফারাও মেনকাউ-রা, যিনি চিরকালীন!'

'সম্পদ তবে কোথায়?' ক্লিওপেট্রা আবার প্রশ্ন করলো। 'এখানে অবশ্য ফারাও মেনকাউ-রা'র দেহ শায়িত, তবে তার দেহ সোনার নয়। স্ফিংসের মুখ সোনার হলেও কিভাবে নেয়া যাবে?'

এর জবাবে আমি তাকে স্ফিংসের উপর দাঁড়াতে বলে কফিনের উপরের অংশ ধরতে বললাম। তারপর নিচের দিক ধরে উঠিয়ে মাটিতে রাখলাম। এর মধ্যেই ছিলো ফারাওর মমি তিন সহস্র বছর আগে যেমন রাখা হয়েছিলো। বিশাল এক মমি। মুখোস ছিলো না বর্তমানের মতো, মাথায় বিবর্ণ হলুদ কাপড় জড়ানো। বক্ষের উপর অঙ্কিত গোলাপ আর একখণ্ড স্বর্ণ পীরিচের বুকে পবিত্র কিছু লেখা। ওটা তুলে আমি পড়ে চললাম :

'আমি, মেনকাউ-রা খেমের পূর্বতন ফারাও, অসিরিয়, যে নিজের জীবিত-কালে ন্যায়ের পথেই বিচরণ করেছে—অদৃশ্য শক্তির আদেশে পরবর্তীকালে আমার সিংহাসনে উপবেশনকারীকে সমাধির মধ্য থেকে বলছি—দেখ, আমি মেনকাউ-রা সেই অসিরিয়, যে এই স্বপ্নের কথা শ্রবণ করেছিলো। এমন একদিন উপস্থিত হবে যেদিন খেম বিদেশীর হাতে পতিত হবে আর তার শাসনকর্তার প্রভূত সম্পদ প্রয়োজন হবে। যা প্রয়োজন হবে বর্বর শত্রু বিতাড়নের কাজে, সৈন্য সংগ্রহের কাজে। আমার রক্ষাকারী দেবতাগণ প্রীত হয়ে আমাকে প্রভূত সম্পদ দান করেন—সহস্র সহস্র গাভী, গোধন, গর্দভ, অসংখ্য শস্যকণা আর অগুণতি স্বর্ণ আর রত্নরাজি। এসবই যথেচ্ছ ব্যবহারের পর যা অবশিষ্ট ছিলো তা মূল্যবান প্রস্তরে ও পান্নায় পরিবর্তিত করে রক্ষা করেছি। এসব আমি খেমের প্রয়োজনে রক্ষা করেছি। এখন শ্রবন করো, অজাত সেই ফারাও—এই সম্পদ আমি সংগ্রহ করেছি খেমের শত্রুদের হাত হতে দেশ রক্ষার কাজে। তোমাকে এই কথাই বলতে চাই। এই সম্পদের সত্যই

যদি তোমার প্রয়োজন থাকে তবে ভীত হয়ো না, বিলম্বও করো না—আমার, এই অসিরিয়র বক্ষবন্ধনী ছিন্ন করো আর আমার বক্ষ হতে সম্পদ আহরণ করো—সবকিছুই মঙ্গল হবে। শুধু আমার আদেশ, আমার দেহের অস্থিগুলি পুনরায় ওই শবাধারে স্থাপন করো। তোমার হৃদয়ে লোভ জাগ্রত হলে মেনকাউ-রা'র অভিশাপ তোমার উপর পতিত হবে। ঐই অভিশাপ বিশ্বাসহন্তার উপর বর্ষিত হবে। রক্তাক্ত হৃদয়ে দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। শুনে রাখ, তুষ্ট আমেনতিতেই আমরা মুখোমুখি হবো।'

'আর এই রহস্য রক্ষার জন্য, আমি, মেনকাউ-রা আমার এই মৃত্যু-আবাসের উপর এক মন্দির স্থাপন করে উপাসনার ব্যবস্থা করে রেখেছি। এই মন্দিরের প্রধান বংশানুক্রমিক পুরোহিতের কাছে এই রহস্য জ্ঞাত থাকবে। কোন প্রধান পুরোহিত, কোন ফারাও ছাড়া অন্য কাউকেই এ রহস্য বিবৃত করলে সেও অভিশাপগ্রস্ত হবে। অতএব বিবেচনা করো। লোভ তোমাকে অভিশাপ জর্জরিত করবে।—অভিনন্দ ও বিদায়।'

'শুনেছো, ক্লিওপেট্রা,' আমি শান্তস্বরে বললাম। 'এবার তোমার হৃদয় অনুসন্ধান করো, বিচার করো—তোমার নিজের জন্য সঠিক বিচার করো।'

চিন্তিত ভঙ্গীতে মাথা নোয়ালো ও।

'এ কাজ করতে ভয় পাচ্ছি,' ও জবাব দিলো। 'চলো চলে যাই।'

'ভালো কথা', আমার বুক হালকা হয়ে যেতে বলে ঢাকনা তুলে ধরতে গেলাম, কারণ আমারও ভয় করছিলো।

কিন্তু তবু স্বর্গীয় মেনকাউ-রা'র সমাধিতে কি লেখা আছে—পান্না, তাই না? পান্না এখন পাওয়া দুষ্কর। আমি দারুন ভালবাসি পান্না—।'

'তুমি কি ভালোবাসো সেটা বড়ো কথা নয়, ক্লিওপেট্রা,' আমি জবাব দিলাম, 'এখনো খেমের প্রয়োজনের কথা আর তোমার হৃদয়ের গোপনতার কথা, একমাত্র তুমিই যা জানো।'

'হাঁা, অবশ্যই, হার্মাচিস, অবশ্যই! মিশরের প্রয়োজন কি বড়ো হয়ে ওঠেনি? কোষাগারে কোন সোনা নেই—আর সোনা ছাড়া রোমানদের কিভাবে বিতাড়িত করবে? স্বর্গীয় ফারাওর বুকে হাত রেখেই কি তা বলছি না? হাঁা, স্বর্গীয় মেনকাউ-রা যা ভেবেছিলেন এখনই সে সময় উপস্থিত। এটা বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই, না হলে রামেসেস বা অন্য কোন ফারাও এই সম্পদ নিয়ে নিতেন, কিন্তু তারা তা করেন নি। কারণ সে সময় এখনই উপস্থিত। এ সম্পদ আমি না গ্রহণ করলে রোমানরা মিশর দখল করে নেবে, আর কোন ফারাও থাকবে না যে এই রহস্য জানবে। না, সব

ভীতি জয় করে এসে কাজ করি। এতো ভীত দেখাচ্ছে কেন তোমাকে? তোমার পবিত্র হৃদয়ে ভয় কেন হার্মাচিস?'

'যা ইচ্ছা,' আমি আবার বললাম, 'তোমাকেই বিচার করতে হবে। যদি ভুল বিচার করো তাহলে নিশ্চিতই তোমার উপর অভিশাপ বর্ষিত হবে, পালাবার পথ থাকবে না।'

'তাহলে হার্মাচিস, ফারাওর মাথাটা ধরো আমি অন্য দিক ধরছি। কি অদ্ভুত এ জায়গা।' আচমকা ক্লিওপেট্রা আমাকে জড়িয়ে ধরলো! মনে হলো ওখানে একটা ছায়া দেখলাম! মনে হলো আমাদের দিকে এগিয়ে এসে অদৃশ্য হয়ে গেলো। চলো চলে যাই। তুমি দেখোনি?'

'আমি কিছুই দেখিনি, ক্লিওপেট্রা। তবে ওটা হয়তো স্বর্গীয় মেনকাউরার প্রেতাত্মা। কারণ তারা সমাধির কাছাকাছিই থাকে। তাহলে যাওয়া যাক।'

এগিয়ে যেতে গিয়েও থামলো ক্লিওপেট্রা। তারপর আবার কথা সুরু করলো।

'এমন ভয়ের বাড়িতে এটা শুধু মনের ব্যাপার। অন্য কিছু না—ভয় পেয়ে ওই মূর্তি কল্পনা করেছি! না, আমার ওই পান্নাগুলো দেখতেই হবে—এমন কি যদি মরতেও হয়, তবুও! এসো,' বলেই সে সমাধি থেকে চারটি অ্যালাবাস্টার জগ তুলে ধরলো। সবকটির মাথা দেবতাদের মতো। কিন্তু ওতে কিছুই ছিলো না।

এবার দুজনে স্ফিংসের উপর উঠলাম আর চেষ্টা করে স্বর্গীয় ফারাওর দেহ টেনে মাটিতে রাখলাম। এবার ক্লিওপেট্রা আমার ছুরিটি নিয়ে মমির দেহের পট্টি কাটতে লাগলো—আর সেই তিনহাজার বছর আগেকার পটগুলি মাটিতে ছড়িয়ে গেলো। এবার প্রধান পট্টি ছিঁড়ে খুলতে সুরু করলাম। বহুসময় ধরে সেই বাঁধন খোলার ভয়ানক কাজ করে চলেছিলাম আমরা। হঠাৎ কিছু গড়িয়ে পড়লো—সেটা ফারাওর রাজদণ্ড। ওটা স্বর্ণমণ্ডিত, মাথায় বসানো একখণ্ড পান্না।

ক্লিওপেট্রা ওটা তুলে নীরবে পরীক্ষা করে চললো। তারপর আবার কাজ সুরু করলাম। যতোই খুলে চললাম ততোই একের পর এক নানা স্বর্ণের তৈরি অলঙ্কার বেরিয়ে এলো। কণ্ঠবন্ধনী বলয়, পবিত্র অসিরিসের মূর্তি—সবকিছু। শেষ পর্যন্ত সব বন্ধনী খোলা হতেই দেখলাম, একখণ্ড কাপড়ে লিখিত আছে 'মেনকাউ-রা, সূর্যের রাজকীয় সন্তান'। আমরা কাপড়টি খুলতে সমর্থ হলাম না, এতো শক্ত। সেই উত্তাপ, মমির ধুলো আর ভয়ে পবিত্র জায়গাটি যেন তিরতির করে কাঁপছিলো। অতিকষ্টে কাপড়টি কেটে ফেলা হতেই সামনে

জেগে উঠলো সেই মমি। মেনকাউ-রার দেহ। মৃত্যুর শীতল হাত ফারাওর সম্ভ্রম এতোটুকু কমাতে পারেনি। আমরা ভয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম, তারপর আবার কাপড়ের বাঁধন খুলে চললাম। দেহটির বাঁ দিকে উরুর উপর মমি প্রস্তুতকারীরা সযত্নে কিছু সেলাই করে রেখেছিলো।

'এখানেই পান্নাগুলো আছে', ফিসফিস করে বললাম। 'তোমার হৃদয় ভেঙে না পড়লে এই মৃন্ময় মূর্তি, যা একদিন ফারাও ছিল তার মধ্যে প্রবেশ করো', বলেই ছোরাটি ক্লিওপেট্রার হাতে তুলে দিলাম, যে ছোরা একদিন পওলাসের রক্তপান করেছে।

'সন্দেহ করার আর সময় নেই, ছোরা হাতে নিয়ে ভয় মাখানো চোখ তুলে ক্লিওপেট্রা আমার দিকে তাকালো। তারপর বর্তমানের রাণি তিন সহস্র বছর আগের সম্রাটের বুকে সেই ছুরিকা বিদ্ধ করে দিলো। ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের কানে এলো গহ্বর মুখে ছেড়ে আসা খোজার অস্ফুট আর্তনাদ। আমরা সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। কিন্তু আর কেছু শোনা গেলো না।

'কিছু না?' আমি বললাম, 'কাজ শেষ করি এসো।'

বহু পরিশ্রমের পর একটা ফোকর সৃষ্টি হলো আর ছুরিকা যেন ভিতরে পান্না স্পর্শ করলো।

ক্লিওপেট্রা মৃতের দেহের ফোকরে হাত ঢুকিয়ে কিছু বের করে আনলো। সঙ্গে সঙ্গেই ওই আধো অন্ধকারে চমৎকার এক পান্না থেকে যেন আলো ঠিকরে পড়লো। মানুষের চোখ এ জিনিস কোনদিন দেখেনি। চমৎকার তার বর্ণ, অপূর্ব, উজ্জ্বল। এর নিচে লেখা ছিলো স্বর্গীয় মেনকাউ-রা'র পবিত্র নাম, সূর্যের সন্তান।

বারবার ফোকরে হাত ঢোকালো ক্লিওপেট্রা আর মুঠো ভরে তুলে আনলো একের পর এক পান্না। সবগুলিই অপূর্ব, ত্রুটিহীন। শেষ অবধি পাওয়া গেলো মোট একশো আটচল্লিশটি পান্না—দুনিয়ায় এ সবই অমূল্য। শেষবার ক্লিওপেট্রা বের করে আনলো লিলেনে জড়ানো দুটি বিরাট মুক্তো, কোনদিন যা কেউ দেখেনি। এই দুটি মুক্তোর কথা পরে বলবো।

কাজটি সমাধা হলো। আমাদের চোখের সামনে পড়ে আছে সেই বিশাল সম্পদ! আমেনতিতে বসবাসকারী ফারাও মেনকাউ-রা'র সম্পদ।

আমরা উঠে দাঁড়াতেই এক অদ্ভুত আবেশ আমাদের উপর প্রভাব ছড়ালো। আমাদের কথা বলার সামর্থ্য ছিলো না। তাই ক্লিওপেট্রাকে ইঙ্গিত করলাম। আমরা আবার ফারাওর মূর্তি যথাস্থানে বসিয়ে দিলাম, তারপর মমির কাপড় ওই কফিনে ঢুকিয়ে ঢাকনা বন্ধ করলাম।

এবার সব পান্না আর স্বর্ণময় অলঙ্কার যতোখানি সহজে বহন করা যায় আমার পোশাকের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলাম। বাকি সবকিছু ক্লিওপেট্রা তার বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে নিতেই শেষবারের মতো ওই পবিত্র স্থানের চারদিকে তাকালাম। স্ফিংসটি যেন তার জ্ঞানময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমরা সমাধি গর্ত ত্যাগ করতে চাইলাম।

গহ্বরের তলায় এসে খোজাকে ডাকতে চাইলাম। হঠাৎ যেন কেউ শ্লেষভরে হেসে উঠলো। ভয় কাটাতে আমি আবার ডাকালাম—আর দেরি করলে ক্লিওপেট্রা যে নিশ্চিতই জ্ঞান হারাবে ভেবেই দড়ি ধরে উঠতে সুরু করলাম। উঠে সেই পরিসরে পৌঁছতেই দেখলাম বাতি জ্বলছে, কিন্তু খোজা কোথাও নেই। ভাবলাম সে হয়তো কাছাকাছিই আছে—হয়তো ঘুমিয়ে পড়ছে। সত্যিই সে তাই করেছিলো। আমি ক্লিওপেট্রাকে আহ্বান করে প্রচুর পরিশ্রমের পর তাকে উপরে টেনে তুললাম। তারপর একটু বিশ্রামের পর আলো হাতে খোজার জন্য এগোলাম।

'লোকটা ভয় পেয়ে আলো রেখে পালিয়ে গেছে,' ক্লিওপেট্রা বললো। 'ওঃ ভগবান। ওখানে কে বসে রয়েছে?'

অন্ধকারের মধ্যে তাকাতেই যার উপর আলো পড়লো তাকে দেখে সিউরে উঠলাম! পাথরের গায়ে ঠেস রেখে উপরে মুখ তুলে দুহাত ছড়িয়ে সেই খোজা বসেছিলো—সম্পূর্ণ প্রাণহীন! ওর চোখ আর মুখ খোলা, চুল খাড়া আর মুখে জেগে রয়েছে দারুণ এক আতঙ্কের অভিব্যক্তি—যা দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠতে হয়। তার কণ্ঠে লেগে রয়েছে সেই বিশালাকায় ধূসর বর্ণের বাদুড়—যে বাদুড়কে পিরামিডে প্রবেশ করার মুখে দেখেছিলাম। বাদুড়টা দুলছে—তারপর আমাদের পরিপূর্ণ দৃষ্টির সামনেই সে খোজার কণ্ঠ ছেড়ে বিশাল ডানা বিস্তার করে করে উড়ে এলো। সে ক্লিওপেট্রার মাথার উপর ঘুরপাক খাওয়ার পর কোন স্ত্রীলোকের কণ্ঠনিঃসৃত চিৎকার করেই ছেড়ে আসা তার আশ্রয়ের দিকে উড়ে গিয়ে সমাধিগর্তে মিলিয়ে গেলো। ক্লিওপেট্রা সশব্দে মাটিতে পড়ে গেলো—ওর কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এলো এক আতঙ্কময় আর্তনাদ। সে আর্তনাদ চারদিকে প্রতিধ্বনিত হতে চাইলো।

'ওঠ!' চিৎকার করে উঠলাম! 'ওই আত্মা ফিরে আসার আগেই আমাদের যেতে হবে। এখানে এভাবে ভয় পেলে চিরকালের মতোই শেষ হতে হবে।'

কোনরকমে উঠে দাঁড়ালো ও। ওর মুখের সেই আতঙ্ক আমি কোনদিন

ভুলতে পারিনি। কোন রকমে আলো হাতে খোজার বীভৎস দেহ অতিক্রম করে গেলাম। ক্লিওপেট্রার হাত ধরে সেই বিশাল কক্ষে এসে পড়লাম, সেখানে মেনকাউ-রা'র রাণীর শবদেহ রক্ষিত। আমরা পরিসর বেয়ে ছুটলাম। কিন্তু ওই প্রেতাত্মা যদি সব পথ বন্ধ করে থাকে? না, সেগুলি উন্মুক্ত। কোন রকমে সেই পাথরের মুখ বন্ধ করে দিয়ে প্রেতাত্মার হাত থেকে রেহাই পেলাম। এবার খাড়া পথ বেয়ে ওঠা। সত্যিই কঠিন কাজ—দুবার ক্লিওপেট্রার পদস্খলন হলো। তাকে বাঁচাতে গিয়ে আমার হাত থেকে বাতিটা পড়ে যেতেই দুর্ভেদ্য অন্ধকার আমাদের গ্রাস করলো। সেই ভয়ঙ্কর বস্তু যদি অন্ধকারে এসে পড়ে।

'মনে সাহস আনো!' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। 'প্রিয়া, সাহস আনো আর এগিয়ে চলো! বেশি পথ নেই।'

এবার আমি রমণী হৃদয়ের মহত্ব দেখলাম। কারণ ওই অন্ধকারে ভীতি সত্বেও সে আমাকে ধরে রেখে সেই ভয়ানক পথে উঠতে লাগলো। আমরা পরস্পরকে ধরে এগিয়ে চলেছি। মনে আশঙ্কা তিরতির করে কেঁপে চলেছে। শেষ পর্যন্ত পিরামিডের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়লো আকাশের বুকে একরাশ তারা। আমরা গর্তের মুখ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। তারপরেই আমি সেই গুহামুখ বন্ধ করে দিলাম যাতে কোন চিহ্ন আর রইলো না। ক্লিওপেট্রা অবসাদে ওখানেই গড়িয়ে পড়লো।

ওর উপর ঝুঁকতেই ফ্যাকাশে ওর মুখ দেখে মনে হলো সে দেহে প্রাণ নেই। পরক্ষণে ওর বুকে হাত দিলাম—হৃৎপিণ্ড সচল। অবসাদে ওরই পাশে শক্তি সংগ্রহের আশায় শুয়ে পড়লাম।

॥ ১২ ॥

● হার্মাচিসের প্রত্যাবর্তন ; চার্মিয়নের অভ্যর্থনা ; কুইনটাস ডেলিয়াসকে ক্লিওপেট্রার জবাব ●

একটু পরেই আমি উঠে পড়লাম আর মিশরের রাণীকে কোলে তুলে জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা চালালাম। ওকে কি অপরূপা মনে হতে চাইছিলো—কি শ্বেত শুভ্র ওর দেহ, যার দেহ আর সৌন্দর্য আর পাপ পিরামিডের বিশাল ত্বকেও ছড়িয়ে গিয়েছিলো। ওর অজ্ঞানতা ক্লিওপেট্রার মুখভাব থেকে সব কৃত্রিমতাই দূর করে দিয়েছিলো। তাই সেখানে জেগে উঠেছিলো স্বর্গীয়

কোমলতা। আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকার অবসরে আমার মন ওর জন্য উদ্বেল হতে চাইলো। ভীত, পাপ গ্রস্ত আমার মন ওর কাছেই শান্তি খুঁজতে চাইছিলো। ও আমাকে বিয়ে করবে কথা দিয়েছে আর এই সম্পদ নিয়ে আমরা মিশরকে আবার শক্তিশালী করে তুলতে পারবো। আঃ! ভবিষ্যতে কি হবে যদি জানতে পারতাম!

ওর দুটো হা'ত আমার হা'তে তুলে নিয়ে নিচু হয়ে ওর ওষ্ঠ চুম্বন করলাম। আর তাতেই ও জেগে উঠলো। ভয়ের একটা স্রোত ওর কমনীয় শরীরে বয়ে গেলো। বড়ো বড়ো চোখ মেলে ও আমার দিকে তাকালো।

'ওঃ, তুমি!' ক্লেওপেট্রা বলে উঠলো। 'ওঃ মনে পড়ছে তুমি আমাকে সেই ভীতিকর জায়গা থেকে বাঁচিয়ে এনেছো। এসো প্রিয়। যাওয়া যাক। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে আসছে—আঃ! কি ক্লান্ত লাগছে—কি ভারি লাগছে পান্নাগুলো বুকের মাঝে! এই দেখ প্রভাতের প্রথম আলো কি রমণীয়। আঃ এখনও সেই মৃত খোজার ছায়া আমার মনে জাগছে। কোথায় জল পাবো? একগ্লাস জলের জন্য একটা পান্না দিতেও রাজি আছি!'

'হোরেম খু'র মন্দিরের নিচে কৃষিক্ষেতের পাশের খালে, যেটা কাছে', আমি জবাব দিলাম। 'কেউ আমাদের দেখলে বলতে হবে আমরা তীর্থযাত্রী, রাত্রিতে ওই সমাধি ক্ষেত্রে পথ হারিয়েছি। নিজেকে ভালো করে ঢেকে রাখো ক্লিওপেট্রা, আর কোন ভাবেই ওই পান্না কাউকে দেখিও না।'

ক্লিওপেট্রাকে ওড়নায় ঢেকে কাছেই বেঁধে রাখা সেই গাধার পিঠে তুলে দিলাম। ধীরে ধীরে ক্ষেতের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে আমরা এমন স্থানে এসে পৌঁছলাম যেখানে দেবতা হোরেম খুরের এক প্রতীক ছিলো। প্রতীক স্ফিংসেরই আকৃতির—মাথায় স্বর্ণ মুকুট। মহিমময় দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে আছেন পূর্বদিকে। ক্রমে প্রভাত সূর্যের রঙীন আলো মৃত্যু থেকে যেন জীবনে এনে দিলো সকলকে। সে আলো ছড়িয়ে পড়েছে কুড়িটি পিরামিড আর দশ সহস্র সমাধির উপর। দিন হয়েছে।

খুফুরও আগে তৈরি গ্রানাইট ও অ্যালাবাস্টারে তৈরি মন্দির অতিক্রম করার মুখে আমরা হোরেম খুর ঐশ্বর্যের প্রমাণ প্রত্যক্ষ করলাম। ঢাল বরাবর নেমে চলেছি। আমরা খালের দিকে। সেখানের কর্দমাক্ত জল দু হাত ভরে পান করে চললাম—সে জল আলেকজান্দ্রিয়ার সেরা সুরার চেয়েও মিষ্ট। আমরা পরিচ্ছন্ন হয়ে নিলাম। ঠিক তখনই ক্লিওপেট্রার হাত থেকে একটা পান্না জলে গড়িয়ে পড়তে বহু কষ্টে তা উদ্ধার করলাম। এবার ক্লিওপেট্রাকে আবার বুকে তুলে নেবার পর শিহরের তীর বরাবর হেঁটে চললাম, সেখানেই

আমাদের তরী রাখা ছিলো। সেখানে পৌঁছতে কয়েকজন চাষী ছাড়া আর কাউকেই দেখলাম না। তরীতে মাল্লারা নিদ্রিত ছিলো। তাদের জাগিয়ে পাল তুলে নৌকা ছাড়তে বললাম। ওদের জানালাম যে খোজাকে বিশেষ কাজে কোথাও পাঠিয়েছি। আমরা এবার যাত্রা করলাম, অবশ্য আগেই সমস্ত পান্না আর সঙ্গে আনা স্বর্ণালঙ্কার লুকিয়ে রেখেছিলাম।

বাতাস আমাদের উল্টো মুখে থাকায় আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছতে চারদিন লেগে গেলো। ওঃ কি আনন্দময় দিনগুলি ছিলো। ক্লিওপেট্রা প্রথমে একটু চুপচাপই ছিলো। সমাধি গহ্বরের ভীতি ও ভুলতে পারেনি। কিন্তু অচিরেই ওর রাজকীয়ভাব জেগে উঠলো। সব ঝেড়ে ফেলে আবার স্বকীয় সত্তা ফিরে পেলো। ও মাঝেমাঝেই কেমন উচ্ছল, শীতল আর স্বর্গীয় বাতাসের মত প্রেমময় হয়ে উঠতো!

রাতের পর রাত আমরা হাতে হাত রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতাম। আমাদের মনে কতো বিচিত্র আনন্দানুভূতিই জেগে উঠতো। আমরা আমাদের বিয়ের কথা আলোচনা করে চললাম। এ যেন আমার জীবনের চরমতম আনন্দ। আমরা ভালোবাসার কথা বলে চললাম। ভাবলাম কেমন করে রোমানদের বিতাড়িত করবো। ক্লিওপেট্রা আমার সব পরিকল্পনা মেনে নিতো। ও প্রেমময় ভঙ্গীতে বলতো আমার কথাই ওর কথা।

ওঃ নীলনদের বুকে সেই চারটি রাত্রি! এখনও তা আমাকে তাড়া করে ফেরে। এখনও মনে পড়ছে চন্দ্রালোকিত রাত্রির ক্লিওপেট্রার প্রেমের কলধ্বনির শব্দ! ক্লিওপেট্রার সেই চুম্বনের কথা মনে আসছে আমার! কিন্তু সবই অন্ধকারে ডুবে যায়! যে মানুষ এই রকম মূর্খতার শিকার হয়, তার গভীর দুঃখে পতন অনিবার্য! আঃ! নীলনদের বুকে সেই কটি রাত্রি!

শেষ পর্যন্ত আবার আমরা সেই লোচিয়ানের ঘৃণীত প্রাণদণ্ডের চারদেয়ালের মধ্যে এসে পৌঁছলাম। স্বপ্ন আমার চুরমার হয়ে গেলো।

'ক্লিওপেট্রার সঙ্গে কোথায় ঘুরে এলে, হার্মাচিস?' চার্মিয়ন প্রশ্ন করলো ফেরার দিন। 'নতুন কোন বিশ্বাসঘাতকতার তাগিদে? না কি শুধু প্রেমের—ভ্রমণ?'

'রাজ্যের বিশেষ কাজেই ক্লিওপেট্রার সঙ্গে গিয়েছিলাম,' কড়া স্বরে জবাব দিলাম।

'তাই বুঝি? যারা গোপনে এভাবে যায় তাদের মন পাপের পূর্ণ। প্রেমের পাখিরা রাত্রির আঁধারেই উড়তে চায়।'

কথাগুলি শ্রবণ করে আমি দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। এই সুরূপা মেয়েটির কথা অসহ্য!

'ছল না ফুটিয়ে কথা বলতে পারো না?' আমি বললাম। 'যেখানে আমরা গিয়েছিলাম সেখানে যেতে তোমার সাহস হবে না। রোমান অ্যাণ্টনীর হাত থেকে মিশরকে বাঁচানোর জন্যই গিয়েছিলাম।'

'তাই?' ও জবাব দিলো। 'মূর্খ! তোমার এ পরিশ্রম বাঁচাতে পারতে, কারণ অ্যাণ্টনী তোমার চেষ্টা সত্বেও মিশরকে গ্রাস করবে। তোমার মিশরের আজ কি ক্ষমতা আছে?'

'সে হয়তো করতে পারে, ক্লিওপেট্রার জন্য অবশ্যই পারবে না,' আমি বললাম।

'না, তবে ক্লিওপেট্রার সাহায্যে পারবে,' তিক্ত হাসির সঙ্গে বললো চার্মিয়ন। 'রাণী যখন রাজ ঐশ্বর্যে সিডনাস নদীতে রওয়ানা হবে তখনই বুঝতে পারবে— সে অবশ্যই ওই নীরস অ্যাণ্টনীকে জয় করে আলেকজান্ড্রিয়ায় নিয়ে আসবে তোমার মতোই ক্রীতদাস বানিয়ে।'

'মিথ্যা! আমি বলছি এ মিথ্যা! ক্লিওপেট্রা টারমাসে যাবে না আর অ্যাণ্টনীও আলেকজান্ড্রিয়ায় আসছে না—সে যদি আসে তবে যুদ্ধের জন্যই আসবে।'

'ও, এই রকমই ভাবছো?' হেসে বললো চার্মিয়ন। 'তোমার এতে আনন্দ হলে এই রকম ভাবতে পারো। তিনদিনের মধ্যেই জানতে পারবে। তোমাকে বোকা বানানো কত সহজ দেখেও আনন্দ হয়। বিদায়! যাও, গিয়ে প্রেমের স্বপ্ন দেখো। সত্যিই ভালোবাসা বড়ো মিষ্টি!'

বিদায় নিলো চার্মিয়ন আমাকে গভীর অস্বস্তিতে ফেলে রেখে।

ওইদিন আর ক্লিওপেট্রাকে দেখলাম না, কিন্তু পরদিন সাক্ষাত হলো। সেদিন তার ভাবভঙ্গী বেশ কঠিন ছিলো, আমার সঙ্গে নম্র হয়ে কথা বললো না সে। আমি মিশরের প্রতিরক্ষার কথা বলতেই সে থামিয়ে দিলো।

'আমাকে ক্লান্ত করছো কেন,' ও বললো রাগের সঙ্গে। 'দেখতে পাচ্ছো না ঝামেলায় জড়িত আছি? আগামীকাল ডেলিয়াস ওর জবাব পেয়ে গেলে এ নিয়ে আলোচনা করবো।'

'হ্যাঁ' আমি বললাম, "ডেলিয়াস তার জবাব পেয়ে গেলো! কিন্তু চার্মিয়ন নামে একজন আছে, যাকে 'রাণীর গোপনীয়তার রক্ষক' বলা হয়—সে জানিয়েছে তোমার জবাব কি হবে।"

'চার্মিয়ন আমার মনের কথা কিছুই জানে না,' ক্রোধে ভূমিতে পদাঘাত করে ক্লিওপেট্রা বললো,' সে এ ভাবে স্বাধীন কথাবার্তা বললে তাকে আমার পরিষদ থেকে বিতাড়ন করতে হবে। যদিও আমার অন্যান্য পরিষদবর্গের চেয়ে তারই মাথায় বেশি বুদ্ধি আছে। জেনে রাখো, আমি এই পান্নার কিছু অংশ আলেকজান্দ্রিয়ার ধনী ইহুদীদের কাছে বিক্রী করেছি, হ্যাঁ প্রচুর মূল্যে, প্রতিটি পাঁচ হাজার সেথতেরমিয়ায়। তবে মাত্র কয়েকটি কারণে এখনই সব কেনার ক্ষমতা তাদের ছিলো না। ওরা বিস্ময়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলো। এবার আমায় রেহাই দাও, হার্মাচিস। কারণ সেই বীভৎস রাত্রি আমাকে গ্রাস করে রেখেছে এখনও।'

আমি মাথা নত করে যাওয়ার জন্য ইতস্তত: করে উঠে দাঁড়ালাম।

'মার্জনা করো, ক্লিওপেট্রা, আমাদের বিয়ের কথা—।'

'আমাদের বিয়ে! কেন, আমরা কি ইতিমধ্যেই বিবাহিত নই?'

'হ্যাঁ, তবে দুনিয়ার সামনে নয়। তুমি শপথ করেছো।'

'হ্যাঁ, হার্মাচিস, আমি শপথ করেছি আর আগামীকাল ওই ডেলিয়াসের হাত থেকে রেহাই মেলার পর আমি শপথ রক্ষা করবো। তোমাকে ক্লিওপেট্রার প্রভু বলে রাজসভায় ঘোষণা করবো। খুশি হয়েছো?'

কথাটি বলেই সে চুম্বনের জন্য ওর হাত এগিয়ে ধরলো, দু চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। যেন অতি কষ্টে সে আত্মসংবরণ করছে। আমি চলে গেলাম কিন্তু ওই রাত্রিতে আবার ক্লিওপেট্রার সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করলাম। কিন্তু খোজা প্রহরীরা জানালো চার্মিয়ন রাণীর কাছে আছে, কারও প্রবেশ নিষেধ।

পরদিন সকালে জাঁকজমকের সঙ্গে রাজসভা বসলো। কম্পিত হৃদয়ে অপেক্ষা করেছি, ক্লিওপেট্রা কখন ডেলিয়াসকে জবাব দিয়ে আমাকে রাণীর রাজা বলে ঘোষণা করে সে কথা শোনার আশায়। রাজসভায় পরামর্শদাতা ওমরাহ, সেনাধ্যক্ষ, খোজা সকলেই উপস্থিত, একমাত্র চার্মিয়ন ছাড়া। সময় কেটে চললো, ক্লিওপেট্রা আর চার্মিয়ন তখনও এলো না। একটু পরে চার্মিয়ন প্রবেশ করে তার নির্দিষ্ট জায়গায় বসে পড়লো। দুচোখে ওর বিজয়িনীর ভঙ্গী—জানি না কি জয় করে। এটা লক্ষ্য করলাম ও আমার দিকে ক্ষণিক দৃষ্টি মেলতেই। আমি ধারণাই করিনি যে আমার ধ্বংসের আর মিশরের ভাগ্য চূর্ণ করার ব্যবস্থা করে ও এসেছিলো।

মুহূর্ত পরেই বাদ্যধ্বনি জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্ঞীর পোশাকে সর্পমুকুট ধারণ করে বুকে মৃত ফারাওর বুক থেকে আনা বিরাট পান্না ঝুলিয়ে ক্লিওপেট্রা

সভায় প্রবেশ করলো। তার উজ্জ্বল মুখ অন্ধকার, কিন্তু মনোভাব বুঝে নেওয়া অসম্ভব। রাজসভা যেন তাই অনুসন্ধান করতে চাইছিলো। সে সিংহাসনে উপবেশন করে দূতের কাছে গ্রীক ভাষায় কথা বলছিলো।

'মহান অ্যাণ্টনীর দূত কি অপেক্ষারত?'

দূত মাথা নুইয়ে জানালো হ্যাঁ।

'তাকে উপস্থিত হয়ে আমার জবাব গ্রহণ করতে আহ্বান জানানো হোক।'

দরজা উন্মুক্ত হতেই ডেলিয়াম স্বর্ণখচিত অস্ত্রসহ রাজসভায় প্রবেশ করলো।

'মহান সৌন্দর্যময়ী মিশর', সে নম্র কণ্ঠে বলে উঠলো, 'আপনার আদেশানুযায়ী, আমি ত্রিশক্তির মহান অ্যাণ্টনীর দূত আপনার জবাব শ্রবণের জন্য উপস্থিত হয়েছি। এবার আজ্ঞা করুন—সে বার্তা গ্রহণ করে আগামীকাল আমি সাইলিসিয়ার টারমাসে যাত্রা করবো। তা সত্ত্বেও, হে মহতী মিশর, আমার এ বাক্য মার্জনা করবেন। আপনার ওই মিষ্টি মুখ থেকে জবাব প্রদান করার আগে, আপনাকে সতর্ক করে দিতে চাই, ভালো করে বিবেচনা করবেন। অ্যাণ্টনীকে অগ্রাহ্য করলে, তিনি আপনাকে ধ্বংস করবেন। কিন্তু আপনার জননী আফ্রোদিতির মতো ব্যবস্থা করুন, অ্যাণ্টনী আপনাকে প্রদান করবেন, সম্মান, আর রমণীর সবকিছুই—সাম্রাজ্য, জৌলুষ, শহর, বন্দর আর শাসনের গৌরব। কারণ অ্যাণ্টনী তার মুঠিতে ধরে রেখেছেন এই প্রাচ্যের বিশ্বকে। তার ইচ্ছাতেই রাজার রাজৈশ্বর্য!'

কয়েক মুহূর্ত ক্লিওপেট্রা কোন জবাব দিলো না, শুধু হোরেমুখর স্ফিংসের মতই উপবিষ্ট রইলো মূক হয়ে।

তারপর সুমিষ্ট ধ্বনির মতোই তার জবাব এলো। আমি কম্পিত অবস্থায় রোমানদের প্রতি মিশরের প্রতিদ্বন্দ্বীতার কথা শুনতে লাগলাম।

'মহান ডেলিয়াম—দরিদ্র মিশরের প্রতি আনীত মহান অ্যাণ্টনীর প্রেরিত বাণী আমরা শ্রবণ করেছি। আমরা এ ব্যাপারে চিন্তা করেছি ও দেবতার আশীষ গ্রহণ করেছি। সমুদ্র অতিক্রম করে অতি রূঢ় বাণীই আপনি এনেছেন —মনে হয় এমন বাণী সামান্য ক্ষুদ্র কোন রাণীর শ্রবণ করা উচিত, মিশরের রাণীর নয়। অতএব আমরা আমাদের সেনাবাহিনীর আয়তন বর্ধিত করেছি যতোখানি আমাদের সামর্থ্যে সম্ভব। এটা যুদ্ধেরই প্রস্তুতিতে, কারণ অ্যাণ্টনী যতোই ক্ষমতাবান হোন না কেন তাকে মিশরের ভয় পাওয়ার কারণ নেই।'

একটু থামলো ক্লিওপেট্রা। তার উদাত্ত কণ্ঠস্বর রাজসভার কক্ষ প্লাবিত করতেই প্রশংসা ধ্বনি জেগে উঠলো।

'মহান ডেলিয়াস—এখানেই আমি থামতে পারি। আপনি যে অভিযোগ এনেছেন সেই দোষে আমরা দোষী নই। আর আমরা এর জবাব দিতে সাইলিসিয়ায়তেই গমন—করছি না।'

'তাহলে রাজকীয় মিশর, অ্যান্টনীর কাছে আমার বার্তা হবে যুদ্ধের ?'

'না', ক্লিওপেট্রা জবাব দিলো, 'সেটা হবে শান্তির। শুনুন, আমি বলেছি আমরা এই জবাব দিতে যাবো না, ঠিক তাই। তবে', ও এই প্রথম মৃদু হাসলো—'আমরা খুশি হয়েই আসবো শান্তির সর্ত নিয়ে সিডনাসের তীরে।'

আমি শুনলাম বিহ্বল হয়ে। ঠিক শুনেছি? ক্লিওপেট্রা কি এইভাবেই তার শপথ রক্ষা করে? যুক্তির সীমানা বিস্মৃত হয়ে চিৎকার করে উঠলাম আমি।

'হে রাণী, স্মরণ রাখবেন!'

সিংহীর মতোই সে তার রমণীর দেহ আমার দিকে ফেরাতে চাইলো জলন্ত চোখে।

'শান্ত হও, দাস!' সে বলে উঠলো। 'কে তোমায় আমার কথার মধ্যে কথা বলার আদেশ দিয়েছে? তোমার নক্ষত্রের জগৎ নিয়েই থাকার চেষ্টা করো, দুনিয়ার শাসনকর্ত্রীকে তার বিষয় দেখতে দাও।'

প্রচণ্ড আঘাতে যেন আমি টলে পড়লাম, চার্মিয়নের মুখে বিজয়িনীর গর্ব আমার পতনে বর্ধিত হতে দেখলাম।

'ভণ্ড ওই পণ্ডিত যখন অপমানিত হয়েছে', আমাকে ইঙ্গিত করে ডেলিয়াস বলে উঠলো, 'আমাকে তাহলে সুযোগ দিন ও মিশর, যেভাবে মিষ্ট বাক্য আপনি প্রয়োগ করেছেন সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে।

'আপনার কাছ থেকে ধন্যবাদ চাই না, মহান ডেলিয়াস,' ভ্রূকুঞ্চিত করে জানালো ক্লিওপেট্রা, 'আমরা শুধুমাত্র অ্যান্টনীর কাছ থেকে তার মুখ থেকেই ধন্যবাদ শ্রবণ করতে চাই। আপনার প্রভুর কাছে গিয়ে জানান উপযুক্ত অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করার আগেই আমার জলযান আপনার পিছনেই রওয়ানা হবে। এবার বিদায়! আপনার তরীতে আমাদের সামান্য প্রীতির নিদর্শন অবলোকন করবেন।'

ডেলিয়াস তিনবার অভিবাদন করে বিদায় নিতেই সভা রাণীর আদেশের অপেক্ষায় রইলো। আর আমিও অপেক্ষায় রইলাম ক্লিওপেট্রা যদি এবার তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে সকলের সামনে আমায় স্বামীত্বে বরণ করে। কিন্তু সে কিছুই বললো না। শুধু ভ্রূ কুঞ্চিত করে রক্ষীসহ সিংহাসন ছেড়ে

অ্যালাব্যাণ্টার হলের দিকে চলে গেলো। সভাও ভঙ্গ হলো, আর সভার ওমরাহবর্গ আমার দিকে অনুকম্পার ও ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলো। যদিও তারা আমার ও ক্লিওপেট্রার মধ্যে কি রহস্য আছে জানতো না তবুও আমাকে দেওয়া সুবিধায় তারা চরম ঈর্ষাগ্রস্ত ছিলো। তাই তারা আমার পতনে আনন্দিত। কিন্তু আমি গ্রাহ্য করলাম না। শুধু এই দুর্দশায় বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বুঝলাম আশার জগৎ আমার পায়ের নিচ থেকে সরে যাচ্ছে।

॥ ১৩ ॥

● হার্মাচিসের ভর্ৎসনা ;
রক্ষীদের সঙ্গে হার্মাচিসের লড়াই ;
রোমানের কৃত আঘাত আর
ক্লিওপেট্রার গোপন বাণী ●

শেষ পর্যন্ত সকলে বিদায় নিতে আমি চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতেই এক খোজা আমার কাঁধে আঘাত করে কর্কশ ভঙ্গীতে জানালো ক্লিওপেট্রা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। একঘণ্টা আগে হলে এই লোকটা হাঁটু মুড়ে আমার কাছে ক্ষমাভিক্ষা করতো। কিন্তু সে সব শুনেছিলো তাই এরকম হিংস্রভঙ্গীতে সে আচরণ করলো। উচ্চাসন থেকে নিচে পতন লজ্জারই, তাই উচ্চাসনে উপবিষ্টরা অসুখী, কারণ তাদের পতন সম্ভব।

খোজার প্রতি এমন তীব্র বাক্য ব্যবহার করলাম যে সে ভয়ে মাথা নত সরে দাঁড়ালো। কিন্তু আমি গ্রাহ্য না করে অ্যালাব্যাস্টার হলে এসে দাঁড়াতে রক্ষীরা দরজা ছেড়ে দিলো। হলের মাঝখানে ঝরণার পাশে উপবিষ্ট ক্লিওপেট্রা, সঙ্গে চার্মিয়ন, আর গ্রীক রমণী ইরাস, মেরীরা আর কয়েকজন। 'যাও তোমরা', ক্লিওপেট্রা বলে উঠলো, 'আমি আমার জ্যোতিষীর সঙ্গে কথা বলবো।' ওরা বিদায় নিতে আমরা মুখোমুখি হলাম।

'ওখানেই দাঁড়াও', সর্বপ্রথম চোখ তুলে ক্লিওপেট্রা বললো। 'আমার কাছে এসো না, হার্মাচিস : তোমাকে বিশ্বাস করি না। কে বলতে পারে হয়তো আরও একটা ছুরিকা সংগ্রহ করেছো তুমি। এবার তোমার কি বক্তব্য বলো? কোন অধিকারে রোমানের সঙ্গে আমার কথোপকথনে নাক গলিয়েছিলে?'

বুঝতে পারলাম ঝড়ের মতো আমার বুকে উন্মাদনা জেগেছে, তিক্ততা ও ক্রোধ আমাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। 'তোমার কি বলার আছে, ক্লিওপেট্রা?' উদ্দত্ত কণ্ঠে আমি জবাব দিলাম। 'তোমার সে শপথ কোথায়? যা তুমি মৃত মেনকাউ-রা'র বুকে করেছিলে? রোমান অ্যান্টনীর প্রতি তোমার সেই আস্ফালনই বা কোথায়? আমাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করার সেই শপথই বা কোথায়?' আমার প্রায় কণ্ঠরোধ হতে থামলাম।

'সেই হার্মাচিসের কি হলো যে কোনদিন প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেনি যে আমার প্রতিজ্ঞার কথা বলছে?' তিক্ত ব্যঙ্গ ভরে ক্লিওপেট্রা বললো। 'আর তবুও, ও আইসিসের পবিত্রতম পুরোহিত, বিশ্বস্ত বন্ধু, যে বন্ধুদের বিশ্বাসভঙ্গ করেনি, যে তার দেশকে বিশ্বাসভঙ্গ করে কোন রমণীর প্রেম ইচ্ছা করেনি— কিভাবে সে জানলো যে আমার কথা শূন্যগর্ভ!'

'তোমার শ্লেষের জবাব আমি দেবো না, ক্লিওপেট্রা,' আত্মসম্বরণ করে কোন রকমে জবাব দিলাম। 'কারণ এর সব আমার পাওনা, তবে তোমার কাছ থেকে নয়। এরই সাহায্যে জেনেছি, আর আমি জানি। তুমি অ্যান্টনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবে, ওই রোমান দাস যেমন বলেছে 'তোমার সব সেরা পোশাক পরিহিত হয়ে' যাকে শকুনির কাছে নিক্ষেপ করবে বলেছিলে তার সঙ্গে আনন্দ উৎসবে যোগ দিতে। হয়তো আমার জানা প্রয়োজন ছিলো মেনকাউ-রা'র সমাধিগর্ভ থেকে যে সম্পদ তুমি অপহরণ করেছো সে-সব তুমি বিনষ্ট করবে, মিশরের প্রয়োজনে যে সম্পদ সংগৃহীত ছিলো। এ কাজ মিশরের লজ্জা সম্পূর্ণ করবে। এর সাহায্যে আমি জানি তুমি শপথ ভঙ্গ করেছো, আর আমি তোমাকে ভালোবেসে, তোমাকে বিশ্বাস করে প্রতারিত। গতরাত্রিতে তুমি শপথ করেছিলে আমাকে বিবাহ করবে, আর আজ তুমি শ্লেষ প্রয়োগ করছো, ওই রোমান খোলাখুলি আমাকে অপমানিত করার আগে।'

'তোমাকে বিবাহ করতে? তোমাকে বিবাহ করবো শপথ করেছি? বেশ, কিন্তু বিবাহ কি? একি হৃদয়ের একত্রীকরণ যা সমস্ত সৌন্দর্যকে একীভূত করে আনন্দ জাগাতে চায়, কামনার তাড়নায় দুটি হৃদয় যেন রাত্রির শিশিরের মতো ভোরের আলোয় গলিত হয়ে যায়? বা একি লৌহ শৃঙ্খলের মতো একজন ডুবে গেলে অন্যকে টেনে নিতে চায়? বিবাহ! আমি বিবাহ করবো! আমি স্বাধীনতা বিস্মৃত হয়ে স্ত্রীলোকের জঘন্যতম ক্রীতদাসত্ব স্বীকার করবো? স্বার্থপর পুরুষের অধীন হয়ে জীবন অতিবাহিত করে চলবো! তাহলে রাণী হওয়ার প্রয়োজন কি? স্মরণ রেখ, হার্মাচিস, একমাত্র মৃত্যুতেই

আমরা শান্তি পেতে পারি, বিবাহ ব্যর্থ হলে আসে নরক যন্ত্রণা। না, সাধারণ মানবের চেয়ে উচ্চমার্গে থাকার জন্যই, যে ধর্ম এই প্রেমময় যোগাযোগ অস্বীকার করে তারই কারণে আমি ভালোবাসি, হার্মাচিস, কিন্তু বিবাহ করি না।'

'কিন্তু গতরাতে, ক্লিওপেট্রা, তুমি শপথ করেছিলে আমাকে বিবাহ করবে আর মিশরের সামনে তা ঘোষণা করবে!

'আর গতরাত্রিতে, হার্মাচিস, চন্দ্রের চারপাশের রক্ত বলয় ঝঞ্ঝার আগমন ঘোষণা করেছিলো, তবুও দিনটি সুন্দর! কিন্তু কে বলতে পারে কালই ঝড় সুরু হবে না? কে জানে রোমানদের হাত থেকে মিশরকে বাঁচানোর সহজ পথ আমি বেছে নিইনি? কে জানে, হার্মাচিস, তুমি এখনও আমাকে স্ত্রী বলে ডাকতে পারবে না?'

আমি আর ওর মিথ্যাচারণ সহ্য করতে পারলাম না, কারণ আমি দেখতে পেয়েছিলাম সে আমার সঙ্গে খেলা করতে চাইছে। তাই আমার মনে যা ছিলো উদ্গারণ করে দিলাম।

'ক্লিওপেট্রা।' আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'তুমি মিশরকে রক্ষা করবে শপথ করেছিলে, আর এখন তুমি মিশরকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চলেছো রোমানদের হাতে তুলে দিয়ে! তুমি শপথ করেছিলে যে সম্পদ তোমাকে দেখিয়েছিলাম তা মিশরের সেবায় নিয়োগ করবে, কিন্তু এখন তাই তুমি তারই লজ্জার জন্য ব্যবহার করতে চলেছো! তুমি আমাকে বিবাহ করবে শপথ করেছিলে, যে তোমাকে ভালবেসে সর্বস্ব ত্যাগ করেছে, তুমি আজ তাকে ব্যঙ্গ করে বাতিল করছো! অতএব আমি বলছি—ভয়ঙ্কর দেবতাদের কণ্ঠস্বরে জানাচ্ছি—যে তোমার উপর মেনকাউ-রা'র অভিশাপ নেমে আসবে, যাকে তুমি লুণ্ঠন করেছো! আমাকে এবার বিদায় দাও যাতে আমার ভাগ্য আমি স্বয়ং নির্ণয় করতে পারি! আমাকে যেতে দাও, হে রূপবতী লজ্জা! জীবন্ত মিথ্যা! যাকে আমার সর্বনাশের জন্য আমি ভালোবেসেছি, যে আমার সর্বনাশ আনয়ন করেছে। আমাকে লুকিয়ে থাকতে দাও, তোমার মুখ আর যেন দর্শন করতে না হয়।'

ক্রোধে দিশাহারা হয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। অতি ভয়ঙ্করী মনে হতে চাইছিলো তাকে।

'তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার সুযোগ দিতে? না হার্মাচিস, তুমি আমার সিংহাসনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার সুযোগ পাবে না আমি জানাতে চাই, তুমি সাইলিসিয়ায় অ্যান্টনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবে।

আর হয়তো সেখানে তোমাকে যেতে দেবো!' আমার জবাব দেবার আগে ক্লিওপেট্রা রূপোর ঘণ্টায় আঘাত করলো যেটা কাছেই ঝোলানো ছিলো।

গম্ভীর ওই আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই চার্মিয়ন আর অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করতেই অন্য দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো রাণীর দেহরক্ষীরা, তারা বলবান, শিরস্ত্রাণ পরিহিত, কেশ মণ্ডিত।

'ওই বিশ্বাসহন্তাকে গ্রেপ্তার করো,' ক্লিওপেট্রা আমাকে ইঙ্গিত করলো। দলনায়ক ব্রেনাস কুর্ণিশ করে খোলা তরোয়াল হাতে এগিয়ে এলো।

কিন্তু উন্মত্ত আর ক্রোধে অন্ধ হওয়ায়, আমাকে ওরা হত্যা করবে কিনা জানতে না চেয়েও সোজা ওর কণ্ঠ লক্ষ্য করে লাফিয়ে পড়লাম। ওকে এমন আঘাত করলাম যে ওই বিশালদেহী লোকটি মেঝেয় উল্টে পড়লো ওর অস্ত্র ছিটকে গেলো। ও পড়ে যেতেই আমি ওর তরবারী তুলে নিয়ে একজন রক্ষী ঢাল হাতে এগোতে তাকে নিদারুণ আঘাত করলাম। লোকটার ঘাড়ে আঘাত লাগতে সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হলো। তৃতীয় আর একজন অগ্রসর হতে তাকেও প্রচণ্ডভাবে তরবারীর আঘাত করতে সেও মৃত্যুবরণ করলো। এবার এগিয়ে এলো আর একজন খোলা তরবারী নিয়ে। তাকেও ক্রোধোন্মত্ত অবস্থায় আক্রমণ করলাম। কিন্তু আমার তরবারী ওর ঢালে প্রতিহত হয়ে ছিটকে পড়ে গেলো। লোকটি এবার উন্মত্তের মতো চিৎকার করে আমার উপর ঝাপিয়ে পড়তে একটা ঢালের সাহায্যে আত্মরক্ষা করলাম। লোকটি আবার আঘাত করলো—আবারও ঢালের সাহায্যে আত্মরক্ষা করলাম। কিন্তু এভাবে বেশিক্ষণ চলবে না বুঝে ওটা লোকটির বুকে প্রচণ্ড জোরে নিক্ষেপ করতেই সে পিছিয়ে গেলো। আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটির কণ্ঠ চেপে ধরলাম।

কয়েক মুহূর্ত আমরা প্রচণ্ড লড়াই করলাম। সে সময় আমার দেহে অমিত শক্তি ছিলো। একটা খেলনার মতো তাই লোকটিকে তুলে শ্বেতপাথরের মেঝেয় আছড়ে ফেললাম এমনভাবে যে তার অস্থি মজ্জা চূর্ণ হয়ে আর বাক্য স্ফূর্তি হলো না। কিন্তু নিজেকে পুরোপুরি সামলে রাখতে না পারায় তার উপর পড়ে গেলাম। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ক্যাপ্টেন ব্রেনাস আমার পিছনে এসে তরবারীর আঘাত করে বসলো। তবে আমি মাটির বুকে থাকায় ওর আঘাত তেমন জোরালো হলো না আর আমার ঘন চুল আঘাতকে তীব্র হতে দিলো না। আমি কেবল আহত হলাম আর প্রত্যাঘাতের শক্তি রইলো না।

সঙ্গে সঙ্গে সেই কাপুরুষ খোজারা একদল বলদের মতো আমাকে ঘিরে

ধরে তাদের ছুরির আঘাতে আমাকে হত্যা করতে চাইলো। ব্রেনাস দাঁড়িয়ে দেখলেও আঘাত করলো না। ক্লিওপেট্রাও যেন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে সব লক্ষ্য করে চলেছিলো, সেও কোন ইঙ্গিত করলো না। আচমকা চার্মিয়ন আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে উঠলো 'কুকুরের দল'! খোজারা এতে আঘাত করতে পারলো না। ব্রেনাস অগ্রসর হয়ে খোজাদের দূরে সরিয়ে দিলো।

'ওর জীবন ভিক্ষা দিন রাণী!' ব্রেনাস কর্কশ লাতিনে বলে উঠলো। 'জুপিটারের শপথ! দারুণ সাহসী ও! একটা ষাঁড়ের মতো আমি পড়েছিলাম। এমন নিরস্ত্র একজন মানুষের পক্ষে দারুণ কাজ! একে রক্ষা করুণ রাণী। আমার হাতে ওকে ছেড়ে দিন।'

'হ্যাঁ! ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও!' উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বললো চার্মিয়ন। ক্লিওপেট্রা এগিয়ে এসে মৃত দেহগুলির দিকে তাকালো, তারপর আমার দিকে—যে দুদিন আগেও তার প্রেমিক ছিলো।

আমি রাণীর চোখের দিকে তাকালাম। 'ছাড়বেন না!' কোন রকমে বলে উঠলাম। 'পাপ জয়যুক্ত হোক!' ক্লিওপেট্রার ভ্রূ কুঁচকে গেলো। সম্ভবতঃ লজ্জাতে আমার মনে হলো!

'এই লোকটিকে তুমি ভালোবাসো, চার্মিয়ন,' মৃদু হেসে বললো এবার ক্লিওপেট্রা, 'আর তাই তোমার কমনীয় শরীর ওর দেহ আর এই যৌন অনুভূতিহীন কুকুরগুলোর মধ্যে ছুঁড়ে দিলে?'

'না!' তীব্রস্বরে চার্মিয়ন জবাব দিলো। 'কিন্তু এমন একজন সাহসী পুরুষকে এমনভাবে মরতে দিতে পারিনি।'

'হ্যাঁ,' ক্লিওপেট্রা জবাব দিলো, 'ও সাহসী আর দারুন লড়াই করেছে। রোমেও এমন লড়াই দেখিনি! বেশ, ওকে জীবন ভিক্ষা দেবো, যদিও তা বোকামি! ওকে ওর নিজের কামরায় নিয়ে যাও আর ওর মৃত্যু বা জীবন ফিরে পাওয়া পর্যন্ত পাহারায় রাখ।'

আচমকা আমার মাথা ঘুরতে চাইলো, অদ্ভুত এক দুর্বলতা ঘিরে ধরতে অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে গেলাম আমি।

শুধু স্বপ্ন! স্বপ্ন! শুধু অনন্তকাল ধরে যেন স্বপ্ন দেখে চলেছিলাম। মনে হচ্ছিলো বিশাল এক বেদনার সাগরের বুকে আমি ভেসে চলেছি আর সেই সাগরের বুকে চোখে পড়ছে এক কল্যানময়ীর মমতা মাখানো মুখ। মাঝে মাঝে যেন তার মধ্যে চোখে পড়ছিলো এক রাজকীয় মুখ সে মুখ আমার

উপর ঝুঁকে পড়েছিলো আর তার স্পর্শ ছড়িয়ে যাচ্ছিলো আমার শিরায় শিরায়। আমার চোখে ভেসে উঠছিলো শৈশব স্মৃতি—আমার পিতা বৃদ্ধ আমেনেমহাতের মুখ···আবুথিসের মন্দিরের ছায়া আর আমেনতির ভীতিকর দৃশ্য। আমি যেন অনন্তকাল ধরে পবিত্র মাতাকে আহ্বান করে চলেছিলাম—বৃথা যেন তাকে ডেকে চলেছিলাম। কিন্তু কোন কুয়াশা জন্ম নিলো না বেদীর উপরে, শুধু এক গম্ভীর কণ্ঠ বলে চললো: 'দেবীর তালিকা থেকে হার্মাচিসের নাম নিশ্চিহ্ন করে দাও—সে চিরকালের জন্য পতিত!'

আর তখন অন্য এক কণ্ঠ ধ্বনিত হলো:

'না, এখন নয়! এখন নয়! অনুতাপ সুরু হয়েছে, হার্মাচিসের নাম দেবীর জীবনী তালিকা থেকে মুছে দিও না! শাস্তিভোগের মধ্য দিয়ে হয়তো পাপ দূরীভূত হতে পারে!

হঠাৎ জাগ্রত হয়ে প্রাসাদের গম্বুজে আমার নিজের কক্ষে আমাকে দেখতে পেলাম। এতো দুর্বল ছিলাম যে হাত তোলার ক্ষমতা ছিলো না, একটা ঘুঘুর মতো আমার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হচ্ছিলো। কিন্তু আমার মাথা ঘোরাতে পারছিলাম না। লণ্ঠনের আলো পীড়াদায়ক মনে হচ্ছিলো। আমি চোখ বন্ধ করলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে আমি কোন রমণীর পোশাকের খসখস শব্দ আর দ্রুত পদশব্দ শুনতে পেয়ে বুঝলাম ক্লিওপেট্রা ঘরে এসেছে।

সে আমার কাছে এগিয়ে এলো। আমি এটা অনুভূতিতে বুঝতে পারলাম। আমার দেহের প্রতিটি অনু পরমাণু একথা জানিয়ে দিতে সেই ভালোবাসা আর ঘৃণা আবার জেগে উঠলো। সে আমার উপর ঝুঁকে পড়তে তার সুগন্ধভরা নিঃশ্বাস আমার মুখের উপর খেলে গেলো। আমি তার হৃৎস্পন্দন শুনতে পেলাম। আস্তে আস্তে তার ওষ্ঠ আমার ভ্রূ স্পর্শ করলো।

'বেচারি!' সে বললো শুনতে পেলাম। হতভাগ্য, দুর্বল মরণাপন্ন মানুষ! ভাগ্য তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে! আমার নীতির খেলায় ব্যবহার্য অশ্বের চালের পক্ষে তোমার আবির্ভাব খেলোয়াড়সুলভ হয়নি। হার্মাচিস তোমারই ওই খেলা, খেলা উচিত ছিলো। ওই ষড়যন্ত্রকারী পুরোহিতদের তোমায় শিখিয়ে দেওয়া উচিত ছিলো। তবে তাদের পক্ষে তোমাকে মানব চরিত্র শেখানো আর প্রকৃতির আইনের বিরুদ্ধে চলা শেখানো অসম্ভব ছিলো। আর তুমি আমাকে সব মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছো—আঃ! আমি তা জানি। আর পুরুষের মতো তুমি সেই চোখকে ভালোবেসেছো—সে চোখ তোমাকে ভগ্নদশায় এনে দিয়েছে, সে হৃদয় তোমাকে 'দাস' বলে সম্বোধন করেছে। যাক,

খেলাটি খোলাখুলি ছিলো—কারণ তুমি আমাকে নিশ্চিত হত্যা করতে, তবু আমি অনুশোচনা করছি। তুমি কি মরতে চলেছো? তাহলে এই আমার বিদায় সম্ভাষণ! আর পৃথিবীতে আমাদের সাক্ষাৎ হবে না, হয়তো কে বলতে পারে, আমার নমনীয়তা দূর হয়ে গেলে তোমার মোকাবিলা করবো। তুমি কি বাঁচবে? ওই মূর্খরা বলেছে তোমার মৃত্যু হতে পারে—আর তাহলে ওদের দাম দিতে হবে। আমার শেষ দান ছাড়া হলে কোথায় তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে? আমরা সেখানে সমান হতে পারবো—যেখানে অসিরিসের রাজত্বে সবাই সমান। সামান্য পরে হয়তো কয়েক-বছর, হয়তো বা আগামী কালই আমরা মিলিত হবো? তুমি আমায় কিভাবে অভ্যর্থনা জানাবে? এখনও আমাকে পূজা করবে? কারণ আঘাত তোমার ভালোবাসার অমরত্ব স্পর্শ করতে পারবে না। একমাত্র ঘৃণা, অগ্নের মতো মহৎ হৃদয়ের ভালোবাসা খেয়ে ফেলতে পারে নগ্নতা ছিঁড়ে সত্য প্রকাশ করে। তুমি এখন আমার সঙ্গে জড়িত থাকবে হার্মাচিস। কারণ আমার পাপ যাই হোক, এখন আমি তোমার সমালোচনার উর্দ্ধে। যেমন ভালোবেসেছো ঠিক তেমন আমি ভালোবাসতে পারতাম! যখন রক্ষীদের হত্যা করেছিলে তখন প্রায় তাই করেছিলাম—কিন্তু, তবু তেমন পারিনি।

'কি বিচিত্র আমার হৃদয়, কেউ গ্রহণ করতে পারে না, যখন দরজা উন্মুক্ত করি কেউ বিজয়ী হয়ে প্রবেশে সক্ষম হয় না! ওঃ এই একাকীত্ব কেউ যদি সরিয়ে দিতে সক্ষম হতো। যদি এক বছর, এক মাস বা এক ঘণ্টাও এই ঐশ্বর্য, নীতি, লোকজনকে বিস্মৃত হয়ে প্রেমিকা রমণী হতে পারতাম! হার্মাচিস, বিদায়! এবার তবে সীজারের কাছে গমন করো। তাকে আমার অভিনন্দন জানিও। তোমাকে আমি বোকা বানিয়েছি, যেমন সীজারকে বানিয়েছিলাম। হয়তো ভাগ্য আমাকে তার শাস্তি প্রদান করবে আর আমিও শিক্ষালাভ করবো। হার্মাচিস, বিদায়!'

সে বিদায় নেওয়ার মুখে আর একজন রমণীর পদশব্দ শুনলাম।

'আঃ! তুমি এসেছো, চার্মিয়ন। তোমার সেবা সত্ত্বেও ও মরতে চলেছে!'

'হ্যাঁ', দুঃখভারাক্রান্ত কণ্ঠে চার্মিয়ন বললো, 'হ্যাঁ, রাণী, চিকিৎসকেরা তাই বলেছেন। চল্লিশ ঘণ্টা কেটে গেছে ও অজ্ঞান অবস্থায় আছে। দশদিন দশরাত্রি ওকে আমি সেবা করেছি নিদ্রাবিহীন অবস্থায়। ওই কাপুরুষ ব্রেনাসের আঘাত তার কাজ করেছে, হার্মাচিস মারা যাচ্ছে।'

'প্রেম পরিশ্রমের বিনিময়ে যাচাই হয় না, চার্মিয়ন। প্রেম হৃদয় হতে

আসে, সে নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। এই রাত্রির পর রাত্রি তুমি তাই পুত্রস্নেহে অন্ধ মাতার মতো ওকে সেবা করেছো। কারণ, চার্মিয়ন, তুমি এই লোকটিকে ভালোবাসো কিন্তু সে ভালোবাসেনা, আর সে অসহায় অবস্থায় শায়িত থাকায় তুমি তোমার কামনা উজাড় করে দিতে চেয়ে ভাবছো যদি হৃদয় পরিবর্তিত হয়, তোমার স্বপ্ন যদি সফল হয়।'

'আমি তাকে ভালোবাসিনা, আপনার কাছে প্রমাণ আছে, ও রাণী! যে আপনাকে হত্যা করতে পারতো তাকে কিভাবে ভালোবাসবো, আপনি আমার সহোদরার অনুরূপ? শুধু অনুকম্পাতে ওর সেবা করছি।'

ক্লিওপেট্রা জবাব দিতে গিয়ে হেসে উঠলো, 'অনুকম্পা প্রেমের সহযোগী, চার্মিয়ন। নারীর প্রেমের পথ জটিলতায় ভরা—যে প্রবেশ করে সে অতলে নিমজ্জিত হয়। তারপর স্বর্গে উত্থিত হয়ে আবার পতিত হয়। আর তোমার হৃদয়ে ঈর্ষা জাগ্রত হয়েছিলো, হতভাগ্য রমণী। তুমি তাই তোমার কামনার হাতের পুতুলমাত্র! যাই হোক, এইভাবে আমরা গঠিত। শীঘ্র সব যন্ত্রণার অবসান হবে, তখন থেকে যাবে কেবলমাত্র অশ্রু, অনুতাপ আর—স্মৃতি।'

ক্লিওপেট্রা বিদায় নিলো।

॥ ১৪ ॥

● চার্মিয়নের শুশ্রূষা; হার্মাচিসের আরোগ্য; সাইলিসিয়া অভিমুখে ক্লিওপেট্রার নৌবহরের যাত্রা ও হার্মাচিসের প্রতি ব্রেনাসের বক্তব্য ●

ক্লিওপেট্রা বিদায় নিতে কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে কথা বলার শক্তি সঞ্চয় করতে চাইলাম। চার্মিয়ন এসে আমার সামনে দাঁড়ালো। আমি বুঝতে পারলাম ওর চোখ থেকে অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ছে ঠিক যেভাবে মেঘের অন্তরাল থেকে বৃষ্টি ঝরে পড়ে।

'তুমি চলে যাচ্ছো,' ও বলে উঠলো ফিসফিস করে, 'তুমি দ্রুত চলে যাচ্ছো, আমি হয়তো অনুসরণ করতে পারবো না! ও হার্মাচিস, আনন্দের সঙ্গে তোমার জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করবো!'

এবার কোন রকমে চোখ খুলে প্রাণপণ চেষ্টায় কথা বলতে চাইলাম।

'তোমার শোক সম্বরণ করো, প্রিয় বন্ধু,' আমি বললাম, 'আমি এখনও জীবিত, এবং নতুন এক জীবন লাভ করেছি।'

ও আনন্দে অস্ফুট শব্দ করে উঠতে ওর অশ্রুভেজা মুখে অদ্ভুত এক আনন্দের অভিব্যক্তি খেলে যেতে দেখলাম। যেন নতুন সূর্যের আলোয় দিকবিদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

'তুমি বেঁচে আছো!' শয্যার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে বলে উঠলো। 'তুমি বেঁচে আছো, ভেবেছিলাম তুমি চলে গেছো! তুমি আমার কাছে ফিরে এসেছো! ওঃ, কিন্তু কি বলছি! স্ত্রীলোকের মন এই রকম! কিন্তু তুমি বিশ্রাম নাও, হার্মাচিস—কথা বলছো কেন? আর একটা কথা নয়, আমার হুকুম! ঘুমোও, হার্মাচিস, ঘুমোও!' ওর কোমল হাতের স্পর্শে আবার আমি ঘুমের কোলে ঢলে পড়লাম।

যখন জেগে উঠলাম, দেখলাম চুলের রাশি ছড়িয়ে চার্মিয়ন তখনও বসে আছে।

'চার্মিয়ন,' ফিসফিস করলাম, 'আমি ঘুমিয়েছি?'

'হ্যাঁ, ঘুমিয়েছো, হার্মাচিস।'

'কতোক্ষণ ঘুমোলাম?'

'ন ঘণ্টা।'

'আর ন ঘণ্টা তুমি এখানে বসে আছো?'

'এ কিছু নয়। আমি ঘুমিয়েছি।'

'যাও, বিশ্রাম গ্রহণ করো,' বললাম, 'এজন্য আমি লজ্জিত। বিশ্রাম নাও, চার্মিয়ন!'

'চিন্তিত হয়ো না,' ও জবাব দিলো, 'একজন দাসকে রেখে যাচ্ছি, সে দরকার হলে আমাকে সংবাদ দেবে।' ও উঠে দাঁড়াতে গিয়ে টলে পড়ে গেলো।

লজ্জায় আমি কাতরে উঠলাম। আমার নড়ার শক্তি ছিলো না, ওকে তাই সাহায্য করতে পারলাম না।

'এ কিছু নয়,' উঠে দাঁড়ালো চার্মিয়ন। 'নড়ো না। আমি বাধা পেয়ে পড়ে গিয়েছি,' টলতে টলতে ও বেরিয়ে গেলো।

দুর্বলতায় আবার আমি নিদ্রায় ঢলে পড়লাম। বিকেলে আবার জেগে উঠে দারুণ ক্ষুধার্ত বোধ করতে চার্মিয়ন খাদ্য নিয়ে এলো।

'তাহলে মরিনি,' খাওয়া শেষ করে বললাম।

'না,' চার্মিয়ন বললো, 'তুমি বেঁচে থাকবে।'

'তোমার দয়া আমায় বাঁচিয়েছে,' ক্লান্ত স্বরে বললাম।

'এ কিছু নয়,' হাল্কাভাবে ও বললো, 'তুমি আমার আত্মীয়, তাছাড়া সেবা করতে আমি ভালোবাসি, এ স্ত্রীলোকের কাজ। যে কোন ক্রীতদাসের জন্যেও এটা করতাম। এখন তুমি সুস্থ অতএব বিদায়।'

'আমাকে মৃত্যুবরণ করতে দেওয়া তোমার উচিত ছিলো, চার্মিয়ন,' আমি বললাম, 'কারণ জীবন আমার কাছে দীর্ঘ লজ্জার হয়ে উঠবে। ক্লিওপেট্রা কবে সাইলিসিয়ায় যাবে?'

'বিশ দিবসের মধ্যে, আর এমন বিলাসিতায়, মিশর কোনদিন যা প্রত্যক্ষ করেনি। সত্য, আমি বুঝি না এমন প্রভূত ঐশ্বর্য সে কোথা হতে পেলো।'

কিন্তু যেহেতু আমি জানি তাই অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করলাম।

'তুমিও সঙ্গে যাচ্ছো, চার্মিয়ন?' প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ। আর রাজসভার প্রত্যেকে। এমন কি তুমিও।'

'আমি যাবো? না, কিন্তু কেন?'

'কারণ তুমি ক্লিওপেট্রার ক্রীতদাস, আর শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় তার রথের পিছনে যাবে। কারণ তোমাকে এখানে রেখে ফেলে যেতে সে ভীত। এবং তাই তার ইচ্ছা।'

'চার্মিয়ন, আমি পালাতে পারি না?'

'পালাবে তুমি অসুস্থ, অসহায়? কিভাবে পালাবে? এখনও তোমাকে কঠিন প্রহরায় রাখা হয়েছে। কিন্তু পালালে কোথায় যাবে, মিশরে এমন কোন সৎলোক নেই যে তোমাকে থুথু দেবে না!'

আবার অন্তর্জালায় আমি মুষড়ে পড়লাম, বড়ো বড়ো ফোঁটায় চোখ বেয়ে অশ্রু নেমে এলো।

'কেঁদোনা,' মুখ ফিরিয়ে বললো চার্মিয়ন। 'পুরুষের মতো হও, সাহস রাখো। তুমি বীজ বুনেছো, ফসল তোমাকে তুলতে হবে। ফসল তোলা হলে আবার বীজবপনের সময় আসে। হয়তো সাইলিসিয়ায় সুযোগ মিলতে পারে, আবার শক্তি সংগ্রহ করার। এখানে ক্লিওপেট্রাকে এড়িয়ে যেতে না পারলে বিদেশে হয়তো পারবে। অতএব বিদায়।'

চার্মিয়ন বিদায় নিলো। চিকিৎসক আর দুজন ক্রীতদাসীর সেবায় আমি দ্রুত আরোগ্যলাভ করলাম। পরের সপ্তাহে আমি পড়াশোনা করতে পারলাম। রাজসভায় আর যাইনি। এক বিকেলে চার্মিয়ন এসে জানালো আমাকে তৈরি হতে হবে কারণ দুদিন পরে নৌবহর যাত্রা করবে। প্রথমে সিরিয়ার তীরে তারপর ইসাস উপসাগর আর সাইলিসিয়ায়।

এরপর একদিন আমি সম্মান সহকারে ক্লিওপেট্রাকে লিখে পাঠালাম, অত্যন্ত দুর্বল থাকায় আমাকে যাত্রা থেকে মার্জনা করা হোক। কিন্তু জবাব এলো আমাকে অবশ্যই গমন করতে হবে।

অতএব নির্দিষ্ট দিনে আমাকে এক শয্যায় নৌকায় বহন করে নেওয়া হলো। একাজ করলো আমাকে যে আঘাত করেছিলো সেই ক্যাপ্টেন ব্রেনাস আর অন্যান্যরা। নৌকা চালিয়ে বিশাল এক নৌবহরের কাছে আনা হলো। ক্লিওপেট্রা যেন বিরাট কোন যুদ্ধ জয় করতে চলেছিলো। তার নিজের জলযানটির বিলাসিতার তুলনা হয় না। সারা জলযানটি যেন বাড়ির আকারে তৈরি, চারপাশে দামী রেশমী বস্ত্র টাঙানো। দুনিয়ার কেউ এমন দেখেনি। ওই জাহাজে আমি গেলাম না, তাই সিডনাস নদীর মোহনায় পৌঁছনোর আগে ক্লিওপেট্রা বা চার্মিয়নের সঙ্গে আমার দেখা হলো না।

সঙ্কেত মিলতে নৌবহর যাত্রা করলো। দ্বিতীয় দিনে পৌঁছলাম জোপ্পাতে। আবার যাত্রা সুরু হতে একে একে অতিক্রম করলাম, মীজারা, টেলোমিস, আর টাইরান। দেবদারু গাছ শোভিত লেবানন ছাড়িয়ে গেলে ইসাম উপসাগরের মোহনায় সিডনাসের তীরে পৌঁছলাম। এই ভ্রমণে সাগরের বায়ু আমার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করেছিলো। কপালে তরবারীর আঘাতের চিহ্ন ছাড়া আবার আগের মতো হয়ে উঠলাম আমি। একদিন ব্রেনাসের সঙ্গে ডেকে বসে থাকার সময় আমার ক্ষতচিহ্ন লক্ষ্য করে সে শপথ উচ্চারণ করে বললো,' তুমি মরতে পারতে, ছোকরা। তাহলে আমি আর মুখ তুলতে পারতাম না। আহ, কাপুরুষের মতো আঘাত ছিলো সেটা। আমি আঘাত করেছি জেনে আমি লজ্জিত। তুমি জানো, প্রতিদিন তোমার খোঁজ নিয়েছিলাম ? যদি দেখতাম তুমি মারা গেছো তাহলে প্রাসাদের এই বিলাসের জীবন ছেড়ে উত্তরে কোথাও চলে যেতাম।'

'না, চিন্তা কোরো না, ব্রেনাস,' আমি জবাব দিলাম, 'তুমি কর্তব্য করেছো মাত্র।'

'হয়তো! তবে এমন কর্তব্য আছে যা সাহসীর করা উচিত নয়। না, মিশরের শাসনকর্ত্রী কোন নারীর আদেশ নয়! তোমার আঘাতে আমি হতবুদ্ধি ছিলাম, নচেৎ আঘাত করতাম না। ব্যাপার কি ?—তোমার সঙ্গে আমাদের রাণীর কোন গণ্ডগোল হয়েছে ? না হলে বন্দী করে এই বিলাস ভ্রমণে তোমাকে আনা হলো কেন ? তুমি কি জানো আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে তুমি পলায়ন করলে আমাদের জীবন দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ?'

'হ্যাঁ, প্রচণ্ড গণ্ডগোল, বন্ধু,' আমি বললাম, 'আর বেশি কিছু প্রশ্ন করো না।'

'তাহলে, তোমার যা বয়স তাতে এতে একজন স্ত্রীলোক জড়িত আছে। এ আমি শপথ করে বলতে পারি। হ্যাঁ, বোকার মতো হলেও আন্দাজ করতে পারি। আমি ক্লিওপেট্রার কাজ করে ক্লান্ত, ক্লান্ত এই মরুর দেশে বিলাসের মধ্যে থেকে—এতে একজন পুরুষ সব ব্যয় করতে বাধ্য হয়। তোমার কি মত: আমরা একটা নৌকা নিয়ে উত্তরে চলে যাবো? মিশরের চেয়ে ভালো কোথাও তোমাকে নিয়ে যেতে পারি—হ্রদ ও পাহাড়ে ঘেরা এক জায়গায়, বিশাল অরণ্যে ঘেরা সে জায়গা। হ্যাঁ, সেখানে সুন্দরী এক কন্যা দেখে বিয়ে করতে পারবে—আমার নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রী—দীর্ঘকায়া, সুন্দরী। চোখ তার নীলাভ, শক্তিমতী সে। এসো, রাজী হয়ে যাও। অতীতকে ফেলে রেখে চলো ভবিষ্যতে এগিয়ে যাই, আমার পুত্রের মতো হও তুমি।

এক মুহূর্ত চিন্তা করলাম, তারপর আস্তে আস্তে মাথা নাড়লাম। পালাতে লুব্ধও হয়েছিলাম, কিন্তু আমি জানি আমার ভাগ্য মিশরের সঙ্গে জড়িত। এ থেকে পালাতে পারবো না।

'এ হয় না, ব্রেনাস,' আমি বললাম। 'আমি ব্যাগ্র হলেও ভবিতব্য আমাকে মিশরের সঙ্গে গেঁথে রেখেছে। এখানে আমার জীবন ও মৃত্যু।'

'যা ইচ্ছা, বৎস' বৃদ্ধ যোদ্ধা বললো, 'আমার বংশের কারও সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে আমি ব্যাগ্র ছিলাম। তোমাকে পুত্রতুল্য ভেবেছি। অন্ততঃ এখানে যতদিন আছো আমাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কোরো। আর একটি কথা, ওই রূপসী রাণী সম্পর্কে সাবধান—কারণ টারানিসের নামে বলছি, এমন সময় আসতে পারে যখন তিনি ভাবেন তুমি বড় বেশি জানো, আর তখনই—' ব্রেনাস নিজের গলায় হাত দিলো 'এবারে বিদায়, একপাত্র সুরা তারপর নিদ্রা, কারণ আগামীকাল মূর্খতার—।'

[এখানে প্যাপিরাসের লেখা অবোধ্য। সম্ভবতঃ ভ্রমণ বিবরণীই এখানে ছিলো]।

কি অপূর্ব দৃশ্য [লেখা আবার সুরু হলো] যারা প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করে চলে তাদের জন্য। যেন সঙ্গীত মূর্ছনার মধ্য দিয়ে স্বর্ণাভ পোতবহর রূপোলী দাঁড় বেয়ে জল মন্থন করে এগিয়ে চলেছে। আর সেখানে পোতবহরের মাঝখানে পর্দার আড়ালে জলন্ত স্বর্ণাভ কারুকার্যের মাঝখানে উপবিষ্ট ক্লিওপেট্রা, রোমান ভেনাসের পোশাকে আবৃত হয়ে (আর সত্য ভেনাস

তার চেয়ে রূপবতী ছিলো না), অতি সূক্ষ্ম যে পোশাক। সম্পূর্ণ শুভ্র আর বক্ষের নিচে বাঁধা। পোশাকে অঙ্কিত রতিক্রীড়ার ছবি। তার চারপাশে ঘোরাফেরা করছে ছোট ছোট গোলাপি বর্ণের বালক—দেহে তাদের কোন পোশাক নেই। শুধু পিঠে লাগানো কৃত্রিম ডানা আর মদনশর। জলযানের ডেকে কোন কর্কশ ভঙ্গীর রক্ষীরা নেই বরং রয়েছে রমণীয়া স্ত্রীলোকেরা উর্বশীর রূপ নিয়ে। তাদেরও পোশাক নামে মাত্র। সোফার পিছনে উন্মুক্ত তরবারী হাতে দণ্ডায়মান স্বর্ণালী উজ্জ্বল পোশাকে স্বয়ং ব্রেনাস। এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে ছিলাম মূল্যবান পোশাকে আমিও। যদিও আমি জানতাম প্রকৃত আমি এক ক্রীতদাস। সুগন্ধ ধূপের গন্ধে চারদিক আমোদিত।

বিলাসিতার স্বপ্নময় এই পরিবেশে বহু জাহাজের সঙ্গে আমরা টাউরাসের ঢালের দিকে এগিয়ে চললাম। তীরের যত কাছে আমারা এগোলাম সঙ্গে সঙ্গে তীরে উপস্থিত হাজার হাজার মানুষ চিৎকার সুরু করলো: 'সাগর থেকে ভেনাস উঠে এসেছে! ভেনাস বাকাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে!' যতো শহরের কাছাকাছি ততো ভিড় আর কলরোল বৃদ্ধি পেতে চাইলো। শেষ অবধি এগিয়ে এলো অ্যাণ্টনীর বিশালবাহিনী।

ডেলিয়াস, সেই মিথ্যা-জিহ্বার অধিকারী এগিয়ে এলো আর অ্যাণ্টনীর হয়ে ক্লিওপেট্রাকে 'সৌন্দর্যের রাণী' অ্যাখ্যা দান করে অ্যাণ্টনীর ব্যবস্থা করা ভোজে যোগদানের আমন্ত্রণ জানালো। কিন্তু ক্লিওপেট্রা জবাব দিলো, অ্যাণ্টনী আমাদের ভোজসভায় আসুন। মহান অ্যাণ্টনীকে আমাদের ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানাই—নচেৎ আমরা একাকী আহার সমাধা করবো!'

ডেলিয়াস মাথা নত করে বিদায় নিলো। অবশেষে অ্যাণ্টনীকে প্রত্যক্ষ করলাম। তার দেহে হালকা গোলাপী পোশাক, প্রকৃত দর্শনীয় পুরুষ। দীর্ঘ নীলাভ চোখ, কোঁকড়ানো চুল, দেহ হীরের মতো তীক্ষ্ণ আর ধারালো। বিশাল চেহারায় যেন ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট। সে এলো তার সেনাধ্যক্ষ-পরিবৃত হয়ে। ক্লিওপেট্রার সামনে উপস্থিত হয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো, ক্লিওপেট্রাও গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে চাইলো তাকে। আমি দেখলাম ক্লিওপেট্রার ত্বকের আড়ালে রক্তের উন্মাদনা—আর অদ্ভুত এক ঈর্ষা জন্ম নিলো আমার মনে। আর চার্মিয়ন চোখ নামিয়ে রেখে সবকিছু লক্ষ্য করে মৃদু হাসতে চাইলো। কিন্তু ক্লিওপেট্রা কোন কথা না বলে শুধু চুম্বনের জন্য তার শ্বেত শুভ্র হাত এগিয়ে ধরলো। অ্যাণ্টনীও কোন কথা না বলে সে হাত গ্রহণ করে চুম্বন করলো।

'দেখুন, মহান অ্যান্টনী!' সঙ্গীত ব্যঞ্জনাময় কণ্ঠে বলে উঠলো ক্লিওপেট্রা।
'আপনি আমাকে আহ্বান করেছেন, আর আমি উপস্থিত হয়েছি।'

'ভেনাস উপস্থিত হয়েছেন', গভীর দৃষ্টিতে তখনও ক্লিওপেট্রার মুখ লক্ষ্য করে বললো অ্যান্টনী, 'আমি একজন স্ত্রীলোককে আহ্বান করেছিলাম—গভীর সমুদ্র থেকে এক দেবী উপস্থিত হয়েছেন।'

'পৃথিবীর বুকে এক দেবতা তাকে অভ্যর্থনা জানাতে দেখতে,' ক্লিওপেট্রা বুদ্ধিমত্তার জবাব দিয়ে হাসতে চাইলো। 'উত্তম সৌজন্যের সন্ধি হোক, কারণ পৃথিবীর বুকে উপস্থিত ভেনাসও ক্ষুধার্ত! মহান অ্যান্টনী, আপনার হাত।'

ভেরী বাদন সুরু হতেই জন সমুদ্রের মধ্য দিয়ে ক্লিওপেট্রা অ্যান্টনীর হাতে হাত রেখে ভোজসভার দিকে অগ্রসর হলো।

[এখানে পাপিরাসের লেখা বাধা প্রাপ্ত]

॥ ১৩ ॥

● ক্লিওপেট্রার ভোজসভা; মুক্তা গলানো; হার্মাচিসের বক্তব্য; আর ক্লিওপেট্রার প্রেমের শপথ ●

তৃতীয় দিনে বিশাল সেই প্রাসাদ কক্ষে, যে কক্ষ ক্লিওপেট্রার জন্য নির্দিষ্ট ছিলো, সেখানে আনন্দ সম্বর্ধনার ব্যবস্থা হলো। এ সম্বর্ধনা আগের বিলাস-বাহুল্যকেও ছড়িয়ে গেলো। কারণ উপবেশনের ব্যবস্থা হলো স্বর্ণখচিত আসনে আর ক্লিওপেট্রা ও অ্যান্টনীর জন্য নির্দিষ্ট রইলো স্বর্ণখচিত দামী রত্ন-ভূষিত আসন! আহারের তৈজসও স্বর্ণখচিত। মেঝের বুকে স্বর্ণের বাহার, গোলাপের রাশি প্রায় হাঁটু স্পর্শ করতে চাইছিলো। আমাকে আবার আদেশ দান করা হলো ক্লিওপেট্রার পিছনে চার্মিয়ন ইরাস ও মেরীরার সঙ্গে ক্রীতদাসের মতো দণ্ডায়মান থাকতে। ক্রমেই সময় কেটে চললেও আমার অবমাননা আমাকে তিক্ততার হাত থেকে মুক্তি দিলো না। এ চরম লজ্জার হাত থেকে রেহাই নেই। মনে মনে শপথ করলাম এই শেষবার। যদিও চার্মিয়ন যা বলেছে বিশ্বাস করিনি যে ক্লিওপেট্রা অচিরেই অ্যান্টনীর ভালোবাসার সামগ্রী হয়ে উঠবে—তবুও এ অত্যাচার আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। এখন ক্লিওপেট্রার কাছ থেকে আমি ক্রীতদাসের প্রতি ব্যবহার ছাড়া অন্য কিছুই

আশা করতে পারি না। ক্রীতদাসের প্রতি রাণীর যা ব্যবহার সম্ভব। আমার ধারণা আমাকে আঘাত দিয়ে সে আনন্দ উপভোগ করে চলে।

অতএব সেই রকম চললো, আমি, খেমের অভিষিক্ত সেই ফারাও; খোজা ও অন্যান্য সহচরীবৃন্দের সঙ্গে মিশরের রাণীর পিছনে দণ্ডায়মান রইলাম আর ভোজের সঙ্গে সুরার পাত্র হাতবদল হয়ে চললো। অ্যান্টনী ক্লিওপেট্রার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বসেছিলো। মাঝে মাঝে ক্লিওপেট্রার দৃষ্টিও পতিত হয়ে চলেছিলো ওর উপর। দুজনেই তখন বাক্যহারা। অ্যান্টনী শোনাতে চাইছিলো তার অসংখ্য যুদ্ধ জয়ের গৌরব-গাথা আর তার অঢেল রমণীয় প্রেম-কাহিনী যা কোন স্ত্রীলোকের শ্রবণের উপযুক্ত নয়। ক্লিওপেট্রা এতে ত্রুটী ধরেনি, সে উপভোগ করতে চাইছিলো।

শেষ পর্যন্ত ভোজ সমাপ্ত হলে অ্যান্টনী তার চারদিকের অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্য লক্ষ্য করে হতবাক হয়ে উঠলো।

'হে রমণীয় মিশরের অধীশ্বরী,' অ্যান্টনী বলে উঠলো, 'নীলনদের বালুকা কি সুবর্ণ মণ্ডিত? না হলে প্রতি রাত্রিতে এমন বিলাস ঐশ্বর্যের অপব্যয় কিভাবে সম্ভব? এই অপর্যাপ্ত সম্পদের উৎস কোথায়?'

আমার মনে পড়ে গেলো ঐশ্বরীক মেনকাউ-রা'র সমাধি গহ্বরের কথা, যার অপর্যাপ্ত সম্পদ আজ এমনভাবে অপব্যয়িত হয়ে চলেছে। সেই মুহূর্তে ক্লিওপেট্রার দৃষ্টি আমার ওপর পড়তে সে যেন আমার মন পাঠ করে ভ্রূ কুঞ্চিত করলো।

'কেন, মহান অ্যান্টনী,' সে বললো, 'এ এমন কিছুই নয়! মিশরে আমরা রহস্য জানি আর ইচ্ছা মতো ঐশ্বর্যের আমদানী করতে পারি। এই স্বর্ণময় ভোজের মূল্য কতো বলতে পারেন, এই খাদ্য ও সুরার?'

অ্যান্টনী চারদিকে বিহ্বল হয়ে তাকানোর পর বললো, 'সম্ভবতঃ এক সহস্র সেসতেরসিয়া।'

'আপনি অর্ধেকটাই বলেছেন, মহান অ্যান্টনী! এসব আপনার প্রতি আর আপনার সঙ্গীদের প্রতি আমার বিনামূল্যের বন্ধুত্বের দান! আরও কিছু আপনাকে প্রদর্শন করবো, আমি একটিমাত্র চুমুকে দশ হাজার সেসতেরসিয়া পান করবো।'

'এ অসম্ভব, রমণীয়া মিশর!'

হেসে উঠলো ক্লিওপেট্রা, তারপর এক ক্রীতদাসকে শুভ্র ভিনিগার ও পানপাত্র আনার আদেশ দিলো। পানপাত্র আনা হলে অ্যান্টনী ও অন্যান্যরা কাছে এগিয়ে এলো ক্লিওপেট্রা কি করে দেখতে। ক্লিওপেট্রা নিজের কান

থেকে বিরাট সেই মুক্তা খুলে নিয়ে কেউ কিছু অনুধাবন করার আগেই পানপাত্রে ভিনিগারের মধ্যে ডুবিয়ে দিলো। এই মুক্তা সে ঐশ্বরীক ফারাওর থেকে নিয়ে এসেছিলো। নীরবতা নেমে এলো এবার। ধীরে ধীরে মুক্তাটি ওই অম্লের মধ্যে মিলিয়ে যেতে ক্লিওপেট্রা গ্লাস তুলে এক চুমুকে সবটুকু পান করে ফেললো।

'আরও ভিনিগার, দাস!' সে চিৎকার করে বলে উঠলো, 'আমার আহারের অর্ধেক সম্পন্ন হয়েছে!' বলে সে দ্বিতীয় মুক্তাও খুলে নিলো।

'বাক্কাসের শপথ, না! এ কাজ করতে পারবে না!' ক্লিওপেট্রার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অ্যান্টনী বলে উঠলো। 'যথেষ্ট হয়েছে!' আর ঠিক ওই মুহূর্তে কি হলো না বুঝে আমি জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম।

'সময় আগত। হে রাণী!—মেনকাউ-রা'র অভিশাপের সময় উপস্থিত!'

ক্লিওপেট্রার মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে উঠতে সে আমার দিকে হিংস্রভঙ্গীতে তাকালো। উপস্থিত সকলে বিহ্বল হয়ে না বুঝে তাকালো।

'অমঙ্গলসূচক ক্রীতদাস!' সে চেঁচিয়ে উঠলো, 'এভাবে কথা বললে শূলে বিদ্ধ করা হবে! হ্যাঁ, চরম শাস্তি দেওয়া হবে তোমাকে—শপথ করছি, হার্মাচিস!'

'এই গোলাম জ্যোতিষী কি বলতে চায়?' অ্যান্টনী প্রশ্ন করলো। 'পরিস্ফুট করো, দাস! এর অর্থ কি? অভিশাপবাণী উচ্চারণ করলে তার অর্থ প্রকাশ বাঞ্ছনীয়!'

'আমি ঈশ্বরের দাস, মহান অ্যান্টনী। ঈশ্বর আমার মুখে যা প্রবেশ করান তাই আমি প্রকাশ করি মাত্র। এর অর্থ প্রকাশ আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' নম্রভাবে আমি উত্তর দিলাম।

'ওহ্! তুমি ঈশ্বরের সেবক? আর তাই বহুবর্ণের পোশাকে সজ্জিত? বেশ উত্তম কথা। আমিও দেবীর সেবক। দেবীর মনোভাব আমিও প্রকাশ করি, অবশ্য অর্থ করা আমার সাধ্যাতীত,' অ্যান্টনী বলে ক্লিওপেট্রার দিকে সপ্রশ্ন ভঙ্গীতে তাকালো।

'গোলামের হাত থেকে আগামীকাল রেহাইয়ের ব্যবস্থা করবো। এখন দূর হও!'

মাথা নত করে অভিবাদন জানিয়ে আমি বিদায় নিলাম। কানে এলো অ্যান্টনীর কথা: 'উত্তম, লোকটি গোলাম হলেও—সব পুরুষ তাই—ওর মধ্যে রাজকীয়ভাব আছে—ওর চোখ রাজার মতো, তাতে জ্ঞানের প্রকাশ আছে।'

দরজার কাছে একটু থামলাম। যন্ত্রণায় আমি বিদ্ধ হয়ে আমার কর্তব্য বিস্মৃত হয়েছিলাম। ঠিক তখন কেউ আমার হাত স্পর্শ করলো। তাকাতে দেখলাম চার্মিয়ন। সে গোপনে আমাকে অনুসরণ করেছিলো।

কারণ বিপদের কালে চার্মিয়ন আমার সঙ্গেই থাকতে অভ্যস্ত।

'আমাকে অনুসরণ করো', ও ফিসফিস করে বলল, 'তুমি বিপদে পড়েছো।'

আমি ওকে অনুসরণ করে চললাম।

'কোথায় চলেছি আমরা?' প্রশ্ন করলাম।

'আমার কক্ষে,' ও বললো। 'ভয় পেও না, ক্লিওপেট্রার সখীদের সম্মানহানী হয় না। যে দেখবে সেই ভাববে একজোড়া প্রেমিক প্রেমিকা।'

লোকজন এড়িয়ে একধাপ সিঁড়ি অতিক্রম করে আমরা বারান্দায় এসে পড়লাম। বাঁ দিকের দরজা দিয়ে একটি কক্ষে প্রবেশ করলাম এবার। চার্মিয়ন ঝোলানো লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিলো। ঘরটা লক্ষ্য করলাম। চারিদিকে পর্দা ঘেরা ছোট্ট এক কক্ষ, কিছু প্রাচীন আসবাবপত্র ছড়ানো।

'বোসো, হার্মাচিস', চার্মিয়ন বললো। 'ভোজসভা ছেড়ে আসার সময় ক্লিওপেট্রা কি বলেছে শুনেছো?'

'না, জানি না।'

'সে তোমার দিকে তাকিয়ে আপন মনে বলছিলো, সেরাপিসের শপথ, এবার শেষ করতে হবে। আর দেরী নয়, আগামীকাল ওকে শ্বাসরুদ্ধ করা হবে।'

'তাই!' বললাম, 'হতে পারে। তবে এত কিছুর পরেও ও আমাকে হত্যা করবে বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'কেন বিশ্বাস করো না, মূর্খ পুরুষ! ভুলে যেও না অ্যালাবাণ্টার কক্ষে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলে। ওই খোজাদের ছুরির হাত থেকে কে তোমাকে বাঁচিয়েছিলো? সে কি ক্লিওপেট্রা? না, আমি ও ব্রেনাস? তুমি বিশ্বাস করতে পারছো না কারণ ক'দিন আগেও যে রমণী তোমার স্ত্রীর মতো ছিলো, সে আজ কিভাবে তোমাকে নির্মম হয়ে হত্যা করতে সক্ষম! না—জবাব দিও না, আমি সব জানি। শুধু তুমি ক্লিওপেট্রার বিশ্বাসঘাতকতার পরিমাপে সক্ষম নও, তুমি সক্ষম নও তার হৃদয়ের কালিমা পরিমাপ করতে। সে আলেকজান্দ্রিয়াতেই তোমাকে হত্যা করতো, শুধু তোমার হত্যা বিদেশে সোরগোল তুলবে ভেবে সে তা করেনি। তাই তোমাকে সে এখানে গোপনে হত্যা করতে এনেছে। কারণ তাকে তুমি আর কি দিতে সক্ষম? সে তোমার

হৃদয়ের প্রেম উপভোগ করেছে আর তোমার রূপ ও শক্তিতে সে ক্লান্ত। সে তোমার রাজকীয় অধিকার কেড়ে নিয়ে এক রাজাকে তার সহচরীদের সঙ্গে ভোজসভায় দাঁড়াতে বাধ্য করেছে। সে তোমার কাছ থেকে সেই বিপুল ঐশ্বর্যের সন্ধানও লাভ করেছে!'

'আঃ, তুমি সে কথা জেনেছো?'

'হ্যাঁ, আমি সবই জানি। আজ রাতে তুমি দেখেছো খেমের প্রয়োজনে রক্ষিত সম্পদ কিভাবে অপব্যয় করা হলো শুধু এক স্বৈরিণীর লালসা চরিতার্থ করতে। তুমি দেখেছো সে কিভাবে তোমার ভালোবাসার প্রতিদান দিয়েছে, হার্মাচিস—অন্ততঃ তোমার চোখে সত্য ধরা পড়েছে!'

'হ্যাঁ, আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, তবু সে শপথ করেছিলো আমাকে ভালোবাসে, আর আমি হতভাগ্য মূর্খ, তাকে বিশ্বাস করেছি!'

'সে শপথ করেছিলো তোমাকে ভালোবাসে,' গভীর কালো চোখ তুলে বললো চার্মিয়ন, 'এখনই তোমাকে দেখাবো সে কেমন ভালোবাসে। এই গৃহটি কার তুমি জানো? এটি এক পুরোহিতের অধ্যয়ন গৃহ। আর তুমি হয়তো জানো পুরোহিতদের নিজস্ব পদ্ধতি ছিলো। এই কক্ষ প্রধান পুরোহিতের। এর নিচে অন্য কক্ষ আছে। এ গৃহের দাস আমাকে জানিয়েছে, আমি এখনই দেখাবো। এখন সম্পূর্ণ নিশ্চুপ হয়ে আমাকে অনুসরণ করো।'

আলো নিভিয়ে চার্মিয়ন আমার হাত ধরে ঘরের অপর প্রান্তে এনে দেয়ালে হাত রাখলো। একটা দরজা খুলে গেলো। আমরা ঢুকতে সে আবার বন্ধ করে দিলো। আমরা অগ্রসর হয়ে ক্ষুদ্র পরিসর এক কক্ষে এসে দাঁড়ালাম। আমার কানে কথাবার্তা ভেসে আসছিলো কোথা থেকে জানি না। চার্মিয়ন আমার হাত মুক্ত করে বললো 'চুপ!' তারপর এগিয়ে গেলো। তখনই দেখতে পেলাম দেয়ালে গর্ত আছে। অন্যদিকে পাথরে তা আটকানো। গর্তের মধ্য দিয়ে তাকাতেই অন্য এক কক্ষ আমার নজরে এলো। ঘরটি আলোকিত আর সজ্জিত। কক্ষটি ক্লিওপেট্রার শয়নকক্ষ। সে সজ্জিত শয্যায় উপবিষ্ট, পাশে অ্যাণ্টনী।

'বলো, মহান অ্যাণ্টনী,' ক্লিওপেট্রার কণ্ঠ পরিষ্কার শুনতে পেলাম, 'আমার সামান্য ভোজ উৎসব তোমার ভালো লেগেছে?'

'হ্যাঁ,' অ্যাণ্টনী ভারি সৈনিকের কণ্ঠে জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, রমণীয়, অনেক ভোজ আমি সম্পাদন করেছি, উপস্থিতও হয়েছি, কিন্তু তোমার এ ভোজ উৎসবের তুলনা কোথাও লক্ষ্য করিনি। এর রক্তিম সুরা তোমার মোহময় মুখের সমকক্ষ নয়। গোলাপের সুগন্ধ তোমার চেয়ে সুবাসিত ছিলো না।

প্যান্নার আলোক তোমার চোখের নীলাভ দ্যুতি স্পর্শ করতে পারেনি। এ যেন সাগরের অতল ঐশ্বর্য বয়ে আনতে চায়!'

'আঃ! অ্যাণ্টনীর প্রশংসা! যার লেখন এতো কর্কশ তার কণ্ঠবাণী কি মধুর! অপূর্ব এ প্রশংসা বাণী।'

'হ্যাঁ,' অ্যাণ্টনী বলে চললো, 'সত্যই রাজকীয় ভোজ, যদিও ওই মুক্তা তুমি নষ্ট করে ফেলেছো বলে আমার দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে তোমার ওই জ্যোতিষী কি বলতে চাইছিলো। সেই অমঙ্গল সূচক যেন দেবতার অভিশাপের কথা?'

ক্লিওপেট্রার উজ্জ্বল মুখে একটা ছায়া খেলে গেলো। 'আমি জানি না। ও সম্প্রতি এক লড়াইয়ে আহত হয়। মনে হচ্ছে ওই আঘাতে ওর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে।'

'ওকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলে মনে হয় না। বরং ওর কণ্ঠে এমন কিছু ছিলো যার মধ্যে ভাগ্যের পরিণতি লুকিয়ে আছে বলেই আমার কানে বেজেছিলো। হিংস্র ভাবেই সে তোমার দিকে তাকাতে চাইছিলো ওর সেই মর্মভেদী দৃষ্টিতে। যেন এমন একজন যে তোমাকে ভালোবেসেও সেই ভালোবাসার মধ্য দিয়ে ঘৃণা করে চলেছে।'

'ও এক আশ্চর্য মানুষ। আমি বলছি, মহান অ্যাণ্টনী, এবং শিক্ষিত। আমার নিজেরও যেন মাঝে মাঝে ওকে ভয় লাগে কারণ ও প্রাচীন মিশরের প্রাচীনতম সব কলা কৌশলে দক্ষ। জানো কি লোকটির দেহে রাজরক্ত বইছে আর একদা ও আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলো? কিন্তু আমি ওকে জয় করেছি কিন্তু ওকে হত্যা করিনি। কারণ ও এমন এক রহস্যের সন্ধান জানতো যা আমি জানতে চেয়েছিলাম। আমি ওর জ্ঞানকে ভালোবেসেছি, আর শুনতে চেয়েছি বহু গোপন রহস্যের কাহিনী।'

'বাক্কাসের শপথ, গোলামটার উপর আমি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠছি! এবার মহারানী, মিশর?'

'এবার আমি ওর সমস্ত জ্ঞান শোষণ করে নিয়েছি, তাই ওর সম্পর্কে ভীত হওয়ার কারণ নেই। লক্ষ্য করোনি, গত তিন রাত্রি ওকে আমি আমার ক্রীতদাসদের সঙ্গে ক্রীতদাস হয়ে দণ্ডায়মান থাকতে বাধ্য করেছি। কোন বন্দী রাজাই তোমার রোমান বিজয় গর্বে অগ্রসর হতে বাধ্য হলেও ও যা যন্ত্রণা ভোগ করেছে তার সমান যন্ত্রণা ভোগ করতে পারে না—আমার আসনের পিছনে ওই অহঙ্কারী মিশরের যুবরাজ চরম অবমাননাই ভোগ করেছে।'

ঠিক তখনই চার্মিয়ন আমার হাতে মৃদু চাপ দিলো।

'থাক, ও আর ওর অমঙ্গল সূচক কথায় আর আমাদের বিরক্তির কারণ হবে না,' ক্লিওপেট্রা ধীরে ধীরে বললো, 'আগামীকাল প্রত্যুষেই ওর মৃত্যু হবে। ওর কোন চিহ্ন আর থাকবে না। এ ব্যাপারে আমার মনস্থির করে ফেলেছি, এ সত্য, মহান অ্যান্টনী। এই কথাবার্তা বলার অবসরেও আমি ওর সম্পর্কে ভীত, আমার বক্ষ কম্পিত। এই মুহূর্তে সব কথা প্রকাশ করতে পারছি না। ভালোভাবে শ্বাস নিতেও পারছি না যতক্ষণ না ওর মৃত্যু হয়,' উঠে দাঁড়াতে গেলো যেন ক্লিওপেট্রা।

'আগামী প্রত্যুষের জন্যই এটা থাক,' ওর হাত ধরে বললো অ্যান্টনী, 'সৈন্যরা সুরায় মত্ত, কাজ তেমন ভাবে সমাধা হবে না। দুঃখেরও কথা। কোন পুরুষকে নিদ্রিত অবস্থার হত্যা করা আমি ভালোবাসি না।'

'সকালে হয়তো বাজপাখি উড়ে যেতে পারে,' ক্লিওপেট্রা জবাব দিলো চিন্তিত কণ্ঠে। 'ওর শ্রবণ শক্তি তীক্ষ্ণ, ওই হার্মাচিস এমন কাউকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করতে সক্ষম যারা এ পৃথিবীর নয়। হয়তো এখন, এই মুহূর্তেই সে আমাদের কথা শুনে চলেছে অশরীরি হয়ে, কারণ আমি ওর নিঃশ্বাস আমার পাশেই শুনতে পাচ্ছি। আমি বলতে পারি, মহান অ্যান্টনী—! না থাক। তুমি আমার সহচরীর মতো এই স্বর্ণ মুকুট খুলে আমাকে বিশ্রাম দাও। আস্তে, আঘাত দিও না—।'

অ্যান্টনী ক্লিওপেট্রার ভ্রূর উপর থেকে প্রতীক চিহ্ন খুলে দিতেই ক্লিওপেট্রা তার বিরাট কেশগুচ্ছ আলগা করে দিলো। পোশাকের মতোই তা এলিয়ে পড়লো।

'তোমার মুকুট গ্রহণ করো মহীয়সী মিশর,' নিচু কণ্ঠে অ্যান্টনী বললো, 'আমার হাত থেকে গ্রহণ করো। আমি তোমার উপর অবিচার করবো না বরং তোমার ভ্রূ যুগলের উপর একে দৃঢ়বদ্ধই দেখতে চাই।'

'কি বলতে চাও, প্রভু আমার?' ওর চোখে চোখ রেখে হাসি মুখে বললো ক্লিওপেট্রা।

'কি বলতে চাই? বেশ, তা হলো এই: তুমি এখানে এসেছো তোমার বিরুদ্ধে আরোপিত রাজনৈতিক অভিযোগের জবাব দিতে। জেনে রাখো, মিশরের অধিশ্বরী, তুমি যা তা না হলে নীলনদের তীরে রাজত্ব চালানোর কাজে আর তোমার প্রত্যাবর্তন সম্ভব হতো না। কারণ আমি নিশ্চিত, তোমার বিরুদ্ধে সব অভিযোগই সত্য। কিন্তু তুমি যা-তার উত্তরে জানাই প্রকৃতি এর চেয়ে অপরূপার জন্ম দেয়নি! আমি তোমাকে মার্জনা করলাম। আমি তোমায় মার্জনা করছি তোমার রূপ আর অপরূপ ঐশ্বর্য দেখে, দেশপ্রেম বা গুণ দেখে

নয়। অনুভব করো একবার, রমণীর বুদ্ধি আর সৌন্দর্য কি চমৎকার বস্তু, যা যে কোন রাজাকে কর্তব্য ভ্রষ্ট করতে সক্ষম আর সক্ষম তাকে ন্যায় নীতির পথ ত্যাগ করাতে। তোমার মুকুট ফেরত নাও, মহীয়সী মিশর! আমার যত্নে আর এ রাজ মুকুট তোমার কাছে ভারি প্রতিভাত হবে না।'

'এর সবই রাজকীয় বাণী, মহান অ্যাণ্টনী,' ক্লিওপেট্রা জবাব দিলো, 'দ্যুতিময় সদাশয়তা মাখানো বাণী, পৃথিবী জয়ীর পক্ষে যোগ্যও বটে! আমার অতীতের কুকার্য সম্পর্কে তুমি উচ্চারণ করেছো—আমি বলছি মহান অ্যাণ্টনীকে আমি চিনতে ব্যর্থ। কারণ অ্যাণ্টনীকে চিনলে কে তার বিরুদ্ধাচারণ করতে পারে? যে প্রতিটি রমণীর কাছে দেবতাস্বরূপ, কে তার বিপক্ষে তরবারী উত্তোলন করতে পারে? আমার পক্ষে আর কি বলা সম্ভব যা নারীর সম্মান হানি করবে না? শুধুমাত্র এইটুকুই—তোমার হাতে ওই রাজমুকুট আমার শিরে পরিয়ে দাও। আমি তা তোমার উপহার বলেই গ্রহণ করবো—তাই হবে আমার যোগ্য পুরস্কার, তোমার হয়েই এ আমি রক্ষা করবো। আমি তোমার আশ্রিতা রাণী। আর আমার মধ্য দিয়েই সমগ্র মিশর ত্রিশক্তির অ্যাণ্টনীর প্রতি আনুগত্য জানাবে—সেই অ্যাণ্টনীই হবেন রোম ও থেমের মহান সাম্রাজ্যের অধীশ্বর!'

ক্লিওপেট্রার মস্তকে মুকুট স্থাপন করে অ্যাণ্টনী একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে থাকার অবসরে তার উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে কামনা মদির হয়েই যেন দুহাতে ক্লিওপেট্রাকে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে নিয়ে তিনবার তার ওষ্ঠে চুম্বন এঁকে দিলো।

'ক্লিওপেট্রা, আমি তোমাকে ভালোবাসি প্রিয়া,' অ্যাণ্টনী বলে উঠলো, 'এমন ভালোবাসতে আমি আগে পারিনি।' ক্লিওপেট্রা হাসি মুখে ওর আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে দূরে সরে যেতেই ওর কেশ থেকে স্বর্ণাভ স্বর্ণ প্রতীকটি গড়িয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেলো।

আমি ওই অমঙ্গল চিহ্ন লক্ষ্য করে শিউরে উঠলাম। কারণ এর অর্থ আমি জানি। কিন্তু ওরা দুজন কিছুই লক্ষ্য করলো না।

'তুমি আমাকে ভালোবাসো?' মিষ্টি হাসিতে প্রশ্ন করলো ক্লিওপেট্রা। 'কিভাবে জানবো তুমি আমাকে ভালোবাসো? হয়তো ফালভিয়াকেই তুমি ভালোবাসো—ফালভিয়া তোমার বিবাহিতা স্ত্রী?'

'না, ফালভিয়াকে নয়, তোমাকেই আমি ভালোবাসি, ক্লিওপেট্রা। শুধু তোমাকেই—। বহু রমণীই আমার বালক বয়স থেকে আমাকে চেয়েছে, কিন্তু তোমাকে ছাড়া আর কেউ আমার মধ্যে এমন কামনা জাগ্রত করতে

পারেনি। আমাকে ভালোবাসতে পারো না, ক্লিওপেট্রা, আর আমার প্রতি একনিষ্ঠ হতে পারো না, আমার শক্তি বা ক্ষমতার জন্য নয় অথবা আমার সৌভাগ্যের তারকার জন্যেও নয়, শুধু আমার জন্য, অ্যাণ্টনীর জন্য। হ্যাঁ, সেই অ্যাণ্টনীর জন্য, যে দুর্বল, উদ্দেশ্যহীন হতভাগ্য এক মানুষ, যে শত্রুকে আচমকা বশ করতে পারে? বলো, আমাকে ভালোবাসতে পারো, রমণীয়া মিশর? আঃ তা যদি পারো তাহলে এই মুহূর্তে সমগ্র দুনিয়ার অধীশ্বর হয়ে বসার চেয়েও আমি সুখী হবো!'

কথা বলে চলার অবসরে অ্যাণ্টনীর চোখের দিকে ক্লিওপেট্রা বিচিত্র দৃষ্টি মেলে বসেছিলো, সে দৃষ্টিতে অদ্ভুত এক সততারই প্রকাশ ঘটতে দেখলাম আমি।

'তুমি সরলতার সঙ্গেই সব বলেছো,' ক্লিওপেট্রা বললো, 'তোমার বাণী আমার কানে মধুবর্ষণ করেছে—এ বাণী আমার আরও প্রিয়তর হয়ে উঠবে কারণ কোন রমণী বিশ্বের অধীশ্বরকে তার পদপ্রান্তে দেখে আনন্দ পায় না? তোমার এ বাণীর চেয়ে মধুরতম আর কি হতে পারে? ঝঞ্ঝাগ্রস্ত তরণী নাবিকের আশ্রয়ে—সত্যিই এ চমৎকার। স্বর্গের আশীর্বাদ আজ নেমেছে মর্ত্যে—আঃ কি দুর্লভ। প্রভাতের প্রথম প্রকাশ ঘটতে চলেছে গোলাপি আলোকে—এও সুন্দর! বিশ্বের মাঝে তোমার কথার চেয়ে সুমিষ্ট আর কিছুই নেই, আমার অ্যাণ্টনী! তুমি জানো না কি শূন্যগর্ভ একাকীত্বে ভরা আমার এ জীবন—প্রেমেই কেবল তা পূর্ণ হতে পারে। আর এ রাত্রির মতো এমন করে ভালোবাসতে সক্ষম হইনি আমি। আঃ তোমার দু বাহুর মাঝখানে আমায় টেনে নাও—আমরা ভালোবাসার শপথ নেবো—যে শপথ সারাজীবনেও ভঙ্গ হবে না! শোনো, অ্যাণ্টনী চিরজীবনের মতোই আমি তোমার, এ আমার জীবনপণ প্রতিজ্ঞা! চিরদিনের জন্যই আমি তোমার, শুধু তোমারই একা!'

এবার চার্মিয়ন আমার হাত স্পর্শ করে একপাশে টেনে নিতে চাইলো।

'দেখা হয়েছে?' ঘরে প্রবেশ করে ও বললো।

'হ্যাঁ,' আমি জবাব দিলাম, 'আমার চোখ খোলাই আছে।'

॥ ১৬ ॥

● চার্মিয়নের পরিকল্পনা ;
চার্মিয়নের স্বীকারোক্তি ;
আর হার্মাচিসের জবাব ●

কিছুক্ষণ মাথা অবনত করে বসে রইলাম আমি, এক অদ্ভুত তিক্ততায় আমার হৃদয় ভরে উঠলো। এজন্যই আমি আমার শপথ বিস্মৃত হয়েছি। এই তাহলে শেষ। এইজন্যই আমি পিরামিডের রহস্য প্রকাশ করেছি, হারিয়েছি আমার রাজমুকুট, আমার সম্মান আর হয়তো স্বর্গের সম্ভাবনাও! পৃথিবীতে আজ রাত্রিতে আমার মতো কোন দুঃখ জর্জরিত কেউ আছে? সম্ভবতঃ না। কোথায় গমন করবো আমি? কিই বা করবো? তবুও এরই মধ্যে মনে আমার জাগ্রত হলো তীব্র ঈর্ষার ঝড়! কারণ এই স্ত্রীলোককেই ভালোবেসে আমি সর্বস্ব দিয়েছি—আর সে এই মুহূর্তে—আঃ! আমি এ চিন্তা করতেও অক্ষম। আর আমার তীব্র ওই যন্ত্রণার আঘাতে হৃদয় মথিত হয়ে নেমে এলো অশ্রু!

চার্মিয়ন আমার কাছে এগিয়ে আসতেই দেখলাম সেও ক্রন্দনরতা।

'কেঁদো না, হার্মাচিস!' সে ফুঁপিয়ে উঠলো। 'তোমাকে কাঁদতে দেখলে আমি সহ্য করতে পারবো না। ওহ! তোমাকে কেনইবা সতর্ক করা হলো না? তোমাকে সতর্ক করে দিলে আজ এমন অবস্থায় পতিত হতে না। শোনো, হার্মাচিস, ক্লিওপেট্রা নামের ওই মিথ্যা ভাষণে ভরা হিংস্র বাঘিনী কি বললো তুমি শুনেছো—আগামীকাল সে তোমায় খুনীদের হাতে সমর্পণ করবে!'

'তাই হওয়াই শ্রেয়,' চাপাস্বরে আমি বলে উঠলাম।

'না। তাই শ্রেয় নয়। হার্মাচিস, ওকে শেষবারের মতো তোমার উপর বিজয়ী হতে দিও না। জীবন ছাড়া সবই তুমি হারিয়েছো। তবে যতোক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ আশাও আছে, আর যতোক্ষণ আশা থাকে ততক্ষণই থাকে প্রতিশোধের সুযোগ।'

'আহ্!' আমি বললাম উঠে দাঁড়িয়ে। 'একথা চিন্তা করিনি—। হ্যাঁ—প্রতিশোধের সুযোগ! প্রতিশোধ গ্রহণ সত্যিই মধুর!'

'হ্যাঁ, মধুরই, হার্মাচিস,—প্রতিশোধ তীরের মতোই, এটা যে ছোঁড়ে বহুক্ষেত্রে তাকেই তা বিদ্ধ করে। আমি—আমি এটা জেনেছি,' দীর্ঘশ্বাস

ফেললো চার্মিয়ন। 'তবে কথা আর শোক এখন থাক। দুজনের দুঃখ করার বহু সুযোগ পাবো। ভোরের আলোক ফুটে ওঠার আগেই তোমাকে পালাতে হবে। আমার পরিকল্পনা শোন। আগামীকাল ভোরের আগে আলেকজেন্দ্রিয়া থেকে আসা এক ফল ও মালপত্রবাহী জাহাজ ওখানেই ফিরে যাচ্ছে। ওর ক্যাপ্টেন আমার পরিচিত, কিন্তু তোমার অপরিচিত। এখন তোমাকে আমি একজন সিরিয় সওদাগরের পোশাক দিচ্ছি, এছাড়াও ওই ক্যাপ্টেনের নামে এক পত্র তোমাকে দিয়ে দেবো। সে তোমাকে আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছে দেবে—সে তোমাকে সওদাগরী কাজে চলা এক ব্যবসায়ী বলেই ধরে নেবে। আজকে দেউড়ি প্রহরায় নিযুক্ত আছে ব্রেনাস। ব্রেনাস তোমার ও আমার দুজনেরই বন্ধু। হয়তো সে কিছু অনুমান করবে বা নাও অনুমান করতে পারে। যাই হোক সিরিয় সওদাগর নিরাপদেই অতিক্রান্ত হতে পারবে। তোমার কি বলার আছে?'

'উত্তম প্রস্তাব', ক্লান্তস্বরে জবাব দিলাম, 'আমার এ বিষয়ে বলার কিছুই নেই।'

'তাহলে এখানেই বিশ্রাম করো, হার্মাচিস, বেশি দুঃখ প্রকাশ করো না। এমনও কেউ আছে যে তোমার অপেক্ষাও বেশি শোক প্রকাশ করবে।' একথা বলার পরে চার্মিয়ন বিদায় নিলো, আর আমি নিমগ্ন হলাম এক অন্ধকার সাগরের বুকে। শুধু ওই প্রতিশোধের চিন্তাই আমার মনকে শান্ত করতে চাইছিলো বলেই নিজেকে স্থির রাখতে সক্ষম হলাম। শেষ পর্যন্ত ওর পদশব্দ শুনতে পেলাম আর চার্মিয়ন প্রবেশ করলো হাতে একরাশ পোশাকসহ।

'সবই ভালো,' ও বললো, 'এই রইলো সব পোশাক আর সেই চিঠি ও প্রয়োজনীয় জিনিস। আমি ব্রেনাসের সঙ্গেও দেখা করেছি আর বলেছি একজন সিরিয় সওদাগর ভোরের একঘণ্টা আগে এখান থেকে যাবে। যদিও ও নিদ্রার ভান করেছে আমার ধারণা ও সবই বুঝেছে কারণ জবাব দিয়েছে হাই তুলে যে যদি তারা 'অ্যান্টনী' এই সংকেত বাক্য বলতে পারে তাহলে পঞ্চাশজন সিরিয় সওদাগরই যেতে পারবে তাদের আইনসম্মত কাজে। আর এই সেই ক্যাপ্টেনের নামে চিঠি—জাহাজটি ভুল করার কারণ নেই, ওটা কালো রঙের আর বন্দরের ডান পাশে নোঙর করে রয়েছে। এবার আমি ঘুরে আসছি, তুমি তোমার পোশাক ত্যাগ করে এই পোশাকে সজ্জিত হও।'

ও চলে যেতেই আমার জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক ত্যাগ করে চার্মিয়নের আনীত পোশাকে সজ্জিত হলাম। অতি সাধারণ সওদাগরের পোশাক। পাগড়ি জড়িয়ে নিয়ে সাধারণ চামড়ার চটি পায়ে ঢুকিয়ে নিলাম, কোমরে রইলো ছুরিকা। একটু পরে চার্মিয়ন প্রবেশ করে আমার দিকে তাকালো।

'তোমাকে এখনও সেই রাজপুরুষ হার্মাচিস বলেই মনে হচ্ছে,' ও বললো, 'দেখ, এটা বদল করতে হবে।'

এবার ওর টেবিলের টানা থেকে কাঁচি বের করে আমাকে বসতে বলে আমার চুলের রাশি ছোট করে ছেঁটে দিলো। এবার ও মেয়েদের ব্যবহার্য কাজল নিয়ে আমার কপালের সেই ব্রেনাসকৃত ক্ষতস্থানে আর অন্যান্য জায়গায় লেপন করে দিলো।

'হ্যাঁ, এবার অনেক বদলে গেছো, হার্মাচিস,' মৃদু হাসলো চার্মিয়ন, 'তোমাকে যেন চিনতেই পারছি না। দাঁড়াও, আরও কিছু করার আছে,' বলেই ও ওর পোশাকের মধ্য থেকে এক থলি স্বর্ণ তুলে নিলো।

'এটা গ্রহণ করো,' ও বললো, 'তোমার অর্থের প্রয়োজন হবে।'

'তোমার স্বর্ণ আমি গ্রহণ করতে পারি না, চার্মিয়ন।'

'হ্যাঁ, গ্রহণ করো। আমাদের কাজের জন্য এ স্বর্ণ আমাকে দান করা হয়েছিল। অতএব তোমার এ অর্থ গ্রহণ করা উপযুক্তই হবে। তাছাড়া আমার অর্থের প্রয়োজন হলে অ্যান্টনীই আমাকে দেবেন, কারণ তিনিই এখন থেকে আমার প্রভু। তিনি আমাকে পছন্দ করেন। আর সময় নষ্ট কোরো না, এবার তুমি সত্যিই একজন সিরিয় সওদাগর, হার্মাচিস।' বলেই সে আমার কাঁধে স্বর্ণের থলি ঝুলিয়ে দিলো। তারপর সব বাড়তি পোশাক এক জগের মধ্যে ঢুকিয়ে আমার মুখে আরও কিছু কালি মাখিয়ে দিলো। এবার সবই প্রস্তুত।

'আমার যাওয়ার সময় হয়েছে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'না, আর একটু বাকি। ধৈর্য ধরো, হার্মাচিস, আর মাত্র এক ঘণ্টা আমার উপস্থিতি সহ্য করো, তারপর চিরকালের মতোই বিদায়।'

আমি ইঙ্গিতে ওকে বুঝিয়ে দিলাম এরকম কথাবার্তার সময় এ নয়।

'আমার জিভকে মার্জনা কোরো,' ও বললো, 'তবে লবণ থেকেই তিক্ত পানীয় ভালোভাবে নির্গত হয়। বসো, হার্মাচিস। তোমার বিদায়ের আগে আরও কঠিন কিছু কথা তোমায় শোনাতে চাই।'

'বলে যাও,' জবাব দিলাম, 'কোন কঠিন কথাই আমার হৃদয় উদ্বেলিত করতে সমর্থ হবে না।'

ও আমার সামনে দু-হাত জড়ো করে দাঁড়াতেই লণ্ঠনের আলো ওর সুন্দর মুখের উপর পড়লো। আমি আলস্যভরে লক্ষ্য করলাম ওর মুখ কেমন ফ্যাকাশে আর চোখের কোলে কালো দাগ জেগে উঠেছে। দুবার ও কথা বলতে চেষ্টা করেও পারলো না—শেষ পর্যন্ত চাপা ফিসফিসানি স্বর ওর গলা চিরে বেরিয়ে এলো।

'আমি তোমাকে যেতে দিতে পারি না', ও বলে উঠলো—'আমি তোমাকে সত্য জানার আগে যেতে দিতে পারি না।'

'হার্মাচিস, আমিই তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি।'

মুখে শপথ নিয়ে আমি প্রায় লাফিয়ে উঠলাম, কিন্তু ও আমার হাত চেপে ধরলো।

'ওঃ, বোসো', চার্মিয়ন বললো—'বসে আমার কথা শোন, তারপর সব কথা শোনা হলে আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছা হয় করতে পারো। শোন। তোমার মাতুল সেপার সামনে সেই অমঙ্গলময় মুহূর্তে যখন তোমার উপর দ্বিতীয়বার আমার দৃষ্টি পড়েছিলো তখন থেকেই তোমাকে আমি ভালোবেসেছি—সে কতোখানি তোমার ধারণার শক্তি নেই। ক্লিওপেট্রার প্রতি তোমার ভালোবাসার কথা মনে করো তারপর তার দ্বিগুণ করো, আবার দ্বিগুণ করো। তাহলে হয়তো আমার ভালোবাসার পরিমাপ করতে পারবে। তোমাকে আমি ভালোবেসেছি, দিনের পর দিন সে ভালোবাসা বেড়েই গেছে, তবু তোমার জন্যই যেন আমি বেঁচে থেকেছি। কিন্তু তুমি শীতল হয়ে ছিলে—সম্পূর্ণ শীতল! সারাক্ষণ তুমি আমাকে কোন জীবন্ত স্ত্রীলোক মনে করে ব্যবহার করোনি, করেছো কোন যন্ত্র মনে করে। যে যন্ত্র তোমাকে তোমার সৌভাগ্য এনে দিতে পারতো। আর তারপরেই আমি দেখলাম, তুমি তা টের পাওয়ার ঢের আগেই—তোমার হৃদয়ের স্রোত সেই ধ্বংসকারী উপকূলের দিকে চলেছে যেখানে তোমার জীবন ভগ্ন অবস্থায় পৌঁছেছে। অবশেষে সেই শেষের রাত্রি এলে দেখলাম কেমন করে তুমি আমার ওড়নাকে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে মিষ্টি কথায় আমার রাজকীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর দেওয়া উপহার গ্রহণ করেছিলে। তারপর—সেই যন্ত্রণায় আমি বিশ্বাসঘাতকতা করলাম তুমি তা জানতে না, হার্মাচিস! তুমি আমাকে তখন শ্লেষে জর্জরিত করেছিলে! ওহ্! কি লজ্জা—তুমি মূর্খতায় জড়িত হয়ে আমাকে ব্যঙ্গ করেছিলে! আমি বুঝেছিলাম তুমি ক্লিওপেট্রাকে ভালোবাসো! হ্যাঁ, তখন আমি এমনই উন্মত্ত ছিলাম যে ওই রাত্রিতেই তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতাম—তবু ভাবলাম হয়তো পরদিন তোমার মন নরম হতে পারে। তারপর পরের দিন এলো আর তোমাকে ফারাও করে তোলার সেই মহান পরিকল্পনা কার্যকরী করার মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হলো। আমিও হাজির হলাম—তোমার মনে আছে, তখনও তুমি আমাকে সরিয়ে দিয়েছিলে আমার সংকেত বার্তা অগ্রাহ্য করে। আমি যখন বুঝলাম তুমি ক্লিওপেট্রাকে ভালোবাসো বলেই এটা হতে চলেছে, যাকে তুমি সুযোগ পেয়ে হত্যা করনি—

আমি উন্মাদ হয়ে উঠলাম আর এক দুষ্ট আত্মা আমার উপর ভর করলো—আমি আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না। যেহেতু তুমি আমাকে ব্যঙ্গ করেছো তাই এ কাজ আমার চরমতম দুঃখ আর লজ্জার বিনিময়েও আমি করেছি—আমি ক্লিওপেট্রার সামনে উপস্থিত হয়ে তোমার ও তোমার সহযোগীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলাম।

'যখন সে বুঝলো পরিকল্পনা কতো সুদূর প্রসারী ক্লিওপেট্রা দারুণ চিন্তিত হয়ে উঠলো; প্রথমে ও সাইস বা সাইপ্রাসে জাহাজে চড়ে পালাতে চেয়েছিলো। কিন্তু আমি তাকে দেখিয়ে দিলাম সে পথ রুদ্ধ। তখন সে বললো তোমাকে হত্যা করবে, ওই কক্ষেই। আমি তাই বিশ্বাস করেছিলাম। কারণ তখন খুশিই হই তোমার মৃত্যুতে। হ্যাঁ, এরপর তোমার সমাধিতে ক্রন্দন করতাম। হার্মাচিস! কিন্তু একটু আগে যা বলেছি—প্রতিশোধ একটা তীরের মতো, যে ছোঁড়ে তার দিকেই সেটা ফিরে আসে। কারণ আমার বিদায় ও তোমার আগমণের অবসরে ক্লিওপেট্রা আরও গভীর এক মতলব করেছিলো। সে ভয় করেছিলো তোমাকে হত্যা করলে আরও বড়ো বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠতে পারে—তাই সে ভেবে নিলো তোমাকে ওর সঙ্গে জড়িয়ে রাখলে সকলে সন্দেহে পড়বে আর তুমি বিশ্বাসহন্তা প্রমাণিত হলে মতলবের গোড়ায় আঘাত করা যাবে। আরও বলতে হবে? তুমি জানো হার্মাচিস কিভাবে সে জয়ী হয় আর এইভাবেই প্রতিশোধের আঘাত আমার উপরেই নেমে আসে। কারণ পরদিনই আমি জানতে পারি আমি বৃথাই পাপ করেছি আর সেই বিশ্বাসঘাতকতার দায় নেমে এসেছে হতভাগ্য পন্তুলাসের কাঁধে।'

ও একটু থামলেও আমি জবাব না দেওয়ায় ও আবার বলে চললো।

'আমার সব পাপ প্রকাশ করতে দাও, হার্মাচিস তারপর আসুক ন্যায় বিচার। ক্লিওপেট্রা মনে মনে কিছুটা তোমাকে বিবাহের কথা স্থির করেছিলো। আর এই কারণেই সে ওই ষড়যন্ত্রে সকলকে ক্ষমা করেছিলো, যাতে সে তোমার আর ওদের সাহায্যে মিশরকে হাত করে নিতে পারে যে মিশর তাকে বা কোন টলেমীকে পছন্দ করে না। তাই আবার সে তোমাকে ফাঁদে আটকায় আর তুমি মূর্খের মতোই তার কাছে মিশরের গোপন ঐশ্বর্যের কথা প্রকাশ করে দাও। সে সেই বিপুল ঐশ্বর্য, ওই বিলাসী অ্যান্টনীর মনোরঞ্জনে ব্যয় করে চলেছে। আমি জানি ক্লিওপেট্রা তখন তোমাকে বিবাহের শপথ রক্ষা করতে চেয়েছিলো। পরদিন ডেলিয়াস আগমন করলে ক্লিওপেট্রা আমার পরামর্শ চেয়ে জানায় সে কি করবে? তোমাকে বিয়ে

করবে না অ্যান্টনীর কাছেই গমন করবে। আমার সেই পাপ লক্ষ্য করো —আমি তোমাকে ওর বিবাহিত স্বামী হিসাবে সহ্য করতে পারবো না জেনেই বলেছিলাম ওঁর অ্যান্টনীর কাছেই যাওয়া উচিত। কারণ ডেলিয়াসের কাছে শুনেছিলাম সে অ্যান্টনীর কাছে গমন করলে সে পাকা ফলের মতোই ক্লিওপেট্রার পদপ্রান্তে পড়তে চাইবে, বাস্তবিকই তাই হয়েছে। এবার ষড়যন্ত্রটা লক্ষ্য করো—অ্যান্টনী ক্লিওপেট্রাকে ভালোবাসে, ক্লিওপেট্রা ভালোবাসে অ্যান্টনীকে, আর তুমি সর্বহারা। এ আমার পক্ষে ভালোই—তবুও আমি বিশ্বের সবচেয়ে হতভাগিনী স্ত্রীলোক। কারণ যখন দেখলাম তোমার হৃদয় কিভাবে ভঙ্গ হয়েছে, আমার হৃদয়ও ভেঙে গেলো। তাই আমার পাপের বোঝা আর বহন করতে না পেরে সবই প্রকাশ করে শাস্তি গ্রহণ করা মনস্থ করলাম।

'আর আমার বলার কিছু নেই, হার্মাচিস। ভালোবাসার নেশায় আমি মৃত্যু অবধি তোমার কাছে পাপ করেছি—আমি তোমার সর্বনাশ করে খেমেরও সর্বনাশ করেছি। শেষ করেছি নিজেকেও! একমাত্র মৃত্যুই আমার পুরস্কার! আমাকে হত্যা করো, হার্মাচিস—তোমার তরবারীর আঘাতে আনন্দে আমি মৃত্যুবরণ করবো। আমাকে হত্যা করে তুমি বিদায় নাও! এটা না করলে নিজেই আমি নিজেকে হত্যা করবো।' হাঁটুতে ভর রেখে ওর রমণীয় বক্ষ তুলে ধরলো আঘাতের জন্য। প্রচণ্ড ক্রোধে আমিও আঘাত করার জন্য হাত তুললাম, কারণ জানতাম এই স্ত্রীলোকটিই আমার আর খেমের চরম লজ্জাকর পরিণতির জন্য দায়ী। কিন্তু কোন সুন্দরী রমণীকে হত্যা করা কঠিন, তাই হাত তুলেই আমার মনে হলো এই রমণীই দুবার আমার প্রাণ রক্ষা করেছিলো।

'লজ্জাহীনা স্ত্রীলোক!' আমি বলে উঠলাম, 'ওঠো! আমি তোমাকে হত্যা করবো না! তোমার পাপ নির্ধারণ করার কাজে আমি কে? কারণ আমার পাপ তোমার চেয়েও বেশি!'

'হত্যা করো আমায়, হার্মাচিস!' ও কাতর আর্তনাদ করলো। 'হত্যা করো না হলে আমি আত্মঘাতী হবো। এ ভার আমার অসহ্য। আমাকে অভিশাপ দিয়ে হত্যা করো!'

'এইমাত্র আমাকে কি বলেছো, চার্মিয়ন, যে যেমন বীজ বপন করেছি তেমনই ফসল আহরণ করবো? আত্মহত্যা আইন সম্মত নয়, আর আমিও তোমায় হত্যা করতে পারি না। নীচ রমণী! যার নিষ্ঠুর ঈর্ষা আমার, মিশরের এই সর্বনাশ আনয়ন করেছে—বেঁচে থাকো—বেঁচে থেকে বছরের পর বছর

তোমার কৃতকর্মের আর পাপের ফল ভোগ করো। তোমায় স্বপ্নে ভীতি প্রদর্শন করুক মিশরের ক্রুদ্ধ দেবতারা, আমেনতিতেই তোমার ও আমার জন্য তাদের প্রতিশোধ অপেক্ষায় রয়েছে। তোমার আগামী দিনগুলি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠুক, যে মানুষকে তোমার নির্মম ভালোবাসা লজ্জা আর পাপে নিমগ্ন করে খেমকে ধ্বংস করে ক্লিওপেট্রাকে রোমান অ্যান্টনীর দাস করে দিয়েছে তার অভিশাপ তোমাকে ভীতময় করে তুলুক।'

'ওঃ! এমনভাবে কথা বলতে চেওনা, হার্মাচিস! তরবারীর চেয়েও এ ধারালো, এ যে ধীরে ধীরেই হত্যা করে চলে। শোনো, হার্মাচিস', চার্মিয়ন আমার পোশাক মুঠো করে ধরলো। 'তুমি যখন ক্ষমতায় ছিলে তখন আমাকে তুমি বর্জন করেছিলে—এখনও কি তুমি আমাকে বর্জন করবে যখন ক্লিওপেট্রা তোমাকে বর্জন করেছে, যখন তোমার মাথার নিচে বালিশ নেই, তুমি লজ্জায় নিমগ্ন? এখনও আমি রূপবতী, এখনও তোমাকে আমি ভলোবাসি, পূজো করি। আমাকেও তোমার সঙ্গে যেতে দাও আর সারা জীবন আমাকে অনুতাপ করতে দাও ভালোবাসায় নিমগ্ন থেকে। যদি এ চাওয়া খুব বেশি হয় তাহলে তোমার সহোদরার মতোই সঙ্গে থাকতে দাও —আমি তোমার ক্রীতদাসী হয়ে তোমার রমণীয় মুখ সারা জীবন দর্শন করতে চাই। চাই তোমার দুঃখের অংশীদার হতে। ও হার্মাচিস, আমাকে আসতে দাও—মৃত্যু ছাড়া আর আমাদের আলাদা করতে পারবে না, সবই আমরা একসঙ্গে সহ্য করবো। কারণ আমার বিশ্বাস যে প্রেম তোমাকে আমার সঙ্গে এতো নিচে নামিয়েছে, তাই আমি তোমার সঙ্গে থাকলে আবার অতো উচুতেই তুলতে সক্ষম!'

'আমাকে নতুন পাপে নিমগ্ন করতে চাও, রমণী? তুমি কি ভেবেছো, চার্মিয়ন যে যে গোপন আস্তানায় আমাকে লুকিয়ে থাকতে হবে সেখানে দিনের পর দিন তোমার ওই রমণীয় মুখ দর্শন করে অনুতাপ করে চলবো। ওই ওষ্ঠই আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে? এমন সহজে তোমার অনুতাপ শেষ হবে না। আমি জানি তোমার অনুতাপের দিন হয়ে উঠবে একাকীত্বে ভরা। হয়তো প্রতিশোধের সুযোগ এখনও আসতে পারে আর বেঁচে থাকলে তুমিও তাতে অংশ নিতে পারবে। তোমাকে এখনও ক্লিওপেট্রার সভায় থাকতে হবে। আর আমি যদি জীবিত থাকি মাঝে মাঝে তোমাকে সংবাদ পাঠাবো। হয়তো এমন দিন আসতে পারে যখন তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হবে। এবার শপথ করো দ্বিতীয়বার আমাকে ব্যর্থ করবে না।'

'আমি শপথ করছি, হার্মাচিস।—শপথ করছি! আমি ব্যর্থ হলে এখনকার

এ যন্ত্রণার চেয়েও শতগুণ বেশি যন্ত্রণা যেন আমাকে বিদ্ধ করে। সারা জীবন আমি তোমার কথার জন্য অপেক্ষায় থাকবো।

'উত্তম, লক্ষ্য রেখ যাতে শপথ রক্ষিত হয়, দুবার যেন বিশ্বাসভঙ্গ না করি। আমি আমার ভাগ্য নির্ণয় করতে চলেছি, তুমিও তাই করো। হয়তো আমাদের আবার একত্রিত হতে হবে। চার্মিয়ন, যে অযাচিত হয়ে আমাকে প্রেম নিবেদন করেছে আবার বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে আমার সর্বনাশও করেছে, তাকে বিদায় জানাই।'

উন্মাদিনীর মতো আমার দিকে তাকিয়ে সে দুহাত বাড়িয়ে আমাকে ধরতে গেলো—তারপর হতাশায় ভেঙে পড়ে সটান মেঝের বুকে পড়ে গেলো।

পোশাকের গোছা তুলে আমি দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে শেষবারের মতো ফিরে তাকাতেই দেখতে পেলাম দুহাত ছড়িয়ে সে তখনও মেঝের বুকে আলুলায়িত কেশ নিয়ে পড়ে আছে। ওর শুভ্র পোশাকের চেয়েও ওকে বেশি শুভ্র মনে হচ্ছিল।

ওই ভাবেই ওকে আমি ছেড়ে এলাম, দীর্ঘ নয় বছরের আগে আর ওর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেনি।

[এখানেই দ্বিতীয় আর সবচেয়ে বড়ো প্যাপিরাসের বাণ্ডিল শেষ হলো।]

॥ তৃতীয় খণ্ড ॥

॥ ১ ॥

হার্মাচিসের প্রতিশোধ

● টারসাস থেকে হার্মাচিসের পলায়ন ;
সাগরের দেবতাদের প্রতি উপহার
হিসাবে তার নিক্ষেপ ;
সাইপ্রাসে ভ্রমণ আর
আমেনেমহাতের মৃত্যু ●

সোপান অতিক্রম করে নিরাপদেই আমি নেমে এলাম আর বিশাল প্রাসাদের চাতালে পেঁীছলাম। ভোরের আর একঘণ্টা বাকি কেউ কোথাও নেই। শেষ সুরার পাত্রে চুমুক দেওয়া হয়ে গেছে, নর্তকী তার নৃত্য শেষ করেছে, সারা শহরে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। দরজার কাছে এগোলাম আমি। পাহারারত ভারি পোশাকের এক কর্মচারি আমাকে দাঁড়াতে আদেশ করলো।

'কে যায় ?' ব্রেনাসের কণ্ঠ শুনতে পেলাম।

'একজন সওদাগর মহাশয়। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে উপহার আনার পর রাণীর সহচরীর কাছে রাত্রি যাপনের পর জাহাজে ফিরে যাচ্ছি', চাপা গলায় বলে উঠলাম।

'হুম্!' সে চীৎকার করে উঠলো। 'রাণীর সহচরীরা অনেক রাত করেই অতিথি আপ্যায়ন করে দেখতে পাচ্ছি। তবে এ উৎসবের সময়। সংকেত বলুন, সওদাগর মহাশয়। সংকেত বাক্য ছাড়া আপনাকে আবার সহচরীর আপ্যায়ন গ্রহণ করতে হতে পারে।'

'অ্যাণ্টনী, মহাশয়। আহ্! বহু দেশই ভ্রমণ করেছি কিন্তু এমন দেবতুল্য মানুষ আর সাহসী সেনাধ্যক্ষ দেখিনি, মহাশয়।'

'হ্যাঁ, অ্যাণ্টনীই বটে! আর তিনি একজন বিখ্যাত সেনাধ্যক্ষও বটে। তবে আমি তার পক্ষে আর বিপক্ষেও থেকেছি। তিনি যখন কোন রমণীয়া পোশাক না দেখেন তখনই— ।'

কথা বলার অবসরে সারাক্ষণই সে পদচারণা করে চলেছিলো। এবার সে একপাশে সরে দাঁড়ালো।

'বিদায়, হার্মাচিস্‌, যাও!' ফিসফিস করলো ব্রেনাস। 'দেরী কোরো না। শুধু মনে রেখ ব্রেনাসকে, সে তার গর্দানের তোমার জন্যই ঝুঁকি নিয়েছিলো। বিদায়, বৎস, আমার আশা ছিলো একত্রেই আমরা উত্তরে যাবো।' আমার দিকে পিছন ফিরে সে একটা সুর ভাঁজতে চাইলো।

'বিদায়, ব্রেনাস, সৎ মানুষ,' বলেই বিদায় নিলাম। বহুদিন পরে জেনেছিলাম পরদিন হত্যাকারীরা আমাকে না পেয়ে দারুণ সোরগোল তুলেছিলো। ব্রেনাস সত্যিই আমার হয়ে কিছু করেছিলো। কারণ ও শপথ করে জানিয়েছিলে মধ্যরাত্রির পর সে পাহারায় থাকাকালীন আমাকে পাঁচিলের উপর দেখতে পায়। আমি আমার পোশাক ছড়িয়ে ধরতেই সেগুলো ডানায় পরিণত হয় আর তাকে অবাক করে দিয়ে আমি স্বর্গের দিকে উড়ে যাই। রাজসভার সকলেই একথা বিশ্বাস করে নিলো, কারণ আমি যাদু জানতাম। এ কাহিনী মিশরের বুকেও ছড়িয়ে গিয়েছিলো, যাদের প্রতারণা করেছি তাদের কাছে আমার সুনামও রক্ষিত হলো—কারণ অশিক্ষিতরা বিশ্বাস করেছিলো আমি স্ব-ইচ্ছায় কাজ করিনি, দেবতারাই তাদের প্রয়োজনে আমাকে স্বর্গে টেনে নিয়েছেন। তাই আজও কথিত হয় 'যখন হার্মাচিস প্রত্যাবর্তন করবে তখনই মিশর মুক্ত হবে।' কিন্তু হায়, হার্মাচিস আর আসবে না! কেবল ক্লিওপেট্রাই অত্যন্ত ভীত হয়ে এ কাহিনী বিশ্বাস করেনি। সন্দেহ করেই সে সশস্ত্র এক রণতরীকে সিরিয় সওদাগরের খোঁজে পাঠিয়েছিলো। কিন্তু তাকে পাওয়া যায়নি, পরে তা জানা যাবে।

চার্মিয়নের কথা মতো সেই জলযানের কাছে পৌঁছতেই সেটা ছাড়ার জন্য প্রস্তুত দেখতে পেলাম। আমি সেই ক্যাপ্টেনকে পরিচয় দিতেই সে অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করলেও কিছু বললো না।

অতএব আমি ওতে উঠলে দ্রুত সেটা রওয়ানা হলো স্রোতের টানে। নদীর মোহনায় বিনা বাধায় আসার পর বাতাসের অনুকূলে সমুদ্রে পড়তেই সেই বাতাস রাত্রির দিকে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝায় পরিণত হলো। নাবিকেরা নিদারুণ ভীত হয়ে আবার নদীর মোহনায় ফিরে যেতে চাইলো কিন্তু প্রচণ্ড বাতাসের জন্য পারলো না। সারা রাত ধরেই প্রচণ্ড ঝড় চলায় জাহাজের মাস্তুল ভেঙে গেলো, আর আমরা অসহায়ের মতো ভেসে বেড়ালাম। পোশাক জড়িয়ে ভয় না পেয়েই আমি বসে থাকায় নাবিকেরা আমাকে যাদুকর মনে করে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলতে চাইলো, কিন্তু তা হতে দিলো না ক্যাপ্টেন। সকালে ঝড়ের বেগ কিছু কমলেও কয়েক ঘণ্টা পরে আবার তা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো।

আমাদের চোখে পড়লো সাইপ্রাসের প্রস্তরশঙ্কুল দ্বীপ যার—ওখানে অলিম্পাস নামে এক পাহাড় ছিলো। সেদিকে আমরা ভেসে চললাম। এবার নাবিকেরা ওই ভয়ঙ্কর প্রস্তরখণ্ড আর ফেনিল ঢেউ দেখে দারুণ ভীত হয়ে আর্তনাদ করে উঠলো। কারণ ওরা যখন দেখলো আমার কোন ভাবলেশ তখনও জাগেনি, ওরা ধরে নিলো আমি নিশ্চিত কোন যাদুকর। ওরা তাই আমাকে সমুদ্রের দেবতার কাছে উৎসর্গ করতে এগিয়ে এলো। এবার কাপ্তেনের কথা রইলো না। ওরা কাছে আসতে আমি দাঁড়িয়ে বলে উঠলাম, 'আমাকে ছুঁড়ে ফেলো, তাহলে তোমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'

আমার মনে বাঁচার কোন ইচ্ছা ছিলো না, শুধু মৃত্যুর এক আকাঙ্ক্ষা সেখানে জেগে উঠেছিলো, যদিও পবিত্র মাতা আইসিসের সম্মুখীন হতে আমি ভয় পাচ্ছিলাম। তবু আমি তাই করতে প্রস্তুত ছিলাম। ওরা তাই উন্মত্ত জানোয়ারের মতো আমাকে তুলে সেই উত্তাল জলরাশির বুকে নিক্ষেপ করতে মাতা আইসিসের কাছে প্রার্থনা জানাতে চাইলাম মৃত্যুর আগে। কিন্তু আমার ভাগ্যে মৃত্যু লেখা ছিলো না, কারণ যে মুহূর্তে জলের বুকে ভেসে উঠলাম, কাছে একখণ্ড কাঠ ভেসে যেতে লক্ষ্য করে সাঁতার কেটে সেদিকে গিয়ে সেটা আঁকড়ে ধরলাম। আচমকা এক বিরাট ঢেউ আমাকে বিরাট সেই ভাসমান মাস্তুলের উপর তুলে দিতে আমি ভেসে চললাম জাহাজটির পাশ দিয়ে। জাহাজের বুকে সেই ভয়ানক দর্শন নাবিকেরা আমাকে ডুবে যেতে দেখতে চাইছিলো। ঢেউয়ের বুকে ভেসে ওদের অভিশাপ দিতে দিতে আমি এগিয়ে চললাম। রঙ উঠে যাওয়া আমার মুখ লক্ষ্য করে ওরা দারুণ ভয়ে ডেকে গড়াগড়ি দিতে লাগলো। আর মুহূর্তের মধ্যে আমি পাথুরে তীরের দিকে এগিয়ে যেতে বিশাল এক ঢেউ জাহাজটিকে অতলে টেনে নিয়ে গেলো। আর সেটা ভেসে উঠলো না।

জাহাজটি সমস্ত নাবিকসহ ডুবে গেলো। আর ওই ঝড়ের তাণ্ডবে ক্লিওপেট্রা আমার সন্ধানে যে জাহাজ পাঠিয়েছিলো তাও ডুবে গেলো। এই ভাবে আমার সমস্ত চিহ্ন হারিয়ে গেলো, সে-ও ভেবে নিলো, আমি মৃত।

আমি তীরের দিকে ভেসে চললাম। সাগরের লবণাক্ত জল আমার মুখে ঝাপটা মেরে চললো, মাথার উপর সমুদ্রের পাখিরা উড়ছিলো। আমি ভীত হলাম না বরং হৃদয়ে এক বন্য উত্তেজনা অনুভব করলাম। তার ফলে আমার মনে বাঁচার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠলো। উদ্দাম ঢেউয়ের বুকে ভেসে চলতে চলতে আমার চোখে পড়লো প্রচণ্ড বেগে সেই উন্মত্ত জলরাশি পাথুরে তীরে প্রচণ্ড শব্দে আছড়ে পড়ছে। পিছনে শোনা যাচ্ছে প্রচণ্ড গর্জন।

আমার কাছ থেকে মাস্তুলটা হাত ছাড়া হয়ে যেতে আমার কোমরের থলিতে রাখা স্বর্ণমুদ্রার ভারে প্রায় ডুবতে বসেছিলাম। প্রচণ্ড লড়াই করে চললাম আমি।

আচমকা একটা নতুন আলোক স্রোত খেলে যেতে সব অন্ধকারে ডুবে গেলো। সেই অন্ধকারের মধ্য থেকে আমার চোখে ভেসে উঠলো অতীতের ছবি। ছবির পর ছবি। জীবনের সমস্ত ছবি আঁকা। আমার কানে এলো নাইটিংগেলের গান। গ্রীসের সাগরের শব্দ আর ক্লিওপেট্রার জয়লাভের হাসির আওয়াজ আমার পিছনে তাড়া করে এলো। ধীরে ধীরে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

আবার আমার জীবন ফিরে এলো শুধু মৃত্যু যন্ত্রণাময় এক দুর্বলতা আর ব্যথার মধ্য দিয়ে। চোখ খুলতে কিছু দয়ার্দ চোখ মুখের সামনে দেখতে পেলাম। আমি এক পাকা বাড়ির ঘরে শায়িত।

'এখানে কেমন করে এলাম ?' ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম।

'সাগর দেবতা তোমাকে এখানে এনেছে, বিদেশী,' কর্কশ কণ্ঠে গ্রীক ভাষায় একজন বলে উঠলো। 'আমরা তোমাকে মৃত শুশুকের মতো তীরে পড়ে থাকতে দেখে বাড়িতে নিয়ে এসেছি। আমরা জেলে, আমাদের মনে হয় এখানে তোমাকে কিছুকাল থাকতে হবে, কারণ ঢেউয়ের আঘাতে তোমার বাঁ পা ভেঙে গেছে।'

আমি পা নাড়াতে গেলে পারলাম না। সত্যি হাঁটুর নিচে পা ভেঙে গেছে।

'তুমি কে, আর তোমার নামই বা কি ?' ঘন দাড়ি বিশিষ্ট নাবিকটি প্রশ্ন করলো।

'আমি একজন মিশরীয় ভ্রমণার্থী, আমার জাহাজ ঝড়ে ভেঙে গেছে। আমার নাম অলিম্পাস।' এখানকার এক পর্বতকে লোকগুলি ওই নামে জানে, তাই এই নাম গ্রহণ করলাম। এবার থেকে অলিম্পাস নামে আমি পরিচিত হবো।

ওই কঠোর প্রকৃতির মৎসজীবিদের সঙ্গে আমি বছরের অর্ধেক কাটালাম। তাদের জন্য আমার স্বর্ণমুদ্রার কিছু অংশ ব্যয় করলাম, কারণ ওই স্বর্ণমুদ্রা নিরাপদে আমার সঙ্গে এসে পৌঁছেছিলো। আমার হাড় জোড়া লাগলো দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর, আমি কিছুটা পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হলাম। সেই দীর্ঘকায় দেহের এক অঙ্গ অন্যটির চেয়ে ছোট হয়ে গেলো। আমার আঘাত সেরে ওঠার পর আমি ওখানে বাস করে চললাম কারণ কোথায় যাবো বা

আমার করণীয় কি কোন ধারণা আমার ছিলো না। এক সময় এও ভেবেছিলাম পাকাপাকি ভাবে এক মৎস্যজীবি হয়ে এখানে জীবন কাটিয়ে দেবো। এই লোকেরা আমাকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে থাকতে অনুরোধ করলেও তারা আমাকে ভয় করতো। কারণ আমার দুঃখ আমার মুখে এমন এক ছাপ ফেলেছিলো যে আপাত ওই শান্ত ভঙ্গীর দিকে তাকালে তারা ভয় পেতো।

এক নিদ্রাহীন রাত্রিতে আমার মধ্যে অদ্ভুত এক অস্থিরতার জন্ম হলো, আবার আমার মনে মিশরের মুখ দর্শনের বাসনা জাগ্রত হলো। তবে বুঝতে পারলাম না ওই বাসনা ঈশ্বর প্রেরিত না আমার হৃদয়ের। সে বাসনা এতো তীব্র যে আমি ভোরের আগে ঘরের শয্যা ত্যাগ করে জেলের পোশাকে সজ্জিত হয়ে আমার প্রিয় বন্ধুদের কাছে বিদায় নিলাম। এইভাবে—পরিষ্কার এক কাঠের টেবিলে কিছু স্বর্ণমুদ্রা রেখে দিলাম, তারপর কিছু ময়দার সাহায্যে এই কথাগুলি লিখে দিলাম :

"মিশরীয় অলিম্পাসের কাছ থেকে উপহার, যে সাগরে ফিরে গেছে।"

এবার আমি বিদায় নিলাম আর তৃতীয় দিনে বিরাট শহর সালামিসে এসে পৌঁছলাম। ওটা সাগরের বুকে। সেখানে এক জেলের কুটিরে অপেক্ষায় রইলাম আর আলেকজান্দ্রিয়া অভিমুখী পাপোসের অধিবাসী এক কাপ্তেনের কাছে নাবিক হিসেবে তার জাহাজে উঠলাম। বাতাসের অনুকূলে যাত্রা করে পঞ্চম দিনে সেই ঘৃণ্য শহর আলেকজান্দ্রিয়ায় উপস্থিত হয়ে আলোক মালা প্রত্যক্ষ করলাম।

এখানে আমার থাকা উচিত নয় বলে আবার নাবিক হয়ে যাত্রা করলাম। এবার নীলনদ বেয়ে চললাম। লোকজনের কথাবার্তায় শুনতে পেলাম ক্লিওপেট্রা অ্যান্টনীকে নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় ফিরে এসেছে আর তারা আড়ম্বরে লোচিয়াসের রাজপ্রাসাদে বাস করছে। এ ব্যাপারে মাল্লারা এক সঙ্গীত রচনা করে গাইতে সুরু করেছিলো। আমি আরও শুনলাম সেই সিরিয় সওদাগরের খোঁজে পাঠানো জাহাজ কিভাবে সব নাবিক সহ ডুবে গেছে আর হার্মাচিস কিভাবে স্বর্গে চলে গেছে। নাবিকেরা আশ্চর্য হয়ে গেলো কারণ আমি ক্লিওপেট্রার ভালোবাসার সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করিনি। ওরা আমাকে ভয় পেতে সুরু করেছিলো আর আমার সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলো। বুঝতে পারলাম আমি অভিশপ্ত তাই ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য নই।

আবুথিসের কাছে পৌঁছতে আমি জাহাজ ত্যাগ করলাম। নাবিকেরা

রেহাই পেয়ে হাঁফ ছাড়লো। ভগ্ন হৃদয়ে এগিয়ে চললাম। পরিচিত অনেককে দেখতে পেলাম। কিন্তু আমার ছদ্মবেশ আর খুঁড়িয়ে চলার জন্য কেউ আমাকে চিনতে পারলো না। সূর্য অস্ত গেলে আমি মন্দিরের কাছাকাছি এলাম—কেন এলাম বা কি করবো সেটা না জেনে। আমার শৈশবের খেলার জায়গাতে আমি এসেছি। কিন্তু কেন? যদি আমার পিতা এখনও জীবিত থাকেন অবশ্য তিনি মুখ ফিরিয়ে নেবেন। পিতার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার সাহস আমার ছিলো না। তাই লুকিয়ে থেকে মন্দিরের দিকে লক্ষ্য রাখলাম যদি আমার পরিচিত কোন মুখ জেগে ওঠে। কিন্তু কেউ এলো না। হঠাৎ আমার নজরে পড়লো পাথরের বুকে গুল্ম জেগে উঠেছে আগে যা ছিলো না। এর অর্থ কি? তাহলে কি মন্দির পরিত্যক্ত? না, কেমন করে চিরায়ত দেবার্চনা বন্ধ হতে পারে, হাজার হাজার বছর ধরে যে পবিত্র চত্বরে পূজার্চনা হয়েছে? তাহলে কি পিতা মৃত? হয়তো তাই! আর এই নিস্তব্ধতা বা কেন? পুরোহিতেরা কোথায়? ভক্তরাই বা কোথায়?

এ সন্দেহ আর সহ্য করতে পারলাম না। সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাড়া খাওয়া শৃগালের মতো বিশাল স্তম্ভকক্ষে পৌঁছলাম। এখানে থেমে চারদিকে তাকালাম—কিছু কোথাও নেই, পবিত্র কক্ষে কোন শব্দও নেই! বিশাল কক্ষের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে মনে পড়লো এইখানে এই দেশের রাজা হিসাবে অভিষিক্ত হয়েছিলাম। নিজের পদশব্দে ভীত হয়ে ফারাওদের নামাঙ্কিত স্তম্ভ অতিক্রম করে বাবার কক্ষের দিকে অগ্রসর হলাম। তখনও দরজায় পরদা উড়ছিলো, কিন্তু ভিতরে কি আছে?—শূন্যতা? পরদা উত্তোলন করে নিঃশব্দে প্রবেশ করলাম—সামনে তার আসনে বসে আছেন আমার জনক তার পুরোহিতের পোশাকে। প্রথমে ভেবেছিলাম তিনি মৃত—পরক্ষণে তিনি মাথা ঘোরাতে দেখলাম তার চোখ সাদা, দৃষ্টিশক্তিহীন। তিনি অন্ধ আর মুখাবয়ব মৃতের মতো রক্তহীন, দেহ বয়সের ভারে ও শোকে ন্যুব্জ।

আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দৃষ্টিহীন চোখ দুটি আমাকে যেন লেহন করতে চাইলো—আমি কথা বলার সাহস পেলাম না। আবার আমাকে আত্মগোপন করতে হবে।

ফিরে পরদা আঁকড়ে ধরতে বাবা গভীর নিচু কণ্ঠে কথা বলে উঠলেন।

'কাছে এসো, আমার পুত্র একজন বিশ্বাসঘাতক। কাছে এসো, হার্মাচিস, যার উপর খেম তার আশা অর্পণ করেছিলো। বৃথা তোমাকে ওই দূরদেশ হতে টেনে আনিনি। বৃথা জীবন ধারণ করে এই পবিত্র চত্বরে তস্করের মতো তোমার পদশব্দ শ্রবণ করতে চাইনি!'

'ওহ! পিতা,' আমি অবাক হয়ে বলে উঠলাম। 'তুমি অন্ধ, কিন্তু কিভাবে আমার উপস্থিতি টের পেয়েছো?'

'কিভাবে তোমাকে জানলাম?—যে আমাদের বিদ্যা আয়ত্ত করেছে তার এমন প্রশ্ন? যথেষ্ট হয়েছে, আমি তোমাকে জানি আর তোমাকে এখানে আনয়ন করেছি। তোমাকে আমি জানি না, হার্মাচিস!

'ওহ্! এভাবে বোলোনা!' আমি আর্তনাদ করে উঠলাম, 'আমার এই ভার কি ইতিমধ্যে আমার কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠেনি? আমাকে বিশ্বাস-ঘাতকতার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ অস্পৃশ্য করে তোলা হয়নি? একটু দয়া করো, বাবা!'

'দয়া করবো। যে এতো দয়া প্রদর্শন করেছে তাকে দয়া? তোমার দয়ায় তোমার মাতুল সেপাকে অত্যাচারীদের হাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে!'

'ওঃ, না—না!' আমি কাতর আর্তনাদ করে উঠলাম।

'হ্যাঁ, বিশ্বাসহন্তা, তাই!—যন্ত্রণায় মৃত্যুবরণ করতে করতে তার হত্যাকারীকে সে জানিয়ে গেছে তুমি নিরপরাধ! তোমাকে দয়া করবো, যে খেমের সমস্ত পুষ্প এক ভ্রষ্টার ভালোবাসার জন্য দান করেছে! তোমাকে দয়া প্রদর্শন করবো, হার্মাচিস? তোমার প্রতি সদয় হবো, যার জন্য পবিত্র এই আবুথিসের মন্দির লুণ্ঠিত হয়েছে, পুরোহিতেরা পলায়ন করেছে—আর আমি একাকী এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অপেক্ষা করে অনুতাপ করে চলেছি—শুধু তোমার জন্য যে দেবতার সমস্ত সম্পদ এক নাগরীর হাতে তুলে দিয়ে নিজেকে, দেশকে, জন্মভূমিকে আর দেবতাদেরও বঞ্চনা করেছে! হ্যাঁ, আমি এমনই সদয়! তোমার উপর অভিশাপ বর্ষিত হোক! লজ্জাই হোক তোমার শেষ অবলম্বন আর হোক যন্ত্রণা—তোমার স্থান হোক নরকের বুকে! কোথায় তুমি? হ্যাঁ, সত্য কাহিনী শ্রবণ করে ক্রন্দনের ফলে আমি অন্ধ—ওরা আমার কাছে এটা গোপন করতে চেয়েছিলো। তোমার গায়ে আমি থুথু দিতে চাই —পতিত! ধর্মত্যাগী!' উঠে দাঁড়িয়ে টলায়মান অবস্থায় এগিয়ে এলেন বাবা দুহাত বাড়িয়ে—ভয়ানক সে দৃশ্য। আচমকা তিনি আর্তনাদ করে মাটিতে আছড়ে পড়লেন। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো লাল রক্তধারা। ছুটে গিয়ে তাকে দুহাতে তুলে ধরলাম। মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়তে পড়তে তিনি বিড়বিড় করে বললেন।

'সে ছিলো আমার সন্তান, উজ্জ্বল চোখের চমৎকার এক বালক—বসন্তের মতো আশ্বাসময়। কিন্তু এখন—এখন—আঃ, সে মৃত হলে ভালো!'

একটু বিরতির পর আবার অতিকষ্টে শ্বাস নিয়ে তিনি বলে চললেন:

'হার্মাচিস। এখনো আছো ?'

'হ্যা, বাবা !'

'হার্মাচিস, অনুতাপ করো ! অনুতাপ করো ! প্রতিশোধ এখনো এড়ানো সম্ভব—এখনও ক্ষমালাভ করা যাবে। কিছু স্বর্ণ আছে, আমি লুকিয়ে রেখেছি —আতুয়া—সেই বলতে পারবে—আঃ কি যন্ত্রণা ! বিদায় !'

আমার হাতের উপর এলিয়ে পড়ে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

॥ ২ ॥

● হার্মাচিসের শেষ যন্ত্রণা ;
ভীতির বাক্যে পবিত্র
আইসিসকে আহ্বান ;
আইসিসের প্রতিশ্রুতি ;
আতুয়ার আগমন
আর তার বক্তব্য ●

মেঝের বুকে হাঁটু মুড়ে বসে পিতার মৃত দেহের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। পিতা আমাকে অভিশাপ দিয়ে নিজে অভিশপ্ত জীবন নিয়ে বেঁচে ছিলেন। চারদিকে ততোক্ষণে নেমেছে অন্ধকার। সেই নিথর নৈঃশব্দের মধ্যে মৃতদেহের সামনে আমি উপবিষ্ট। ওঃ সেই মুহূর্তের যন্ত্রণা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। কল্পনায় তার বর্ণনা দেওয়া যায় না। ওই যন্ত্রণার মধ্যে এক সময় মৃত্যুর কথা চিন্তা করলাম। আমার কোমরে একটা ছুরি ছিলো, এর সাহায্যে এই দুঃখের বন্ধন ছিন্ন করার কথা আমার মনে হলো। মুক্তি ? মুক্তি পেয়ে পবিত্র দেবতাদের শাস্তি গ্রহণ করবো ! হায়। মৃত্যুবরণ করতে আমার সাহস হলো না। হয়তো পৃথিবীর জ্বালা আর যন্ত্রণা আর অজানা ভীতি আমেনতির আকাশ থেকে নেমে আসবে বলে।

মেঝের বুকে আছড়ে পড়ে আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম—অতীতের সুখময় স্মৃতি আমার মনকে ব্যথায় জর্জরিত করতে চাইলো। কিন্তু কোথা হতেও কোন সাড়া এলোনা। কোন আশা নেই। দেবতাগণ আমাকে ত্যাগ করেছেন—মানুষ আমার সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে। আচমকা ভয়ঙ্কর কোন ভীতি আমাকে জড়িয়ে ধরতে চাইলো। আমি উড়ে যেতে ইচ্ছুক হলাম। কিন্তু এই ভয়ঙ্করতার মধ্য হতে কি ভাবে উড়ে যাবো ? কিন্তু উড়ে কোথায় যেতে পারবো, আমার যাওয়ার কোন স্থান নেই। আবার ভয় আমাকে গ্রাস

করতে চাইলো। শেষ হতাশায় আমি প্রাণপণে আইসিসের প্রতি প্রার্থনা সুরু করলাম, যাকে কিছুদিন প্রার্থনা জানাবার সাহস পাইনি।

'ও আইসিস! পবিত্র মাতা!' আমি কাতর কণ্ঠে বলে চললাম, 'ক্রোধ সংবরণ করুন, আপনার অপার করুণা দান করে আপনার সন্তান আর দানের প্রতি সদয় হউন, যে সন্তান তার পাপের ফলে আপনার ভালোবাসায় বঞ্চিত। হে ঐশ্বরীক শক্তি সকলের মধ্যে যার প্রকাশ, আমার এ যন্ত্রণা লাঘব করুন আর প্রদান করুন আপনার অসীম করুণা রাশি। আমার এই দুর্দশায় প্রতি দৃষ্টি দান করে যে যন্ত্রণা আমার হৃদয় মথিত করছে তা উত্তোলন করুন। যেভাবে একদিন আমার সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন তেমনভাবে আবার আমাকে দর্শন দান করে আমাকে রক্ষা করুন, মাতা! এ যন্ত্রণা আমার অসহনীয়।

উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত প্রসারিত করে আমি প্রার্থনা জানাতে চাইলাম।

দ্রুত জবাব এলো। কারণ ওই নীরবতার মধ্য দিয়ে আমার কর্ণে প্রবেশ করলো সেই মহীয়সীর আগমন ধ্বনি। পরক্ষণেই কক্ষের এক প্রান্তে বাঁকা চাঁদের প্রকাশ দেখা গেলো, অন্ধকার খুব অস্পষ্ট। আর তার চারদিকে জেগে উঠলো ধোঁয়ার আবরণ আর অগ্নিময় সর্প।

মহিমময়ীর উপস্থিতিতে নতজানু হলাম।

পরক্ষণে সেই সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম মেঘের আড়াল থেকে :

'হার্মাচিস, যে আমার সন্তান ও সেবক ছিলো, তোমার প্রার্থনা শুনতে পেয়েছি আর শুনেছি তোমার সাহসী সেই আহ্বান। সেই আহ্বান আমাকে আবার উচ্চতম স্থান হতে টেনে এনেছে। আর কখনও, হার্মাচিস, আমরা একাত্ম হতে পারবো না, কারণ তুমি নিজে সে পথ বিনষ্ট করেছো। অতএব এই দীর্ঘ নীরবতার পর আমি আগমন করেছি। হার্মাচিস, প্রতিশোধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আমি এসেছি, কারণ সহজে আইসিসকে তার দেবালয় থেকে আনয়ন সম্ভব নয়।

'আঘাত করুন দেবী!' আমি বলে উঠলাম। 'আঘাত করুন, প্রতিশোধের আগুনে আমাকে দগ্ধ করুন, কারণ এ ভার আমি আর সহ্য করতে অপারগ।'

'তুমি যদি পৃথিবীতে তোমার ভার বহনে অপারগ হও', স্নিগ্ধ জবাব এলো, 'তাহলে আমার এই মৃত্যু পুরীতে এলে আরও অধিক ভার কিভাবে বহন করতে সক্ষম হবে? না, হার্মাচিস, আমি আঘাত করবো না, কারণ আমার আবাস থেকে আমাকে আহ্বান করে আনার সাহস দেখালেও আমি ততো

ক্রুদ্ধ হইনি। শোন, হার্মাচিস, তোমাকে ভর্ৎসনা করছি না কারণ আমি পুরস্কার ও শাস্তি দানের অধিকারিণী আর আমি ভাগ্য নির্ণয় করি। আমি নীরবতার মধ্য দিয়ে আঘাত করে থাকি। তাই কঠিন বাক্যে বিদ্ধ করে তোমার ভার বৃদ্ধি করবো না। শুধু তোমার জন্য এটা হয়েছে যে শীঘ্র আইসিস, সেই রহস্যময়ী মাতা মিশরে শুধু স্মৃতি হয়ে থাকবেন। তুমি পাপ করেছো, তাই তোমার শাস্তি কঠিন হবে যেরকম তোমাকে বলেছিলাম। তবু তোমাকে জানাচ্ছি এখনও প্রায়শ্চিত্তের পথ আছে এবং অবশ্য তোমার মনস্থির আছে তাই তোমার হৃদয় ভার মুক্ত রাখতে হবে, যাতে শেষ পর্যন্ত তোমার পরিণতি পরিমাপ করা যায়।'

'তাহলে কি আমার কোন আশা নেই, হে পবিত্র মাতঃ ?'

'যা ইতিমধ্যে কৃত, হার্মাচিস তার পরিবর্তন সম্ভব নয়। যতোদিন তার মন্দিরসমূহ ধুলায় পরিণত না হয় ততোদিন খেম স্বাধীন হবে না, বিচিত্র মানুষেরা তাকে অধীনতায় জড়িত রাখবে, নতুন ধর্মের উদয় হবে আর এর পিরামিডের ছায়ায় তা বিলীন হবে—কারণ প্রত্যেটি বিশ্বে জাতি ও সময়ের বিচারে দেবতাগণের মুখভাব বদল হয়। এই বৃক্ষ তোমার রোপিত পাপের বীজ হতে জাগ্রত হবে, হার্মাচিস, আর যারা তোমাকে পাপে উদ্বুদ্ধ করেছে তাদের পাপ হতেও !'

'হায় ! আমি নীতিভ্রষ্ট !' আমি আর্তনাদ করে উঠলাম।

'হ্যাঁ, তুমি নীতিভ্রষ্ট, তবুও তোমায় এই কথা জানাতে চাই—তোমার ধ্বংস কর্তাকে তুমি ধ্বংস করবে—কারণ আমার ন্যায় বিচারে এই নিবদ্ধ আছে। সংকেত পাওয়া মাত্র ক্লিওপেট্রার কাছে গমন করবে, আর যেভাবে তোমার হৃদয়ে প্রতিশোধের বাসনা আমি জাগ্রত করবো সেইভাবে তার উপরে তা সম্পন্ন করবে। এবার তোমার জন্য একটি কথা জানাই, আমি তোমার সামনে আগমন করবো না যতদিন না তোমার পাপের শেষ ফল পৃথিবীর বুক হতে নিশ্চিহ্ন হয়। তবু, একথা স্মরণ রেখো যে স্বর্গীয় ভালোবাসা চিরায়ত ভালোবাসা যাকে লুপ্ত করা যায় না। অনুশোচনা করো, বৎস, অনুতাপ করো, তাহলে শেষ মুহূর্তে হয়তো আবার আমার সঙ্গে মিলিত হতে পারো। আর আমার দেখা পাবে না, তবুও যে নামে তুমি আমাকে জানো, যদিও যে নাম তোমার পরবর্তীদের কাছে অর্থহীন এক রহস্যে পরিণত হবে—তবুও আমি, যার জীবন অনন্ত, যে বিশ্বচরাচর পর্যবেক্ষণ করে চলে সময়ের অসীমতার মাঝখানে—সে অনন্ত সময়ের শেষে আবার তোমার সঙ্গে অবস্থান করে চলবে। তুমি যেখানে থাকো, যে রূপে জীবন ধারণ

করো, আমি সেখানে থাকবো। তুমি দূরবর্তী নক্ষত্রে অবস্থান করলে আমেনতির গভীরতম প্রদেশে থাকলে—জীবনে, মৃত্যুতে, নিদ্রায়, জাগ্রৎ অবস্থায়, স্মৃতিমন্থনে. ভ্রমে, অসুস্থতায়, পরবর্তী জীবনে, আত্মার পরিবর্তনে—শুধু তুমি প্রায়শ্চিত্ত করলে আর আমাকে বিস্মৃত না হলে মুক্তির মুহূর্তে আমি তোমার সঙ্গে থাকবো। কারণ ঐশ্বরীক প্রেমের এই নিদর্শন—ঐশ্বরীক বন্ধনে জড়িত হলে এই রকম হয়ে থাকে। অতএব বিচার করো, হার্মাচিস—তাহলে কি তোমার কাছ হতে এই বস্তু দূরে সরিয়ে রেখে ওই পার্থিব রমণীর প্রেম আকাঙ্ক্ষা শ্রেয়? আর কার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কিছু উচ্চারণ কোরো না! হার্মাচিস, বিদায়!'

সেই সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর থেমে যেতে, অগ্নিময় সেই সর্প মেঘের বুকে মিলিয়ে গেলো। চন্দ্রিমার আলো মিলিয়ে গেলো। শুধু কানে ভেসে আসছিলো মৃদু সঙ্গীত মূর্ছনা, তারপর সব স্তব্ধ।

আমার পোশাকে আমি মুখ ঢাকলাম—আমার হাতে স্পর্শ করলাম অভিসম্পাত করে যে পিতা মৃত্যুবরণ করেছেন তার দেহ, মনে হলো আবার আমার হৃদয়ে আশা জাগ্রত হতে চাইছে। মনে হলো সব শেষ হয়ে যায় নি যে দেবীকে আমি ত্যাগ করেছি তিনি আমাকে ত্যাগ করেন নি। তারপরে ক্লান্তিতে নিদ্রায় ঢলে পড়লাম।

জেগে উঠতে দেখলাম উষার আলো ছাতের ফাটল দিয়ে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ভয়ঙ্কর ভাবে সেই মৃদু আলো চারদিকে আর আমার মৃত পিতার শ্বেত শুভ্র শবের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। সব কথা স্মরণ হতে কি করবো না বুঝে উঠে দাঁড়ালাম। আচমকা আমার কানে ভেসে এলো ফারাওদের নামাঙ্কিত স্তম্ভগৃহ থেকে কার পদশব্দ ভেসে আসছে।

'না! না! না!', কণ্ঠস্বর শুনে বুঝলাম সে কণ্ঠস্বর বৃদ্ধা আতুয়ার। 'আঃ এ কক্ষ যে মৃতের কক্ষের মত অন্ধকার! এ মন্দির যে তৈরি করেছিলো সূর্যকে পূজা করলেও তাকে সে ভালোবাসেনি। কিন্তু পর্দা কোথায়?'

একটু পরে পর্দা সরিয়ে এক হাতে ছড়ি অন্য হাতে একটি ঝুড়ি সহ আতুয়া প্রবেশ করলো। ওর বলীরেখা আরও স্পষ্ট, মাথায় কেশ বিলীন প্রায়, এছাড়া সে প্রায় আগের মতোই ছিলো। সে দাঁড়িয়ে চারপাশে তীব্র দৃষ্টি মেলে ধরলেও অন্ধকারে কিছু দেখতে সক্ষম হলো না।

'কিন্তু তিনি গেলেন কোথায়?' ও বলে উঠলো। 'ওসিরিসকে প্রণাম—

আঃ তিনি অন্ধ অবস্থায় বাইরে যাননি তো! হায় কি দুর্ভাগ্য! আবুথিসের প্রধান পুরোহিত আর শাসকের কি দুর্ভাগ্য তার পরিচর্যার জন্য রয়েছে একা বৃদ্ধা। ও হার্মাচিস, হতভাগ্য সন্তান তুমি আমাদের এমন যন্ত্রণায় নিক্ষেপ করেছো। কিন্তু, ওকি! তিনি নিশ্চয় মেঝের বুকে নিদ্রা যাননি? তাহলে যে মারা যাবেন। হে পবিত্র পিতা! আমেনেমহাত! জাগুন, উঠুন!' আতুয়া এবার মৃতদেহের কাছে এগিয়ে এলো। 'আহ্, একি! তিনি মৃত? অযত্নের ফলে তিনি মৃত। মৃত!' ওর কাতর ক্রন্দন ধ্বনি সেই কক্ষের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো।

'চুপ, রমণী, থামো!' অন্ধকারের মধ্য থেকে আমি বলে উঠলাম।

'ওঃ, কে তুমি?' ঝুড়ি নামিয়ে ও বলে উঠলো। 'দুষ্ট, এই পবিত্র মানুষটিকে, মিশরের একমাত্র পবিত্র ব্যক্তিকে তুমি হত্যা করেছো? তার অভিসম্পাত তোমার উপর নেমে আসবে দেখে নিও—যদিও তার করুণা আমরা হারিয়েছি, তবু দেবতার দীর্ঘ হাত এই হত্যার প্রতিশোধ নেবে!'

'আমার দিকে তাকাও, আতুয়া' আমি বলে উঠলাম।

'তাকাবো! আমি? যে হতভাগ্য এই নিষ্ঠুর কাজ করেছে তার দিকে? হার্মাচিস, সেই বিশ্বাসহন্তা আজ কতো দূরে, আর তার পিতা আমেনেমহাত আজ নিহত, আজ আমি আত্মীয়স্বজনহীন। সেই বিশ্বাসঘাতক হার্মাচিসের জন্য সব দিয়েছিলাম দুষ্ট, আমাকে তুই হত্যা কর!'

আমি এক পা অগ্রসর হতে আঘাত করবো মনে করে ও আর্তনাদ করে উঠলো।

'না, না, আমাকে ছেড়ে দাও! আমার বয়স ছিয়াশি বছর, নীলনদের আগামী বন্যার সময়েও আমার মৃত্যু হবে না, ভক্তের প্রতি ওসিরিস করুণাময়ী। আর এগিও না। বাঁচাও! বাঁচাও!'

'মূর্খ, চুপ করো', আমি বললাম, 'আমাকে চিনতে পারছো না?'

'তোমাকে চিনবো? সেবেকের প্রত্যেক ভবঘুরে নাবিককে আমি চিনি? কিন্তু—কিন্তু—আশ্চর্য! ওই মুখ! ওই ক্ষত! ওই খোঁড়ার ভঙ্গী! তুমি··· তুমি হার্মাচিস!—আমার সন্তান! আবার আমার কাছে এসেছিস বলে খুশি হলাম। আমি মনে করেছিলাম তুই মৃত! আমাকে চুম্বন করতে দে—কিন্তু না, আমি ভুলে গেছি হার্মাচিস এক বিশ্বাসঘাতক,···আর সে একজন খুনী! পড়ে আছেন আমেনেমহাত, বিশ্বাসঘাতক হার্মাচিসের হাতে নিহত হয়েছে! চলে যা! বিশ্বাসঘাতক আর পিতৃহন্তাকে আমি চাই না। সেই ভ্রষ্টার কাছে চলে যা—তোকে আমি পালন করিনি!'

'শান্ত হও, আতুয়া। আমি পিতাকে হত্যা করিনি—তিনি মারা গেছেন—হায়! আমার হাতের উপরেই মারা গেছেন!'

'হ্যাঁ, নিশ্চয় তোকে অভিশম্পাত করতে করতে, হার্মাচিস! যে তোকে জীবন দিয়েছে তাকে তুই হত্যা করেছিস! না! না! আমি বৃদ্ধা, অনেক কিছু আমি দেখেছি এই জীবনে কিন্তু এই ঘটনা আমাকে সবচেয়ে বেশি আঘাত দিয়েছে। মমিদের আমি ভালোবাসি না কিন্তু এই মুহূর্তে আমি মমি হয়ে গেলে ভালো হতো। তুই চলে যা, আমি অনুনয় করছি।'

'বৃদ্ধা, আমাকে ভৎর্সনা কোরো না! ইতিমধ্যে আমি কি ঢের সহ্য করিনি?'

'হ্যাঁ! আঃ! তাই!—ভুলে গিয়েছিলাম! বেশ, কিন্তু তোমার পাপ কি? এক স্ত্রীলোক তোর সর্বনাশ করেছে, বহু স্ত্রীলোক আগে পুরুষের বিরুদ্ধে এমন কাজ করেছে, ভবিষ্যতেও হবে। আর কি স্ত্রীলোক! না! না! আমি তাকে দেখেছি, অপরূপ রূপসী—যেন শয়তানের তৈরী তীরের ফলক, শুধু যা ধ্বংস করতে চায়! আর তুই পুরোহিত হওয়ার জন্য গড়ে ওঠা এক যুবক—অতি খারাপ এই শিক্ষা, অতি খারাপ! এ অসম প্রতিদ্বন্দ্বীতা ছিলো। অবাক হওয়ার কারণ নেই সে তোকে বশ করেছিলো। আয় হার্মাচিস, তোকে চুম্বন করতে দে। কোন পুরুষ আমাদের মতো এক রমণীকে ভালোবেসেছে বলে তার উপর ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়। এতো প্রকৃতির নিয়ম, প্রকৃতি তার নিয়ম। তুই কি জানিস তোর ওই ম্যাসিডোনিয়ার রাণী এইসব মন্দির ও জমি আর সব সম্পদ দখল করে পুরোহিতদের বিতাড়িত করেছে—সকলকে একমাত্র পবিত্র আমেনেমহাত ছাড়া, তিনি এখানে ছিলেন, তাকে সে ছেড়ে গিয়েছিলো। কেন তা আমি জানি না। সে দেবতাদের পূজা বন্ধ করে দেয়। যাক, আজ তিনি বিদায় নিয়েছেন!—বিদায় নিয়ে নিশ্চয় তিনি ওসিরিসের কাছে সুখে আছেন, কারণ তার জীবন তার কাছে ভার হয়ে উঠেছিলো। এবার শোন্ হার্মাচিস—তিনি তোকে শূন্য হাতে রেখে যাননি কারণ যে মুহূর্তে ওই পরিকল্পনা ব্যর্থ হলো তিনি তার সমস্ত সম্পদ একত্র করেছিলেন, বিশাল সে সম্পদ। তিনি সেসব লুকিয়ে রাখেন—কোথায় তা তোকে দেখিয়ে দেবো—উত্তরাধিকার সূত্রে এর মালিকানা তোর।'

'সম্পদের কথা এখন বলতে চেও না, আতুয়া। আমি কোথায় যাবো, আমার এ লজ্জা কোথায়ইবা রাখবো?'

'আহ্! সত্যি! সত্যি! তোর এখানে থাকা ঠিক হবে না, কারণ ওরা তোকে খুঁজে পেলে তোকে হত্যা করবে—হাঁ, ভয়ঙ্কর ভাবে তারা

তোকে হত্যা করবে। না, তোকে আমি লুকিয়ে রাখবো। তারপর পবিত্র আমেনেমহাতের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া শেষ হয়ে গেলে আমরা এখান থেকে চলে যাবো আর মানুষের চোখের আড়াল থাকবো যতোদিন না এ দুঃখ ভুলতে পারি। না! না! এ বড়ো দুঃখের পৃথিবী, যেমন নীলনদের কাঁদায় পোকা কিলবিল করে। আয়, হার্মাচিস, আয়।'

॥ ৩ ॥

● টেপের হার্পাসের সমাধিক্ষেত্রে বসবাসকারী জ্ঞানী অলিম্পাসের জীবন ; ক্লিওপেট্রার প্রতি তার পরামর্শ ; চার্মিয়নের বার্তা ; আর অলিম্পাসের আলেকজান্দ্রিয়া গমন ●

এবার যা ঘটালো তা এই। প্রায় আশিদিন আতুয়া আমাকে লুকিয়ে রেখে দিলো। ইতিমধ্যে আমার পিতা আমেনেমহাতের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার যোগ্য ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। সব ব্যবস্থা শেষ হতে গোপন আস্তানা ত্যাগ করে আমি পিতার আত্মার মঙ্গল কামনা করলাম তারপর তার বুকে পদ্মফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে শোকে ভেঙে পড়লাম। পরদিন দেখলাম ওসিরিসের মন্দির হতে আগত পুরোহিতেরা মিছিল করে পিতার কফিন শবাধার বহনকারী নৌকায় স্থাপন করলো। ওদের শেষ কৃত্য করতে দেখলাম। বুঝলাম শববাহকেরা পিতার দেহ তার স্ত্রী, আমার মাতার দেহের পাশে সমাধিস্থ করবে। সেটা পবিত্র ওসিরিসের আবাসস্থলের কাছে। ওখানে আমার পাপ সত্ত্বে একদিন আমি চির বিশ্রাম লাভের বাসনা রাখি। এরপর শেষ কৃত্য সম্পন্ন হওয়ার পর সমাধি গাঁথা হয়ে যেতে পিতার লুকানো সব সম্পদ সরানো হলে আতুয়ার সঙ্গে ছদ্মবেশে পলায়ন করলাম। আমরা তাপে শহরে এসে উপস্থিত হলাম নীলনদ অতিক্রম করে। এই বিরাট শহরে লুকিয়ে থাকার উপযুক্ত স্থান খুঁজে নেওয়ার জন্য কিছুকাল থাকতে হলো।

এরকম স্থান আমি খুঁজে পেয়ে গেলাম। কারণ এই বিশাল শহরের উত্তরে ছিলো বাদামী বর্ণের পাহাড় আর এক রৌদ্রস্নাত বিস্তৃত মরুময় উপত্যকা, আর ঠিক এই জায়গাতে আমার পূর্বপুরুষ-ঐশ্বরীক ফারাওগণ তাদের সমাধিক্ষেত্র গড়ে তুলেছিলেন। এর বেশিরভাগ অংশ আজ লোক-

চক্ষুর অন্তরালে। তবে কয়েকটি আজ উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে কারণ অভিশপ্ত পার্মিয়ান আর তস্কররা সম্পদের লোভে এগুলি ভেঙে ফেলেছিলো। এক রাত্রিতে—কারণ রাত্রি ছাড়া আমি বাইরে আসতে প্রস্তুত ছিলাম না—ভোরের ঠিক অব্যবহিত আগে সূর্য পর্বতচূড়ায় রক্তিম আভা বিস্তার করার মুখে আমি ওই মৃত্যু-উপত্যকায় বেড়াতে বেড়াতে এক সমাধি-গহ্বরের মুখে এসে দাঁড়ালাম। প্রস্তরখণ্ড ছড়ানো ওই সমাধি-গহ্বর যে পবিত্র রামেসিসের সে-কথা আমি পরে জানতে পেরেছিলাম। তিনি দীর্ঘকাল আগে অসিরিসের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। সূর্যোদয়ের হালকা আলোয় আমি দেখতে পেলাম সমাধি গহ্বর অতি প্রশস্ত আর ভিতরে বহু কক্ষ আছে।

পরদিন রাত্রিতে আলো সহ আতুয়াকে সঙ্গে নিয়ে ওই সমাধি গহ্বরে উপস্থিত হলাম। আমরা ওই বিশাল সমাধি আর কক্ষ অনুসন্ধান করে চললাম। ওখানে ঐশ্বরীক রামেসিস চিরবিশ্রামে শায়িত। আমাদের চোখে পড়লো দেওয়ালে অঙ্কিত রহস্যময় কিছু শিল্পকলা—সেই সর্পের প্রতীক, বিশ্রামরত রা'য়ের ছবি, মস্তকবিহীন কিছু মানুষ আরও আরও অনেক কিছু। আমি ওই রহস্য অনুধাবন করলাম। ওই কক্ষের পাশে অন্য এক কক্ষে আরও চিত্র চোখে পড়লো—অপূর্ব সেগুলি। ঐশ্বরীক রামেসিসের জন্য এ চিত্র যাঁরা এঁকেছিলো তারা কতো দক্ষতা অর্জন করেছিলো বিস্ময় জাগে। চোখে এলো দেবতা মাউ-এর সামনে বীণাবাদন রত দুই অন্ধের ছবি, তারাও যেন এখানে বিশ্রামরত। এই অন্ধকারময় মৃতের সন্নিধ্যে আমি আশ্রয় নিলাম। এখানে দীর্ঘ আট বছর আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে চললাম।

এটাই হয়ে উঠলো আমার জীবনের প্রতিচ্ছবি। প্রতি একদিন অন্তর আতুয়া শহর থেকে নিয়ে আসতো জল আর জীবনধারণের উপযোগী খাদ্য। আমি প্রতিদিন সূর্যোদয়ের একঘণ্টা আগে উপত্যকায় গিয়ে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতাম। আমার চোখ ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে, কারণ ওই অন্ধকারে যাতে দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট না হয়। সারাদিন রাত্রির বাকি সময় আমি শুধু প্রার্থনা, চিন্তা আর ঘুমিয়ে কাটাতাম একমাত্র রাত্রিতে তারা লক্ষ্য করে তাদের গতি নির্ণয় করা ছাড়া। ক্রমে আমার মন থেকে পাপ দূর হয়ে দেবতার কাছে পৌঁছে গেলাম যদিও মাতা আইসিসের সঙ্গে আর কোন কথা বলতে পারলাম না। আমি অত্যন্ত জ্ঞানী হয়ে উঠলাম আর কোন রহস্য আমার অজ্ঞাত রইলো না। মিতাচার আর প্রার্থনা আর দুঃখময় নির্জনতায় আমার শরীরের মেদ অদৃশ্য হয়ে মন জ্ঞানগর্ভ হয়ে উঠলো—শিশিরের মতো ঝরে পড়তে চাইতো আমার জ্ঞান।

অচিরে সারা শহরে জানাজানি হয়ে গেলো এক সাধু প্রকৃতির মানুষ

মৃত উপত্যকায় আশ্রয় নিয়েছেন। দলে দলে মানুষ তাদের রোগাক্রান্ত শরীরের নিরাময় কামনায় আমার কাছে আসতে লাগলো। আমি নানা ওষুধ সম্বন্ধে গবেষণা স্বরু করলাম—এ বিষয়ে আতুয়া আমাকে উপদেশ দিতে লাগলো। ফলে আমি ওষুধ সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করে বহু মানুষের রোগ নিরাময় করলাম। ক্রমে আমার স্থনাম বিদেশেও ছড়িয়ে পড়লো।' লোকে বলতে লাগলো আমি একজন যাদুকর আর সমাধিগর্ভে আমি মৃতের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম। সত্যি আমি তা করেছি, যদিও একথা প্রকাশ করা আইন সম্মত নয়। এরপর থেকে আতুয়াকে আর জল ও খাদ্য আনতে হতো না। লোকেরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত আনতে শুরু করলো, কারণ আমি কোন অর্থ গ্রহণ করতাম না। প্রথমে অবশ্য ভেবেছিলাম পাছে কেউ সাধু অলিম্পাসের মধ্যে হার্মাচিসকে আবিষ্কার করে তাই অন্ধকারে যারা সমাধি গহ্বরে আসতে চাইতো তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম। পরে যখন জানতে পারলাম সকলের ধারণা হার্মাচিস আর নেই তখন আমি সমাধি গহ্বরের মুখে অবস্থান করলাম। সেখানে বসে আমি ওষুধ প্রদান করতাম। আমার স্থনাম এতো পরিব্যাপ্ত হলো যে বহু দূরের মেমফিস আর আলেকজান্দ্রিয়া থেকে মানুষ আসতে স্বরু করলো। তাদের কাছ থেকে আমি জানলাম অ্যান্টনী কিভাবে ক্লিওপেট্রাকে ত্যাগ করে তার স্ত্রী মৃতা হওয়ায় সীজারের সহোদরা অক্টেভিয়াকে বিবাহ করেছে। আরও বহু তথ্য আমি জানতে পারলাম।

দ্বিতীয় বছরে আমি আতুয়াকে ছদ্মবেশে আলেকজান্দ্রিয়ায় ওষুধ বিক্রেতা হিসেবে পাঠালাম। তাঁকে বলে দিলাম চার্মিয়ানকে খুঁজে তাকে আমার এই গোপন জীবনের কাহিনী জানাতে। আতুয়া বিদায় নিলে। সে ফিরে এলো পাঁচ মাস পরে চার্মিয়নের শুভেচ্ছা ও একটি প্রতীকসহ। আতুয়া জানালো সে চার্মিয়নকে খুঁজে তার কাছে হার্মাচিসের নাম উচ্চারণ করে সে মৃত জানালে চার্মিয়ন ক্রন্দনে ভেঙে পড়ে। তাই শেষ পর্যন্ত তাকে ও জানায় হার্মাচিস জীবিত ও সে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছে। চার্মিয়ন এতে আনন্দে কাঁদতে থাকে আর আতুয়াকে চুম্বন করে তাকে প্রচুর উপহার দেয়। সে জানিয়েছে সে তার শপথ মনে রেখেছে আর প্রতিশোধ গ্রহণের অপেক্ষা করে চলেছে। বহু রহস্য জ্ঞাত হয়ে আতুয়া তাপে শহরে ফিরে এসেছে।

পরবর্তী বছরে ক্লিওপেট্রার কাছ থেকে কয়েকজন দূত কিছু বার্তা আর বহু উপহার সহ হাজির হলো। বার্তাসহ বাণ্ডিলটি খুলতে তাতে লেখা ছিলো দেখলাম:

'জ্ঞানী মিশরীয় অলিম্পাসের প্রতি ক্লিওপেট্রা, যিনি মৃতের উপত্যকায় বসবাস করেন—

'হে জ্ঞানী অলিম্পাস, আপনার খ্যাতি আমাদের কর্ণে প্রবেশ করেছে। আমাদের অনুগ্রহ করে জানাবেন আশা করি, সঠিক জানাতে সক্ষম হলে প্রভূত উপহার ও সম্মান আপনাকে প্রদান করা হবে। মহান অ্যান্টনীর ভালোবাসা আমরা কেমনভাবে ফিরে পেতে পারি যে চতুরা অক্টেভিয়ার প্রতি মোহিনী মায়ায় জড়িত হয়ে আমাদের কাছ থেকে দূরে চালিত ?'

এবার ওই কাজে আমি চার্মিয়নের হাত দেখতে পেলাম, সেই আমার খ্যাতির কথা ক্লিওপেট্রাকে জানিয়েছে।

সারারাত আমি আমার মনকে প্রশ্ন করে চললাম পরদিন আমি একথা বিশ্বাস করে জবাব লিখলাম যে অ্যান্টনী ও ক্লিওপেট্রার ধ্বংস চাই। আমি এইভাবে লিখলাম :—

'রাণী ক্লিওপেট্রার প্রতি অলিম্পাস—

'যাকে আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পাঠানো হবে তার সঙ্গে সিরিয়ায় গমন করুন, এইভাবে আপনি অ্যান্টনীর বাহু জয় করতে সক্ষম হবেন আর তার মাধ্যমে এমন পুরস্কার পাবেন যা স্বপ্নেও কল্পনা করতে সক্ষম হবেন না।'

ওই চিঠির সঙ্গে দূতদের বিদায় দিলাম। ক্লিওপেট্রার দেওয়া উপহার ওদের বিলিয়ে দিলাম।

ওরা ভাবতে ভাবতে বিদায় নিলেও ক্লিওপেট্রা আমার পরামর্শ মতো সোজা ফন্টেউস কাপিতোর সঙ্গে সিরিয়া যাত্রা করলো আর সেখানে আমি যা বলেছি তাই ঘটলো। কারণ অ্যান্টনী ওর অনুগত হয়ে সাইলিসিয়ার অধিকাংশ, অ্যারাবিয়া নাবারিয়ার মহাসাগরীয় উপকূল, জুডিয়ার সুগন্ধী বৃক্ষ উৎপাদনকারী প্রদেশ, ফিনিসিয়া প্রদেশ, সীল-সিরিয়া আর সাইপ্রাসের উর্বর দ্বীপ আর পরগেমাসের পাঠাগার সব ওকে দান করলো।

এবার আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছে ক্লিওপেট্রা আমাকে প্রচুর উপঢৌকন পাঠালো। আমি সেসব গ্রহণ না করায় সে, জ্ঞানী অলিম্পাসকে তার কাছে আলেকজান্দ্রিয়ায় আহ্বান করলো। কিন্তু উপযুক্ত সময় হয়নি তাই আমি রাজি হইনি। কিন্তু এরপর বহুবার অ্যান্টনী ও সে আমার কাছে পরামর্শ চেয়ে পাঠাতে আমি তাদের সর্বনাশের পথ নির্দেশ করে চলেছিলাম। কোনবার আমার ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ হলো না।

এইভাবে দীর্ঘ সময় কেটে চললো, আর আমি সমাধি গর্ভে বসবাসকারী জ্ঞানী অলিম্পাস জ্ঞানের প্রভাবে আবার থেমে বিখ্যাত হয়ে উঠলাম। ক্রমান্বয়ে আমি জ্ঞান তাপস হয়ে উঠলাম।

এইভাবে দীর্ঘ আট বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেলো। পার্থিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়ে গেছে আর আর্মেনিয়ার রাজা আর্টাভাসডেসকে বিজয় গর্বে আলেকজান্দ্রিয়ার রাজপথে ঘোরানো হয়। ক্লিওপেট্রা সামোস আর এথেন্স পরিভ্রমণ করলো আর তার পরামর্শে মহীয়সী অক্টেভিয়াকে পরিত্যক্ত এক উপপত্নীর মতো অ্যান্টনীর রোমের প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো। এবার অ্যান্টনীর মূর্খতা শেষ পর্যায়ে এসে পৌছলো। পৃথিবীর এই অধীশ্বরের আর যুক্তির ক্ষমতা ছিলো না—সে ক্লিওপেট্রার মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দিয়ে ছিলো যেমন আমি হয়েছিলাম। অতএব ঘটনাচক্রে অক্টেভিয়ানাস তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো।

কোন এক বিশেষ দিনে সমাধি গর্ভে যখন আমি নিদ্রিত ছিলাম দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলাম আমার পিতা আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলে চলেছেন।

'তাকাও, বৎস।'

আমি অন্তর্দৃষ্টি মেলে তাকাতে দেখতে পেলাম প্রস্তর মণ্ডিত এক সমুদ্র তীরে দুই বিশাল নৌবহর যুদ্ধে লিপ্ত। নৌবহরের একটিতে অক্টেভিয়ানের প্রতীক অন্যটিতে অ্যান্টনী আর ক্লিওপেট্রার। অ্যান্টনী আর ক্লিওপেট্রার জাহাজ সীজারের জাহাজের পিছনে তাড়া করতেই অ্যান্টনীর জয় অবধারিত মনে হলো।

আমি আবার তাকালাম। জাহাজের বুকে স্বর্ণখচিত আসনে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে ক্লিওপেট্রা। আমি আমার আত্মা চালিত করলাম যাতে সে মৃত হার্মাচিসের কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পেয়ে গেলো।

'পালাও, ক্লিওপেট্রা.' এই রকম যেন ও শুনতে পেলো, 'পালাও নয় ধ্বংস হও।' পাগলের মতো সে চারদিকে তাকাতে লাগলো, তারপর আবার আমার আত্মার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো। সে চিৎকার করে ওর নাবিকদের পাল তুলতে আদেশ দিয়ে নৌবহর চালাতে হুকুম দিলো। ওরা যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করে পালাতে চাইলো।

এবার শত্রুমিত্র সকলের কাছ থেকে চিৎকার শোনা গেলো।

'ক্লিওপেট্রা পলাতক! ক্লিওপেট্রা পলাতক!' আমি এবার দেখতে পেলাম ধ্বংসের রক্তাভ চিহ্ন অ্যান্টনীর নৌবহরে নেমে এসেছে—এবার আমার ঘোর কেটে গেলো।

দিন কেটে চললো আর আবার একদিন পিতা আমার সামনে এসে কথা বলতে চাইলেন।

'ওঠো, বৎস!—প্রতিশোধের সময় সমাসন্ন! তোমার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়নি। তোমার প্রার্থনা শ্রবণ করা হয়েছে। দেবতাগণের আদেশে অ্যাকটিয়াসের যুদ্ধে ক্লিওপেট্রার মন আতঙ্কে পূর্ণ হওয়ায় সে পলায়ন করার প্রত্যাদেশ শ্রবণ করে তার নৌবহর সহ পলায়ন করেছে। আর তার ফলে সমুদ্রের বুকে অ্যাণ্টনীর শক্তি বিনষ্ট। অগ্রসর হও, তোমার মন অনুযায়ী কার্য সমাধা করো।'

সকালে জেগে উঠতে সমাধী গর্ভের প্রবেশ মুখে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলাম উপত্যকা পার হয়ে ক্লিওপেট্রার দূত আর একজন রোমান রক্ষী এগিয়ে আসছে।

'আমার কাছে কি প্রয়োজন?' কড়া স্বরে জানতে চাইলাম।

'রাণী আর মহান অ্যাণ্টনীর বার্তা গ্রহণ করুণ,' রক্ষী দলপতি মাথা নত করে জবাব দিলো, কারণ সকলে আমার সম্বন্ধে ভীত ছিলো। 'রাণী আলেক-জান্দ্রিয়ায় আপনার উপস্থিতি ইচ্ছা করেন। বহুবার তিনি আহ্বান করেছেন কিন্তু আপনি গ্রাহ্য করেন নি—এবার তিনি আপনাকে আদেশ দিয়েছেন, কারণ তিনি আপনার পরামর্শ কামনা করেন।'

'কিন্তু আমি অসম্মত হলে কি হবে?'

'আমাকে আদেশ দান করা হয়েছে, মহান অলিম্পাস যে আপনাকে জোর করে আনতে হবে।'

আমি উচ্চৈস্বরে হেসে উঠলাম। 'জোর করে, মূর্খ কোথাকার! আমার কাছে এভাবে কথা বলতে চেও না, যেখানে আছো সেখানে থাকো, নাহলে আঘাত করবো। জেনে রাখো আমি যেমন নিরাময় করতে সক্ষম তেমনই হত্যা করতে পারি!'

মার্জনা করুন, অনুরোধ করছি!' লোকটি কুঁকড়ে গিয়ে বললো, 'আমাকে যেমন আদেশ দেওয়া হয়েছে সে কথাই বলছি মাত্র।'

'উত্তম, আমি জানি, কাপ্তেন। ভয় পেও না, আমি আসবো।'

অতএব ওইদিনে বয়স্কা আতুয়াকে সঙ্গে নিয়ে আমি যাত্রা করলাম। যে রকম গোপনে এসেছিলাম সেইভাবে যাত্রা করলাম। ঐশ্বরীক রামেসিসের সমাধি আর আমাকে দর্শন করতে পারেনি। আমার সঙ্গে নিলাম আমার পিতার সব সম্পদ, কারণ আমি আলেকজান্দ্রিয়ায় খালি হাতে যেতে রাজি ছিলাম না, বরং প্রচুর অর্থশালী হিসেবে যেতে চেয়েছিলাম। এবার আমি রওয়ানা হওয়ার মুখে জানতে পারলাম যে অ্যাণ্টনী ক্লিওপেট্রাকে অনুসরণ করে

এন্টিরান ছেড়ে পলায়ন করেছে, সে বুঝেছিলো অন্তিম মুহূর্ত সমাগত। এ সব আমি ওই সমাধি গর্ভে বসে টের পেয়েছিলাম আর তাই কাজে লাগাতে মনস্থ করলাম।

এইভাবে আমি আলেকজান্দ্রিয়ায় উপস্থিত হয়ে রাজপ্রাসাদের দেউড়ির পাশে আমার জন্য রাখা এক গৃহে প্রবেশ করলাম।

ওই রাত্রিতে চার্মিয়ন আমার কাছে এলো—চার্মিয়ন যাকে আমি দীর্ঘ নয় বৎসরকাল দেখিনি।

॥ ৪ ॥

● চার্মিয়নের সঙ্গে জ্ঞানী অলিম্পাসের সাক্ষাৎ ; তার সঙ্গে অলিম্পাসের কথোপকথন ; ক্লিওপেট্রার সম্মুখে অলিম্পাসের আগমন ; ও ক্লিওপেট্রার আদেশ ●

আমার সাদাসিধা গাঢ় বর্ণের পোশাকে সজ্জিত হয়ে আমার জন্য রক্ষিত গৃহের অভ্যাগতদের কক্ষে আমি উপবিষ্ট ছিলাম। সিংহ-চিহ্নিত এক কেদারায় উপবিষ্ট থেকে আমার সামনে রাখা মূল্যবান তৈজস আর সিরিয় গালিচার বিলাস বৈভবের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমার মনে পড়লো তাপের তীরে সেই সমাধি গর্ভের অন্ধকারময় জায়গার কথা। আমার পায়ের কাছে উপবিষ্ট আতুয়া। ওর মাথার চুল শ্বেতশুভ্র, মুখে জেগে উঠেছে বলীরেখা—সে আমার পাপের কথা বিস্মৃত হয়ে আমাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছিলো। আমাকে ভালোবাসায় স্নেহে সে একান্ত করে তুলেছিলো। ন' বৎসর! দীর্ঘ নয় বৎসর! এতোদিন পরে আবার আমি আলেকজান্দ্রিয়ায় পা দিয়েছি। আবার এক স্থিরীকৃত কার্যকারিতার মধ্য দিয়ে আমি নির্জনতা ত্যাগ করে এসেছি, শুধু ক্লিওপেট্রার ভাগ্য নির্ধারণ করতে। আর এই দ্বিতীয়বারে আমি ব্যর্থ হবো না।

অবস্থা কতো বদলে গেছে! এ কাহিনীর বাইরে আছি আমি।

আমার একমাত্র কাজ তরবারী হাতে ন্যায়ের ভূমিকা পালন করে চলা। আমি মিশরকে মুক্ত করে আমার ন্যায্য সিংহাসনে উপবেশন করার দাবী করতে আর সক্ষম নই। খেম বিস্মৃতির অতলে, আমি হার্মাচিসও তাই। ঘটনা পরম্পরায় সেই বিরাট পরিকল্পনা, যার কেন্দ্রস্থলে ছিলাম আমি, চাপা পড়ে গেছে, শুধু রয়ে গেছে স্মৃতি। আমার প্রাচীন বংশের ইতিহাসের উপর নেমে আসছে রাত্রির ঘণায়মান ছায়া; তাদের পতনে দেবতারাও কম্পিত। আমি ইতিমধ্যে শিহরের দূরবর্তী তীরভূমিতে রোমান ঈগলের ডানার ঝটাপটি আর কর্কশ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে আতুয়াকে একটা আয়না আনতে বললাম যাতে নিজেকে দেখতে পাই।

আমি যা দেখলাম তা এই: শুষ্ক আর বিবর্ণ একমুখ যাতে কোন হাসি ফুটে ওঠে না। দুটি বিরাট কোটরগত অন্ধকারাচ্ছন্ন চক্ষু—সে চোখের দৃষ্টি দুঃখ, শোক আর প্রার্থনার ফলে প্রচুর অভিজ্ঞতালব্ধ। লৌহ-ধূসর দীর্ঘ প্রলম্বিত দাড়ি—শিরা বহুল দীর্ঘকায় দুটি বাহু পত্রের মতো কম্পমান। দোলায়িত স্কন্ধ আর কৃশ দেহ! দুঃখ আর সময় তাদের কাজ শেষ করেছে। আর কিছুতেই সেই আগের আমি—সেই রাজকীয় হার্মাচিসকে স্মরণ করতে পারলাম না, যে তার সৌন্দর্য আর তারুণ্যের রূপ নিয়ে এক রমণীর রূপের দিকে দৃষ্টি মেলে ধরেছিলো, যে তাকে ধ্বংস করেছে। তবু আমার মধ্যে ধিকি ধিকি জ্বলে চলেছে সেই এক অনির্বান আগুন—তবু আমি পরিবর্তিত হইনি। কারণ সময় ও দুঃখ মানবের অন্তরের তেজ নির্বাপিত করতে সক্ষম হয় না। ঋতু আসে, বিদায় নেয়। আশা পাখির মতো উড়ে যেতে পারে। কামনা ভাগ্যের পরিহাসে ভগ্ন পক্ষ হতে পারে; সূর্যের উজ্জ্বল রক্তাভ আলোর মতো মায়া ঝরে যেতে পারে; প্রবহমান স্রোতের মতো সত্য আমাদের পদতল হতে সরে যেতে পারে। নির্জনতা আমাদের বিশাল মরুর মতো ঘিরে ধরতে সক্ষম। বৃদ্ধত্ব আমাদের উপর নেমে আসতে পারে লজ্জার আস্তরণ বয়ে এনে—হ্যাঁ, আর তাই থাকে ভাগ্যের চক্রে গ্রথিত হয়ে, আর তারই ফলশ্রুতিতে আমরা আস্বাদন করি রাজৈশ্বর্য আবার কখনও বা ক্রীতদাসত্ব। কখনও ভালোবাসা কখনও ঘৃণা, কখনও উন্নতি আর কখনও বা ধ্বংসত্ব। তা সত্ত্বেও আমরা একই থেকে যাই আর এটাই হলো কারও পরিচয়ের বিশেষত্ব।

হৃদয়ের তিক্ততার মধ্য দিয়ে এসব কথা যখন চিন্তা করে চলেছিলাম তখন দরজার শব্দ শুনতে পেলাম।

'খোল, আতুয়া!' আমি বললাম।

আতুয়া আমার কথায় উঠে গিয়ে দরজা উন্মুক্ত করতে একজন রমণী কক্ষে প্রবেশ করলো, দেহে তার গ্রীক সুলভ পোশাক। সে ছিলো চার্মিয়ন, সেই আগের মতোই সৌন্দর্যময়ী তবে কিছু শোকগ্রস্ত দৃষ্টি। এখনও তাকে দেখতে ভালো লাগে, তার মেলে ধরা দৃষ্টিতে যেন চাপা আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে।

একাকী সে ঘরে প্রবেশ করলো। আতুয়া আঙুল নির্দেশে আমাকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে ঘর ত্যাগ করলো।

'বৃদ্ধ', আমাকে লক্ষ্য করে চার্মিয়ন বললো, 'জ্ঞানী অলিম্পাসের কাছে আমাকে নিয়ে চলো। আমি রাণীর কাছ থেকে এসেছি।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম, তারপর মুখ তুলে ওর দিকে তাকালাম।

কিছুক্ষণ তাকানোর পর অস্ফুট শব্দ করে উঠলো।

'নিশ্চয়', চারপাশে তাকানোর পর বলে উঠলো, 'আপনি…আপনি সে নন—।'

'যে হার্মাচিসকে তোমার মূর্খ হৃদয় একদিন ভালোবেসেছিলো ও চার্মিয়ন? হ্যাঁ, আমি সে, যাকে তুমি অবলোকন করছো। তবু যে হার্মাচিসকে তুমি ভালোবাসতে সে আজ মৃত; আর অলিম্পাস, সেই দক্ষ মিশরীয় তোমার সম্মুখে উপস্থিত!'

'থামো!' ও বলে উঠলো, 'অতীতের সম্বন্ধে মাত্র একটা কথা, আর তারপর—কেন, সেইভাবে ওটা থাকতে দিও। তোমার সমস্ত জ্ঞানের সাহায্যে তুমি একজন রমণীর হৃদয়ের কথা জানতে পারবে না, বিশ্বাস করো, হার্মাচিস, এই হৃদয় বাইরের আকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হতে পারে। আর নিশ্চিতভাবে সেই হৃদয়ের ভালোবাসা শেষ পর্যন্ত কবরে পৌঁছতে চায়। তাহলে জেনে রেখো শিক্ষিত চিকিৎসক, আমি সেই রকম কেউ, যে ভালোবেসেছে, চিরকাল সে ভালোবেসে যাবে, আর তাকে কেউ ভালো না বাসলে শেষ অবধি মৃত্যু বরণ করবে।'

চার্মিয়ন থামলো, আর কিছু বলার মতো না থাকায় আমি জবাব হিসেবে মাথা নত করতে চাইলাম। আমি কোন কথা বললাম না আর যদিও এই স্ত্রীলোকটির উন্মাদনা মাখানো ভালোবাসার জন্য আমাদের সবকিছু বিনষ্ট হয়ে গেছে। এসেছে ধ্বংস, সত্য বললে, গোপনে আমি এক হিসেবে ওর কাছে কৃতজ্ঞ, এতো সর্বনাশ ঘটলে আর ওই নির্লজ্জ রাজসভাতে থাকলে, সে দীর্ঘকাল ধরে একজন পতিত মানুষকে ভালোবেসে এসেছে।

যে পতিত একজন হতভাগ্য ক্রীতদাসের অবস্থায় পতিত হয়ে ভাগ্য বিড়ম্বিত হয়ে দীর্ঘকাল পরে ফিরে এলেও তাকে তখন ভালোবেসে চলেছে হৃদয়ের কাছাকাছি রেখে। এমন পুরুষ কে আছে যে এই ধরনের উপহার, এমন চমৎকার, সুন্দর পুরস্কারকে প্রশংসা করতে চায় না—সেই অপূর্ব বস্তু যা স্বর্ণের বিনিময়েও ক্রয় করা যায় না—কোন রমণীর স্বর্গীয় প্রেম ?

'তুমি যে জবাব দাও নি, তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই', চার্মিয়ন জবাব দিলো। 'কারণ, তুমি যে তিক্ত তীব্র বাক্যধারা আমার উপর বর্ষণ করেছিলে সেই দীর্ঘকাল আগে, যে দিন আজ মৃত আর সুদূর টারসানে রয়ে গেছে, তবু তার হুল আজও বিস্মৃত হই নি। তবু এখন আমার হৃদয়ে আর তোমার বাক্যবানের কথাঘাতের স্থান নেই—যে বাক্যবান নির্জনে বসবাসের পর বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। তবে তাই হোক। দেখ। এ বস্তু আমি আমার হৃদয় থেকে মুক্ত করে ফেলছি—আমার আত্মার সেই উন্মত্ত ভালোবাসার আবেগ', চার্মিয়ন থেমে ওর দুটো হাত বাড়িয়ে যেন কোন অদৃশ্য কিছুর অস্তিত্ব নির্ণয় করতে চাইলো। 'এটা আমি আমার মধ্য থেকে বাইরে নিক্ষেপ করছি—যদি একে হয়তো ভুলতে পারবো না। তবু এটা শেষ করলাম, হার্মাচিস। আর কোন কালে আমার ভালোবাসা তোমাতে বিব্রত করবে না। তোমাকে যে আমার এই চোখ আবার অবলোকন করতে পেরেছে তাতে ধন্যবাদ জানাই—অন্তিম নিদ্রায় সে চোখ বন্ধ হবার আগে। শুধু মনে রেখ, কিভাবে, যখন যে মুহূর্তে তোমার হাতে আমার মৃত্যু ঘটতে পারতো, তুমি যে হত্যা করো নি, তুমি আমাকে বেঁচে থাকতে দিয়েছিলে, দিয়েছিলে অপরাধের তিক্ত ফল আহরণ করতে, আর পাপের দৃশ্য দেখে অভিশপ্ত হয়ে উঠতে—আর যে পাপ তোমার উপর আমি আনয়ন করেছি, যাকে ধ্বংস করেছি তাকে অবলোকন করে চলতে ?'

'হ্যাঁ, চার্মিয়ন, আমার মনে আছে।'

'পাপের পাত্র অবশ্য পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ওহ্! তুমি যদি আমার হৃদয়ের অন্তস্তলটা দেখতে পেতে, পারতে যদি যে যন্ত্রণায় আমি জর্জরিত হয়েছি তা পাঠ করতে—হাসিমুখে যা সহ্য করেছি—তাহলে তোমার ন্যায় ক্ষতি সম্পূর্ণ হতো।'

'আর তা সত্বেও, সংবাদ যদি সত্য হয়, চার্মিয়ন, তাহলে তুমি এখনও রাজসভায় প্রথম স্থান অধিকার করে আছো—এখনও তুমি প্রচণ্ড শক্তিমতী আর সকলের ভালোবাসার পাত্র। অক্টেভিয়ানাস কি বলে নি সে অ্যান্টনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করতে চায় না, চায় না এমনকি তার রক্ষিতা, ক্লিওপেট্রার সঙ্গে, বরং সে যুদ্ধ করতে চায় চার্মিয়ন এবং ইরাসের সঙ্গে ?'

'হ্যাঁ, হার্মাচিস, ভেবে দেখো এটা আমার কাছে কি হতে চেয়েছে, তোমার প্রতি আমার শপথের জন্য আমাকে আহার করে যেতে হয়েছে এতোদিন ধরে, যাদের মনে প্রাণে ঘৃণা করি তাদের সমস্ত কাজ করে যেতে হয়েছে। যে তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে, আর যে আমার ঈর্ষার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে আমি আজ যা তাই হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে—করেছে তোমাকে লজ্জাগ্রস্ত আর সমস্ত মিশরকে করেছে ধ্বংস। শুধু রত্ন, সম্পদ আর রাজ পুরুষ আর ওমরাহদের চাটুকারিতায় কি আমার মতো মানবীর সুখ আসতে পারে? সে পথের হতভাগিনীর চেয়ে দুঃখী আর হতভাগ্য? ওহ্। আমি কতকাল অশ্রুপাত করে অন্ধ হয়ে যেতে চেয়েছি আর তারপর যখন সময় উপস্থিত হয়েছে, আমাকে উঠে দাঁড়াতে হয়েছে, উঠে দাঁড়িয়ে রাণীকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করেছি, অভ্যর্থনা করেছি অ্যান্টনীকে। ঈশ্বর আমাকে ওদের মৃত্যু মুখে পতিত দেখার শক্তিদান করুন—হ্যাঁ ওই দুজনকে।—আর তারপর—তারপরে আমি নিশ্চিত হয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারবো। তোমার ভাগ্য বড়ো কঠিন হয়েছে, হার্মাচিস; তবে তুমি অন্ততঃ স্বাধীন থাকতে পেরেছো। প্রায় তোমার ওই স্বাধীনতাকে আমি হিংসা করেছি—ঈর্ষা করেছি তোমার শান্তির নীড় সেই ভীতকর গুহাকে।

'আমি বুঝতে পারছি, চার্মিয়ন। যে তুমি তোমার শপথ স্মরণ রেখেছো। আর এযে খুব মঙ্গলজনক, কারণ প্রতিশোধের সময় সমাগত হয়েছে।'

'আমি জানি, আর সেই কারণে তোমার জন্য গোপনে আমি কাজ করে গেছি—তোমার জন্য আর ওই ক্লিওপেট্রার ধ্বংসের জন্য আর তার সঙ্গে রোমানদের ধ্বংসের জন্য। আমি ওর কামনা আর ঈর্ষাকে জাগ্রত করে তুলতে সাহায্য করেছি, আমি তাকে খারাপ কাজে প্ররোচিত করেছি আর অ্যান্টনীকে মুক্ত করতে সাহায্য করেছি, আর এসব আমি সীজারের কানে পৌঁছনোর ব্যবস্থা করেছি। শোন! ব্যাপারটি এই রকম দাঁড়িয়েছে। তুমি অবশ্য জানো অ্যাকটিয়াসের যুদ্ধে কি হয়। ক্লিওপেট্রা তার রণতরী যুদ্ধ অ্যান্টনীর আপত্তি সত্বে পলায়ন করেছিলো। কিন্তু তুমি আমাকে সংবাদ পাঠানোতে আমি তাকে রাণীর হয়ে অনুরোধ জানাই। আমি তাকে শপথ করে বলেছিলাম অশ্রুপাত করতে করতে যে সে যদি ক্লিওপেট্রাকে ত্যাগ করে যায় তাহলে সে শোকে দুঃখে প্রাণত্যাগ করবে। হতভাগ্য অ্যান্টনী আমাকে বিশ্বাস করেছিলো। অতএব ক্লিওপেট্রা পলায়ন করলো। আর প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে কি কারণে জানিনা, হয়তো তুমি জানতে পারো, হার্মাচিস, সে তার সেনাদলকে সংকেত করে যুদ্ধ ছেড়ে পালালো। সে পালিয়েছিলো।

পেলোপোনেসাসের দিকে। এবার শেষ পরিণতি লক্ষ্য করো! অ্যান্টনী যখন দেখলেন ক্লিওপেট্রা পলাতক, সে তার উন্মত্ততার মধ্যে একটা যুদ্ধ জাহাজে উঠে সকলকে ত্যাগ করে ওর পিছনে তাড়া করতে চাইলো। তার রণতরী গুলিকে ধ্বংস করার জন্য ছেড়ে গেলো সে—আর তার গ্রীসের বিশাল সেনাবাহিনী, বাইশ লিজিয়ন আর বারো হাজার অশ্ব সবই পড়ে রইলো নেতৃত্বহীন অবস্থায়। আর এসব কথা কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না, যে অ্যান্টনী, দেবতাদের প্রহারে এতো গভীর লজ্জায় পতিত হয়েছে। অতএব কিছু সময় যাবৎ সেনাবাহিনী লড়াই চালিয়ে গেলেও—আজ রাত্রিতে সংবাদ এসেছে, ক্যানিডিয়াস সংবাদ এনেছে, যে, সেই সেনাধ্যক্ষ। সে কিছুক্ষণ সন্দেহে আন্দোলিত হয়ে বুঝে নিতে চাইছিলো অ্যান্টনী তাদের পরিত্যাগ করেছেন, তখন তিনি তার ওই বিশাল বাহিনীকে সীজারের কাছে অর্পণ করে।'

'তাহলে কোথায় আছে, এ্যান্টনী?'

'সে বিরাট ওই বন্দরের এক ছোট্ট দ্বীপে তার জন্য বাসস্থান বানিয়ে নিয়েছে আর তার নামকরণ করেছে টিমোনিয়াম—কারণ টিমনের মতোই সে মানুষের অকৃতজ্ঞতার জন্য, যা তাকে ত্যাগ করেছে, আর্তনাদ করে চলেছে। আর সেখানে সে মানবিক জ্বরে আক্রান্ত অবস্থায় বাস করে চলেছে—আর সেখানে তোমাকে সকালে রওয়ানা হতে হবে, রাণীর তাই মনোবাসনা। অ্যান্টনীকে রোগমুক্ত করে তার বাহুবন্ধনের মধ্যে এনে দিতে হবে। এর কারণ সে রাণীর সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করেছে—আর সে নিজের সম্পূর্ণ দুর্দশার বিষয় সম্পর্কে সে জ্ঞাত নয়। কিন্তু আমার সর্বপ্রথম আদেশ হলো তোমাকে ক্লিওপেট্রার কাছে উপস্থিত করা। সে তোমার পরামর্শ চাইবে।

'আমি আসতে প্রস্তুত,' উঠে দাঁড়িয়ে বললাম। 'পথ দেখাও।'

অতএব আমরা রাজপ্রাসাদের দরজা অতিক্রম করে অ্যালবাণ্টার হল বরাবর এগিয়ে চলেছিলাম আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা ক্লিওপেট্রার কক্ষের সামনে দণ্ডায়মান হলাম। আর চার্মিয়ন আবার ক্লিওপেট্রাকে আমার আগমনবার্তা জানাবার জন্য বিদায় গ্রহণ করলো।

একটু পরে সে ফিরে এসে আমাকে আহ্বান জানালো। 'তোমার হৃদয় শক্ত করে তোল,' ও ফিসফিস করলো, 'আর লক্ষ্য রেখো যাতে তুমি নিজেকে ধরিয়ে না দাও—কারণ ক্লিওপেট্রার চোখের দৃষ্টি এখন অত্যন্ত প্রখর। প্রবেশ করো!'

'হ্যাঁ তাঁরা জ্ঞানী অলিম্পাসের মধ্যে হার্মাচিসকে খুঁজে পেতে চাইবে!

আমি স্বয়ং এটা ইচ্ছা না করলে তুমি আমাকে চিনতে পারতে না, চার্মিয়ন!' আমি জবাব দিলাম।

এবার আমি আমার অতি পরিচিত সেই জায়গায় প্রবেশ করলাম আর শ্রবণ করলাম ঝরণার সেই কলকল ধ্বনি, নাইটিংগেলের সুমিষ্ট গান আর গ্রীষ্মকালীন সাগরের গুঞ্জন। মাথা নত করে থামা থামা পদক্ষেপে আমি এগিয়ে গেলাম, শেষ পর্যন্ত আমি এবার ক্লিওপেট্রার সোফার সামনে এসে দাঁড়ালাম—সেই স্বর্ণখচিত সোফা, আমাকে জয় করার রাত্রিতে যে সেটায় উপবিষ্ট ছিলো। তখন আমি আমার শক্তি সঞ্চয় করে মুখ তুললাম। আমার সামনে উপবিষ্ট ক্লিওপেট্রা, আগের মতোই সৌন্দর্যময়ী। কিন্তু ওহ্! সেই যেদিন টারসাসে অ্যান্টনীকে তাকে দু বাহুর মাঝখানে আমার দৃষ্টির সামনে টেনে নিতে দেখেছিলাম তার থেকে কতোখানি যে বদলে গেছে! পোশাকের মতো ওর সৌন্দর্য ওকে জড়িয়ে রেখেছে। চোখ দুটি ওর সুনীল সাগরের মতো অবাধ্য আর গভীরতা মাখানো, ওর মুখ সৌন্দর্য মাখানো এখনও সেই আগের মতো। অথচ সব কেমন বদলে গেছে। সময় ওর সৌন্দর্যকে স্পর্শ না করতে পারলেও, ওর উপর বিচিত্র এক ছাপ রেখে গেছে সে ছাপ যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কামনা, ওর সেই তীব্রতা মাখানো হৃদয়ে যা চিরকালীন হয়েছিলো, তার ছাপ রেখে গেছে ওর ভ্রূর উপর আর ওর চোখে জ্বলতে চাইছিলো তার দুঃখের ছায়া।

আমি রাজকীয় ওই রমণীর সামনে মাথা নত করলাম, এককালে সে আমার ভালবাসা আর ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠেছিলো। সে তবু আমাকে চিনে নিতে পারলো না।

ক্লান্ত ভঙ্গীতে ধীর কণ্ঠে সে মুখ তুলে তাকালো। সে কণ্ঠস্বর আমার বহুল পরিচিত।

'তাহলে শেষ পর্যন্ত আপনি এসেছেন, চিকিৎসক। কি নামে নিজের পরিচয় দান করে থাকেন আপনি?—অলিম্পাস? হ্যাঁ, এ নাম হলো আকাঙ্ক্ষার, আশার। কারণ সত্যিই মিশরের দেবতাগণ আমাদের ত্যাগ করে গেছেন, তাই আমাদের অলিম্পাসের সাহায্য প্রয়োজন। উত্তম, আপনার সঙ্গে যেন এক জ্ঞানের পরিবেশ রয়ে গেছে, কারণ বিদ্যার সঙ্গে সৌন্দর্য থাকে না। আশ্চর্যের কথা, আপনার মধ্যে এমন কিছু আছে যা ঠিক উপলব্ধি করতে পারছি না। বলুন, অলিম্পাস, আমাদের কি আগে কোথাও সাক্ষাৎ ঘটেছিলো?'

'কখনই না, রাণী, শারীরিকভাবে কখনও আমার দৃষ্টি পড়েনি,'

কণ্ঠস্বর গোপন করে বললাম। 'আমার নির্জন আবাস ছেড়ে আপনার আদেশে আপনার দুঃখ দূর করতে চাইবার আগে কখনও আমাদের মধ্যে সাক্ষাৎকার ঘটেনি।'

'আশ্চর্য! তবুও আপনার কণ্ঠস্বরের মধ্যে—আঃ! কোন এক স্মৃতি! না, কিছুতে স্মরণ করতে পারছি না। শারীরিকভাবে দৃষ্টি পড়েনি বলছেন? তাহলে কি কোনভাবে স্বপ্নে আমরা পরিচিত হয়েছি?' ক্লিওপেট্রা প্রশ্ন করলো।

'হাঁ, রাণী আমরা স্বপ্নে মিলিত হয়েছি।'

'আপনি আশ্চর্য মানুষ, এরকমভাবে কথা বলছেন, তবু যা শুনেছি তা সত্য বলে আপনি অতি শিক্ষিত মানুষ আর বাস্তবিক আমার মনে পড়ছে আপনি যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তার ফলে আমি আমার প্রভু, অ্যাণ্টনীর সঙ্গে সিরিয়ায় যোগ দিয়েছিলাম আর আপনার বক্তব্য অনুযায়ী সবকিছু ঘটেছিলো। আপনি নিশ্চিত দক্ষ—দক্ষ জন্ম কোষ্ঠি বিচারে আর নক্ষত্রের স্থান নির্ণয়ে যে বিষয়ে এই আলেকজান্দ্রিয় মূর্খদের কোন জ্ঞান নেই। একসময়ে এরকম একজন ব্যক্তিকে জানতাম—নাম হার্মাচিস', দীর্ঘশ্বাস ফেললো ক্লিওপেট্রা, 'তবে দীর্ঘকাল হয় মৃত—আমিও প্রায় তাই হতে চলেছিলাম! মাঝে মাঝে তার জন্য অবশ্য দুঃখবোধ করি।'

একটু থামলো ক্লিওপেট্রা আর আমি মাথা নত করে চুপ করে দণ্ডায়মান রইলাম।

'আমাকে ব্যাখ্যা করে শোনান, অলিম্পাস,' ক্লিওপেট্রা আবার বলে উঠলো। 'অ্যাকটিয়ামের সেই অভিশপ্ত যুদ্ধে, যে মুহূর্তে লড়াই প্রচণ্ডতম হয়ে উঠতে চাইছিলো আর জয়লাভ প্রায় আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসতে সুরু করেছিলো, ঠিক তখন অদ্ভুত একটা ভয় আমার মনকে ভাবিয়ে তুলেছিলো, আচমকা ঘনায়মান অন্ধকার নেমে এসেছিলো আমার দুচোখের সামনে—আর ঠিক সেই ভীতিকর মুহূর্তে একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। হ্যাঁ, সেই দীর্ঘকাল আগে মৃত হার্মাচিসের কণ্ঠস্বর! সে চিৎকার করে বলছিলো: 'পালাও! পালাও নচেৎ ধ্বংস হও!' আর আমি তাই পলায়ন করলাম। আর এবার আমার মন থেকে সেই ভীতি গ্রাস করলো অ্যাণ্টনীর হৃদয়কে আর তাই সে আমাকে অনুসরণ করলো আর এইভাবে যুদ্ধে পরাজয় হলো আমাদের। এবার বলুন, কি বা কেন ঈশ্বর এ ধরণের অমঙ্গল আনয়ন করেছিলেন?'

'না, রাণী,' আমি জবাব দিলাম, 'এটি ঈশ্বর নন—তাহলে কি ধরে নেব আপনি মিশরের দেবতাদের অসন্তোষ ঘটিয়েছেন? তাদের বিশ্বাসের মন্দিরগুলি

কি আপনি লুণ্ঠন করেছেন? আপনি কি মিশরের বিশ্বাসভঙ্গ করেছেন? এইসব অন্যায় কাজ না করে থাকলে কেন মিশরের দেবতাগণ আপনার উপর ক্রুদ্ধ হবেন? ভয় পাবেন না, এটি কেবলমাত্র মানসিক দুশ্চিন্তার ফসল যা আপনার মনকে বিক্ষিপ্ত করেছিলো—হত্যা আর যুদ্ধের ধ্বংসের দৃশ্য আপনাকে কাতর করে তুলেছিলো। আর মহান অ্যান্টনীর কথা সম্বন্ধে বলতে চাই, আপনি যেখানে গমন করবেন তাকে সেখানে গমন করতে হবে।'

আমি কথা বলে চলার ফাঁকে ক্লিওপেট্রা আতঙ্কে সাদা হয়ে কাঁপতে সুরু করেছিলো—সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনোভাব বুঝে নিতে চেষ্টা করছিলো। কিন্তু আমি ভালোভাবে জানতাম ব্যাপারটি ছিলো দেবতাদের প্রতিহিংসা, তারা আমাকে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে এটা করতে চাইছিলেন।

'জ্ঞানী অলিম্পাস,' ক্লিওপেট্রা আমার কথার জবাব না দিয়ে বলে উঠতে চাইলো, 'আমার প্রভু অ্যান্টনী অসুস্থ আর দুঃখে উন্মাদ হয়ে আছেন। এক হতভাগ্য বিতাড়িত ক্রীতদাসের মতো সে দূরের ওই সাগর তীরের আশ্রয়ে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে আর মানুষের চোখের আড়ালে থাকতে চাইছে—হ্যাঁ, এমন কি সে আমাকেও এড়িয়ে চলতে চায়, যে তার জন্য এমন গভীর যন্ত্রণা ভোগ করে চলেছে। এইবার আপনার প্রতি আমার এই আদেশ। আগামীকাল, ভোরের আলো ফুটে উঠলে আমার সহচর চার্মিয়নের সাহায্যে আপনি নৌকায় আরোহণ করে ওই আশ্রয়ে গমন করতে চেষ্টা করবেন। আপনি জানাবেন সেনাবাহিনীর কাছ থেকে সংবাদ এনেছেন। তাহলে সে তখন আপনাকে প্রবেশ করার অনুমতি দান করবে—আর চার্মিয়ন, তুমি ক্যানিডিয়াস যে ভয়ানক সংবাদ আনয়ন করেছে সে-কথা তাকে জানাবে। ক্যানিডিয়াসকে পাঠাতে আমি সাহস করি না। আর তার শোক কেটে গেলে, অলিম্পাস, আপনি তার জ্বরতপ্ত শরীরে আপনার ঔষধ লেপন করবেন আর আপনার মধুর বাক্যে তার মন সুস্থ করে তুলবেন ও তাকে আমার কাছে আনয়ন করবেন। সব কিছু আরও ভালো হবে। এটুকু সম্পন্ন করুন, তাহলে আপনার আশাতীত পুরস্কার আপনাকে প্রদান করবো। কারণ আমি এখনও রাণী, আমার সেবকদের আমি পুরস্কার দানে কার্পণ্য করি না।'

'ভয় পাবেন না, ও রাণী,' আমি বললাম, 'একাজ সম্পন্ন হবে, তবে আমি কোন পুরস্কার চাই না, শুধু আপনার কার্য সম্পাদন করতে আমার আগমন।'

মাথা নত করে ফিরে এসে আতুয়াকে নিয়ে একটি ওষুধ তৈরিতে মন দিলাম।

॥ ৫ ॥

● টি মোনিয়াম হতে অ্যাণ্টনীকে ক্লিওপেট্রার কাছে আনয়ন ; ক্লিওপেট্রা প্রদত্ত ভোজ ; ভাণ্ডারী ইউডোসিয়াসের মৃত্যু ●

উষার আলোক ফুটে উঠতে আবার চার্মিয়ন উপস্থিত হলে আমরা প্রাসাদের বিশেষ ব্যক্তিগত বন্দরে উপস্থিত হলাম। সেখান থেকে নৌকায় আরোহণ করে আমরা দ্বীপে পৌঁছলাম যেখানে টিমোনিয়ামের ঘেরা স্তম্ভ রয়েছে—সেটি অত্যন্ত দৃঢ় আর গোলাকৃতি। নামবার পর আমরা দুজনে দরজার সামনে এসে করাঘাত করলাম। শেষ পর্যন্ত দরজায় সামান্য একটু ফোকর জেগে উঠলে একজন বৃদ্ধ খোজা কর্কশ স্বরে আমাদের উদ্দেশ্য জানতে চাইলো।

'আমাদের কাজ প্রভু অ্যাণ্টনীর সঙ্গে,' চার্মিয়ন জানালো।

'তাহলে এটা আমার প্রভু অ্যাণ্টনীর কোন কাজ নয়, তিনি পুরুষ বা স্ত্রীলোক কারো সঙ্গে সাক্ষাত করেন না।'

তিনি আমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করবেন, কারণ আমরা সংবাদ এনেছি। যাও গিয়ে সংবাদ দাও চার্মিয়ন সেনাদলের কাছ থেকে সংবাদ এনেছেন।'

লোকটি চলে গিয়ে একটু পরে ফিরে এলো।

'প্রভু অ্যাণ্টনী জানতে চাইছেন সংবাদ শুভ কি অশুভ। যদি অশুভ হয় তবে তার সংবাদে প্রয়োজন হবে না, কারণ ইদানীং অশুভ সংবাদ অতি মাত্রাতে তিনি লাভ করেছেন।'

'শোন—এ সংবাদ শুভ আর অশুভ দুইই। দরজা উন্মুক্ত করো, ক্রীতদাস, আমি আমার প্রভুর কাছে কথা বলতে চাই!' বলেই চার্মিয়ন গরাদের ফাঁক দিয়ে কিছু সোনা গলিয়ে দিলো।

'বেশ, বেশ,' উৎকোচ গ্রহণ করে খোজা বলে উঠলো, 'সময় বড় খারাপ, আরও খারাপ হয়তো হবে, কারণ সিংহ দুর্বল হলে শৃগালকে রক্ষা করবে কে? আপনি সংবাদ দিন, আর তাতে মহান অ্যাণ্টনীকে যদি এই নরক থেকে বের করতে পারেন তাতে আমার কিছু আসে যায় না। এই দরজা খুলে গেলো—ওই যে পথ চলে গেছে উৎসব কক্ষের দিকে।'

আমরা এগিয়ে চললাম। সামনে এক সরু পথ, খোজাকে দরজায়

কাছে রেখে আমরা একটা পর্দার কাছে এসে দাঁড়ালাম। সেটা অতিক্রম করে এসে পৌছলাম একটা চাপা ঘরের মধ্যে। অল্প আলো জলছে সেখানে। ঘরের অপর প্রান্তে কিছু কম্বল বিছানো শয্যা, সেই শয্যায় শায়িত পোশাকে মুখ ঢাকা অবস্থায় একজন মানুষের দেহ।

'হে মহান অ্যাণ্টনী,' চার্মিয়ন কাছে গিয়ে বললো, মুখ উন্মুক্ত করুন আর আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন, কারণ আমি সংবাদ এনেছি।'

লোকটি এবার মুখ তুললো। মুখে দুঃখের কালিমা, তার দীর্ঘায়িত কেশ সময়ের ভারে আলুলায়িত, চক্ষু কোটরগত, চিবুকে শুভ্র শ্মশ্রু। তার পোশাক বিবর্ণ, আকৃতি মন্দিরের সামনের দরিদ্রতম ভিক্ষুকের চেয়েও কদর্য! তাহলে ক্লিওপেট্রার ভালোবাসা অর্ধ পৃথিবীর অধীশ্বরকে আজ এই অবস্থায় এনে ফেলেছে—খ্যাতিমান সেই মহান অ্যাণ্টনীকে?

'আমার কাছে আপনার কি প্রয়োজন, ভদ্রে?' অ্যাণ্টনী প্রশ্ন করলেন, 'যে একাকী এখানে নিঃশেষ হতে ইচ্ছুক! আর হতভাগ্য, পতিত অ্যাণ্টনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে চায় এ লোকটি কে?'

'ইনি অলিম্পাস, মহান অ্যাণ্টনী, সেই জ্ঞানী চিকিৎসক, দুর্দশা মোচনকারী যার বিষয়ে আপনি অবশ্য শুনে থাকবেন। তাকে ক্লিওপেট্রা আপনার মঙ্গলের কথা স্মরণ করে প্রেরণ করেছেন, যদি তার কথা আপনি অল্প স্মরণে রেখেছেন। তিনি এঁকে পাঠিয়েছেন।

'আর আপনার চিকিৎসক কি আমার দুঃখের মতো এমন দুঃখ নিরাময় করতে সক্ষম? তার ঔষধ কি আমার রণতরী, আমার সম্মান আর আমার শান্তি ফিরিয়ে দিতে সক্ষম?—তাড়াতাড়ি!—বলুন! ক্যানিডিয়াস কি সীজারকে জয় করেছে? শুধু এটুকু বলুন তাহলে আপনাকে একপুরো প্রদেশ দান করবো—হ্যাঁ! আর অক্টেভিয়ানাস যদি মৃত হয় তাহলে বিশ হাজার সেসটারসিয়া দান করবো আপনার ধনাগারে। বলুন—না—বলার প্রয়োজন নেই! আমি আপনার, ওষ্ঠ উন্মুক্ত করার আশঙ্কায় কম্পমান হচ্ছি। নিশ্চিত-ভাবে সৌভাগ্যের চক্র পরিবর্তিত হয়েছে আর ক্যানিডিয়াস বিজয়ী হয়েছে? তাই নয় কি? না—বলুন। আর সহ্য করতে পারছি না!'

'হে মহান অ্যাণ্টনী', চার্মিয়ন বলে চললো, 'যা বলতে চাই শ্রবণ করার জন্য হৃদয় শক্ত করুন! ক্যানিডিয়াস আলেকজান্দ্রিয়ায়। সে দ্রুত পলায়ন করেছে। আর এই হলো তার বিবরণ। সে সাতদিন যাবৎ অ্যাণ্টনীর আগমনের জন্য সেনাদল সহ অপেক্ষা করেছে যাতে তিনি সীজারের আহ্বানের লোভ অগ্রাহ্য করে জয়ী হতে পারেন। কিন্তু অ্যাণ্টনী আসেননি। তারপরে

গুজব শোনা গেলো অ্যান্টনী টাইনেরানে ক্লিওপেট্রার সঙ্গে পালিয়েছেন। যে লোকটি সেনাবাহিনীর কাছে প্রথম এ লজ্জাকর সংবাদ দেয় আগে তাকে পিটিয়ে তারা হত্যা করেছে। কিন্তু গুজব ক্রমে বিস্তৃত হয় আর শেষ পর্যন্ত কোন সন্দেহ থাকে না। আর তারপরে মহান অ্যান্টনী, আপনার সব উচ্চপদস্থ কর্মচারিরা একে একে সীজারের পক্ষে যোগদান করে, ফলে অন্যান্য সৈনিকেরা তাই করে। এই কাহিনী সব নয়—কারণ আপনার মিত্রপক্ষ—আফ্রিকার বোকাস, সাইলিসিয়ার টারকণ্ডিমোটাস, কোমাশিনের মিথ্রিডেটস, থ্রেসের অ্যাডালাস, প্যাফ্লাগেনিয়ার ফিলাডেলফাস, কাপ্পাডোসিয়ার আর্কেলাউস, জুডিয়ার হেরড, গ্যালসিয়ার আমিনটাস, পন্টাসের পোলেমন, আর আরবের ম্যালথাস—সকলে পলাতক বা যেখান থেকে এসেছে সেখানে প্রত্যাবর্তন করেছে আর তাদের দূতেরা ইতিমধ্যে শীতল সীজারের ক্ষমা প্রার্থনা করেছে।'

'তোমার গর্জন শেষ হয়েছে, ময়ূরের ছদ্মবেশী দাঁড়কাক নাকি আরও আছে!' দুহাতের মধ্য থেকে আহত, শোকাহত মুখ তুলে বললো অ্যান্টনী। 'আমাকে আরও শোনাও—জানাও মিশর রাণী তার সৌন্দর্য নিয়ে মৃত, জানাও অক্টেভিয়ানাস ক্যাসেপিক দরজার সামনে উপস্থিত আরও জানাও মৃত সিসেরোর অধিনায়কত্বে সব মৃত আত্মার অ্যান্টনীর পতনে উল্লাস জ্ঞাপন করছে! হ্যাঁ, এমন অমঙ্গল কাহিনী শোনাও যাতে যারা মহান তাদের হৃদয় উদ্বেগ হয়—এমন বার্তা শোনাও যাতে যাকে 'মহান অ্যান্টনী' বলে শেষ করতে চাও তার হৃদয় মথিত হয়!'

'না, প্রভু, আমার কাহিনী শেষ হয়েছে।'

'হ্যাঁ—আমারও শেষ—সম্পূর্ণ শেষ! আর এইভাবে আমি তাতে শীলমোহর অঙ্কিত করতে চাই,' বলে সোফার মধ্য হতে দ্রুত এক তরবারী টেনে নিয়ে তিনি আত্মহত্যা করে বসতেন যদিনা প্রায় লাফিয়ে উঠে আমি হাত চেপে ধরতাম। কারণ এটা আমার উদ্দেশ্য নয় যে অ্যান্টনীর এখনই মৃত্যু হোক—কারণ তাহলে ক্লিওপেট্রা সীজারের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে উদ্বুদ্ধ হবে যে অ্যান্টনীর মৃত্যুকে মিশরের ধ্বংসের চেয়ে বেশি কামনা করে।

'আপনি কি উন্মাদ, অ্যান্টনী? একজন কাপুরুষ?' চার্মিয়ন বলে উঠলো। যাতে এভাবে পলায়ন করে শোক এড়িয়ে যেতে চাইছেন? আর আপনার সঙ্গিনীকে দুর্দশায় জর্জরিত হতে দিতে চান?'

'কেন নয়, রমণী? কেন নয়? সে বেশিদিন একাকী থাকবে না। তাকে সঙ্গদানের জন্য সীজার রয়েছে। অক্টেভিয়ানাস তার শীতলতায় রূপসী নারী পছন্দ করে, আর ক্লিওপেট্রা এখনও রূপবতী। এসো, অলিম্পাস। তুমি আমাকে

আত্মহত্যার হাত হতে রক্ষা করেছো এবার তোমার জ্ঞান প্রদান করো। তাহলে কি আমি সীজারের কাছে আত্মসমর্পণ করবো, আমি ত্রয়ী শাসকের একজন, সমগ্র পূর্ব জগতের অধীশ্বর, তার বিনয় গৌরবের অংশভাগী হয়ে রোমক পদ্ধতিতে যেভাবে আমি চলেছি সেভাবে তাকে প্রেরণা দেব?'

'না, মহাশয়,' আমি জবাব দিলাম। 'আপনি আত্মসমর্পণ করলে অবশ্য ধ্বংস হবেন। গত রাত্রিতে আমি আপনার ভাগ্যগণনা করেছি—আমি যা দেখেছি তা হলো এই: আপনার নক্ষত্র সীজারের নিকটবর্তী হলে ফ্যাকাশে হয়ে যায় আর নির্বাপিত হয়। কিন্তু তার আওতার বাইরে গেলে সে আবার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে নিজের সমকক্ষ হয়ে। সব শেষ হয়ে যায়নি, যখন কিছু অংশ এখনও আছে, সব হয়তো ফিরে পাওয়া সম্ভব। মিশরকে হয়তো রাখা যাবে, সৈনিক সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। সীজার স্থান ত্যাগ করেছে, সে আলেকজান্দ্রিয়ার মুখে নেই, তাকে হয়তো বাগে আনা যাবে। আপনার মন শরীরের মতো জরগ্রস্ত। আপনি অসুস্থ তাই সঠিক বিচারে ব্যর্থ! দেখুন, আমি এক ওষুধ আনয়ন করেছি—এটা আপনার প্রয়োজনে, এ বিষয়ে আমি দক্ষ,' বলে শিশিটি এগিয়ে ধরলাম।

'ওষুধ, বলছো চিকিৎসক!' চেঁচিয়ে উঠলো অ্যান্টনী। 'এ বিষ হওয়া সম্ভব, তুমি হত্যাকারী, ওই পতিত মিশরের রাণীর প্রেরিত—সে আমাকে তার প্রয়োজন নেই বলে শেষ করতে পাঠিয়েছে। সীজারের শান্তির চিহ্ন হিসেবে সে অ্যান্টনীর শির প্রেরণ করতে চায়—সে, যার জন্য আমি সর্বস্ব ত্যাগ করেছি। হ্যাঁ, তোমার ওই পানীয় দাও, আমি পান করবো ব্যাক্কাসের শপথ! এটা মৃত্যুর পরোয়ানা হলেও!'

'না, মহৎ অ্যান্টনী, এটা বিষ নয়, আর আমি হত্যাকারী নই। দেখুন, আমি এটির স্বাদ গ্রহণ করছি আপনি আদেশ করলে,' আমি শিশিটি মুখের কাছে তুলে ধরলাম।

'দাও, চিকিৎসক। মরিয়া মানুষ সাহসী হয়। হ্যাঁ! কিন্তু, একি? তোমার এ পানীয় দেখতে পাচ্ছি যাদু পানীয়। আমার দুঃখ যে দক্ষিণ বাতাসে উড়ে যাওয়া কালবৈশাখী ঘন কালো মেঘের মতো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে! আবার আশার আলো নতুন দিগন্ত খুলে ধরতে চাইছে আমার মনে—আবার আমি সেই অ্যান্টনী হয়ে উঠেছি আবার আমি দেখতে পাচ্ছি আমার বিশাল বাহিনীর বর্শা ফলক সূর্যের আলোকে ঝকমক করে উঠছে। আমার কানে ভেসে আসছে হাজার কণ্ঠের আহ্বান: অ্যান্টনী, প্রিয় অ্যান্টনী ফিরে এসো! অ্যান্টনী আবার জয়ী হয়ে এসো! এখনও আশা আছে। আমি হয়তো এখনও সীজারের

শীতলা ভ্রূ দেখতে সক্ষম—সেই সীজার যে একমাত্র নীতি ছাড়া অন্য কিছুতে ভুল করে না—যে তার মস্তকে লজ্জার শিরস্ত্রাণ গ্রহণ করেছে!

'হ্যাঁ,' চার্মিয়ন চিৎকার করে উঠলো, 'এখনও আশা আছে, যদি আপনি শুধু পুরুষের মত আচরণ করেন! হে প্রভু! আমাদের সঙ্গে ফিরে চলুন, ফিরে চলুন ক্লিওপেট্রার প্রেমময় বাহুর মধ্যে! সারারাত তিনি তার স্বর্ণ খচিত শয্যায় শায়িত হয়ে নিরন্ধ্র অন্ধকারে 'অ্যান্টনীর' জন্য আর্তনাদ করে চলেছেন। তিনি শোকে, দুঃখে কাতর অবস্থায় তার রাজকার্য বিস্মৃত হয়ে পড়েছেন!

'আমি আসবো! আমি আসবো! ধিক আমাকে, যে তাকে সন্দেহ করেছে। দাস, জল আনো আর রক্তাভ পোশাক, এ পোশাকে আমার ক্লিওপেট্রার কাছে যেতে পারি না। এখনই আমি আসবো!'

এইভাবে, আমরা অ্যান্টনীকে ক্লিওপেট্রার কাছে নিয়ে এসেছিলাম, যাতে দুজনের ধ্বংস সুনিশ্চিত হতে পারে।

আমরা তাকে অ্যালাবাষ্টার হলের মধ্য দিয়ে ।ক্লওপেট্রার কক্ষে, সে যেখানে শায়িত সেখানে হাজির করলাম। ক্লিওপেট্রার আলুলায়িত কেশদাম তার মুখের উপর দিয়ে নেমে বক্ষে ছড়িয়ে পড়েছে, অশ্রুধারায় মুখ প্লাবিত।

'ও মিশর-রাণী!' অ্যান্টনী চিৎকার করে উঠলো, এই যে তোমার পদপ্রান্তে আমাকে দেখো।'

প্রায় লাফিয়ে উঠলো ক্লিওপেট্রা। 'সত্যি তুমি এসেছো, প্রিয় আমার?' ফিস ফিস করে বললো ও। 'তাহলে আবার সব মঙ্গল হবে। কাছে এসো, আর এই বাহুবন্ধনে সব দুঃখ ভুলে যাও, সব শোক আনন্দে পরিণত হোক। ওঃ অ্যান্টনী. এখনও যখন প্রেম অটুট তখন সবই আছে আমাদের!'

অ্যান্টনীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্লিওপেট্রা উন্মত্ত আবেগে তাকে চুম্বন করে চললো।

ওই দিনে, চার্মিয়ন আমার কাছে এসে ভয়ানক ধরণের কোন একটা বিষ তৈরী করতে বললো। প্রথমে আমি তা করতে রাজি হলাম না—আমি ভয় পাচ্ছিলাম ক্লিওপেট্রা হয়তো আগে অ্যান্টনীকে ওই বিষ দিয়ে শেষ করে দিতে চাইছে। চার্মিয়ন তখন আমাকে দেখালো ব্যাপারটি তা নয় আর আমাকে জানালো আসলে উদ্দেশ্য কি। তখন আমি আতুয়াকে আহ্বান করলাম যে গাছগাছড়া সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, আর সারা দুপুর আমরা ওই মারাত্মক বিষ তৈরী

করায় ব্যস্ত রইলাম। ওটা হয়ে গেলে চার্মিয়ন আবার উপস্থিত হলো, সঙ্গে কিছু টাটকা গোলাপ নিয়ে। ওগুলো সে আমাকে ওই বিষে ডুবিয়ে নিতে বললো।

আমি তাই করলাম।

ওই রাত্রিতে ক্লিওপেট্রার দেওয়া বিরাট ভোজে আমি অ্যাণ্টনীর কাছে বসেছিলাম, সে ক্লিওপেট্রার অন্য পাশে ছিলো—তার গলায় সেই বিষাক্ত মালা। ভোজ চলার মধ্যে সুরার স্রোত বয়ে চললো যতোক্ষণ না অ্যাণ্টনী আর রাণী দারুণ খুশি হয়ে ওঠে। এবার রাণী তার পরিকল্পনার কথা জানালো—সে জানালো এখন তার বাহিনী কিভাবে পেলুসিয়াকের তীরে বুবাসটিদের খালে উপস্থিত আছে—সেটি নীলনদের শাখা। সেখান থেকে অন্য বাহিনী আছে—হিরোপোলিসের মাথায় ক্লিসমার বুকে। এটা ওর পরিকল্পনা যে সীজার বেশি মাত্রায় উগ্র হতে চাইলে অ্যাণ্টনীর সঙ্গে সে সমস্ত সম্পদসহ আরবীয় উপসাগরে পলায়ন করবে, যেখানে সীজারের কোন বাহিনী নেই—সেখান থেকে তারা ভারতবর্ষে আশ্রয় প্রার্থনা করবে যেখানে শত্রুরা আর অনুসরণ করতে পারবে না। যদিও এ মতলবে কাজ হতো না, কারণ পেত্রার আরবেরা সমস্ত রণতরী জ্বালিয়ে দিয়েছিলো—এটা তারা করে আলেকজান্দ্রিয়ার ইহুদীদের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে। ইহুদীদের ক্লিওপেট্রা ঘৃণা করায় তারাও তাকে নিদারুণ ঘৃণা করতো। আমি ইহুদীদের জানিয়ে দিয়েছিলাম কি হতে চলেছে।

ক্লিওপেট্রা তার সব কথা অ্যাণ্টনীকে জানাবার পর সে তাকে তার সঙ্গে একপাত্র সুরা পান করতে আহ্বান করলো ওই নতুন পরিকল্পনার সাফল্য কামনা করে। এই কাজ করার আগে সে ওই পাত্রের পানীয়র মধ্যে মালার গোলাপগুলি ডুবিয়ে আরো মিষ্ট করতে চাইলো। এবার অ্যাণ্টনী সুরার পাত্র মুখে তুলতে যেতে ক্লিওপেট্রা তার হাত ধরে বলে উঠলো 'থামো!' অবাক হয়ে তাকালো অ্যাণ্টনী।

এখন ক্লিওপেট্রার ক্রীতদাস ও পরিচারকদের মধ্যে ইউডোসিয়াস নামে এক ভাণ্ডারী ছিলো। আর সেই ইউডোসিয়াস ক্লিওপেট্রার সৌভাগ্য অস্তমিত লক্ষ্য করে সেই রাত্রিতে সীজারের কাছে পালাবার ব্যবস্থা করে রেখেছিলো, অন্যান্য সকলে যা করেছে। ইউডোসিয়াস ইতিমধ্যে প্রাসাদের সম্পদ যতখানি সম্ভব চুরি করে লুকিয়ে রেখেছিলো নিয়ে যাবে বলে। কিন্তু ব্যাপারটি ক্লিওপেট্রা জেনে ফেলে ওর উপর প্রতিশোধের ব্যবস্থা করে রেখেছিলো।

'ইউডোসিয়াস,' ক্লিওপেট্রা চিৎকার করে উঠলো কাছেই তাকে দেখে,

কাছে এসো। এসো বিশ্বাসী দাস আমার! মহান অ্যান্টনী, লোকটিকে লক্ষ্য করেছো? এই লোকটি আমার শত দুঃখে সান্ত্বনা দান করেছে। তাই আমি ওর সততার জন্য পুরস্কার দান করতে চাই তোমার হাত দিয়ে। ওকে তোমার ওই স্বর্ণ পাত্রের সুরা হাতে তুলে দাও যাতে ও এক চুমুক পান করে আমাদের সৌভাগ্য কামনা করতে পারে। ওই পাত্র হবে ওর পুরস্কার।'

আশ্চর্য হয়ে ভাবতে ভাবতে অ্যান্টনী লোকটির হাতে পাত্রটি তুলে দিলো। সেও দোষী মনোভাবের জন্য ওটা নিয়ে কাঁপতে সুরু করলো। কিন্তু পান করলো না।

'পান করো, দাস, পান করো!' ক্লিওপেট্রা চিৎকার করে উঠলো ওর আসন থেকে ক্রুদ্ধ হিংস্রতা মাখানো চোখে উঠে দাঁড়িয়ে। 'সেরাপিসের শপথ! রোমের ক্যাপিটলে আমি অবশ্য উপবিষ্ট হবো। তুমি মহান অ্যান্টনীর এ আদেশ অগ্রাহ্য করলে, তাহলে তোমার শরীরের সমস্ত মাংস ছিঁড়ে ক্ষতস্থানে ওই সুরা লেপন করবো নিরাময় করতে! আহ্! শেষ পর্যন্ত পান করেছো! কিন্তু, কি হলো!' ইউডোসিয়াস? অসুস্থ বোধ করছো? তাহলে ওই সুরা নিশ্চয় খারাপ ছিলো, ইহুদীদের ঈর্ষান্বিত সেই পানীয়ের মতো যা শয়তানকে হত্যা আর নির্দোষকে লালন করে। শোন, কেউ এই মুহূর্তে এই লোকটির ঘর অনুসন্ধান করে এসো, আমার ধারণা ও বিশ্বাসঘাতক!'

ইতিমধ্যে লোকটি উঠে দাঁড়ালো মাথায় হাত রেখে। পরক্ষণে সে কাঁপতে সুরু করলো, তারপরে পড়ে গেলো আর্তনাদ করে মেঝের বুকে। পরক্ষণে সে আবার দাঁড়ালো দুহাতে বুক আঁচড়াতে আঁচড়াতে যে তার মধ্যের প্রচণ্ড উত্তপ্ত জ্বালা সে উপড়ে ফেলতে চায়। যন্ত্রণাবিদ্ধ কাতর ফেনা জেগে ওঠা মুখে সে টলতে চাইতে ক্লিওপেট্রা অতি ধীর নিষ্ঠুর হাসিতে তাকে লক্ষ্য করতে লাগলো।

'আহ্ বিশ্বাসঘাতক! এবার উপযুক্ত পুরস্কার পেয়েছো! ক্লিওপেট্রা বলে উঠলো, 'আঃ মৃত্যু কি মধুর লাগছে?'

'স্বৈরিণী!' মৃত্যুপথযাত্রী লোকটি চিৎকার করে উঠলো, 'তুই আমাকে বিষ খাইয়েছিস। আমার মতো তোকেও মরতে হবে!' প্রচণ্ড চিৎকার করে সে ক্লিওপেট্রার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে ব্যাপারটি অনুধাবন করে ক্লিওপেট্রা একপাশে দ্রুত সরে গেলো, লোকটি শুধু ওর সবুজ রাজকীয় পোশাকের একটি প্রান্ত আঁকড়ে ধরে কিছুটা ছিঁড়ে নিয়ে মেঝেয় গড়িয়ে পড়লো। সে গড়াতে গড়াতে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে এবার স্থির হয়ে রইলো—ওর যন্ত্রণা কাতর মুখে ভয়ানক মৃত্যু যন্ত্রণার দৃশ্য, চোখ দুটো যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসছে বীভৎস ভাবে।

'আহ!' কঠিনভাবে হাসির সঙ্গে রাণী বলে উঠলো, 'দাস দারুন যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়েই মৃত্যুলাভ করেছে। আমাকেও প্রায় শেষ করেছিলো ও। দেখো, বন্ধু হিসেবে আমার পোশাক নিয়েছে ও। ওকে সরিয়ে নিয়ে কবর দাও।'

'এর অর্থ কি ক্লিওপেট্রা?' অ্যান্টনী প্রশ্ন করলো, রক্ষীরা মৃতদেহটা টেনে নিয়ে যেতে। 'লোকটা আমার কাপ থেকে পান করেছে। এ ধরনের মারাত্মক তামাশার কারণ কি?'

'দুটি উদ্দেশ্য এতে সিদ্ধ বলো, মহান অ্যান্টনী! এই রাতে লোকটা অক্টেভিয়ানাসের কাছে পালাতো, সঙ্গে আমাদের সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে। আমি ওকে ডানা দিতে চেয়েছি, কারণ মৃতব্যক্তি দ্রুত চলতে পারবে। তাছাড়া এই: তুমি ভীত ছিলে আমি তোমাকে বিষ প্রয়োগ করতে পারি, মহান অ্যান্টনী, না, আমি এটা জানি। দেখো এবার, অ্যান্টনী, তোমাকে বিষ প্রয়োগ করলে সেটা কতো সহজ ছিলো, শুধু ইচ্ছা থাকলে যথেষ্ট। যে গোলাপ তুমি কাপে ডুবিয়েছিলে তার মধ্যে মারাত্মক বিষ মাখানো ছিলো। তোমাকে শেষ করার বাসনা থাকলে তোমাকে পানে বাধা দিতাম না। ও অ্যান্টনী এখন থেকে আমাকে বিশ্বাস করো। আমার প্রিয়তমের একগাছা কেশ স্পর্শ করার আগে বরং আমি আত্মহত্যা শ্রেয় মনে করি। দেখো, আমার অনুচরেরা ফিরে এসেছে। বলো, কি দেখেছো তোমরা?'

'হে মিশর রাণী, আমরা যা পেলাম তা এই। ইউডোসিয়াসের কক্ষে সব কিছু পালাবার মতো করে রাখা ছিলো, তার থলেতে প্রভূত সম্পদ রাখা আছে।'

'শুনেছো?' ক্লিওপেট্রা বললো মৃদু হাসির সঙ্গে। 'আমার সকল পরিচারকবৃন্দ চিন্তা করে নাও, ক্লিওপেট্রা সৎ মানুষের সঙ্গে সৎ। সে বিশ্বাস-ঘাতকের যম। এই রোমানের ভাগ্য লক্ষ্য করে সকলে সতর্ক হও।'

পরক্ষণেই ঘরে নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্তি নেমে এলো, অ্যান্টনী নীরব রইলো।

॥ ৬ ॥

● জ্ঞানী অলিম্পাসের
মেমফিসে কার্যকলাপ ;
ক্লিওপেট্রার বিষ প্রয়োগ ;
সেনাধ্যক্ষদের প্রতি
অ্যাণ্টনীর বক্তৃতা ; আর
খেম রাজ্য থেকে
আইসিসের গমন ; ●

এবার আমি, হার্মাচিস, আমার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে, যতো দ্রুতলয়ে সম্ভব সব কিছু গুছিয়ে নিতে হবে তাতে হয়তো অনেক কিছু অব্যক্ত থেকে যাবে। এ সম্পর্কে আমাকে সতর্ক করা হয়েছে, আমি জ্ঞাত আছি আমার অন্তিম ঘনাতে চাইছে দ্রুত। অ্যাণ্টনীকে টিমোনিয়াম হতে আমার পরে যে প্রশান্তি নেমে এসেছিলো তা নিঃসন্দেহে মরুর বুকে ঝড়ের পূর্বাভাষ। অ্যাণ্টনী ও ক্লিওপেট্রা আবার বিলাসিতায় মগ্ন আর রাত্রির পর রাত্রি প্রাসাদে উৎসব আনন্দে মশগুল। তারা সীজারের কাছে দূত প্রেরণ করেছিলো কিন্তু সীজার তাদের গ্রহণ করেনি তাই এই আশা বিফল হতে তারা আলেকজান্দ্রিয়ার রক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সুরু করলো। লোক সংগ্রহ, রণতরী নির্মাণ করে বহুল সৈন্য সংগ্রহ করে তারা সীজারের আগমন প্রতীক্ষায় রইলো।

এবার চার্মিয়নের সহায়তায় আমি আমার ঘৃণা আর প্রতিশোধের চরম ব্যবস্থা করতে চাইলাম। আমি প্রাসাদের সব গোপন রন্ধ্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে উঠলাম আর সমস্ত খারাপ কিছুর জন্য তৈরী রইলাম। আমি ক্লিওপেট্রাকে আদেশ করলাম অ্যাণ্টনীকে প্রফুল্ল রাখার জন্য যাতে তার মনে দুঃখ জাগ্রত না হয় ; আর তাই সে বিলাস আর সুরায় তাকে ভাসিয়ে রেখে দিলো। আমি তাকে আমার সকল ঔষধ দান করলাম—যাতে সে সুখ স্বপ্নে বিভোর হয়েও জাগ্রত হলে শোকের মধ্যে নিমগ্ন হয়। অতি শীঘ্র আমার ওই নিরাময়ের ঔষধে তার পক্ষে নিদ্রা অসম্ভব হয়ে পড়লো। যার ফলে আমি সর্বদা তার পাশে থাকতাম আর তার দুর্বল আত্মাকে সম্পূর্ণভাবে আমার আজ্ঞাবহ করে তুললাম। শেষ পর্যন্ত আমার আদেশে সে সব কিছু করতে বাধ্য হয়ে পড়লো। ক্লিওপেট্রাও দারুণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো আর আমার উপর নির্ভরশীলা হলো কারণ আমি মিথ্যা তাকে প্রলোভন দেখাতে চাইছিলাম।

এছাড়া আমি অন্য জাল বিস্তার করলাম। সমগ্র মিশরে আমার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিলো, কারণ তাপেতে দীর্ঘকাল বাস করার ফলে এটি সারা দেশে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিলো। তাই বহুলোকের কাছ থেকে তাদের নিরাময়ের আবেদন আসতো—এর কারণ ছিলো রাণী ও অ্যান্টনী আমার কথা শ্রবণ করতো। এর ফলে বহু লোককে আমি ওদের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুললাম —তারা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেছিলো। এছাড়া ক্লিওপেট্রা আমাকে মেমফিসে পাঠিয়েছিলো ওখানকার পুরোহিত শাসকগণ যাতে আলেকজান্দ্রিয়া রক্ষার জন্য লোকজন সংগ্রহ করে। আমি সেখানে গমন করে এমনভাবে কথা বললাম যার দুটি অর্থ হয়—তাছাড়াও অত্যন্ত বুদ্ধির সঙ্গে কথা বলায় তারা আমাকে এক রহস্যময় পুরুষ বলে ধরে নিয়েছিলো। কিন্তু আমি চিকিৎসক অলিম্পাস এ অবস্থায় কিভাবে এলাম তারা বোঝেনি। আমি তাদের গোপন সহমর্মিতার চিহ্ন দান করায় তারা গোপনে আমার কাছে আগমন করতো। আমি তাদের জানালাম আমি কে তারা যেন জানতে না চায়, কিন্তু ক্লিওপেট্রাকে তারা যেন কিছুতে সাহায্য না করে। বরং আমি জানালাম তারা যেন সীজারকে সাহায্য করে কারণ এর ফলে আবার তারা খেমের মন্দিরে পূজার অধিকার পাবে। পবিত্র এপিসের পরামর্শ গ্রহণ করার পর তারা জানালো বাইরে তারা ক্লিওপেট্রাকে সাহায্যের কথা জানালেও সীজারের আনুগত্য স্বীকার করবে।

অতএব এটাই হয়ে উঠলো যে মিশর তার ঘৃণ্য ম্যাসিডোনিয়ার রাণীকে প্রায় কোন সাহাযাই দিলো না। এবার মেমফিস থেকে আলেকজান্দ্রিয়ায় এসে ভালো সংবাদ দানের পর আবার আমার গোপন কাজ সুরু করলাম। বাস্তবিক আলেকজান্দ্রিয়ার মানুষকে সহসা বিচলিত করা যায় না। লোকে বলে: গর্দভ তার প্রভু অপেক্ষা তার বোঝার দিকেই নজর দেয়।' ক্লিওপেট্রা তাদের এতোই অত্যাচার করেছে যে রোমকদের আগমন তাদের কাছে এক শুভবার্তাই হয়ে উঠেছিলো।

এইভাবেই সময় কেটে চললো আর প্রতি রাত্রিতেই ক্লিওপেট্রার বান্ধবের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে চললো। কারণ সুদিনের বন্ধু দুর্দিনে দ্রুত পক্ষ বিস্তার করে। তবুও সে অ্যান্টনীকে ত্যাগ করতে চায়নি যাকে সে ভালোবাসে। সীজার তার দূত থাইরিউসের মাধ্যমে ক্লিওপেট্রাকে জানিয়েছিলো তার আর তার সন্তানের জন্য রাজত্ব রক্ষিত হবে যদি সে অ্যান্টনীকে হত্যা করে বা বন্দী করে। কিন্তু তার রমনী হৃদয়—হৃদয় হিসাবে কিছু তার অবশিষ্ট ছিলো—এ কথায় রাজী হয়নি। তাছাড়া আমরাও এর বিপক্ষে মন্ত্রণা দিয়েছি, তখনও

অ্যান্টনীকে হত্যা করা বা পালাতে দেওয়া আমাদের অভিপ্রেত ছিলো না। এতে ক্লিওপেট্রা হয়তো আবার রাণীর মর্যাদা রক্ষা করতে পারে। এটাই আমায় দুঃখিত করে তুললো যদিও দুর্বল অ্যান্টনী এখনও সাহসী আর মহান। তাছাড়া তার দুঃখের কারণ আমার অজ্ঞাত নয়। আমরা দুজনেই কি একই পথের পথিক নই? একই রমণী কি আমাদের সম্মান, রাজত্ব আর কর্তব্যের পথ থেকে বিচ্যুত করেনি? তবে রাজনীতিতে অনুকম্পার স্থান নেই, আর কোন অবস্থাতেই কেউ আমাকে এই প্রতিহিংসার হাত থেকে সরিয়ে আনতে সক্ষম হবে না। সীজার অগ্রসর হচ্ছেন, পেলুসিয়ামের পতন ঘটেছে, শেষ মুহূর্ত সমাগত। চার্মিয়নই রাণী আর অ্যান্টনীর কাছে সংবাদ পৌঁছে দিলো। তারা তখন প্রচণ্ড দ্বিপ্রহরের উত্তাপে নিদ্রামগ্ন। সঙ্গে আমিও ছিলাম।

'জাগুন!' চার্মিয়ন বলে উঠলো। 'জাগুন! এ নিদ্রার সময় নয়! সেলুকাস পেলুসিয়াম সীজারের হাতে তুলে দিয়েছে, সে সোজা আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে আসছে।'

একটা শপথ উচ্চারণ করে অ্যান্টনী লাফিয়ে উঠে ক্লিওপেট্রার হাত ধরলো।

'তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ—আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করছি এর প্রতিফল দেবো!' পর মুহূর্তেই সে তার তরবারী টেনে নিলো।

'থামো, অ্যান্টনী।' চিৎকার করে উঠলো ক্লিওপেট্রা। 'এ মিথ্যা—আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানি না।' 'আমি জানিনা প্রভু, আমার! সেলুকাসের স্ত্রী ছেলেমেয়েদের আমি আটক রেখেছি, তাদের উপর তোমার প্রতিশোধ গ্রহণ করো। ও অ্যান্টনী! অ্যান্টনী! কেন আমাকে তুমি সন্দেহ করছো?'

এবার অ্যান্টনী তার তরবারী শ্বেত পাথরের মেঝেতে নিক্ষেপ করে দুহাতে মুখ ঢেকে গভীর তিক্ততায় আর্তনাদ করতে চাইলো।

কিন্তু চার্মিয়ন হাসতে চাইছিলো, কারণ সেই গোপনে তার বন্ধু সেলুকাসকে খবর দেয় অবিলম্বে সীজারের কাছে আত্মসমর্পণ করতে এই বলে যে আলেকজান্দ্রিয়ায় কোন যুদ্ধ হবে না। ঠিক ওই রাত্রিতেই ক্লিওপেট্রা তার সমস্ত মুক্তা আর পান্নার রত্নরাজি তুলে নিলো—মেনকাউরা'র সেই ঐশ্বর্যের যেটুকু অবশিষ্ট ছিলো—তার সমস্ত স্বর্ণ, শ্বেত পাথর আর দারুচিনির সমস্ত সম্পদ তুলে সে গোপন গহ্বরে মিশরীয় পদ্ধতিতে প্রোথিত করলো। সমস্ত সম্পদ সে দাহ্য খড়ের উপর স্থাপন করে রাখলো যাতে প্রয়োজনে অগ্নি সংযোগ করে সব ধ্বংস করে ফেলা যায় আর লোভী অক্টেভিয়ানাস তা লাভ করতে না পারে। এবার থেকে সে ওই গহ্বরেই বাস করতে লাগলো, অবশ্য দিনের বেলা সে অ্যান্টনীর সঙ্গে সাক্ষাত করতো।

সীজার তার বিশাল বাহিনী নিয়ে ইতিমধ্যে নীলের মোহনা অতিক্রম করে আলেকজান্দ্রিয়ার কাছাকাছি এসে গিয়েছিলো, আমি ক্লিওপেট্রার বিনা আহ্বানেই প্রাসাদে আগমন করলাম। সেখানে তাকে সেই অ্যালাবাস্টার হল ঘরে রাজকীয় পোশাকে দেখতে পেলাম, সঙ্গে চার্মিয়ন আর রক্ষীগণ। সামনে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত মৃত কিছু মানুষ, একজন মৃতপ্রায়।

'শুভেচ্ছা, অলিম্পাস!' সে বলে উঠলো। 'চমৎকার দৃশ্য দেখে নিন—চিকিৎসক হিসাবে ভালো লাগবে—মৃত আর মৃতকল্প মানুষ।'

'কি করেছেন ও রাণী?' আমি ভীত হয়ে বলে উঠলাম।

'কি করেছি? আমি এই অপরাধী আর বিশ্বাসহন্তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করেছি। আর অলিম্পাস, আমি মৃত্যুর পথ আবিষ্কার করেছি। আমি ছ'রকম বিভিন্ন বিষ এই ক্রীতদাসদের দিয়েছি আর সতর্কভাবে এর ক্রিয়া লক্ষ্য করেছি। 'ওই লোকটিকে দেখুন,' এক খোজাকে ইঙ্গিত করলো ক্লিওপেট্রা। ও পাগল হয়ে গেছে—নিজেকে শিশু বলে ভাবতে চাইছিলো সে। আর ওই গ্রীক, সে উন্মত্তের মতো চিৎকার করে চলেছিলো, তারপর মারা গেছে। আর এই দাস কাতরভাবে বাঁচতে চেয়ে মরেছে। দূরে ওই মিশরীয়, ও অর্ধমৃত—ওর আত্মা এখনও দেহ ত্যাগ করেনি, ও এখনও সেই বিষ উগরে ফেলতে চাইছে। মূর্খ! জানিস না মৃত্যুই কেবল শান্তি দিতে পারে?' একটু পরেই লোকটি অবশ্য মারা গেল।

'ওই যে!' ক্লিওপেট্রা বলে উঠলো, 'এবার সব শেষ। এই হতভাগ্যদের এবার সরিয়ে নে!' হাততালি দিলো সে।

মৃতদেহ সরানো হতেই ক্লিওপেট্রা বলে উঠলো, 'অলিম্পাস, আপনার ভবিষ্যতবাণী সত্ত্বেও অন্তিম মুহূর্ত সমাগত। সীজার জয়ী হবেই, আর আমিও আমার প্রভু অ্যান্টনী হারিয়ে যাবো। যেহেতু খেলা অন্তিমে পৌঁছেছে আমি রাণীর যোগ্য পথেই এ ধরা ত্যাগ করতে চাই। আর তাই ওই হলাহল প্রস্তুত করিয়ে দাসদের প্রয়োগ করে লক্ষ্য করছিলাম মৃত্যুর স্বাদ কিরকম, কারণ অবিলম্বেই আমার তা গ্রহণ করতে হবে। এই বিষ আমাকে আনন্দ দেয়নি—এ হৃদয় চূর্ণ করে দেয়। কিন্তু আপনি মৃত্যুর ঔষধে দক্ষ। এমন বিষ প্রস্তুত করে দিন যাতে নিঃশব্দে আমার এ প্রাণ ত্যাগ করতে পারি।'

সবকিছু শ্রবন করতে করতে আমার তিক্ত হৃদয় আনন্দে ভরে উঠলো কারণ আমি জানতাম আমার নিজের হাতেই এই স্ত্রীলোকটি মরতে চলেছে আর দেবতাগণের আদেশ পূর্ণ হবে।

'রাণীর মতোই আপনি বলেছেন, 'ও ক্লিওপেট্রা!' আমি বললাম। মৃত্যু

আপনার যন্ত্রণা দূর করবে। আমি এমন সুরা প্রস্তুত করবো বন্ধুর মতোই যে আপনাকে এক অনন্ত নিদ্রায় টেনে নেবে, আপনি আর জাগ্রত হবেন না। ওঃ, মৃত্যুকে ভয় পাবেন না। মৃত্যুই আপনার আশা আর আপনি পাপমুক্ত হয়ে নির্মলচিত্তে দেবগণের সম্মুখে উপস্থিত হবেন।'

কেঁপে উঠলো ক্লিওপেট্রা। 'কিন্তু হৃদয় যদি সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ না হয়—বলুন—হে কৃষ্ণকায়—তখন কি হবে? না, আমি ঈশ্বরকে ভয় করি না! কারণ নরকের দেবগণ যদি পুরুষ হয় তাহলে আমি রাণী হয়ে থাকবো। অন্ততঃ একবার রাণী হওয়ায় চিরকালীন রাণী হয়েই আমি থাকবো!'

কথা বলার মুহূর্তে প্রাসাদের দেউড়ি থেকে আনন্দের শব্দ শোনা গেলো।

'কি ব্যাপার?' ক্লিওপেট্রা লাফিয়ে উঠলো।

'অ্যান্টনী! অ্যান্টনী!' কোলাহল শোনা গেলো। 'অ্যান্টনী বিনয়ী হয়েছেন!'

উন্মত্তের মতো ছুটে গেলো ক্লিওপেট্রা, তার দীর্ঘ কুণ্ডল আলুলায়িত। দেউড়ির কাছে অ্যান্টনীকে রোমান যোদ্ধার বেশে হাসিমুখে আসতে দেখা গেলো। সে দুহাতে ওকে বুকে টেনে নিলো।

'কি হয়েছে?' চিৎকার করে উঠলো ক্লিওপেট্রা। 'সীজারের পতন হয়েছে?'

'না, পতন হয়নি, প্রিয়া। তবে তার অশ্বারোহী বাহিনীকে আমরা বিতাড়িত করেছি। এটাই সুরু—শেষ এইভাবেই হবে। মস্তক যদি যায়, পুষ্পও যেতে বাধ্য। তাছাড়া সীজার যদি তোমার আহ্বান গ্রহণ করে হাতে হাতে লড়াইতে প্রস্তুত থাকে তবে এ বিশ্ব জানতে পারে কে বড়ো—অ্যান্টনী না অক্টেভিয়ান।' অ্যান্টনী কথা বলার ফাঁকে কিছু চিৎকার উঠলো, 'সীজারের দূত এসেছে।'

দূত একখণ্ড লিপি দিতেই ক্লিওপেট্রা প্রায় সেটি কেড়ে নিয়ে জোরে পাঠ করে চললো:

'অ্যান্টনীর প্রতি সীজার! অভিনন্দন।

'আপনার আহ্বানের এই জবাব: সীজারের তরবারীর আঘাতে ছাড়া অন্য কোন মৃত্যুর পথ অ্যান্টনীর কি জানা নেই? বিদায়!'

এবার আর কোন কোলাহল জাগলো না।

আঁধার নেমে এলো। অ্যান্টনী জমায়েত হওয়া তার সেনাধ্যক্ষ আর রণতরীর প্রধান সামনে এসে দাঁড়ালো, সঙ্গে আমিও।

সকলে জমা হলে অ্যান্টনী তাদের সামনে চন্দ্রালোকে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে সুরু করলো।

'বন্ধুগণ ও আমার সশস্ত্র সঙ্গীরা! যারা এখনও আমার পক্ষে আর যাদের আমি বহুবার জয়ের সঙ্গী হিসেবে পেয়েছি, আমার কথা শ্রবণ করুন। আমাদের পরিকল্পনা হলো এই: আমরা আর যুদ্ধের জন্য শুধু পক্ষ বিস্তার করে অপেক্ষায় থাকবো না, বরং এই মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বো বিপক্ষের কাছ থেকে জয় ছিনিয়ে নিতে বা পরাজিত হয়ে নিমজ্জিত হতেই।' আপনারা আমার প্রতি বিশ্বস্ত হোন হে মহান নায়কবৃন্দ এবং রোমের ক্যাপিটাল আমার দক্ষিণ হস্ত হোন। আমার প্রতি বিশ্বাসহীন হলে আমি ধ্বংস হবো এবং আপনারাও। আগামীকালের সংগ্রাম প্রচণ্ডতমই হবে। এ ধরনের সংগ্রামে আপনারা অভ্যস্ত। আমাদের তেজস্বীতা আর সাহসিকতার সম্মুখে মরুর বালুকার মতই শত্রুপক্ষ বিলীন হয়ে যাবে। আমাদের তাই আশঙ্কার কি আছে? আমাদের সহযোগী মিত্ররা পলায়ন করলেও আমাদের শক্তি সীজারের সমান। আমি আহ্বান করি আগামীকালই মোহনার কাছে সীজারের বাহিনীকে আক্রমণ করবো—এ আমার রাজকীয় শপথ!'

'আপনারা আনন্দ করুণ! এই রণসঙ্গীত আমার একান্ত প্রিয়। তবু আমি ঘোষণা করতে চাই ভাগ্য আমার প্রতি প্রসন্ন না হলে, অ্যান্টনীর মৃত্যু হলে সে মৃত্যু হবে সৈনিকের মৃত্যু। আপনারা তাহলে শোক করতে চাইবেন আর আমি জানাতে চাই আমার সমস্ত সম্পদ আপনারা বাটোয়ারা করে নেবেন। অ্যান্টনীর হয়ে বিজয়ী সীজারকে জানাবেন সে অভিনন্দন প্রেরণ করছে যে চিরকাল বিপদের সম্মুখীন হয়ে আজ চিরশান্তিতে বিরাজমান।

'না, তবু এ অশ্রুপাতের সময় নয়—কারণ আমার অশ্রুপাতে আপনাদের চক্ষুও শুষ্ক থাকবে না। এযে পুরুষোচিত নয়, এ অশ্রুপাত রমণীর। সব পুরুষকেই মৃত্যু বরণ করতে হবে। মৃত্যু শুধু একাকীত্বভরা না হলেই তাকে অভ্যর্থনা করা যায়। আমার পতন হলে আপনারা আমার সন্তানদের রক্ষা করবেন এই অনুরোধ জানাই। আগামীকাল সূর্যোদয়ের মুহূর্তে আমরা জলে স্থলে সীজারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বো। আপনারা শেষ অবধি আমার সঙ্গে থাকুন।'

'আমরা শপথ করছি।' সকলে বলে উঠলো। 'মহান অ্যান্টনী, আমরা শপথ করছি।'

'আমার তারকা আবার উদিত হবে। তাহলে বিদায়।'

অ্যান্টনী বিদায় নেওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই সকলে তার হাত ধরে চুম্বন করতে চাইলো। তারা এতোই অভিভূত যে প্রত্যেকের চোখে জল। অ্যান্টনীও নিজেকে সামলে নিতে ব্যর্থ হলো। তার চোখ থেকেও অশ্রুধারা নেমে বক্ষ সিক্ত করলো।

এসব লক্ষ্য করে আমি চিন্তিত হলাম। কারণ আমি ভালোই জানতাম এইসব নায়কেরা অ্যান্টনীর পক্ষে থাকার অর্থ ক্লিওপেট্রার ভালো হতে পারে। যদিও অ্যান্টনীর প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নেই তাহলেও তার পতন দরকার শুধু ওই স্ত্রীলোকটির পতনের জন্যই, যে বিষাক্ত লতার মতোই অ্যান্টনীকে জড়িয়ে রয়েছে।

তাই অ্যান্টনী বিদায় নিলেও আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলাম। ওই সর্দারগণ পরস্পর আলোচনা করছিলো।

'তাহলে আমরা একমত।' একজন বলে উঠলো। 'আমাদের শপথ যাই হোক না কেন শেষ পর্যন্ত আমরা মহান অ্যান্টনীর পক্ষে আছি।'

'হ্যাঁ! হ্যাঁ!' সকলে বলে উঠলো।

'হ্যাঁ! হ্যাঁ।' আমি বললাম, 'পক্ষে থাকো আর মর।'

ওরা ঘুরে আমাকে ধরলো।

'কে লোকটা?' একজন বলে উঠলো।

'এ সেই গাঢ় মুখ কুকুর, অলিম্পাস।' আর একজন বললো, 'যাদুকর অলিম্পাস।'

'অলিম্পাস, সেই বিশ্বাসহন্তা।' অন্যজন বললো, 'তাকে শেষ করো', সে তরবারী বের করলো।

'হ্যাঁ খতম করো। ও মহান অ্যান্টনীকে বিশ্বাসঘাতকতা করছে, তারই চিকিৎসক ও।'

'থামো।' আমি শান্ত কণ্ঠে বললাম, 'সাবধান তোমরা একজন ঈশ্বরের সন্তানকে হত্যা করতে চলেছো। আমি বিশ্বাসহন্তা নই। আমার নিজের জন্য আমি আলেকজান্দ্রিয়ার ঘটনার অংশীভূত, কিন্তু তোমাদের বলছি সীজারের কাছে পালাও। আমি অ্যান্টনী ও ক্লিপপেট্রাকে সেবা করি। আর আমি জানি এই: যে অ্যান্টনীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার, ক্লিওপেট্রারও তাই কারণ সীজার জয়ী হবেনই। তবু তাদের আমি সঠিক সেবাই করি—তবুও তারও বেশি আমি দেবতাগণের সেবক; দেবতাগণ আমাকে যা জানান তাই আমি জানি। আর তাই মহান ভদ্রমহোদয়গণ আপনাদের এবং আপনাদের পরিবার ও সন্তানের কথা ভেবেই বলতে চাই যদি আপনারা অ্যান্টনীর সঙ্গে থাকতে ইচ্ছুক হন তাহলে ক্রীতদাসরূপেই থাকবেন—অতএব আমি বলছি অ্যান্টনীর সঙ্গে থাকুন ও মৃত্যুবরণ করুন বা সীজারের কাছে পলায়ন করে রক্ষা পান। আমি একথা বলছি দেবতাগণের আদেশেই।'

'দেবতা।' ওরা গর্জন করে উঠলো, 'কোন দেবতাগণ? বিশ্বাসঘাতকের কণ্ঠ ছেদন করো আর ওর অমঙ্গলবার্তা বন্ধ করো।'

'ওকে দেবতার কোন ইঙ্গিত দেখাতে বলো—না হলে ওকে মরতে দাও। এ লোকটিকে আমি বিশ্বাস করি না', আর একজন বললো।

'সরে দাঁড়াও, মূর্খের দল।' 'আমি চীৎকার করে বললাম, 'সরে দাঁড়াও—আমার হাতের বাঁধন খুলে দাও—আমি তোমাদের একটি চিহ্ন দেখাবো', আমার মুখে এমন কিছু ছিলো যাতে ওরা ভয় পেয়ে গেলো' আর আমার বাঁধন খুলে সরে দাঁড়ালো। এবার আমি দুহাত তুলে মনের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে শূন্যের দিকে তাকিয়ে মাতা আইসিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইলাম। শুধু আমি কথায় কোন উচ্চারণ করতে চাইলাম না যেরকম আমি আদিষ্ট ছিলাম। এবার দেবতার পবিত্র রহস্য আমার হৃদয়ের কাকুতি শ্রবণ করতেই দারুণ এক নীরবতা নেমে এলো। ক্রমশই গভীর থেকে গভীরতর হয়ে এলো সেই নৈঃশব্দ। কুকুরেরা ডাকতে ভুলে গেলো, শহরে মানুষেরা ভীত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তখন বহুদূর হতে শোনা যেতে চাইলো মধুর এক যন্ত্রসঙ্গীত। প্রথমে তা অতি ক্ষীণ তারপর ক্রমে তা তীব্র হয়ে উঠলো। সকলের মনই ভয়ে আচ্ছন্ন হতে চাইলো। কথা না বলে আমি আকাশের দিকে ইঙ্গিত করলাম। আকাশে জেগে উঠেছে অবগুণ্ঠনে ঢাকা একটা ছায়াময় মূর্তি। সেই ছায়া ক্রমেই আমাদের ঢেকে ফেললো। ক্রমে তা মিলিয়ে গেলো। সে চলে গেলো সীজারের শিবিরের দিকে।

'ব্যাক্কাস!' একজন চেঁচিয়ে উঠলো। 'ব্যাক্কাস! সে অ্যাণ্টনীকে ত্যাগ করেছে।' সকলের মধ্যে দারুন এক ভীত আর্তনাদ জেগে উঠলো।

আমি জানতাম এ ব্যাক্কাস নয়, সেই মিথ্যা দেবতা বরং ঐশ্বরীক আইসিস, যিনি খেমকে ত্যাগ করে মহাশূন্যে আশ্রয় নিলেন। যদিও তার পূজা নিষিদ্ধ তা সত্বেও তিনি সর্বত্র বিরাজমানা। আইসিস আর মিশরে প্রকাশ হবেন না। আমি মুখ ঢেকে প্রার্থনা স্থুরু করলাম। তারপর মুখ তুলতেই দেখলাম একাকী দাঁড়িয়ে আছি—সকলেই পলায়ন করেছে।

॥ ৭ ॥

● অ্যাণ্টনীর সেনাবাহিনী ও রণপোত বহরের মোনহার কাছে আত্মসমর্পণ ; অ্যাণ্টনীর অন্তিম অবস্থা ; আর মৃত্যুর পানীয় প্রস্তুত ●

পরদিন সকালে অ্যাণ্টনী উপস্থিত হয়ে তার রণতরী বহরকে আর অশ্বারোহী বাহিনীকে সীজারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে আদেশ দিলো। সেইভাবেই তার রণপোত সীজারের দিকে অগ্রসর হলো। কিন্তু তারা মুখোমুখী হতে অ্যাণ্টনীর বাহিনী তাদের অস্ত্র ত্যাগ করে সীজারের পক্ষে যোগ দিলো। তারা একত্রে চলেও গেলো। অ্যাণ্টনীর অশ্বারোহী বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র অতিক্রম করে সীজারের বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিলো—তারা যুদ্ধ করলো না। ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো অ্যাণ্টনী। সে বারবার তার বাহিনীকে আক্রমণের আদেশ দিলো। কিন্তু তারা তা করলো না। শুধু একজন যে গতকাল আমাকে হত্যা করতে চাইছিলো সে পালানোর মুহূর্তে অ্যাণ্টনী তাকে ধরে ফেললো। অ্যাণ্টনী তাকে তরবারী বিদ্ধ করতে গিয়েও করলো না।

'দূর হও।' অ্যাণ্টনী বলে উঠলো, 'সীজারের কাছে গিয়ে উন্নতি লাভ কর। তোমাকে একদিন ভালোবেসেছিলাম। এতো বিশ্বাসহন্তার মধ্যে শুধু একজনকে হত্যায় লাভ কি?'

লোকটি উঠে লজ্জায় মাথা নত করলো। তারপর দুহাতে বক্ষের আবরণ ছিন্ন করে তরবারীটি আমূল বিদ্ধ করলো নিজের বক্ষে। পরক্ষণেই সে মৃত্যুবরণ করলো। সীজারের বাহিনী অগ্রসর হতেই অ্যাণ্টনীর বাকি যোদ্ধারাও পালাতে চাইলো। কোন সংগ্রামই হলো না।

'পালান, অ্যাণ্টনী, পালান।' অ্যাণ্টনীর পরিচারক ইরস বলে উঠলো। একমাত্র সেই ছিলো। সীজারের বন্দী না হতে চাইলে পালান।'

কাতর আর্তনাদ করে পালালো অ্যাণ্টনী। সঙ্গে আমি। সামিয়ানা ঘেরা দেউড়ি পার হতেই অ্যাণ্টনী বলে উঠলো, 'যান, অলিম্পাস। রাণীর কাছে গিয়ে বলুন: 'ক্লিওপেট্রাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে অ্যাণ্টনী, যে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে বিদায় জানাচ্ছে।'

আমি সেই সমাধি গহ্বরে এলাম। অ্যাণ্টনী প্রাসাদে পালালো। দরজায় শব্দ করলে চার্মিয়ন জানালা দিয়ে তাকালো।

'খোল', আমি জানাতেই সে দরজা খুললো।

'কি সংবাদ, হার্মাচিস?' সে ফিসফিস করলো।

'চার্মিয়ন, অন্তিম মুহূর্ত সমাগত। অ্যাণ্টনী পলাতক।'

'ভালো। আমি শুনেছি।'

সেখানে স্বর্ণ শয্যায় উপবিষ্ট ছিলো ক্লিওপেট্রা।

'বলো, কি সংবাদ।' সে চিৎকার করে উঠলো।

'অ্যাণ্টনী পলাতক, তার বাহিনীও পলায়ন করেছে, সীজার এগিয়ে আসছে। অ্যাণ্টনী ক্লিওপেট্রাকে শুভেচ্ছা ও বিদায় জানিয়েছেন, যে তাকে বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

'মিথ্যা!' ক্লিওপেট্রা চিৎকার করে উঠলো। 'আমি তাকে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি! আপনি, অলিম্পাস এখনই অ্যাণ্টনীর কাছে যান এবং বলুন: অ্যাণ্টনীকে ক্লিওপেট্রা বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, সে তাকে বিদায় জানাচ্ছে। ক্লিওপেট্রা আর নেই।'

তাই আমি গেলাম। অ্যালাবাস্টার হলে পদচারণা করছিলো অ্যাণ্টনী, সঙ্গে ইরম। একমাত্র সেই অ্যাণ্টনীকে ত্যাগ করেনি।

'মহান অ্যাণ্টনী', আমি বললাম, 'মিশর আপনাকে বিদায় জানিয়েছেন। নিজের হাতে তিনি জীবনদীপ নির্বাপিত করেছেন।'

'মৃত! মৃত!' সে ফিসফিস করলো। 'সেই গর্ব এখন কীটের খাদ্য? ওঃ কি রমণীই সে ছিলো। এখনও তারজন্য আমার হৃদয় উদ্বেলিত। সে আমাকে অতিক্রম করবে? একজন রমণী হয়ে? সে-পথ অতিক্রমে আমি ভীত? ইরম, শিশু বয়স হতে তুমি আমাকে পালন করেছো। তোমাকে মরুর বুক থেকে এনে আমি কি ধনবান করে তুলিনি? এবার তবে তোমার ঋণ শোধ করো। ওই তরবারী আমার বক্ষে বিদ্ধ করে অ্যাণ্টনীর সব যন্ত্রণার অবসান কর।'

'কিন্তু প্রভু', গ্রীকটি ক্রন্দন করে উঠলো। 'আমি পারবো না। কিভাবে দেবতুল্য অ্যাণ্টনীকে হত্যা করবো?'

'একথা বলোনা, ইরম। এ আমার অন্তিম আদেশ। পালন না করলে তোমার মুখ আর দর্শন করবো না।'

ইরম এবার তরবারী তুলে নিতে অ্যাণ্টনী হাঁটু মুড়ে বসে বক্ষ উন্মুক্ত করলো। কিন্তু ইরম সেই তরবারী আচমকা নিজ বক্ষে বিদ্ধ করে মৃত অবস্থায় পতিত হল।

অ্যান্টনী এক দৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'মহান ইরস। তুমি আমার অপেক্ষাও বড়ো। আমি শিক্ষালাভ করলাম।' সে এবার তাকে চুম্বন করলো।

এবার আচমকা ওই তরবারী টেনে নিয়ে অ্যান্টনী নিজের পেটে বিদ্ধ করে কাতর আর্তনাদ করে বসে পড়লো।

'ওঃ অলিম্পাস,' সে বলে উঠলো, 'এ যন্ত্রণা অসহ্য। আমাকে শেষ করো অলিম্পাস!'

কিন্তু অনুকম্পায় আমি তা পারলাম না। শুধু তরবারী টেনে নিয়ে ক্ষত স্থানের রক্ত বন্ধ করতে চাইলাম তারপর আতুয়াকে ডেকে পাঠালাম। আতুয়া সঙ্গে সঙ্গে কিছু লতাপাতা আর ওষুধ এনে পৌছলো। অ্যান্টনীকে তা দেওয়া হতেই আতুয়াকে ক্লিওপেট্রার কাছে দ্রুত যেতে বলে দিলাম।

একটু পরেই আতুয়া ফিরে এসে জানালো ক্লিওপেট্রা জীবিতা আর সে অ্যান্টনীকে তারই বাহুবন্ধনে মরতে আহ্বান করেছে। অ্যান্টনী একথা শুনে আবার যেন শক্তি লাভ করলো। তাই আমি ক্রীতদাসদের আহ্বান করলাম, তারা পর্দার আড়াল থেকে মহান মানুষটিকে মৃত্যুবরণ করতে দেখছিলো। তাদের সাহায্যে আমরা অ্যান্টনীকে সমাধি গর্ভের কাছে নিয়ে গেলাম।

কিন্তু ক্লিওপেট্রা বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কায় দরজা উন্মুক্ত করতে চাইলো না, বরং সে জানালা দিয়ে একখণ্ড দড়ি নামিয়ে দিলো। তাতে আমরা অ্যান্টনীর হাত বেঁধে দিলাম। এবার ক্লিওপেট্রা, চার্মিয়ন আর গ্রীক ইরামের সাহায্যে অশ্রুপাত করতে করতে অ্যান্টনীর দেহ টেনে তুলতে চাইলো। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে চাইলো অ্যান্টনী—তার ক্ষতস্থান থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝরছিলো। কিন্তু নিজের তীব্র ভালোবাসার জোরেই ক্লিওপেট্রা শেষ অবধি ওর দেহ জানালার মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে নিলো। যারাই এ দৃশ্য অবলোকন করলো তারাই তীব্র ক্রন্দনে ভেঙে পড়লো, শুধু আমি আর চার্মিয়ন ছাড়া।

ওকে ঢোকানো হলে দড়ি আবার ঝুলিয়ে দিতে এবার চার্মিয়নের সাহায্যে আমিও সেই সমাধি গর্ভে প্রবেশ করলাম। এখানে চোখে পড়লো অ্যান্টনী ক্লিওপেট্রার স্বর্ণশয্যায় শায়িত আর ক্লিও নগ্ন বক্ষে তাকে অশ্রুসজল চোখে উন্মত্তের মতো চুম্বন করে তার ক্ষতস্থান নিজের পোশাকে মুছিয়ে দিচ্ছে। আমার পক্ষে এ লজ্জার ব্যাপার হলেও বলতে চাই: এ দৃশ্য দর্শন করে আমার পুরানো প্রেম আবার জাগ্রত হয়ে উঠলো আর এক উন্মত্ত ঈর্ষা আমার মনকে ক্ষিপ্ত করে তুললো—যদিও এই দুজনকে আমি ধ্বংস করতে পারি—তবু এদের প্রেম ধ্বংস করার শক্তি আমার নেই।

'ও অ্যান্টনী! আমার প্রিয়তম, আমার স্বামী আর আমার প্রভু!' ক্লিওপেট্রা আর্তনাদ করে চললো। 'নিষ্ঠুর অ্যান্টনী, আমাকে এই লজ্জায় মগ্ন রেখে তুমি বিদায় নিতে চাও? আমিও কবরে তোমার সঙ্গী হব। অ্যান্টনী, জাগো! জাগো!'

অ্যান্টনী মাথা তুলে সুরা চাওয়ায় কিছু ঔষধ মিশিয়ে তাই দিলাম। এতে ওর যন্ত্রণার উপশম হলো। অ্যান্টনী শক্তি ফিরে পেয়ে পুরুষের মতোই ক্লিওপেট্রাকে সতর্ক হতে উপদেশ দিলো। কিন্তু ক্লিওপেট্রা তা শুনতে চাইলো না।

'সময় নেই,' সে বলে উঠলো। 'এখন শুধু আমাদের স্বর্গীয় প্রেমের কথাই বলো প্রিয় যাতে মৃত্যুর পরপারেও আমরা সব সহ্য করতে পারি। ওঃ সেই প্রথম রাত্রির কথা ভাবো—যেদিন আমাকে প্রিয় সম্ভাষণে দু-বাহুর মধ্যে টেনে নিয়েছিলে। ওঃ কি সুখের সে-দিনগুলি!'

'হ্যাঁ—প্রিয়, মনে পড়ছে। যদিও সেই মুহূর্ত থেকেই সৌভাগ্য আমাকে ত্যাগ করেছে—তোমার ভালোবাসায় আমি সব ত্যাগ করেছি!' হাঁফাতে লাগলো অ্যান্টনী। 'মনে করো সেই সুরায় তোমার মুক্তা মিশ্রিত করে পান করা আর সেই মুহূর্তে জ্যোতিষীর সাবধান বাণী—'মেনকাউ-রা'র অভিশাপ নেমে আসবে।' এতোদিন ধরে সেই সতর্কবাণী আমাকে তাড়া করে ফিরেছে আর এই অন্তিম লগ্নে তা আমার কানে বাজছে।

'দীর্ঘকাল আগে সে মৃত, প্রিয় আমার,' ক্লিওপেট্রা ফিসফিস করলো।

'সে মৃত হলে আমি তারই কাছে। সে কি বলতে চেয়েছিলো?'

'সে মৃত, অভিশপ্ত মানব!—তার কথা আর নয়! ওঃ আমাকে চুম্বন করো! তোমার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে—শেষের আর দেরী নেই!'

অ্যান্টনী চুম্বন করলো। নব বিবাহিতের মতো ওরা পরস্পরের কানে ফিসফিস করে ভালোবাসার কথা বলতে চাইলো। আমার ঈর্ষান্বিত দৃষ্টির সামনে এ দৃশ্য অদ্ভুত লাগলো।

অচিরে অ্যান্টনীর মুখে মৃত্যুর প্রকাশ দেখলাম। তার মাথা হেলে পড়লো।

'বিদায়, মিশর, বিদায়!—আমি বিদায় নিলাম!'

দু-হাতে তার মাথা তুলে নিয়ে প্রচণ্ড আর্তনাদ করে জ্ঞান হারালো ক্লিওপেট্রা।

কিন্তু অ্যান্টনী জীবিত ছিলো, শুধু বাকশক্তি ছিলো না। এবার আমি কাছে গিয়ে ওর কানে ফিসফিস করে বললাম :

'অ্যান্টনী, আপনার কাছে আসার আগে ক্লিওপেট্রা আমার ভালোবাসার পাত্রী ছিলো। আমি হার্মাচিস, টারসানে যে আপনার পাশে ছিলো সেই জ্যোতিষী। আমিই আপনার ধ্বংসের প্রধান উদ্যোক্তা।

'মরো, অ্যান্টনী!—মেনকাউ-রা'র অভিশাপ নেমে এসেছে!'

অ্যান্টনী অল্প মাথা তুলে আমার দিকে তাকালো। কথা বলতে না পেরে শুধু সে আঙুল তুললো। পরক্ষণে তার আত্মা দেহ ছেড়ে গেলো।

এইভাবে আমি রোমান অ্যান্টনীর প্রতি আমার প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম।

এরপর আমরা ক্লিওপেট্রার জ্ঞান ফিরিয়ে আনলাম, কারণ আমার ইচ্ছা ছিলো না তার মৃত্যু হয়। এবার সীজারের অনুমতি নিয়ে অ্যান্টনীর দেহ দিয়ে আমি ও আতুয়া অতি যত্নে মিশরায় পদ্ধতিতে মমির রূপদান করার ব্যবস্থা করলাম। অ্যান্টনীর আকৃতি বজায় রেখে স্বর্ণখচিত মুখোস আনা হলে ওর বক্ষে তার নাম, পিতার নাম কফিনে লিখে দিলাম। নাউটের ডানা বিস্তৃত ছবিও অঙ্কিত করলাম।

বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে ক্লিওপেট্রা অ্যালাবাস্টারে যে গহ্বর প্রস্তুত করেছিলো তার মধ্যে ওই কফিন নামানোর ব্যবস্থা করলো। গহ্বরটি বিরাটাকৃতি—এর মধ্যে ক্লিওপেট্রা নিজের সমাধির ব্যবস্থাও করে রেখেছিলো।

এসব শেষ হলে আমি কর্ণেলিয়াস ডোলাবেলা নামে সীজারের এক অনুচরের কাছ থেকে কিছু সংবাদ পেলাম। লোকটি ক্লিওপেট্রার সৌন্দর্যে মুগ্ধ ও তার দুঃখে দুঃখিত ছিলো। সে আমাকে ক্লিওপেট্রাকে সতর্ক করে দিতে বললো যে—আগামী তিনদিনের মধ্যে তাকে ও তার সন্তানদের রোমে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। একমাত্র সীজারিয়ন ছাড়া, তাকে অক্টেভিয়ান আগে হত্যা করেছিলো। ক্লিওপেট্রার চিকিৎসক হওয়ায় আমার গমনে কোন বাধা ছিলো না। এই উদ্দেশ্যে আমি ওর কাছে গমন করতে দেখতে পেলাম সে অ্যান্টনীর রক্তমাখা পোশাকে বিলাপরত।

'দেখছো, অলিম্পাস এ চিহ্ন কতো দ্রুত অস্পষ্ট হতে চাইছে,' শোকার্ত মুখ তুলে বললো ক্লিওপেট্রা। 'সে মৃত! কি সংবাদ? তোমার চোখে মুখে অমঙ্গল আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে—কিছু স্মৃতি জাগছে কিন্তু মনে পড়ছে না।'

'সংবাদ অশুভ, ও রাণী,' আমি বললাম। 'ডোলাবেলার মুখ থেকেই শ্রবণ করেছি। আজ থেকে তিন দিবস পরে সীজার আপনাকে, যুবরাজ

টলেমী, আলেকজাণ্ডার আর রাজকন্যা ক্লিওপেট্রার সঙ্গে রোমে প্রেরণ করবে, সেখানে রোমানদের আনন্দ বর্ধনের জন্য—যেখানে ক্যাপিটলে আপনি সিংহাসন স্থাপন করবেন ভেবেছিলেন।'

'কখনও না! কখনও না!' চিৎকার করে উঠে দাঁড়ালো ক্লিওপেট্রা। 'সীজারের শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়ে তার জয় গৌরব আমি কিছুতেই বাড়তে দেব না! কিন্তু কি কর্তব্য আমার? চার্মিয়ন, বলো কি করবো?'

'মহীয়সী, আপনি মৃত্যুবরণ করতে পারেন,' শান্তস্বরে বললাম।

'হ্যাঁ, বিস্মৃত হয়েছিলাম। আমি মরতে পারি। অলিম্পাস তোমার ওষুধ আছে?'

'না, তবে রাণীর ইচ্ছা হলে কাল সকালের মধ্যে প্রস্তুত করতে পারি—এমন এক পানীয় যা পান করলে দেবতাদেরও সাধ্য হবে না প্রাণ ফিরিয়ে দেন!'

'উত্তম। তবে তাই প্রস্তুত করো, মৃত্যুর প্রভু!'

মাথা নত করে ফিরে এসে সারা রাত্রি ধরে আমি ও আতুয়া সেই মারাত্মক পানীয় প্রস্তুত করলাম। আতুয়া সেগুলি স্ফটিকের দানায় পরিণত করলো। আগুনের সামনে ধরতে স্বচ্ছ পানীয়র মতো সেগুলো প্রতীয়মান হলো।

'লা! লা!' কর্কশ স্বরে বলে উঠলো আতুয়া। 'রাণীর পানীয়! আমার তৈরি এ পানীয়ের পঞ্চাশ ফোঁটা যখন ওই রক্তিম ঠোঁট স্পর্শ করবে তখন প্রতিশোধ নিতে পারবি, হার্মাচিস! আহ্, আমি এ দৃশ্য দেখতে চাই। লা! লা! কি সুন্দর সে-দৃশ্য!'

'প্রতিহিংসার তীর প্রায়শ তীরন্দাজের মাথাতে নেমে আসে,' চার্মিয়নের উচ্চারিত কথাটা আমি বলে উঠলাম।

॥ ৮ ॥

● ক্লিওপেট্রার শেষ ভোজ;
চার্মিয়নের গান; মৃত্যুপানীয়
পান; হার্মাচিসের পরিচয়
প্রকাশ; হার্মাচিস কর্তৃক
আত্মার আহ্বান ও
ক্লিওপেটার মৃত্যু ●

পরদিন সকালে ক্লিওপেট্রা সীজারের অনুমতি নিয়ে অ্যান্টনীর সমাধিতে গমন করে ক্রন্দন করতে লাগলো যে মিশরের দেবতারা তাকে ত্যাগ করেছেন।

এরপর কফিন চুম্বন করে সে তার পদ্ম-খচিত মূল্যবান পোশাক পরিধান করে চার্মিয়ন আর আমার সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সমাধা করলো। সেই মুহূর্তে ওর মনে আবার তেজ জাগ্রত হতে চাইলো যে ভাবে সূর্যাস্তের সময় আকাশ আলোকিত হতে চায়। আবার সে পুরানো দিনের ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। ক্লিওপেট্রাকে এর আগে এমন রমণীয়া আর আমার মনে হয়নি, একমাত্র সেই হত্যার পরিকল্পনার রাত্রি ছাড়া। এবার তার মন চলে গেলো টারমাসে মুক্তা গলিয়ে পান করার সেই রাত্রিতে।

'অদ্ভুত,' ক্লিওপেট্রা বলে উঠলো, 'অ্যাণ্টনীর মন রাত্রির সেই কথা মনে করতে চাইলো। চার্মিয়ন, তোমার মিশরীয় হার্মাচিসের কথা মনে আছে?'

'নিশ্চয়ই, মহারাণী,' ধীরে জবাব দিলো চার্মিয়ন।

'হার্মাচিস কে?' আমি জানতে চাইলাম, আমার জন্য ওর কোন দুঃখ আছে কিনা জানার জন্য।

'বলছি। এ এক আশ্চর্য কাহিনী, সব যখন শেষ তখন বলতে বাধা নেই। এই হার্মাচিস ছিলো মিশরীয় ফারাওদের প্রাচীন বংশের একজন আর সে আবিদাসে গোপনে অভিষিক্ত হয়েছিলো। তাকে আলেকজান্দ্রিয়ায় পাঠানো হয় এক বিরাট চক্রান্ত সফল করে আমাদের গ্রীক শাসন শেষ করার জন্য। সে এখানে এসে প্রাসাদে আমার জ্যোতিষী হয়ে প্রবেশ করে—সে প্রচুর যাদুবিদ্যা জানতো, তোমার মতো অলিম্পাস, তাছাড়া সে দেখতে ছিলো সুপুরুষ। চক্রান্ত ছিলো সে আমাকে হত্যা করে ফারাও বলে নিজেকে ঘোষণা করবে। এটা সম্ভব ছিলো, কারণ ওর মিশরে সহযোগীর অভাব ছিলো না। আর যে রাত্রিতে সে তার মতলব পালন করবে তার পূর্ব মুহূর্তে ওই চার্মিয়ন এসে সব চক্রান্তের কথা ফাঁস করে দেয়। সে বলে আচমকা ও সব জানতে পেরেছে। কিন্তু আমি জানি চার্মিয়ন এ মিথ্যা, আমি বিশ্বাস করিনি, কারণ আমার ধারণা চার্মিয়ন, তুমি হার্মাচিসকে ভালোবাসতে আর সে তোমাকে কটূক্তি করায় তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলে আর এই কারণে আজও তুমি কুমারী রয়ে গেছো। এসো চার্মিয়ন, বলো, এসব সত্যি? আজ তো কোন বাধা নেই।'

চার্মিয়ন কেঁপে উঠে বললো, 'এ কথা সত্য, ও রাণী। আমিও ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিলাম আর হার্মাচিস আমাকে কটূক্তি করায় আমি তার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছি আর তার প্রতি আমার প্রাণভরা ভালোবাসার জন্য অবিবাহিত রয়ে গেছি।' ও আমার দিকে একবার মুখ তুলে তাকালো।

'তাহলে! আমি এ রকম ভেবেছিলাম। স্ত্রীলোকের পথ সত্য বিচিত্র!

তবে হার্মাচিস তোমার প্রেমের মর্যাদা দেয়নি। কি বলো, অলিম্পাস? অতএব তুমি চক্রান্তে ছিলে চার্মিয়ন। সত্য রাজার পথ কি ভয়ানক, তবু আমি তোমাকে ক্ষমা করছি কারণ এরপর থেকে বিশ্বাসের সঙ্গে তুমি আমার সেবা করেছো।

'কিন্তু এবার সে কাহিনীর কথা। হার্মাচিসকে হত্যা করার সাহস পাইনি পাছে কোন ভয়ানক বিদ্রোহ ঘটে যায় আর তারা আমাকে সিংহাসনচ্যুত করে। আরো লক্ষ্য করো ঐ হার্মাচিস আমাকে হত্যা করতে চাইলেও আমাকে ভালোবাসতো। তাই তাকে আমার কাছে আসার জন্য ব্যবস্থা নিলাম ওর সৌন্দর্য আর বুদ্ধির জন্য। ক্লিওপেট্রা পুরুষের প্রেম অগ্রাহ্য করে না। অতএব সে যখন ছুরিকা লুকিয়ে আমার কাছে আগমন করলো আমিও আমার রূপ দিয়ে তাকে বশ করলাম। পুরুষকে রমণী কি করে বশ করে বলতে হবে? ওহ্ আমি আজও ভুলতে পারছি না সেই সিংহাসন চ্যুত রাজপুত্রের চোখের দৃষ্টি, ঔষধ মিশ্রিত পানীয় পান করে সে যখন ঘুম থেকে লজ্জায় জাগ্রত হয়! এরপর থেকে আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে কাছে আনতে চাই, ওকে আনন্দ দিতে চাইনি। তবে সে—যে আমার প্রেমে পড়েছিলো আমাকে সে জড়িয়ে রেখেছিলো মদ্যপ যেভাবে তার বিনষ্টকারী পাত্র জড়িয়ে থাকে। আমি তাকে বিবাহ করবো ধারণা করে সে আমার কাছে হারে'র পিরামিডের প্রাচীন সব ঐশ্বর্যের কথা প্রকাশ করে দেয়। তখন আমার প্রভূত অর্থের প্রয়োজন ছিলো। আমরা সেই ভীতিকর সমাধি থেকে মৃত ফারাওর বুক হতে সম্পদ আহরণ করি। দেখ, এই পান্নাও তাই,' ক্লিওপেট্রা, বিরাট এক পান্না, তুলে দেখালো যা মেনকাউ-রা'র বক্ষ থেকে সে এনেছিলো।

'আর সমাধি গাত্রে যা লিখিত ছিলো আমরা যা সেখানে দেখেছিলাম—আঃ তার স্মৃতি এখনও আমায় তাড়া করতে চায়! তাই আমি মিশরীদের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য হার্মাচিসকে বিবাহ করবো ঠিক করেছিলাম আর তাকে সিংহাসন দিয়ে সব রক্ষা করতে মনস্থ করেছিলাম যাতে রোমানদের হাত থেকে তা রক্ষা করতে পারি। দূত অ্যাণ্টনীর কাছ থেকে এলে তাকে রূঢ়-বাক্যে ফেরত পাঠাবো ভেবেছিলাম। কিন্তু পরদিন প্রত্যূষে চার্মিয়ন এলে আমি সব কথা তাকে জানিয়ে তার পরামর্শ চাইলাম। এবার লক্ষ্য করো, অলিম্পাস, ঈর্ষার শক্তি কী ভয়ঙ্কর! যা তাকে সিংহাসন দান করতে সক্ষম হতো! ওঃ রাজার ভাগ্য কি মারাত্মক! তুমি অস্বীকার করলেও আমি জানি চার্মিয়ন, যাকে সে ভালোবাসতো তাকে তুলে দিতে হবে আমার

কাছে স্বামী রূপে! অতএব আমার অজানা বুদ্ধি আর কৌশলে সে জানালো একাজ করা যুক্তিসঙ্গত হবে না বরং আমার অ্যান্টনীর কাছে যাওয়া উচিত। এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই চার্মিয়ন—সব শেষ আজ। তাই তার মন্ত্রণা আমার মনে গেঁথে গেলে আমি হার্মাচিসকে ত্যাগ করে অ্যান্টনীর কাছে গেলাম। এইভাবে চার্মিয়নের ঈর্ষায় জ্বলে আর এক মূর্খ পুরুষের ভালোবাসা যাকে আমি যন্ত্রের মতো চালিয়েছিলাম সব শেষ হলো। এই কারণে আজ অক্টেভিয়ান মিশরের সিংহাসনে, অ্যান্টনী পরাজিত ও মৃত, আমিও মরতে চলেছি। চার্মিয়ন! চার্মিয়ন! তোমাকে বহু প্রশ্নের জবাব দিতে হবে! তুমি বিশ্বের ইতিহাস পরিবর্তিত করে দিয়েছো—তবু এখন আমি অন্য কিছু চাইতাম না!'

একটু থামলো ক্লিওপেট্রা দুহাতে চোখ ঢেকে। লক্ষ্য করলাম চার্মিয়নের চোখ থেকে দরদর ধারায় অশ্রু নেমে এসেছে।

'আর সেই হার্মাচিস, সে এখন কোথায়? ও রাণী?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'সে কোথায়? আমেনতিতে অবশ্য—সম্ভবতঃ আইসিসের সঙ্গে শান্তি খুঁজছে। টারমাসে অ্যান্টনীকে দেখে তাকে আমি ভালবেসে ফেলি আর ওই মিশরীয়কে দেখে আমার ঘৃণার উদ্রেক হয়। শপথ করি ওকে শেষ করবো। যে প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয় তার মৃত্যুই ভালো। সেই মুক্তার ভোজে সে কিছু অশুভ বার্তা প্রচার করেছিলো। ওই রাত্রিতে তাকে হত্যা করতাম কিন্তু তার আগে সে পলাতক হয়।'

'কোথায় গেলো সে?'

'তা আমি জানিনা। ব্রেনাস, আমার রক্ষীদলের নায়ক, সে গত বৎসর উত্তরে যাত্রা করে। সে বলেছিলো শপথ করে তাকে আকাশে উড়ে যেতে দেখেছে। আমি ব্রেনাসকে বিশ্বাস করিনি কারণ আমার ধারণা সে লোকটিকে ভালোবাসতো। না, সে সাইপ্রাসের কাছে ডুবে যায়। হয়তো চার্মিয়ন বলতে পারে কি ভাবে?'

'আমি কিছু বলতে পারবো না, ও রাণী। হার্মাচিস হারিয়ে গেছে।'

'ভালোভাবে হারিয়েছে চার্মিয়ন, কারণ সে এক অমঙ্গল ছিলো যদিও তাকে আমি পরাজিত করেছি। সে আমার উদ্দেশ্য সাধন করেছিলো, তবে তাকে আমি ভালোবাসিনি। এখনও তাকে আমি ভয় করি। আমার মনে হচ্ছে অ্যাক্টিয়ামের সেই প্রভাতে তার কণ্ঠস্বর আমি শুনেছিলাম—সে পলায়ন করতে বলছিলো। আর তাকে না দেখা গেলে মঙ্গল।'

আমি শ্রবণ করার অবসরে সমস্ত শক্তি দিয়ে কৌশলে আমার আত্মাকে ক্লিওপেট্রার আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করতে দিলাম, যাতে সে হারানো হার্মাচিসের উপস্থিতি অনুভব করে।

'একি?' ক্লিওপেট্রা বলে উঠলো। 'সেরাপিসের শপথ! আমি ভীত হয়ে উঠছি! মনে হচ্ছে আমি হার্মাচিসের উপস্থিতি অনুভব করছি! তার স্মৃতি দশ বছর পরে আমাকে ভয় দেখাতে চাইছে! ওঃ এ রকম মুহূর্তে এ অমঙ্গলের!'

'না, হে রাণী,' আমি জবাব দিলাম, 'সে মৃত হলে সে সর্বত্র বিরাজমান আর আপনার বিদায় মুহূর্তে—মৃত্যুকালে তার আত্মা আপনাকে অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত থাকুক।'

'এভাবে বলতে চেওনা, অলিম্পাস। আমি হার্মাচিসকে আর দেখতে চাইনা, আমাদের মধ্যে বিরোধ অনেক। হয়তো অন্য এক জগতে আমরা সম পর্যায়ে উপনীত হবো। আঃ ভীতি দূর হয়ে যাচ্ছে। আমি দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। মূর্খের এ কাহিনী অনেক সময় নষ্ট করে দিয়েছে—যে সময় মৃত্যুতে পর্যবসিত হবে। চার্মিয়ন, আমাকে গান শোনাও, তোমার কণ্ঠস্বর অতি মিষ্টি, আমি ঘুমোতে চাই। হার্মাচিসের স্মৃতি আমায় বিহ্বল করেছে, তোমার সুমিষ্ট কণ্ঠের গান শেষবারের মতো একটু শ্রবণ করতে চাই!'

'এ মুহূর্ত গানের পক্ষে বড়ো শোকের, রাণী!' বলে উঠলেও চার্মিয়ন তারের যন্ত্রটি হাতে তুলে নিলো। সুমিষ্ট কণ্ঠে সে এবার গেয়ে চললো সিরিয়ার বিদায় গীতি :

'তব তরে মহীয়সী
এ অশ্রুধারা মোর,
তুমি যাবে ছিন্ন করে
এই মায়াডোর।
বিদায় বন্দনা গাই
এ সাগর-কূলে
সমাধি গর্ভে তুমি
যাবে কি তা ভুলে?
ধূলি হয়ে যাবে সবই
ধরণীর বুকে,
বিশ্রাম লভিবে তুমি
অনন্ত সুখে॥

আস্তে আস্তে চার্মিয়নের সুমধুর কণ্ঠ নীরব হয়ে এলো। কণ্ঠস্বর এতো

মধুর ছিলো ওর যার ফলে ইরান ক্রন্দন শুরু করলো, ক্লিওপেট্রার চোখে বড়ো বড়ো অশ্রুবিন্দু টলমল করতে চাইলো। শুধু আমার চোখ রইলো শুষ্ক, কারণ চোখের সব জলই আমার শুকিয়ে গিয়েছিলো।

'তোমার সঙ্গীত অতি করুণ, চার্মিয়ন,' বলে উঠলো ক্লিওপেট্রা। 'তবে, তুমি যা বলেছো, এ বড়ো শোকের সময়ের সঙ্গীত, এ তার যোগ্য। যখন আমি মরে যাবো তখন আবার এ সঙ্গীত কোরো, চার্মিয়ন। এবার সঙ্গীত থাক। অলিম্পাস, ওই পার্চমেন্টটি আনো আর আমি যা বলবো, লিখে নাও।'

'এইই জীবন। এমন সময় আসতে পারে যখন আমাদের এই ভার ত্যাগ করার পর পক্ষ বিস্তার করে আমরা বিস্মৃতির অন্ধকারে মিলিয়ে যাবো। সীজার, আপনি জয়ী : আপনার জয়ের আবর্জনা গ্রহণ করুন। কিন্তু আপনার বিজয়োল্লাসে ক্লিওপেট্রা অংশ গ্রহণে অক্ষম। যখন সব শেষ হবে তখন হয়তো হিসাব করতে পারবো। তাই এইভাবে মরতে সাহসীরা মনস্থির করে। অ্যান্টনীর মতো ক্লিওপেট্রা মহান ছিলো—কোন ভাবে ক্রীতদাসদের মতো তার সম্মানহানি সম্ভবপর হবে না—রাজমনীষীরা দৃঢ় পদক্ষেপে ভুলের পথ অতিক্রম করে মৃতের পুরীতে প্রবেশ করে। শুধুমাত্র এইটুকু মিশর সীজারের কাছে আশা করে যে—তাকে যেন অ্যান্টনীর সমাধিতে স্থান দেওয়া হয়। বিদায়!'

লেখা হলে আমি তাতে সীলমোহর এঁকে দিলাম। আমাকে এক দূতকে আহ্বান করে আনতে বললো ক্লিওপেট্রা। আমি এক সৈনিককে ডেকে আনলাম। তাকে অর্থদান করে পত্রটি সীজারের কাছে পৌঁছে দিতে বললাম। তারপর আবার প্রত্যাবর্তন করে তিনজন রমণীকে নীরবে বসে থাকতে দেখলাম। ক্লিওপেট্রা ইরানের হাতে ভর রেখে বসে আছে। চার্মিয়ন লক্ষ্য করে চলেছে।

'আপনি যদি সব শেষ করতে ইচ্ছুক হন, ও রাণী,' আমি বললাম। 'তাহলে সময় কম। আপনার পত্রের জবাবে সীজার তার পরিচারকদের পাঠাবেন।' আমি এবার সেই মারাত্মক বিষের পাত্র বের করে সামনে রাখলাম।

ক্লিওপেট্রা সেটা হাতে তুলে তাকালো। 'কি নিরীহ বস্তু!' সে বললো, 'তা সত্ত্বেও এর মধ্যে রয়েছে আমার মৃত্যু। অদ্ভুত!'

'হাঁ, রাণী। বেশি মাত্রায় পানের প্রয়োজন নেই।'

'তবু আমার ভয়,' চাপা স্বরে বললো ক্লিওপেট্রা—'কিভাবে জানতে পারি একবারমাত্র পান করলে মৃত্যু ঘটবে? অনেককে বিষপানে মৃত্যু হতে

দেখেছি কিন্তু কেউ তৎক্ষণাত মৃত্যু বরণ করেনি। আর কয়েকজন—নাঃ, তাদের কথা স্মরণ করতে চাইনা!'

'ভয় পাবেন না' আমি বললাম, 'আমি আমার কাজের দক্ষ। যদি ভীত হন তবে এ বিষ ফেলে দিয়ে জীবিত থাকুন। রোমে এখনও সুখ লাভ করতে পারবেন।

হ্যাঁ, রোমে, সেখানে শৃঙ্খলিত হয়ে সীজারের গৌরব বর্ধন করবেন আপনি। সেখানে লাতিন রমণীরা হাসিমুখে আপনার স্বর্ণময় শৃঙ্খলের প্রশংসা করে চলবে।'

'না আমি মরতে চাই। অলিম্পাস। ওঃ শুধু কেউ যদি আমাকে পথ দেখাতে পারে।'

ইরান এবার এগিয়ে এলো। 'আমাকে ওই পানীয় দিন, চিকিৎসক,' সে বলে উঠলো। 'আমার রাণীকে আমিই পথ দেখাবো।'

'উত্তম,' আমি বললাম, 'তোমার মস্তকে এ বর্ষিত হোক!' ওর হাতে সোনার ছোট ফোঁটার মতো এক বিন্দু দিলাম।

ইরান ওটি উঁচু করে ধরে ক্লিওপেট্রার ভ্রূ চুম্বন করলো, চুম্বন করলো চার্মিয়নকে। তারপর প্রার্থনা করে নিলো ও, কারণ ও একজন গ্রীক। তারপরে ওই বিষ পান করলো। পরক্ষণে মাথায় হাত রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

'দেখেছেন?' নীরবতা ভঙ্গ করে বললাম আমি, 'এ অতি দ্রুত কাজ করে!'

'হ্যাঁ, অলিম্পাস, তুমি ওষুধের ক্ষেত্রে দক্ষ। এসো, এবার আমি তৃষ্ণার্ত। ইরান হয়তো সদরে অপেক্ষারত। দাও, পাত্র পূর্ণ করো।'

এবার আমি ওই পানীয় ঢালার মুখে পাত্রটি সাফ করার ভঙ্গী করে সামান্য জল মিশ্রিত করে দিলাম। কারণ ক্লিওপেট্রা আমার পরিচয় লাভ করার আগে মৃত্যু বরণ করুক আমি চাই না।

এবার ক্লিওপেট্রা সেই বিষ হাতে তুলে স্বর্গের দিকে মুখ তুলে উচ্চস্বরে বলতে চাইলো:

'ও মিশরের দেবতাগণ! যাঁরা আমাকে ত্যাগ করেছেন আপনাদের কাছে আর প্রার্থনা জানাবো না কারণ আপনাদের চোখ আমার দুঃখের জন্য বন্ধ আর কর্ণ বধির! অতএব আমি দেবতাগণের চেয়ে আমার শেষ বন্ধুকে অনুরোধ জানাবো আমার নিবেদন কর্ণে গ্রহণ করতে। তিনি রাজার শ্রেষ্ঠ রাজা, মৃত্যু! আসুন, অগ্রসর হোন—আপনার করুণা স্পর্শে নরকসম জাগতিক এই দুর্দশা দূরীভূত করে অনন্ত শান্তির প্রলেপ লেপন করুন! সেখানে বাতাস বহে না,

স্রোত স্তব্ধ, যুদ্ধ নেই আর সীজারের বাহিনীর গতি স্তব্ধ—সেখানে আমাকে নিয়ে চলুন। এক নতুন রাজ্যে আমাকে নিয়ে শান্তির রাজ্যে রাণীর পদে বৃত করুন। আপনি আমার প্রভু, হে মরণ—আপনার চুম্বনে আমার শান্তি। আমার আত্মা অস্থির—সময়ের প্রান্তে সে উপস্থিত! এবার যাও এ জীবন! এসো মৃত্যু! এসো অ্যাণ্টনী!'

এবার স্বর্গের দিকে চকিত দৃষ্টি মেলে সে পান করে ফেললো।

এবার আমার সেই প্রতিশোধের প্রতীক্ষার শেষ মুহূর্ত, আর মিশরের ক্রুদ্ধ দেবতাদের প্রতিহিংসার ঋণ। তাছাড়া মেনকাউ-রা'র অভিশাপের মুহূর্ত।

'কিন্তু এ কি?' ক্লিওপেট্রা বলে উঠলো। 'আমি শীতল হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আমার মৃত্যু হয়নি! গাঢ় বর্ণের চিকিৎসক, তুমি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছো।'

'শান্তি ক্লিওপেট্রা। এখন মৃত্যু হবে আপনার, দেবতাদের ক্রোধের কথা আপনি অবগত হবেন। মেনকাউ-রা'র অভিশাপ নেমে এসেছে। সব শেষ। আমার দিকে তাকান, রমণী! আমার বিকৃত মুখ অবলোকন করুন, এই বিক্ষত মুখ, এই শোকের আধার। তাকান। তাকান। আমি কে?'

উন্মত্তের মতো তাকালো ক্লিওপেট্রা।

'ওঃ ওঃ।' চিৎকার করে উঠলো সে দুহাত ছুড়ে। 'হ্যাঁ শেষ পর্যন্ত চিনেছি তোমায়। ঈশ্বরের শপথ, তুমি হার্মাচিস।—মৃতের মধ্য থেকে উঠে আসা হার্মাচিস।'

'হ্যাঁ, মৃতের রাজ্য হতে আসা হার্মাচিস এসেছে তোমাকে তাদের মধ্যে —চিরকালীন যন্ত্রণার মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে। দেখ, ক্লিওপেট্রা: আমি তোমাকে শেষ করেছি, যেভাবে তুমি আমাকে শেষ করেছিলে। হ্যাঁ, আমি, আড়ালে থেকে ক্রুদ্ধ দেবতাদের সাহায্যে তোমার গোপন এই যন্ত্রণার কারণ হয়েছি। তোমার হৃদয় ভীতিতে আমি পূর্ণ করেছিলাম, মিশরীয়দের সাহায্য দানে আমি বাধা দান করি, আমি অ্যাণ্টনীর ক্ষমতা খর্ব করেছি। আমি ওই সেনাধ্যক্ষদের দেবতার ইংগিত দেখিয়েছি। শেষ অবধি আমার হাতে তোমার মৃত্যু ঘটতে চলেছে কারণ আমি প্রতিশোধের হাতিয়ার। ধ্বংসের প্রতিক্রিয়ায় তোমাকে ধ্বংস করেছি, বিশ্বাস-ঘাতকতার বদলে দিচ্ছি বিশ্বাসঘাতকতা, আর মৃত্যুর পরিবর্তে মৃত্যু। এসো চার্মিয়ন, আমার অংশীদার, যে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে অনুতপ্ত

হয়ে আমার এ জয়ের অংশীদার, এসো, দেখো এই স্বৈরিণী কিভাবে মৃত্যুবরণ করে।'

ক্লিওপেট্রা শয্যায় এলিয়ে পড়লো তারপর আর্তনাদের সঙ্গে সে বলে উঠলো, 'তুমিও তাহলে, চার্মিয়ন ?'

এইভাবে কিছুক্ষণ সে বসে থাকার পরে তার রাজকীয় সত্তা যেন মৃত্যুর পূর্বে বিচ্ছুরিত হতে চাইলো।

দুহাত প্রসারিত করে সে শয্যায় টলে পড়ে আমাকে অভিসম্পাত করতে চাইলো।

'ওঃ। আর এক ঘণ্টা জীবন যদি ফিরে পেতাম।' ক্লিওপেট্রা চীৎকার করে বলে চললো—'শুধু সামান্য কিছু মুহূর্ত—যাতে তোমাকে এমন মৃত্যু উপহার দিতাম যা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারতে না, তোমাকে আর তোমার ওই মিথ্যা প্রবঞ্চক প্রণয়িনীকে। আর তুমি একদিন আমাকে ভালোবেসে ছিলে। এখনও সেখানেই আমার জয়। দেখ, ধূর্ত, ষড়যন্ত্রকারী পুরোহিত—দুহাতে এবার সে তার রাজকীয় পোশাক ছিন্ন করে বক্ষ উন্মুক্ত করে ফেললো—'দেখ, এই সুন্দর বক্ষে রাত্রির পর রাত্রি উপাধানের মতো তোমার মস্তক স্থাপন করেছিলে, আমার দুবাহুর মধ্যে থেকে নিদ্রা গিয়েছিলে। এবার সেই স্মৃতিকে যদি ক্ষমতা থাকে দূর করার চেষ্টা করো। আমি তোমার চোখে তা দেখতে পাচ্ছি। কোন যন্ত্রণা আমাকে এই মুহূর্তে তোমার হৃদয়দ্রাবী যন্ত্রণার সমতা দান করতে সক্ষম হবে না—। হার্মাচিস, ক্রীতদাসের ক্রীতদাস। তোমার জয়গর্বী হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে আরও উন্নত জয় আমি আহরণ করেছি—আমাকে জয় করলেও আমিই জয়ী হয়েছি। তোমাকে আমি গ্রাহ্য করি না আর মৃত্যুবরণ করে তোমার মৃত্যুহীন ভালোবাসায় দগ্ধ হওয়ার অভিসম্পাত দান করছি আমি। ও অ্যান্টনী। আমি আসছি, আমার অ্যান্টনী।—আমি তোমার দু বাহুর মধ্যে আসছি। তোমার বাহুতে বাহু আর ওষ্ঠে ওষ্ঠ স্থাপন করে ভালোবাসার তরঙ্গে আমরা আবার আন্দোলিত হতে থাকবো। আর তোমাকে যদি না প্রাপ্ত হই তাহলে আমি শান্তির মধ্যে নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়বো। রাত্রির আঁধার আসুক, আসুক তার ভালোবাসা নিয়ে। ও অ্যান্টনী। ওঃ আমি মরতে চলেছি—এসো অ্যান্টনী—আমাকে শান্তি দাও।'

প্রচণ্ড ক্রোধ সত্ত্বেও ক্লিওপেট্রার তীব্র ভর্ৎসনায় আমি কুঁকড়ে গেলাম, ধারালো তীরের মতো তা আমাকে বিদ্ধ করছিলো। হায়! হায়! এসত্য! আমার প্রতিহিংসার আঘাত আমার মস্তকে বর্ষিত হতে চাইছে। ওকে

এই মুহূর্তে যেরকম ভালোবাসতে চাইছি আগে তা চাইনি। আমার হৃদয় ঈর্ষার জ্বালায় ছিন্নভিন্ন হতে চাইছিলো আর তাই চিৎকার করে বলতে চাইলাম সে যেন মৃত্যুবরণ না করে।

'শাস্তি।' আমি চিৎকার করলাম, 'তোমার জন্য কোন শাস্তি আছে? ওঃ পবিত্র ত্রয়ী, আমার কথা শ্রবণ করুন। ওসিরিস, নরকের বন্ধন আলগা করে দিন আর আমি যাদের আহ্বান করবো তাদের প্রেরণ করুন, এসো টলেমী, যাকে তার সহোদরা ক্লিওপেট্রা বিষ প্রয়োগ করেছিলো, এসো আর্মিনো, সহোদরা ক্লিওপেট্রার হাতে নিহত, আসুন ঐশ্বরীক মেনকাউ-রা, যার দেহ ছিন্ন করে লোভের জন্য সে অভিশাপগ্রস্ত, যারা ক্লিওপেট্রার হাতে নিহত তারা সকলে আগমন করুন, সকলে আগমন করুন। জাউটের পক্ষ হতে যে আপনাদের হত্যা করেছে তার কাছে আগমন করুন। রহস্যময় এ আহ্বানে এসো আত্মা, এসো—আমি আহ্বান করছি।'

এইভাবে আমি সেই মন্ত্র উচ্চারণ করে চললাম। চার্মিয়ন ভীতিগ্রস্ত হয়ে আমার পোশাক আঁকড়ে রইলো। আর মৃতপ্রায় ক্লিওপেট্রা দুহাতে ভর রেখে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

এরপরে জবাব এলো। মেঝে বিদীর্ণ হয়ে ডানা বিস্তার করে সেই বাদুড়ের আবির্ভাব ঘটলো। সেই বাদুড়, যাকে হারের পিরামিডে শেষবার সেই খোজার কণ্ঠে যুক্ত হয়ে রক্তপান করতে দেখি। তিনবার ওটা ঘুরতে চাইলো, একবার মৃত ইরাসের উপর, তারপর এগিয়ে গেলো ক্লিওপেট্রার দিকে। তারপর ওটা তার বক্ষের উপর মেনকাউ-রা'র সমাধি হতে আনা পান্নার উপর বসলো। তিনবার সেই ভয়ঙ্কর জীবটি কর্কশ কণ্ঠে আর্তনাদ করে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

তারপরে আচমকা ওই কক্ষে মৃতের আকৃতি জেগে উঠলো। চোখে পড়লো সুন্দরী আর্মিনো, ঘাতকের ছুরিকায় যার মৃত্যু হয়। ছিলো টলেমী, বিষক্রিয়ায় যন্ত্রণাকাতর। চোখে পড়লো রাজকীয় মেনকাউ-রাকে, মস্তকে তার সর্প মুকুট। এসেছেন সেপা, ঘাতকের হাতে তার সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত অবস্থায়। আরও ছিলো ক্রীতদাসের দল আর আরও অসংখ্য মানুষ ছায়াময়। আতঙ্কময় সে দৃশ্য। সকলে ওই কক্ষে ছায়াময় অবস্থায় ভয়ানক দৃশ্য হয়ে—যে তাদের হত্যা করেছে তার দিকে দৃষ্টি মেলে দণ্ডায়মান।

'দেখ, ক্লিওপেট্রা।' আমি বলে উঠলাম, 'তোমার শাস্তি দর্শন করে মৃত্যুবরণ করো।'

'হ্যাঁ।' চার্মিয়ন বললো, 'দর্শন করে মৃত্যুবরণ করুন। হ্যাঁ, আপনি, যিনি আমার সম্মান আর মিশরকে তার রাজা হতে বঞ্চিত করেছেন।'

ক্লিওপেট্রা তাকিয়ে ওই ভয়ঙ্কর প্রতিমূর্তিগুলি দেখে কিছু বলতে চাইলো আমার গোচরে এলো না। তারপরে আতঙ্কে ওর চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেলে, সে চোখের দীপ্তি নিভে এলো, আর্তনাদ করে পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করলো ক্লিওপেট্রা। সে ওষ্ঠ ভয়ানক সঙ্গীদের সঙ্গে নিজের নির্ধারিত স্থানে চলে গেলো।

এইভাবে, আমি হার্মাচিস, আমার হৃদয় প্রতিহিংসার অনলে পূর্ণ করলাম, পূর্ণ করলাম দেবতাদের ন্যায় বিচার, তবুও আমার হৃদয় রইলো আনন্দহীন, শূন্য। কারণ যা আমরা ভালোবাসি তাই আমাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে ওঠে। ভালোবাসা মৃত্যুর চেয়েও নির্দয় হওয়ায় আমরা আমাদের দুঃখের প্রতিদান ফিরিয়ে দিতে চাই—আর তা সত্বেও আমরা পূজা করি, আমাদের হারানো কামনার প্রতি হস্ত প্রসারিত করি।

ভালোবাসাই হলো আত্মা, সে মৃত্যুকে গ্রাহ্য করে না।

॥ ৯ ॥

● চার্মিয়নের বিদায়বাণী ;
চার্মিয়নের মৃত্যু ;
বৃদ্ধা আতুয়ার প্রয়ান ;
হার্মাচিসের আবুথিসে
আগমন ; তার ছয় ও ত্রিশ
স্তম্ভের কক্ষে স্বীকারোক্তি,
এবং হার্মাচিসের নিয়তি
ঘোষণা ●

চার্মিয়ন এবার আমার হাত ছেড়ে দিলো—ও ভয়ে এতোক্ষণ আমাকে আঁকড়ে ধরে ছিলো।

'তোমার প্রতিহিংসা বড়ো সাংঘাতিক, হার্মাচিস!' বলে উঠলো এবার। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর ও বললো, এসো, আমাকে সাহায্য করো, যুবরাজ, এসো আমরা এই প্রাণহীন দেহ রাজকীয় মর্যাদায় শয্যায় স্থাপন করি, যাতে

তা এই মূক দর্শক আর সীজারের কাছে মিশরের শেষ রাণীর বার্তা প্রেরণ করতে পারে।'

জবাবে আমি কোন কথা বললাম না কারণ আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলো। আর সব শেষ হয়ে যাওয়ায় আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। দুজনে তাই দেহটা তুলে ওই স্বর্ণময় শয্যায় স্থাপন করলাম। চার্মিয়ন সেই সর্পমুকুট ভ্রূর উপর বসিয়ে দিলো। তারপর ওর মাথার চুল আঁচড়ে দিয়ে শেষবারের মতো চোখ দুটি ঢেকে দিলো যে চোখে সমুদ্রের অতলান্ত রূপ একদিন ফুটে উঠতো। সে ক্লিওপেট্রার দুটি হাত বুকের উপর স্থাপন করলো, সেখানে কামনার শিখা চিরদিনের মতো নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। ও এবার হাঁটু দুটি টান করে দিলো, মাথার কাছে ছড়িয়ে দিলো ফুলের রাশি। এইভাবে শায়িত রইলো ক্লিওপেট্রা, তার জীবনের সেরা রূপরাশি বিস্তার করে মৃত্যুর এই মহান রূপে, জীবিত অবস্থায় তার এই মহান রূপ যেন ছিলো না!

একটু পিছিয়ে এসে আমরা ওর দিকে তাকালাম, আর তাকালাম তার পদপ্রান্তে পড়ে থাকা মৃত ইরাসের দিকে।

'সব শেষ!' চার্মিয়ন বলে উঠলো, 'আমাদের প্রতিশোধ নেওয়া শেষ, এবার তাহলে হার্মাচিস, একই পথ অবলম্বন করতে চাও?' ও দূরে রাখা সেই বিষের পাত্র ইঙ্গিত করলো।

'না, চার্মিয়ন। আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি আরও ভয়ঙ্কর এক মৃত্যুর দিকে! এতো সহজে আমি পৃথিবীর মমতা কাটাতে পারবো না।'

'তবে তাই হোক, হার্মাচিস! আর আমি, হার্মাচিস, আমি অতি দ্রুত ডানায় উড়ে যাবো মৃত্যুর দিকে। আমার খেলা শেষ হয়েছে। আমিও প্রায়শ্চিত্ত করেছি! ওঃ! কি তিক্ত আমার ভাগ্য, যাদের ভালোবেসেছি তাদের জীবনে এনেছি দুঃখের বোঝা, শেষ পরিণতিতে আমাকে বরণ করতে হবে ভালোবাসাহীন মৃত্যু। তোমার কাছে আমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ, দেবতাদের কাছেও প্রায়শ্চিত্ত শেষ করেছি, আমি এবার এমন এক পথ খুঁজে পেতে চাই যাতে এবার আমি ক্লিওপেট্রার কাছে আমার ঋণ শোধ করতে পারি—যে নরকে সে আছে সেখানে আমি যেতে চাই! সে আমাকে ভালোবেসে ছিলো, হার্মাচিস। আর সে এখন মৃত, আমার মনে হয় তোমার পরে তাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতাম। তাই তার আর ইরাসের কাপ থেকে আমি পান করবো!' চার্মিয়ন এবার সেই বিষের পাত্র হাতে তুলে নিয়ে কয়েক ফোঁটা বিষ ঢেলে নিলো।

'এখনও ভাবো, চার্মিয়ন,' আমি বললাম, 'এখনও হয়তো অনেক বছর তুমি এই বেদনাময় স্মৃতি আড়াল করে জীবিত থাকতে পারো।'

'হ্যাঁ, হয়তো পারি, তবে তা করবো না! এই ভয়ঙ্কর সব স্মৃতি বয়ে নিয়ে, আমার কলঙ্কময় লজ্জা বহন করতে চেয়ে দিবারাত্রি তার আঘাতে নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন করতে আমি তা চাই না। এ স্মৃতি আমাকে উন্মাদ করে তুলবে—যে ভালোবাসা আমি হারিয়েছি তার স্মৃতি বহন করে আমি বাঁচতে চাই না! ঝড়ে বিধ্বস্ত বৃক্ষের মতো, স্বর্গের দিকে তাকিয়ে হাহাকার করে, আমার জীবনের শূন্যতার দিকে তাকিয়ে বজ্রপাতের আশঙ্কা নিয়ে তা আমি করতে চাই না। না, তা করবো না, হার্মাচিস! আমার মৃত্যু ঢের আগেই হয়ে গেছে, শুধু তোমার সেবার জন্য জীবিত আছি। এখন আমাকে আর তোমার প্রয়োজন নেই, তাই আমি বিদায় নেব। তোমার ভালো হোক। তোমার মঙ্গল হোক! আর তোমার মুখ আমি দর্শন করতে পারবো না, কারণ আমি যেখানে গমন করবো তুমি সেখানে যাবে না। তুমি আমাকে ভালোবাসো না, যে ভালোবেসেছে তাকে তুমি তাড়না করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছো। ঠেলে দিয়েছো সেই রাণীর মতো রমণীকে। তাকে কোনদিন তুমি পাবে না, যেমন তোমাকে পাবো না আমি—এই হলো ভাগ্যের তিক্ত অবসান! দেখ, হার্মাচিস, তোমার কাছে বিদায়ের আগে শেষবারের মতো কিছু চাই—কারণ সব মুহূর্ত যেন তোমার কাছে লজ্জা না বয়ে আনে। শুধু বলো আমাকে তুমি মার্জনা করেছো আর তার প্রমাণ হিসেবে আমাকে চুম্বন করো—তবে প্রেমিকের চুম্বন নয়, আমার ভ্রূ চুম্বন করো, আর আমাকে শান্তিতে চলে যেতে দাও।'

'চার্মিয়ন,' আমি জবাব দিলাম, 'আমরা ভালো অথবা মন্দ যে কোন কাজ করতে সক্ষম. তবু আমার মনে হয় আমাদের ভাগ্যের উপরে অন্য এক ভাগ্য দোদুল্যমান, যা বিচিত্র এক তীরভূমি থেকে ধাবমান হয়ে আমাদের উদ্দেশ্যের পতাকা চালিত করে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি তোমাকে মার্জনা করলাম, চার্মিয়ন, আমি বিশ্বাস রাখি আমাকেও তুমি মার্জনা করেছো, আর এই চুম্বনের মধ্য দিয়ে, এই শেষ চুম্বন আমি আমাদের শান্তির সীলমোহর অঙ্কিত করে দিলাম।' এই কথা বলে আমি ওর ভ্রূ ওষ্ঠের দ্বারা চুম্বন করলাম।

ও আর কোন কথা বললো না, শুধু এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো আমার মুখের দিকে। তারপর সেই বিষের পাত্র তুলে নিলো হাতে। ও শেষে বললো:

'রাজকীয় হার্মাচিস, এই বিষ-পাত্রে আমি আমাদের শান্তি প্রার্থনা করছি!

এই বিষ পান করার পর আর আমি তোমার মুখ দর্শনে সক্ষম হবো না, ফারাও; যার পাপ সত্ত্বে সে শাস্তিতে পৃথিবীতে বিরাজ করে চলবে যা আমি করতে সক্ষম হবো না। আমি আজ বিদায় গ্রহণ করছি, যে তোমাকে সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত করেছে—বিদায়।'

চার্মিয়ন সেই বিষের পাত্র ওষ্ঠের কাছে তুলে পান করে ফেললো সবটা। তারপর মৃত্যুকে অবলোকন করতে চেয়ে যেন সে কয়েক মুহূর্ত দণ্ডায়মান থেকে তার আগমন মাত্র সশব্দে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো! এক মুহূর্ত শুধু দণ্ডায়মান রইলাম সেই মৃতের সঙ্গে।

এবার ধীরে ধীরে আমি ক্লিওপেট্রার দিকে এগিয়ে গেলাম। যেহেতু কেউ আর কোথাও ছিলো না, তাই শয্যার পাশে উপবিষ্ট হয়ে ক্লিওপেট্রার মাথা আমার কোলে তুলে নিলাম—ঠিক যেভাবে সেদিনের সেই রাত্রিতে পিরামিডের ছায়ায় তার মস্তক কোলে তুলে নিয়েছিলাম। এবার আমি তার শীতল ভ্রূতে চুম্বন এঁকে দিয়ে সেই মৃতের পুরী ত্যাগ করলাম। প্রতিশোধ স্পৃহা আমার তৃপ্ত—কিন্তু হতাশায় আমার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত আজ!

'চিকিৎসক', দেউড়ি অতিক্রম করার অবসরে পাহারারত রক্ষীদলের প্রধান আমাকে লক্ষ্য করে বললো, 'ওখানে কাছে কি ঘটে চলেছে? আমার ধারণা আমি মৃত্যুর শব্দ শ্রবণ করলাম।'

'ঘটে চলেছে নয়—সবই ঘটে গেছে,' এই জবাব দিয়ে আমি অগ্রসর হলাম।

অগ্রসর হওয়ার সময় আমার কানে ভেসে এলো অন্ধকারের মধ্য থেকে দ্রুত ধাবমান সীজারের বার্তবহদের পদশব্দ।

দ্রুত আমার বাসগৃহের মধ্যে প্রবেশ করতে দেউড়ির কাছে আতুয়াকে অপেক্ষা করতে দেখলাম। সে আমাকে এক শান্ত নির্জন কক্ষে টেনে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো।

'কাজ শেষ!' সে প্রশ্ন করলো ওর বলিরেখাময় মুখ তুলে। আলোর রেখা ওর শ্বেত শুভ্র কেশের উপর ছিটকে পড়ছিলো। 'না প্রশ্নের প্রয়োজন নেই? আমি—আমি জানি একাজ সম্পন্ন হয়েছে!'

'হ্যাঁ, সম্পন্ন হয়েছে আর ভালোভাবে, আতুয়া! সবাই মৃত! ক্লিওপেট্রা, ইরাস, চার্মিয়ন—সকলেই, শুধু আমি ছাড়া।'

বৃদ্ধা এবার আমার কাছে নতজানু হয়ে বলে উঠলো: 'এবার আমাকে শান্তিতে চলে যেতে দাও, কারণ তোমার আর খেমের শত্রুদের উপর প্রতিশোধ সম্পন্ন হয়েছে না! না!—বৃথা আমি এতো দীর্ঘকাল জীবিত থাকিনি—

তোমার শক্রদের প্রতি বৃথা প্রতিহিংসা পোষণ করিনি। আমি মৃত্যুর শিশির বিন্দু সংগ্রহ করেছি আর তোমার শক্ররা তাই পান করেছে। অহঙ্কারের স্পর্দ্ধা আজ চূর্ণ। প্রেমের লজ্জা আজ ধুলোয় বিলীন! আহ ওই স্বৈরিণীর মৃত্যু একবার যদি নিজের চোখে অবলোকন করতাম।'

'থামো! থামো! মৃতেরা আজ মৃত্যুপুরীতে আশ্রয় নিয়েছে। চিরকালের মতো তাদের ওষ্ঠ নীরব। মৃত ব্যক্তিদের অবমাননার প্রয়োজন নেই! ওঠে—চলো আমরা আবুথিসে পালাই যাতে সব কাজ সমাধা হয়।'

'তুমি পালাও হার্মাচিস! হার্মাচিস, পালাও!—কিন্তু আমি পলায়ন করবো না! এই উদ্দেশ্যে এতোকাল জীবিত ছিলাম—এবার জীবনের সব বন্ধন ছিন্ন করবো। তোমার মঙ্গল হোক, যুবরাজ, এই তীর্থ পরিক্রমা এখন শেষ! হার্মাচিস, ওরে তোর শৈশব থেকে তোকে আমি ভালোবেসেছি, এখনও ভালোবাসি।—কিন্তু এ জগতে আর তোর দুঃখের ভাগীদার আমি হবো না— আমি শেষ! অসিরিস, আমার এ আত্মাকে গ্রহণ করুন।' আতুয়ার কম্পমান ঊরু আর ওর ভর সইতে পারলো না, সে মাটিতে পড়ে গেলো।

আমি তার দিকে ছুটে গেলাম। সে ইতিমধ্যেই মৃত। এই বিশাল পৃথিবীতে এইবার সত্যিই আমি একা, সারা দুনিয়ায় আমায় সান্ত্বনা জানাবার মতো আর কেউ রইলো না!

এবার আমি সব ছেড়ে এগিয়ে চললাম কেউ বাধা দান করলো না। কারণ শহরে সব এলোমেলো হয়েছিলো। আলেকজান্দ্রিয়া ছেড়ে, আগে ব্যবস্থা করে রাখা এক জলযানে আমি চলতে শুরু করলাম। অষ্টম দিনে, আমি জলযান ছেড়ে নামলাম আর আবুথিসের পবিত্র এলাকায়। ক্ষেতের উপর দিয়ে পদব্রজে অগ্রসর হলাম। আর এখানে, আমি জানতাম শেঠির পবিত্র মন্দিরে আবার দেবার্চনার কাজ শুরু হয়েছিলো। মন্দিরগুলি আবার পবিত্রতা প্রাপ্ত হওয়ায় আইসিসের উৎসবের ফলে মিশরের প্রাচীন মন্দিরগুলির পুরোহিতেরা দেবতাদের তাদের পবিত্র আলয়ে প্রত্যাবর্তনের জন্য উৎসব করার জন্য এখানে সমবেত।

শহরে প্রবেশ করলাম আমি। সেদিন ছিলো আইসিসের উৎসবের সপ্তম দিবস। আমার অগ্রসর হওয়ার মুখে সেই অতি পরিচিত পথের মধ্য দিয়ে দলে দলে মানুষ এগিয়ে চলেছিলো। আমিও তাদের মধ্যে মিশে গেলাম আর আমার কণ্ঠস্বর সেই শান্ত মন্ত্রগীতি উচ্চারণ করতে করতে ধ্বংসাতীত কক্ষ ভরিয়ে তুলতে চাইলো। সেই পরিচিত পবিত্র পদগুলি কি অপূর্ব :

'ধীরে, অতি ধীরে, অঙ্কিত এই পদচিহ্ন ধারা
জেগে ওঠে পবিত্র প্রাসাদ চত্বরে,
শান্তির পবিত্র গৃহে আজি মৃত যারা
আহ্বান করি সব আসিতে সত্বরে।
এসো ফিরে, অসিরিস, ত্যাজী রাজ্যসীমা!
প্রণমে যাহারা তব মন্দির প্রতিমা।'···

এরপর সেই পবিত্র সঙ্গীত-প্রার্থনা সমাপ্ত হলো রা'য়ের রাজকীয় সঙ্গীতে। প্রধান পুরোহিত জীবন্ত দেবতার প্রতিমূর্তিটি উঁচুতে তুলে ধরলেন সমবেত সকল মানুষের সামনে।

সহসা এবার আনন্দ ধ্বনি জেগে উঠলো,

"অসিরিস! আমাদের আশা, অসিরিস! অসিরিস!"

জনতা তাদের পোশাক থেকে কালো কাপড়ের টুকরো ছিন্ন করতে চাইলো, এর নিচে শুভ্র বস্ত্র প্রকটিত হলো।

এরপর সকলে নিজ নিজ বাড়িতে উৎসব পালন করতে বিদায় নিলো। কিন্তু আমি মন্দিরের চত্বরে রয়ে গেলাম।

একটু পরে মন্দিরের একজন পুরোহিত বাইরে আগমন করে আমার কি প্রয়োজন জানতে চাইলেন। আমি জবাব দিলাম আমি আলেকজান্দ্রিয়া থেকে এসেছি এবং পবিত্র পুরোহিতদের সামনে উপস্থিত হতে আগ্রহী, কারণ আমি জানতাম এই পুরোহিতবৃন্দ আলেকজান্দ্রিয়ার ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনার জন্য সমবেত হয়েছেন।

এরপর লোকটি বিদায় নিলো আর প্রধান পুরোহিত, আমি আলেকজান্দ্রিয়া প্রত্যাগত শ্রবণ করে আমাকে পরামর্শ-কক্ষে আনার জন্য আদেশ দিলেন— তাই আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো। ইতিমধ্যে অন্ধকার নেমে এসেছে, স্তম্ভের মধ্যে লণ্ঠন জ্বালানো হয়েছে ঠিক সেদিনের মতো, যেদিন আমাকে খেমের ফারাও হিসেবে অভিষিক্ত করা হয়। সেদিনের মত আজও বিখ্যাত মানুষেরা দুপাশে উপবিষ্ট হয়ে পরামর্শে রত। সব এক রকম ছিলো, সেই প্রাচীন রাজা আর দেবগণের প্রতিমূর্তিগুলি যেন আমাকে অবলোকন করে চলেছে শূন্য দৃষ্টিতে। হ্যাঁ, সমবেত মানুষের মধ্যে সেই ষড়যন্ত্রের নায়ক পাঁচজন উপস্থিত, তারা আমার অভিষেক দর্শন করেছিলো। একমাত্র এরাই ক্লিওপেট্রার প্রতিহিংসা ও কালের প্রভাব কাটাতে সক্ষম হয়েছে।

যেখানে আমার অভিষেক সম্পন্ন হয়েছিলো সেখানে আমি দাঁড়ালাম।

আর আমার শেষ লজ্জার জন্য এমন তিক্ত ভগ্ন হৃদয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম যা ভাষা বর্ণনা করা চলে না।

'এ যে সেই চিকিৎসক অলিম্পাস,' একজন বলে উঠলো। 'যে তাপের সমাধি চত্বরে সাধুর মতো বাস করতো আর ইদানীং ক্লিওপেট্রার প্রাসাদে বাস করতো। তাহলে একি সত্য চিকিৎসক যে ক্লিওপেট্রা নিজ হস্তে আত্মহত্যা করেছে?'

'হ্যাঁ, পবিত্র মহাশয়গণ, আমি সেই চিকিৎসক। আর এও সত্য যে ক্লিওপেট্রা আমার হাতে মৃত্যুবরণ করেছে।'

'আপনার হাতে? এ কিভাবে সম্ভব? যদিও তার মৃত্যুতে আমরা আনন্দিত। সে এক দুষ্ট স্বৈরিণী!'

'মার্জনা করবেন, মহাশয়গণ, আমি আপনাদের কাছে সব ঘটনা নিবেদন করার জন্য আগমন করেছি। হয়তো আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যারা প্রায় এগারো বৎসর আগে এই কক্ষে থেমের ফারাও হিসাবে গোপনে হার্মাচিসের অভিষেক সম্পন্ন করেছেন?'

'হ্যাঁ, তা সত্য!' তারা বলে উঠলো, 'কিন্তু আপনি সেকথা জ্ঞাত হলেন কিভাবে, অলিম্পাস?'

'সেই সপ্তম ও ত্রিংশ মহান ব্যক্তিগণ,' জবাব না দিয়ে আমি বলে চললাম, 'দুই এবং ত্রিংশজন আজ অনুপস্থিত। কেউ মৃত, যেমন মৃত আমেনেমহাত; কাউকে হত্যা করা হয়েছে, যেমন সেপা, কেউ হয়তো খনিগর্ভে ক্রীতদাসের কাজ করে চলেছে বা প্রতিশোধ আশঙ্কায় দূরে বাস করছেন।'

'তা সত্য,' তারা বলে উঠলো। 'হায়! এ তাই! অভিশপ্ত হার্মাচিস বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো আর সেই স্বৈরিণী ক্লিওপেট্রার কাছে আত্মবিক্রয় করেছিলো!'

'হ্যাঁ, তাই,' আমি বলে চললাম, 'হার্মাচিস সেই পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করে দেয় আর নিজেকে ক্লিওপেট্রার কাছে বিক্রয় করে দেয়। পবিত্র মহাশয়গণ, আমিই সেই হার্মাচিস!'

পুরোহিত আর মহান ব্যক্তিরা হতবাক হয়ে গেলেন। কেউ উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলে চললেন, কেউ কোন কথা বললেন না।

'আমিই সেই হার্মাচিস! আমিই সেই বিশ্বাসঘাতক! তৃতীয় স্তরের অপরাধী! দেবতাগণের প্রতি, দেশের প্রতি আর শপথের প্রতি বিশ্বাসঘাতক! একাজ আমার কৃত জানাতে আমি আগমন করেছি। আমি তার উপরে ঐশ্বরীক প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি যে আমার ও মিশরের সর্বনাশ করে তাকে

রোমানদের হাতে দান করেছে। আর এবার দীর্ঘ পরিশ্রম ও ধৈর্য্যের পরীক্ষার পর একাজ আমার দ্বারাই সম্পন্ন হল ক্রুদ্ধ দেবতাদের সাহায্যে। দেখুন আমি আমার সকল লজ্জা মস্তকে ধারণ করে এখানে বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি গ্রহণ করতে আগমন করেছি।'

'স্মরণ রাখবেন যে শপথ ভঙ্গ করা যায় না তা ভঙ্গের পরিণতি কি?' ভারি গলায় প্রথম ব্যক্তি জানালো।

'আমি তা জ্ঞাত আছি,' জবাব দিলাম। 'সেই ভয়ঙ্কর পরিণতি আমি বরণ করছি।'

'এ বিষয়ে আরও বলুন, যিনি হার্মাচিস নামে পরিচিত ছিলেন।'

তাই পরিষ্কার ভাবে আমি আমার সব লজ্জার কাহিনী ব্যক্ত করলাম, কিছুই গোপন না করে। কথা বলার ফাঁকে লক্ষ্য করলাম তাদের মুখভাব কঠিন হয়ে উঠছে, তাই জানতাম কোন ক্ষমার আশা নেই, আমি তা প্রার্থনাও করিনি এবং করলেও গ্রাহ্য হতো না।

যখন শেষ পর্যন্ত আমার কথা সমাপ্ত হলো আমাকে একপাশে সরিয়ে তারা পরামর্শ সুরু করলেন। তারপর আমাকে সামনে এনে বয়োজ্যেষ্ঠ জন, অতি বৃদ্ধ, ন্যুব্জ একজন, তাদের ঐশ্বরীক হাতে সেপস্থ মন্দিরের পুরোহিত তীব্র কণ্ঠে কথা বলে চললেন।

'তুমি হার্মাচিস, আমরা এ ঘটনা বিচার করেছি। তুমি তৃতীয় স্তরের ভয়ঙ্কর পাপ করেছো। তোমার মস্তকেই খেমের দুঃখের ভার পতিত, যা আজ রোমকদের অধিকৃত। রহস্যময়ী মাতা আইসিসের প্রতি তুমি সাংঘাতিক অপমানের কালিমা লেপন করেছো এবং পবিত্র শপথ ভঙ্গ করেছো। এইসব পাপের জন্য তুমি জানো, একটাইমাত্র পুরস্কার আছে, সে পুরস্কার তোমার। যেহেতু তুমি তাকে হত্যা করেছো যে তোমার পতনের কারণ বা তুমি স্বয়ং এখানে আগমন করে নিজের অপরাধ স্বীকার করেছো, তা সত্বেও আমাদের বিচার তোমার পক্ষ অবলম্বনে অসমর্থ। তোমার মস্তকে মেনকাউ-রা'র অভিশাপ বর্ষিত হবে, হে পতিত পুরোহিত! পতিত স্বদেশপ্রেমী। লজ্জাহীন, মুকুটত্যাগী ফারাও! তোমার যে মস্তকে আমরা রাজমুকুট স্থাপন করেছিলাম তাকেই আমরা শাস্তির আদেশ দান করে তার ধ্বংসের ব্যবস্থা করলাম। তুমি নরকে গমন কর আর শেষ আঘাতের জন্য প্রস্তুত হও। যাও, একথা স্মরণ কর, তুমি কি হতে পারতে আর কি হতে পেরেছো। হয়তো যে দেবতার অর্চনা চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়েছে তাদের মার্জনা কোনদিন লাভ করতে পারো, যা তোমাকে দান করতে আমরা অস্বীকার করছি! ওকে নিয়ে যাও!'

অতএব তারা আমাকে বন্দী করে নিয়ে চললো। মাথা নত করে আমি অগ্রসর হলাম। মাথা উঁচু করিনি আমি, তবুও তাদের দৃষ্টি যে আমাকে দগ্ধ করে চলেছে তা অনুভব করছি।

ওহ্! নিশ্চয়ই আমার সব লজ্জার মধ্যে এটা ছিলো সবচেয়ে অসহনীয়।

॥ ১০ ॥

ওরা আমাকে উচ্চ স্তম্ভের সেই বন্দীশালায় নিয়ে এলো। এখানেই আমি আমার শেষ বিচারের অপেক্ষায় থাকবো। আমি জানিনা ভাগ্যের তরবারী কখন আমার মাথায় নেমে আসবে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস অতিক্রান্ত হয়ে চললেও সে-কাজ সম্পন্ন হলো না। তখনও তা অদৃশ্য হয়ে আমার মাথায় দোদুল্যমান হয়ে রইলো। হয়তো কোন গভীর রাত্রিতে আমি তাদের গোপন পদশব্দ শুনতে পাবো, তারা আমাকে নিয়ে যাবে। হয়তো এখনই তারা উপস্থিত। তারপর আসবে সেই গোপন মুহূর্ত! সেই ভয়ঙ্কর বীভৎসতা! সেই নামহীন কফিন আর অবশেষে তা শেষ হবে! ওঃ তা আসুক! দ্রুততায় তা নেমে আসুক!

সবই লিখিত হলো। কোন কথাই আমি গোপন করিনি—আমার পাপ আর আমার প্রতিহিংসা সম্পন্ন। এখন সবই অন্ধকার আর ভস্মের মধ্যে শেষ হবে; আমি অন্য জগতের সেই ভয়ঙ্করতার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রেখেছি।

ক্লিওপেট্রা, তুমি ধ্বংসকারিণী! যদি আমার হৃদয় থেকে তোমার চিত্র দূর করতে সক্ষম হতাম! আমার সব দুঃখের ভিতর এই দুঃখই সবচেয়ে গভীর—তবুও তোমায় ভালোবেসে চলতে হবে! তবুও এই সর্প আমার হৃদয়ে জড়িয়ে রাখতে হবে! তবুও আমার কানে বর্ষিত হবে সেই শান্ত বিজয়িনীর হাসি—ঝরণার মিষ্টি ধ্বনি—আর রাতজাগা সেই না—

[এখানেই তৃতীয় সেই প্যাপিরাসের বাণ্ডিলের লেখা আচমকা শেষ হয়ে গেছে। মনে হয় যেন ঠিক ওই মুহূর্তে লেখককে কেউ বাধা দেয়, হয়তো তারা যারা তার শেষ পরিণতির ব্যবস্থা করতে আসে।]